শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

শ্রীমদ্ভাগবতামৃত

যাহাতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামি ভাগবত লক্ষণ চতুর্দ্দশ ভুবন অষ্টাবরণ মুক্তিধাম অখিল বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন মুক্তি ভক্তি সাধন সাধ্যাদী বহুতর সংস্কৃত শ্লোকে বিস্তার করিয়াছেন

ইদানীং

শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ রায় চৌধুরি কর্তৃকানুবাদিত হইল।

কলিকাতা

নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল

সন ১২৬১ সাল

[প্রথম খণ্ড

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

নির্ঘণ্ট | দ্বিতীয় খণ্ড | পত্রাঙ্ক

বিষয়   পত্রাঙ্ক

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতিয় খণ্ড সমাপ্ত

ভুল	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	ছত্র
গোন্দ	গোবিন্দ	২	৯
বিশের	বিশেষ	৩	১৫
লজ্জাম	লজ্জায়	১৮	১৯
সন্তোষিল	সন্তোষিত	২৩	১৬
পূর্ণে	পূর্ব্বে	২৬	৮
ষ্টবের	বৈষ্টবের	৩৭	
করেণস্তবনহযে-	করেণস্তবনহবে	৫৬	২২
অবিপ	অধিক	৬১	১১
নম্বাবারে	জম্বাবারে	৬৫	১০
মাবুর্য্য	মাধুর্য্য	৬৬	২১
মুক্তি	মুক্তি	৬৭	২১
ভদ বদভ	ভাগবদ্ভক্ত	৮৪	১৪
লন	মন	৯৬	১১
ভদ	ভদ্র	১১৬	৫
ভাগ বন্দির	ভাগবদ্মন্দির	১৫০	১৬
সহলোক	মহল্লোক	১৬৩	২১
দর্য্যপী	স্বদ্যপী	২০৭	১
পমা	উপমা	২৭১	৮

প্রসঞ্চ	প্রপঞ্চ	২৮২	২৬
জমর	জযর	৩২০	২৩
ষুদ্রিত	মুদ্রিত	৩৩০	৭
অনিতে	আঙিনো	৩৫৬	১
নযরের	নযূরের	৩৮৭	২১

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়নমঃ।



অথ শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থ।

জয়২ শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ প্রাণ। জয়২ দীনবন্ধো কৃপার নিধান।। জয়২ শচীর নন্দন গোরাচাঁদ। কোটিশশি জিনি মুখচন্দ্র প্রেমফাঁদ।। সুতপ্ত কাঞ্চন কান্তি অরুণ নয়ন। করুণা পূরিত দেহ দেহ দয়াদান।। জয়২ নিত্যানন্দ নয় নিত্যানন্দ সদামত্ত পীয়ে গৌর প্রেম মকরন্দ।। জয়২ অভিন্ন চৈতন্য শ্রীনিতাই। পতিত পাবন এপতিতে দেখ চাই।। জয় শান্তি পুর নাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। যে আনিলা নবদ্বীপে প্রভু গৌর-চন্দ্র।। করুণা করিয়া জীবে করিলা নিস্তার। কেবল বঞ্চিত আমি অতি দুরাচার।। জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ কৃপার নিধান। কিছু যশ গাই যদি শক্তি দেহ দান।। আমি অতি অধম অ-জ্ঞান অনাচার। করুণা করিয়া সবে কর মোরে পার।। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্টদাস রঘু-নাথ।। সাবধানে বন্দো এই ছয়ের চরণ। যাহে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম প্রকাশন।। ছোট বড় সকল বৈষ্ণব পদে নতি। যে কৃপায় যায় মায়া সংসার দুর্গতি।। কৃষ্ণভক্তিরস সুধাপানে মগ্ন মন। গৌরাঙ্গদ্বিতীয় কলেবর সনাতন।। রচিলা শ্রীভাগ-বতামৃত গ্রন্থ সার। ভক্তিরস তাৎপর্য্যের যাহাতে প্রচার।। অত্যন্ত নিগূঢ় ভাব বর্ণন আশ্চর্য্য। শুনিলে পাইয়ে কৃষ্ণ

ভক্তি অতি বর্য্য।। কিন্তু সংস্কৃত গূঢ় বর্ণন বিশেষ। সর্ব্ব সাধারণ বোধ হয় কিছু ক্লেশ।। এহেতু বৈষ্ণবগণ করুণা করিয়া আমারে করিলা আজ্ঞা পয়ার লাগিয়া।। যদ্যপি আমিহ মূর্খ অত্যন্ত অজ্ঞান। বুঝিতে নাপারি কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যান।। তথাপি বৈষ্ণব আজ্ঞা বাচাল করিল। অতএব সাহসেতে ইহা আরম্ভিল।। অদোষ দর্শন হয় বৈষ্ণবের গুণ। এবড় ভরসা মনে করেছি নিপুন।। ক্ষম অপরাধ মোর শ্রীলসনাতন। ধরিলাম দৃঢ়করি তোমার চরণ।। কিছু শক্তি দেহ যেন সম্পূর্ণ হয়। জয় গোবিন্দ দাস এই নিবেদয়।। ১ ।। ০।

জয়তি নিজ পদাব্জ প্রেমদানাবতীর্ণো বিবিধ মধুরিমাব্ধিঃকোপিকৈশোরগন্ধি গত পরম দশান্তং যস্য চৈতন্যরূপাদনুভব পদ মাপ্তং প্রেম গোপীষুনিত্যং ।।১।

শুন সাধুগণ কৃপা করিয়া প্রকাশ। শ্লোক লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস।। এইগ্রন্থে করিয়ে শ্রীভক্তি নিরূপণ যাহাহৈতে চতুর্বর্গ ফলের জনম।। ব্রহ্মানন্দ অনুভব হৈতে সুখ যোগ। বিষয় অনিত্য সুখ যে করে বিয়োগ।। শ্রীরাধাবল্লভ পদ যাহার আশ্রয়। ব্রজ লোক ন্যায় মহাপ্রেমে প্রাপ্তি হয়।। এই ভক্তি দেবী যার হৃদয়ে বিরাজে। আনুকূল্য আদি সব আভরণ সাজে।। শ্রীগোলোক ধামে সেই বৈকুণ্ঠ উপরে। শ্রীনন্দকিশোর সহ সতত বিহরে।। কিন্তু সেই ভক্তি নহে অন্য উপায়েতে। কেবল মিলয়ে কৃষ্ণকৃপা প্রসাদেতে।। অতএব তাঁর মহা প্রসন্ন চাহিয়া। আচরেণ মঙ্গল শ্রীচরণ বন্দিয়া।। কোন অনির্বচনীয় সর্ব্ব গুণধাম। সর্ব্ব উৎকর্ষেতে সদা

হয় বর্ত্তমান ॥ যিঁহ নিজপাদপদ্মে প্রেমভক্তিদান। করিতে প্রকট হৈলা যথা ব্রজস্থান ॥ রূপগুণ লীলা আদি নানা মধুরিমা সাগর সমান যাঁর নাহি অন্তসীমা ॥ নিত্য কৈশোর বয়স পরম মোহন। বাল্যাদিক ভাব অনুযায়ি সুশোভন ॥ এইসব বিশেষণে স্বয়ং ভগবান। শ্রীনন্দ নন্দন কৃষ্ণ হইতেছে জান যিঁহ বৈকুণ্ঠ উপরি শ্রীগোলোক ধামে। বিহার করেণ নিরন্তর পূর্ণকামে ॥ পরম দুর্লভ তিঁহ অতএব তাঁর ভক্তির মহিমা কহা প্রয়াস দুষ্পার ॥ তাহাতে আয়াস ব্যর্থ এই আশঙ্কায় আদ্য বিশেষণেতে উত্তর দিলা তায় ॥ নিজ প্রেম দান হেতু হইলা প্রকাশ। এই লাগি ব্যর্থ নহে তাহাতে আয়াস ॥ পুন অসাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশনে। লীলা মধুরিমা তাঁর করয়ে বর্ণনে ॥ পাইয়াছে চরম কাষ্ঠার অন্ত যেই। কেবল গোপিকাগণে নিত্য প্রেম সেই ॥ অর্থাৎ বল্লবীগণ বল্লভ নিশ্চিত ইথে দশাক্ষর মন্ত্র বরার্থ সূচিত ॥ ইহা দ্বারা গোপীকার মহিমা নির্দ্দেশ। হইল প্রকাশ্য রূপে পরম বিশেষ ॥ হেন প্রেমের মহিমা কেমতে জানিয়ে। মানসেরো অগোচর যাহারে মানিয়ে ॥ সত্য কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র করি অবতার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে করিলা প্রচার ॥ তাঁহা হৈতে অনুভব বিষয় হইল। আপনি আস্বাদি জগজনে জানাইল ॥ দীন হীন নীচজন অত্যন্ত অক্ষেম। পাইল সাক্ষাৎ অনুভব গোপীপ্রেম ॥ ইথে গোপিকার আর শ্রীকৃষ্ণ মহিমা। পরস্পর হৈল সিদ্ধ অত্যন্ত গরিমা আর এই গ্রন্থে প্রতি পাদ্য যেই অর্থ। এই শ্লোক দ্বারে হৈল সূচন সমর্থ ॥ কৃষ্ণকৃপা সমূহের পাত্র নির্দ্ধারণে। সর্ব্ব অব-

সানে বর্ণিবেন গোপীগণে ।। অতএব শ্রদ্ধাকরি শ্রীবৈষ্ণবগণ সকল বৃত্তান্ত কর শ্রদ্ধায় শ্রবণ ।। ০ ।।

শ্রীরাধিকা প্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি গোপ্যো নিতা
ন্ত ভগবৎ প্রিয়তা প্রসিদ্ধাঃ। যাসাং হরৌপরম সৌ
হৃদ মাধুরীণাং নির্বক্তু মীষদপি জাতনসোপিশক্তঃ। ২।

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ হয় উপসন্ন। তাঁর প্রিয়তম জন হইলে প্রসন্ন ।। অতএব সেইসব মধ্যে শ্রেষ্ঠলয়ে। শ্রীরাধিকা প্রভৃতির মহিমা কহিয়ে ।। অতিগাঢ় যেই ভগবানের প্রিয়তা তাহাতে প্রসিদ্ধা গোপী শ্রীরাধা প্রভৃতা ।। সর্ব্ব উতকৃর্ষেতে সদা হউ বর্ত্তমান। যাহাদের প্রেমেঋণী কৃষ্ণ ভগবান ।। সে গোপীগণের কৃষ্ণে যে প্রেম নিশ্চিত। তাহার মাধুরীগণ মধ্যেতে কিঞ্চিৎ ।। কদাচিত গোপীনাথ সযত্নে আপনে। শক্ত নাহি হন করিবারে নিরূপণে ।। অন্যের কা কথা তথা কহিতে মহিমা। কৃষ্ণ সদা বশীভূত এই তার সীমা ।। ০ ।

স্বদয়িত নিজভাবং যোবিভাব্য স্বভাবাত্ সুমধুর মব
তীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাত্। জয়তি কনক ধামা কৃষ্ণ
চৈতন্য নামা হরিরিহ যতি বেশঃ শ্রীশচী সূনুরেষঃ ।। ৩

তবে উপক্রম তাহা বর্ণনে কেমতে। করিতেছ কর তাই মোরে অবগতে ।। এ আশঙ্কা উঠাইয়া উত্তর কারণ। কহিছেন গোস্বামী শ্রীযুত সনাতন ।। সব দীন হীন জনগণে উদ্ধারক। নিজনাম সঙ্কীর্ত্তন ভক্তি বিস্তারক ।। শ্রীভগবানের প্রিয়তম অবতার। মহাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবসার ।। তাহার প্রসাদ প্রাপ্তি করিয়া কামনা। কারণ পরম্পোত্কর্ষ তাঁহার

বর্ণনা।। নিজভক্ত জনের যে ভাব তাঁহা প্রতি। ভক্তে নিজ প্রেম হৈতে সুমধুর অতি।। ভাবিয়া ভক্তের ভাবে মনে লোভ কৈলা। ভক্তরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা।। কিম্বা বিপ্রঈশ্বরা চার্য্য কর্ণটে বিখ্যাত। শ্রীঈশ্বর নাম জগদ্গুরু বংশ জাত তাঁর পুত্র রূপ গৌড় দেশি ভক্তবর। তাঁর সহ অবতীর্ণ শ্রীগৌর সুন্দর।। শচীর নন্দন হরি ধরে যতি বেশ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম জয়তি বিশেষ।। কনকের মতে কান্তি গৌরঙ্গ সুন্দর এব কহি স্ফূর্ত্তিদ্বারা সাক্ষাত্ গোচর।। অথবা কনকা স্বর্ণ বর্ণা শ্রীকিশোরী। তাঁর ধাম কান্তি যাতে সেই গৌর হরি ঈবাপোঃ সূত্রেতে আকারের হ্রস্বকরি। অর্থাত্ শ্রীরাধারূপ নিজঅঙ্গে ধরি।। অবতরি প্রেমভক্তি সর্ব্বত্র বিস্তার। কলিতে করিলা কিবা কৃপার সংচার।।

জয়তি মথুরা দেবী শ্রেষ্ঠা পুরীষু মনোরমা পরম দয়িতা কংসারাতে র্জনিস্থিতি রঞ্জিতা। দুরিত হরণান্মুক্তে র্ভক্তেরপি প্রতিপাদানা জগতি মহিতা তত্তৎক্রীড় কথাস্তু বিদূরতঃ।।৪।।

সর্ব্বঅভিলাস সিদ্ধকারি সেইভক্তি। তার প্রাপ্তি মথুরায় হয় অনুরক্তি।। যেহেতু মথুরা কৃষ্ণ প্রেমেতে অনিতা নিরন্তর ক্রীড়া বিশেষেতে সুশোভিতা।। এলাগি তাঁহার প্রেম মতা পাইবারে। মাহাত্ম্য কহিয়া স্তব করেন বিচারে।। জয়তি মথুরাদেবী পরমঈশ্বরী। কিম্বা দ্যোতমানা কৃষ্ণক্রীড়ার নগরী নিত্য ভগবান কৃষ্ণ যাহে বিরাজয়। নাহিক তাহাতে কভু কালাদির ভয়।। অতএব কাশীআদি যেসপ্ত মোক্ষদা। তাহা

দের মধ্যে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা সদা ॥ কিম্বা উর্দ্ধ অধো মধ্যে পুরী যে সকল। দেবাদির কিবা ভগবানের নির্ম্মল ॥ সে সকল মধ্যেতে উৎকৃষ্টা মনোরমা। পরমসুন্দরী শোভা বিচিত্র অসমা কিম্বা সকলের সর্ব্ব অভীষ্ট পুরণ। অনায়াসে করিয়া সে রমায়েন মন ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরম দয়িতা। আবির্ভাব নিরন্তর বাসেতে রঞ্জিতা ॥ কংসারাতি শব্দ দিলা এইসে কারণ কংসবধে মথুরা বাসির দুঃখগন ॥ বিনাশিলা ইহাদ্বারা পরম দয়িতা। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের হইল সাধিতা ॥ দুরিত হরণ মুক্তি ভক্তির প্রদান। লাগিযে জগত পূজ্যা কি কহিব আন ॥ সেই২ আনির্ব্বাচ্য প্রসিদ্ধ ক্রীড়ার। কথা দূরে থাকুক যে কৃষ্ণের বিহার ॥ অর্থাত্ তাদাগি ব্রিংহ যত পুজ্য হন। কেবা শক্তি ধরে করিবারে নিরূপণ ॥ হেন শ্রীমথুরাদেবী মোরে কৃপাকর। মোপভিতে কৃষ্ণ ভক্তি কিঞ্চিত্ বিতর ॥

জয়তি২ বৃন্দারণ্য মেতন্মুরারেঃ প্রিয়তম মতি সাধু
স্বান্ত বৈকুণ্ঠ বাসাত্। রমযতি স সদা গাঃপালয়ন
যত্র গোপীঃ স্বরিত মধুরবেণু র্বর্দ্ধয়ন প্রেমরাসে। ৫।

এই মথুরার বৃজভমি প্রিয়তর। বিচরেন যাহে সুমধুর বংশীধর ॥ পুনঃ তারমধ্যে প্রিয়তম গুনবান। বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন যমুনা পুলিন ॥ তাহাদের প্রসন্নতা প্রাপ্তির কারণ। এমতে পরমোৎকর্ষ করেন বর্ণন ॥ প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন মহিমা বর্ণনে। করিছেন গোস্বামী অত্যন্ত হৃষ্টমনে ॥ এই বৃন্দাবন সদা জয়তি২। দুইবার কহিলেন অতি হর্ষমতি ॥ এই শব্দ প্রয়োগেতে এঅর্থ বুঝায়। গ্রন্থকার সেইকালে বৈসেন

তথায়।। সাধুদের মনে আর বৈকুণ্ঠে নিবাস। হৈতে প্রিয়তম সেত অত্যন্ত প্রকাশ।। যেই বৃন্দাবনে হরি করি গো পালন। শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপী করেন রমণ।। রাসক্রীড়া বিষয়েতে প্রেম বাড়াইতে। সর্ব্ব চিত্তাকর্ষ বেণু বাজান বিদিতে।। গো পালনে সুমধুর বেণু বাজাইয়া। বিহার করেণ সর্ব্ব গোপীকা লইয়া।। বিবিধ বৈদগ্ধিদ্বারা যে করে বিলাসে। মুখ্য প্রয়োজন প্রেম বাড়ান শ্রীরাসে।। যেহেতুক প্রেমরস বিশেষ বিস্তার লাগিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৈলা অবতার।। গোপালন গোপীকা রমণ ক্রীড়াচয়। তার উপকরণ জানিবে সুনিশ্চয়।।

জয়তি তরণীপুত্রী ধর্ম্মরাজ স্বসাযা কলয়তি মথুরায়াঃ সখ্যমত্যেতি গঙ্গাং। মুরহর দয়িতা তৎ পাদ পদ্ম প্রসূতং বহতীচ মকরন্দং নীরপূরচ্ছলেন।। ৬

পূর্ব্বমতে যমুনার করেন বর্ণনা। যিঁহ বৃন্দাবনের হয়েন সুভূষণা।। জয়তি শ্রীসূর্য্যকন্যা জগৎ প্রকাশিনী। ধর্ম্মের পালিকা ধর্ম্মরাজের ভগিনী।। মথুরার সহ সখ্য বিধান করিলা তাহে অতি গতি লীলা সুন্দর বহিলা।। ইহাদ্বারা বুঝাইলা সর্ব্বার্থ প্রদান। সর্ব্বতীর্থ শিরোমণী হইলা আখ্যান।। অত এব অতিক্রম করিলা গঙ্গায়। তাঁহাহৈতে অধিক মাহাত্ম্যবতী যায়।।

তথাহি বরাহে।।

গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে। যমুনা বিশ্রুতা দেবী নাত্র কার্য্য বিচারণা তস্যাঃশতগুণা প্রোক্তা যত্রকেশী নিপাতিতঃ। কেশ্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র বিশ্রামিতো হরিরিতি।।

এই প্রমাণেতে স্পষ্ট মাহাত্ম্য কহিলা। গঙ্গাহৈতে শতগুণা বর্ণন করিলা। হেতুগর্ভ বিশেষণে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দয়িতা যাহে সদা বিহরেণ॥ তাথে কৃষ্ণ পাদপদ্ম জাত মকরন্দ। জলের প্রবাহছলে বহেন আনন্দ॥ ইথে অনুভব কোন প্রকারে আশ্রয়। নৈলে সদ্যতাপযায় আর তৃপ্তি হয়॥

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈল কুলাধিরাজো যোগোপী-
কাভি রুদিতো হরিদাস বর্য্যঃ। কৃষ্ণেন শক্রমখ ভঙ্গ
কৃতা র্চিতোযঃ সপ্তাহ স্য করপদ্ম তলে প্যবাৎ
সীৎ॥ ৭॥

জয়তি শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি মহাশয়। সর্ব্ব পর্ব্বতের অধিরাজ সদা হয়॥ যাঁকে হরিদাস বর্য্য গোপীকা কহিলা। কৃষ্ণ সেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাখানিলা॥ ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গকারি শ্রীনন্দ নন্দন। গোপাদির দ্বারা কৈলা আপনি পূজন॥ ইথে সুরেশ্বর হৈতে অধিক মহিমা। স্বয়ংকরি প্রদক্ষিণ দিলেন শ্রীহরি আরো অসাধারণ মাহাত্ম্য শুনইবে। যাহাতে প্রত্যক্ষ অনুভব সে পাইবে॥ সপ্তাহ শ্রীকৃষ্ণ করপদ্ম তলে বাস। কৈলা গোবর্দ্ধন আর কিকব প্রকাশ॥

জয়তি২ কৃষ্ণপ্রেমভক্তি র্যদঙ্ঘ্রিং নিখিল নিগমতত্বং
গূঢ়মাজ্ঞায় মুক্তিঃ। ভজতি শরণকামা বৈষ্ণবৈ স্ত্যজ্য
মানা জপযজন তপস্যা ন্যাসনিষ্ঠা বিহায়॥ ৮॥

ইদানী সচ্চিদানন্দ রূপা কৃষ্ণভক্তি। সত্সম্প্রদায়ে তাঁর উত্কর্ষ প্রযুক্তি॥ কহিছেন গোস্বামী করিয়া অবনতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি জয়তি২॥ যাঁর চরণারবিন্দ অর্থাত্ কিঞ্চিত্

সর্ব্ববেদ শাস্ত্র সাররহস্য নিশ্চিত ॥ জানি জপ যজ্ঞ তপ ন্যাস নিষ্ঠা ত্যজে। সর্ব্বদা আপনি মুক্তি সযতনে ভজে॥ অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নব ভক্তি। কিঞ্চিৎ আশ্রয়ে অনায়াসে হয় মুক্তি॥ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মুক্ত সর্ব্বথায়। তথাপি মুক্তিরে তুচ্ছ জ্ঞানেতে সদায়॥ অনাদর করেণ তথাচ দাসীমত। সেবন করেণ সদা শরণ কামত॥ কোনমতে বিষ্ণুদীক্ষা যে কৈল গ্রহণ। সেহো তাঁরে ত্যজে তারো করেণ সেবন॥ জাপাদির দ্বারা অন্যে করিয়া প্রার্থন। নাহি পায় অতএব মূর্খ সেইজন॥

জয়তি২ নামানন্দ রূপং মুরারে র্বিরমিত নিজধর্ম্ম ধ্যানপূজাদিযত্নং। কথমপিসকৃদাত্তংমুক্তিদংপ্রাণি নাংযৎ পরম মমৃত মেকং জীবনং ভূষনংমে। ৯।

আনন্দ স্বরূপ কি আনন্দ প্রকাশতি। মুরারির নাম সদা জয়তি২॥ সকল হইতে দেখি পরম উৎকর্ষে। দুইবার কহিলা জয়তি অতি হর্ষে॥ নিজধর্ম্ম শব্দে বর্ণাশ্রমাচার কয়। তাহা অনাদরে লয় ভক্তির আশ্রয়॥ তাহাতেহ ধ্যানেতে নিগ্রহ নহে মন। পূজাতেহ পবিত্রদ্রব্যের সম্পাদন॥ আদি শব্দে শ্রবণাদি যে অন্য প্রকার। সে সকলে বক্তাদির অপেক্ষা বিস্তার॥ সেইসব দুঃখ যাঁহাহইতে বিরাম। সর্ব্বফলসিদ্ধ হয় নৈলে মাত্র নাম॥ কিন্তু সে অন্যের তিনবর্গ সিদ্ধকারি। মুক্তিতে ব্রাহ্মণগণ হয় অধিকারী॥ তাহাতেহ শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারে যদি নাম। গ্রহণ করয়ে তবে পায় মুক্তিধাম॥ এই পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া নিজমনে। কহিছেন উত্তর তাহার বিশেষণে

যে কোন প্রকারে দম্ভে লোভে নাম,ভাসে। হাঁছিযা পড়িযা ভ্রমে কিম্বা পরিহাসে।। উচ্চারণ একবার মাত্রে সর্ব্বজন। মুক্তি পায নাহি অধিকারীর গণন।। কিম্বা কোন ইন্দ্রিযেতে বারেক গ্রহণ। করিলেই মুক্তিপায় কি আর কথন।। মনেতে গ্রহণ নামাক্ষরের চিন্তন। স্পষ্টআছে বাক্য কর্ণ·দ্বারেতে গ্রহণ চক্ষুতে গ্রহণ নাম লিখিত দর্শন। ত্বচেতে গ্রহণ বক্ষঃস্থলাদ্যে লিখন।। আর নামে লেখা পত্র ত্বচেতে স্পর্শন। নামাঙ্কিত মদ্রাধবা হস্তের গ্রহণ।। ইহাতে অনেক শাস্ত্র প্রমাণ আছযে লিখিলেন টীকায গোস্বামী মহাশযে।। আমি না লিখিল গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে।'দেখিবে যাহার মনে প্রতীতি না হযে যেইনাম পরম নির্ব্বাণ সে আমার। মুক্তি সুখাধিক বৈকুণ্ঠের সুখ সার।। কিম্বা মধুহৈতে অতি সুমধুর হন। পরম জীবন মোর পরম ভূষণ।।

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায নিরুপাধি কৃপাকৃতে। যঃশ্রীচৈ-
তন্যরূপোহভূত্তনন্ প্রেমরসংকলৌ। ১০।

এই প্রকারেতে করি মঙ্গলাচরণ। আপনার অভিলাস সিদ্ধির কারণ।। বৈষ্ণবের সম্প্রদায মতে অনুগতি। ইষ্টদেব রূপ গুরুবরে প্রণমতি।। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদে সদা নমস্কারে নিরুপাধি নির্হেতুক করুণা বিস্তারে।। যিঁহ সুদুর্লভতর সর্ব্বত্র গোপন। নিজ প্রেমরস করিবারে বিস্তারণ।। নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে। করিলা জগত প্রেম ভক্তিরসকূপে।।

এইদশ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ। নিজগ্রন্থে প্রতিপাদ্য কহেন এখন।। কিন্তু অতঃপর মোর শুন নিবেদন। মূলশ্লোক

আর নাহি করিব লিখন ।। তাহাতে বাড়িবে গ্রন্থ মনে করি ভয় । লিখিব যথার্থ অর্থ বিচারি নিশ্চয় ।। ইহাতে যদ্যপি কারো জন্মযে সংসয । মূলগ্রন্থ দেখিলেই হইবেক ক্ষয় ।। অতঃপর শুন ভাই হৈয়া সাবধান । অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা অমৃত সমান ।। কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধীয যতশাস্ত্রচয । সকলেরসার তত্ত্ব সংগ্রহ এহয ।। সার শব্দে হেযভাগ রহিতের নাম । সেই রূপ সংগ্রহ এগ্রন্থ অনুপাম ।। ইহাদ্বারা জানাইলা স্বযংকৃত নয । ইহাতে প্রমাণো সব ভক্তি শাস্ত্র চয ।। যদিবল সব ভক্তি শাস্ত্রের একত্র । অত্যন্ত দুর্লভ পুনঃসারজানো তত্র ।। কেমতে সম্ভবে তার সংগ্রহ আযাসে । শুন কহিতার হেতু করিয়া প্রকাশে ।। যেই বাসুদেব চিত্তে অধিষ্ঠান কারী । তাঁর প্রিযরূপ শ্রীত্রিভঙ্গ বংশীধারী ।। তার সেবা পূজা ধ্যান মননাদি দ্বারা । সর্ব্ব শক্তি সার অনুভব উজিযারা ।। অন্তর্যামি নির্হেতুক সহজ দয়াল । শ্রীনন্দনন্দন যারে কৃপা করেভাল ।। ধ্যানাদিতে স্বযংস্ফূর্ত্তিকরেণ আকারে । সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বআদি স্ফূরযে তাহারে ।। অথবা চৈতন্য দেব খ্যাত শচীসুত । তাঁর প্রিযরূপ যতিবেশ সে অদ্ভূত ।। প্রকাণ্ড শ্রীগৌরমূর্ত্তি করিয়া দর্শনে । ভক্তিশাস্ত্রগণ সার হৈল প্রকাশনে ।। কিম্বা শ্রীচৈতন্য প্রিযরূপ মহাশয । তাঁর সঙ্গগুণে সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ স্ফুরয ।। এই কৃষ্ণকৃপা বিশেষেতে অনুভব । ইথে নহে এসংগ্রহ দুর্ঘট প্রভব ।। এই ভাগবতামৃত শাস্ত্র সুগোপন । বৈষ্ণব সকল সুখে করুণশ্রবণ ।। বিশেষেতে অবৈষ্ণবগণ শুষ্ক মনে । রসের অভাবে শ্রদ্ধা নাহবে শ্রবণে ।। তাহাতে জন্মিবে মহাপাতক আপনি

অতএব তাদিগে নিষেধ রূপাগণি ।। যদ্যাপি শ্রীবিষ্ণু দীক্ষা করিলে গ্রহণ। বৈষ্ণব কহিযে তারে শাস্ত্রের লিখন ।। তথা- পি ইহাতে ভক্তি রসিক সকল। পুন তার মধ্যে শুন আছযে বিরল।। শ্রীনন্দকিশোর পাদপদ্মে লোভয়ার । এগ্রন্থ শ্রবণে প্রীতি বাড়িবেক তার ।। এইগ্রন্থ তত্ত্ববিশেষেতে প্রকাশিতে ইতিহাস দ্বারা করিছেন নিরূপিতে ।। যাহা শ্রীল জন্মেজয়ের প্রতি মুনি। মহাভাগ জৈমিনি কহিলা মহাগুণী ।। বেদমধ্যে সাম বেদ কৃষ্ণ কলেবর। তার তত্ত্ববেত্তা শ্রীজৈমিনি সাধুবর ভক্তি পথ প্রবর্ত্তক করুণা করিযা। কহিলা জনমেজযে প্রেম প্রকাশিয়া ।। মহাভাগবত পরীক্ষিতের নন্দন । উত্তমাধি- কারী ইথে করিতে শ্রবণ ।। মুনীন্দ্র জৈমিনি দ্বারা পরং আশ্চার্য্য। ভারত আখ্যান শুনিলেন রাজবর্য্য ।। তার শে তাৎপর্য্যের শ্রবণে উৎসুক । পরীক্ষিত পুত্র জিজ্ঞাসে সকৌতুক ।। হে ব্রহ্ম সাক্ষাত বেদ মূর্ত্তি মহাশয়। শ্রীবৈশ ম্পায়ন হৈতে যেই রসচয ।। মহাভারত শ্রবণে প্রাপ্ত হইল । তার লাভ ইবে তোমা হইতে করিল ।। ব মধুরে তার শেষ সমাপন। অর্থাৎ কেবল ভক্তি বলহ এ শুনিয়া শ্রীজৈমিনি কহেন নৃপবর। সাবধান হৈয়া শুন প্র উত্তর ।। তবপিতা রাজা পরীক্ষিত মহাশয়। শুকদেব উপ- দেশে গত সবভয ।। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত অনায়াসে কৃষ্ণ প্রেমরসে মগ্ন ছাড়ি অন্য আশে ।। সপ্তাহেতে শুনি ভাগবত শুকমুখে । যাইবেন নিজভীষ্ট স্থানে মনঃসুখে ।। এইকালে তাঁর মাতা বিরাট তনযা। পুত্র শোক জন্য অতি

পীড়িত হৃদয়া ।। রাজা পরীক্ষিত কহি জ্ঞান উপদেশ । মায়া দূর করি দিলা আনন্দ বিশেষ।। তাহাতে হইয়া মাতা কৃষ্ণ ভক্তি পরা। রহঃস্থলে স্নেহ মগ্না জিজ্ঞাসে উত্তরা ।। কহ বাছা শুকদেব য়েই উপদেশ । তোমারে করিলা তার বিচারি বিশেষ ।। সত্বর হইয়া মোরে প্রকাশহ সার । ক্ষীর সিন্ধু হৈতে যেন অমৃত উদ্ধার ।। ইক্ষুয়ন্ত্রে জেন ইক্ষু করিয়া পীড়ন । শর্করা সারাংশ তার করয়ে গ্রহণ ।। একথা শুনিয়া মাতৃ বৎসল রাজন । পরীক্ষিত শুক মুখে য়ে কৈলা শ্রবণ ।। অত্যন্ত আশ্চর্য্যসে গোবিন্দকথা খ্যান । রসেরউৎসুকে হৈলা তবেরত্নশাল একে রাজা পরীক্ষিত মহা ভগবত । তাহাতে জিজ্ঞাসা কৈলা মাতা বিশেষত ।। তাতে মাতৃবৎসল রাজন একারণ সব ভাগবত তত্ত্ব কহিলা তখন ।। পরীক্ষিত কহে মাতা য়দ্যপী আমায় । এসময় মৌনব্রত কর'সে য়ুযায় । তথাপি তোমার এই প্রশ্নের মাধুর্য্য । করিল আমারে ইবে বাচাল প্রাচূর্য্য । অতএব প্রণমিয়া অচ্যুত চরণ । পুত্রসহ তব প্রাণ য়ে কৈল রক্ষণ ।। তাঁহার করুণা সমূহের প্রভাবেতে । শ্রীব্যাস নন্দন গুরুদেব প্রসাদেতে ।। কহি ভাগবতামৃত ভাগবত সার য়ত্নে নারদাদি য়াগ করিলা উদ্ধার ।। অতি গোপনীয় সাধু গণের সম্মিত । মুনীন্দ্র মণ্ডলী মধ্যে হইল নিশ্চিত ।। সকল কহিযে মাতা করহ শ্রবণ । কালের অল্পতা হেতু নাকরি গোপন ।। শ্রীমদ্ভাগবত নাম পুরাণ উত্তম । তাহার অমৃত এই হয় শ্রেষ্ঠতম ।। য়দ্যপি নিগম কল্প শ্লোকাদি নির্জিত । ভাগবতে হেয়ভাগ নাহি কদাচিত ।। তথাপি শ্রীগোপীনাথ চরণার

বিন্দ। মধুপানে লম্পটতা য়াহার আনন্দ ।। তারে কৃষ্ণরস ক্রীড়া বিশেষ কথন। বিনা অন্যকথা নাহি রোচে কদাচন য়েন ভক্তি মার্গেতে প্রবিষ্ট ভক্তজনে। নাহি রোচে ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষাদি কথনে ।। আরো শুন য়েন মুক্তি ইচ্ছা কারিজনে অর্থ কাম আদি কথা না রোচে কক্ষণে ।। তেন অরুচির দ্রব্য অপেক্ষায সার। নিজ অভিমত দ্রব্য সর্ব্বত্ত তাহার ।। তাহা ভিন্ন সব তার মতেতে অসার। ইথে নহে কোনরূপে দোষের প্রচার ।। য়দ্যপিহ গোপীনাথ চরণ মহিমা। আর তাঁর ভক্ত গণ মাহাত্ম্য অসীমা ।। সর্ব্ব ভাগবত গ্রন্থে এইসে তাৎপর্য্য তথাপি সাক্ষাত নাহি তাহাতে প্রাচর্য্য ।। অপ্রকাশ হেতু তাথে রসিকের মন। পূরণ নাহয এই হেযত্ব কারণ ।। অতঃ পর শুন এক আখ্যান বিশেষ। য়ার দ্বারা ব্যক্ত হবে ভক্তির নিঃশেষ ।। একদিন মাঘমাসে মুনির সমাজে। প্রাতঃস্নান করিযা প্রযাগ তীর্থরাজে ।। শ্রীমাধব নিকটে বসিয়া হর্ষ যুত আপনা কৃতার্থ বলি মানেন বহুত ।। শ্লাঘা সহ প্রশংসা করি য়া পরস্পরে। কহেন কৃষ্ণের প্রিয তুমি নিরন্তরে ।। মাঘে প্রাতঃ স্নান কৈলে কৃষ্ণেভক্তি হয। তাথে গঙ্গা য়মুনার সঙ্গম বিষয অতএব তুমি কৃষ্ণ প্রিয মহাশয। এইকথা পরস্পর নিরন্তর হয ।। ওগো মাতা সেইকালে সেই তীর্থবরে। দশাশ্ব মেধিক নাম তীর্থের উপরে ।। আল্যা একবিপ্র সেই দেশের রাজন হরিভক্তি পরাযণ সহ পরিজন ।। অশেষ সম্পাদ যুক্ত সবাংশে উত্তম। ব্রাহ্মণ ভোজন জন্য করিযা উদ্যম ।। বিচিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য করিলা সাধন। চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয বহু আয়োজন

অগ্রে নিত্য কৃত্য স্নানাদিক সমাপিয়া। পরিস্কার করাইলা স্থান লেপাইয়া ॥ সত্বর চত্বর তার মধ্যে নির্ম্মাইলা। স্বহস্তে লেপিয়া চন্দ্রাতপ টানাইলা ॥ অত্যন্ত সুন্দর তাথে স্বর্ণের আসনে। শালগ্রাম শিলা রূপি কৃষ্ণ যত্ন মনে ॥ বসাইয়া ভক্তি পূর্ব্ব যেমত বিধান। বহু উপহারে পূজা করি সমাধান অন্ন পান বস্ত্র আদি সামগ্রী বহুত। কৃষ্ট অগ্রে অর্পণ করিল ভক্তিযুত ॥ আপনি নাচিয়া মেলি পরিজন সব। গীত বাদ্য সুললিতে কৈলা মহোৎসব ॥ ততঃপর বেদপুরাণাদি ব্যাখ্যা ব্যাজে। অন্যোন্য বিবাদকারি ব্রাহ্মণসমাজে ॥ যতিগণ আর যত গৃহস্থ সকল। ব্রহ্মচারি আদি পুন যতেক বিরল ॥ লম্পট সর্ব্বদা কৃষ্ণ কীর্ত্তন আনন্দে। শ্রীযুত বৈষ্ণব পদ বন্দিয়া সানন্দে ॥ পাদ প্রক্ষালনাদি মধুর ব্যবহারে। বহুতাদৃশ বাক্যে তুষিলা সবারে ॥ তাঁদের চরণোদক মস্তকে ধরিয়া। পূজিলা হরিষ মত অন্নাদিক দিয়া ॥ নীরাজন সবাকারে করিয়া তখন সমর্পিলা সযত্নেতে সুমাল্য চন্দন ॥ হৈলে বিষ্ণু দীক্ষিত যে কোনো নীচ জাতি। পবিত্র সর্ব্বদা সেই বৈষ্ণব বিখ্যাতি বিষ্ণু দীক্ষা রহিত আছয়ে বিপ্রাশেষ। এলাগি বৈষ্ণব পদ পৃথক নির্দ্দেশ ॥ বুঝিয়া সকল শ্রোতাগণ নিবেদন। পরে দীন অন্ত্যজাদিকরাল্যা ভোজন ॥ সাদরেতে যথা ন্যায় কৈলা সন্তোষণে। কুক্কুর শৃগাল পক্ষি কৃমী আদি গণে ॥ এপ্রকারে সর্ব্ব প্রাণি জাতি তৃপ্তি দিয়া। পরে সাধু সকলের আদেশ পাইয়া ॥ মহাযজ্ঞ শেষ সেই পরম মধুর। মৃত্যু নিবর্ত্তক সুখ স্বরূপ প্রচুর ॥ অমৃত খাইলা নিজ ভৃত্য পরিবার। ইষ্টমাদি

সহ হর্ষ হইয়া অপার ॥ তবে শালগ্রাম শিলা কৃষ্ণাগ্রে আই লা। তাঁরে সর্ব্বকর্ম্ম ফল সঞ্চয় অর্পিলা॥ সুখে দেব ভগবানে করায়্যা শয়ন। উদ্যত হইলা গৃহে গমন কারণ॥ দূরেথাকি দেখি শ্রীনারদ মুনিবর। মুনির সমাজে হৈতে উঠিয়া সত্বর॥ এই বিপ্রবর্য্য মহাবিষ্ণু প্রিয়তর। বার২ এইকথা বলি মুনিবর তাঁর আলাপনে মনে সত্বর হইয়া। বিপ্রেন্দ্রের নিকটেতে গেলেন ধাইয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ পরমোৎকৃষ্ট কৃপার ভ জন। জন সকলের করিবারে বিখ্যাপন॥ কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বিশেষ অধিকা। চরম কাষ্ঠার সে আস্পদ শ্রীরাধিকা॥ তাঁর তত্ত্ব য়দ্যপি আপনি হন জ্ঞাত। তথাপি লোকেরে ব্যক্ত করিতে বিখ্যাত॥ কৃষ্ণভক্তি রসপানে আসক্ত লম্পট। শ্রীনারদ মহাশয় কহেন সুঘট॥ হে ব্রাহ্মণ কুল শ্রেষ্ঠ আপনি সে হন শ্রীকৃষ্ণের মহা অনুগ্রহের ভাজন॥ য়ার এতাদৃশ ধন দ্রব্য উদারত্ব। বৈভব ভগবদ্ধর্ম্ম সম্পাদন তত্ত্ব॥ এইক্ষণে সব এই তীর্থে মহামতি। দেখিনু সাক্ষাতে ইবে স্বয়ং প্রকাশিত এতশুনি মুনিবরে কহেন ব্রাহ্মণ। ওহে স্বামী এমত না হয় কদাচন॥ আমাতে কি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ। দেখিলে পরম তুচ্ছ আমি কিবা জন॥ কিবা বা দিবারে পারি আছে কি বৈভব। ভগবানের ভজন কোথাবা সম্ভব॥ কিন্তু য়ে দক্ষিণ দেশে মহারাজা হয়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র সেইত নিশ্চয়॥ য়ার দেশে দেবালয় অনেক আছয়। সর্ব্বত্র তৈর্থিক ভিক্ষু অভ্যাগত চয়॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ অন্ন সুমধুর তর। খাইয়া ভ্রময়ে সুখী হয্যা নিরন্তর॥ রাজধানী সমীপে সুস্থিরে করুণায়।

ভগবান আছেন সচ্চিদানন্দ কায়॥ নিত্য নব২ তথা পরম উৎসব। প্রতিক্ষণ প্রিয়তম পূজা দ্রব্য সব॥ মহারাজা দেশ-বাসি বৈদেশিক আর। সবারে সাদরে বিষ্ণুপ্রসাদ আহার করায়েন তাহালাগি নানাদেশ হৈতে। মহাপ্রসাদান্ন উপ-ভোগ সুখ লৈতে॥ পুণ্ডরীকাক্ষ দেবের দর্শন লোভেতে আর সাধুজন সঙ্গ লাভের আসেতে॥ তথা আসি বিষ্ণু পরায়ন সাধুগণ। নিবসিয়াছেন নিরন্তর সুখিমন॥ নরপতি দেব বিপ্রগণেরে বিশেষ। বিভাগ করিয়া দিয়াছেন সেইদেশ॥ কভু সেই দেশে উপদ্রব নাহি হয়। নাহি কোনো শোক তথা আর কোনো ভয়॥ কৃষি ব্যতিরেকে সর্ব্ব সশ্য ভূমে হন। অভিলাস মত বৃষ্টি হয়ত বর্ষণ॥ প্রিয় ফলমূল আর বস্ত্রাদি সুলভ। আপন২ ধর্ম্মে রত প্রজা সভ॥ কৃষ্ণ পরায়ণ সবে অতি সুখি মন। পুত্র মত রাজ আজ্ঞা করয়ে পালন॥ এতা দৃশ অনুপম রাজ্যাদি বৈভবা। বিষ্ণু আর বৈষ্ণবের সেবা সুপ্র ভবা॥ থাকিতেহ অহঙ্কার শূন্য নিরন্তর। নীচয়োগ্য সেবায় ভজয়ে চক্রধর॥ স্বয়ংগৃহ মার্জ্জন লেপন আদিকর্ম্ম। করে প্রেমে অচ্যুতের প্রিয় সাধুধর্ম্ম॥ কৃষ্ণ অগ্রে নানাবিধ নাম সংকীর্ত্তনে। দিব্য গীত নৃত্য বাদ্য করয়ে আপনে॥ ভাই ভার্য্যা পুত্র পৌত্র ভৃত্য বন্ধু আর। পুরোহিত স্বজন বৈষ্ণব সব সার॥ সকলসহিত নাচি গাই কৃষ্ণগুণ। তোষয়ে প্রভুরে ভক্তি ভাবেতে নিপুন॥ কৃষ্ণ ভক্তি অনুবর্ত্তি গুণ সমুদায় কতেক বা জানি সংখ্যা কহিতে কথায়॥ এইসব কহিলাম কৃপার লক্ষণ। ইথে ভগবানের কৃপার পাত্র হন॥ সেই মহা

রাজ মহাশয় সুনিশ্চিত। আমি অতি নীচ ছাড় মোর প্রশংসিত॥ শুন ভাই শ্রোতাগণ হয়্যা সাবধান। বিপ্র হৈতে ক্ষত্রিয়ের মহিমা আখ্যান॥ বিষ্ণুভক্তি লাগি ইহা জানিবে বিশেষ। তদাভাবে ব্রাহ্মণেরা নীচতা অশেষ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রাদিতে ইহা আছে প্রকাশিত। ক্রমে অগ্রে ব্যক্ত হবে দেখহ নিশ্চিত। তবে নৃপবরে দেখিবারে সেইদেশে। চলিলেন শ্রীনারদ মনের আবেশে॥ দেখিলেন সেইদেশে প্রজা যে সকল। দেবপূজা উৎসবেতে আসক্ত সকল॥ হর্ষে বাজাইয়া বীণা রাজধানী গিয়া। বিপ্রউক্ত হইতেহ অধিক দেখিয়া মহারাজ নিকটেতে যাইয়া তখন। শ্রীনারদ মুনিবর বলেন বচন॥ তুমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাত্র সে যাহার। এতাদৃশ রাজ্য আর বৈভব বিস্তার॥ স্বধর্ম্মাদি পরায়ণ সর্ব্বপ্রজাগণ। শুণ সর্ব্বত্রেতে বিষ্ণুভক্তি প্রবর্ত্তন॥ ধর্ম্ম ভিক্ষুকাদিজনে অন্নাদিক দান। অর্থ বিষ্ণুপূজা দ্রব্য সাধন আখ্যান॥ রাজ্যবৈভবাদ্যে কাম উৎকৃষ্ট সদায়। মোক্ষের সাধক জ্ঞান মিলিত তোমায় ভক্তিপ্রেমে শ্রীবিষ্ণুর সদা সেবাকর। অতএব তোমাতে কৃষ্ণের কৃপাভর॥ বৈভবাদি বিস্তারিয়া কহি পুনঃ২। আলিঙ্গন করিলেন রাজারে নিপুণ॥ মহারাজা নিজশ্লাঘ্য শুনি অতিশয়। নোয়াইলা মস্তক লজ্জায় মহাশয়॥ পাদ্য অর্ঘ্য আদি দ্রব্যে পূজি মুনিবরে। করপুট হই কিছু নিবেদন করে॥ আমি অল্পায়ুষ আর অত্যল্প ঐশ্বর্য্য। অল্পপদ আমার এ মনুষ্য অধৈর্য্য॥ স্বধর্ম্মাদি পরাধীন ভবেতে আক্রান্ত। তাপত্রয় দুঃখেতে সর্ব্বদা হই শ্রান্ত॥ কৃষ্ণ অনুগ্রহ আছে এইয়ে বচন

তাহাতে অযোগ্য আমি হই সর্ব্বক্ষণ ॥ কৃষ্ণের করুণা পাত্র কেমত প্রকারে। মানিতেছ আপনি আমারে অবিচারে নিশ্চয় কহিযে য়েইসব দেবগণ। বিষ্ণুভগবানের দযার পাত্র হয় ॥ মনুষ্যের পূজ্যমান তেজোময কায। নিষ্পাপ সাত্ত্বিক দুখ রহিত সদায॥ সুখময নিজেচ্ছায আচার গমন। ভক্ত ইচ্ছা মত বরদেন সর্ব্বক্ষণ॥ য়াঁহাদের ভোগ্যহয অমৃত নিশ্চয়। মৃত্যুরোগ জ্বর দুঃখ আদি য়ে হরয॥ য়দ্যাপি নাহিক ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয। বিনা য়ত্নে আসিযা তথাপি সন্তোষয ভারত বর্ষেতে করি সুপুণ্য সঞ্চয়। য়েই স্বর্গ মনুষ্যগণের লাভ হয॥ সেইস্বর্গে মহাভাগ্যবলে দেবগণ। নিবাস করেণ মুনি কিকব কথন ॥ অতএব মনুষ্য হইতে দেবগণ। বিষ্ণুর দযার পাত্র কর নিরীক্ষণ ॥ য়ে হেতুক অল্প আয়ুঃ মনুষ্য সবার বহু আয়ুঃদেব করি অমৃত আহার ॥ মনুষ্যের নিত্য পূজনীযের কারণ। মহত ঐশ্বর্য্য য়ুক্ত নিরন্তরহন ॥ বহুদাতা ভক্তের ইচ্ছায বরদানে। পরম স্বাধীন লাগি স্বচ্ছন্দ গমনে ॥ ওহে মুনি সেইসব দেবগণ মাঝে। দযার বিশেষপাত্র ইন্দ্র দেবরাজে অনুগ্রহ নিগ্রহে সামর্থ্য অতি ধরে। দেবগণ হইতে অধিক দানকরে ॥ ভক্তের ইচ্ছায় দেবগণ দেন বর। আকাঙ্ক্ষার অধিক সে দেন পুরন্দর ॥ রক্ষেণ বৃষ্টির দ্বারে লোকের জীবন সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি য়ে চারি গণন ॥ তার একাত্তরি ব্যাপি ত্রিলোক ঈশ্বর। সার্ব্বভৌম রাজাগণের য়ে দুর্লভ তর কর্ম্মেতে অবশ্য ছিদ্র আছে সম্ভাবনা। তাহে শত অশ্বমেধ দুষ্কর গণনা॥ তাথে শত অশ্বমেধ নাহয়পর্য্যাপ্তি। অতএব

দুর্লভ ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত ॥ য়ার উচ্চৈঃশ্রবা হয গজ ঐরাবত সিন্ধু মথনেতে জন্ম পাইলে মহত॥ গাবী কামধেনু উপবন সে নন্দন। য়াহে পারিজাত আদি কামের পূরণ॥ আর কল্প বৃক্ষগণ কামরূপ ধর। কল্পলতা সব তাহে কামদাতা তর য়াহাদের একপুষ্পে য়েন বাঞ্ছা য়ার। বিচিত্রবাজনা নৃত্যগাণ অলঙ্কার॥ শযন আসন ধন জন আদি যত। সুন্দর রূপেতে সিদ্ধ হয নানা মত॥ আর কি কহিব তার সৌভাগ্য অপার বামন রূপেতে বিষ্ণু ছোট ভাই য়ার॥ অসুরাদি হইতে আপদ হয য়ত। স্বয়ং শ্রীশ্রীবিষ্ণু রক্ষা করেণ নিরত॥ য়ার বিস্তারিত পূজা সাক্ষাত স্বীকারি। হর্ষদেন আপনি বামন রূপধারী॥ অপার মহিমা সব কহিব কতেক। মুনিবর আপনিত জানেন প্রত্যেক॥ প্রথম অধ্যায কথা হৈল সমাপণ। মূল আর টীকাতে করিলা য়ে লিখন॥ য়থা মতি বিবরিয়া করিনু লিখন। শোধিবেন কৃপা প্রকাশিয়া সাধুগণ॥ শ্রীল সনাতন পদে করিয়া প্রণতি। দাস জয গোবিন্দমাগযে অবগতি॥

ইতি শ্রীভগবতামৃতে ভগবত্ কৃপাভর নির্দ্ধারখণ্ডে ভূমি সম্বন্ধীযোনাম প্রথম অধ্যাযঃ॥

আদ্যাধ্যাযেত্র কৃষ্ণস্য পরম প্রেষ্ঠনির্ণয়ে। মর্ত্যাৎ কর্ষাপ কর্ষে চ নীচোচ্চাপেক্ষযোদিতৌ ॥ আদ্যা ধ্যাযে দ্বিতীযেত্ত তথৈবেন্দ্র স্বয়ম্ভুয়োঃ। উত্কর্ষ মপ কর্ষঞ্চ নিকৃষ্টোত্কৃষ্ট বীক্ষয়া॥

জযং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জযাদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ॥ পরীক্ষিত কহেনতখন মুনিবর। প্রশংসিযা সেই

মহারাজে বহুতর ॥ গমন করিয়া স্বর্গে দেখে সভামাঝে দেবগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণু বিরাজে॥ গরুড়ের পৃষ্ঠেতে আছেন সুখে বসি। স্তব করে বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষি॥ বিচিত্র সে কল্পতরু পুষ্প মালা আর। বিলেপন বসন নানান অলঙ্কার পাদ্য অর্ঘ্য আদি চতুঃষষ্টি উপচারে। পূজাকরে অমৃতাদি দিব্য উপহারে॥ অদিতী কোমল হস্ত তল স্পর্শাদিতে। লালন করেণ অতি আনন্দিত চিত্তে॥ শ্রীবামন দেব প্রিয় সুবাক্য কহেন। দেবগণে মহাঋষিগণে হর্ষদেন॥ সিদ্ধ বিদ্যাধর আর গন্ধর্ব্ব অপ্সর। যোড় করে করে পরে স্তব বহুতর জয শব্দ বাদ্য গীত নৃত্য বিস্তারিয়া। দিতেছেন পরিতোষ সকলে মিলিয়া॥ তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত উচ্চস্বর করি। আপনি বামন দেব কহেন বিবরি॥ ভয় না করিহ দৈত্য হৈতে কদাচন। তাহাদিগে মারি তোমা করিব রক্ষণ॥ কীর্ত্তি নাম নিজ রমণীর সমর্পিত। তাম্বল চর্ব্বণ করিছেন কৌতুকিত॥ যদ্যপিহ নারদের মুখ্য প্রযোজন। পূর্ব্ব উক্তি রীতে ইন্দ্রসহ সম্ভাষণ॥ বিষ্ণুর দর্শন নহে ইবে প্রযোজন। তথাপিহ যতেক আছযে দেবগণ॥ সকলের প্রধান আপনি ভগবান। এমাহাত্ম্য ক্ষিতীতলে সর্ব্বত্র ব্যাখ্যান॥ এই হেতু দৃষ্টি নিজ স্বভাব করেণ। প্রথমত প্রধানেতে হয সে পতন॥ ইহাতেই ইন্দ্রে তাঁর দযার বিশেষ। বোধ করাইলা এই জানিবা উদ্দেশ॥ অগ্রে ব্রহ্মলোকেতেই হাবে এই মত। তথাও সিদ্ধান্ত ইহা ব্যক্ত প্রকাশিত॥ দেখিলেন ইন্দ্র কেহ বিষ্ণুর মহিমা। ভক্ত বাৎসল্যাদি গুণ যতেক অসীমা॥ আপন বিষয়েস্তু উপকারগণ

দুর্লভ ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত ।। য়ার উচ্চৈঃশ্রবা হয় গজ ঐরাবত সিন্ধু মথনেতে জন্ম পাইলে মহত ।। গাবী কামধেনু উপবন সে নন্দন। য়াহে পারিজাত আদি কামের পূরণ ।। আর কল্প বৃক্ষগণ কামরূপ ধর। কল্পলতা সব যাহে কামদাতা তর য়াহাদের একপুষ্পে য়েন বাঞ্ছায়ার। বিচিত্রবাজনা নৃত্যগাণ অলঙ্কার ।। শয়ন আসন ধন জন আদি যত। সুন্দর রূপেতে সিদ্ধ হয নানা মত ।। আর কি কহিব তার সৌভাগ্য অপার বামন রূপেতে বিষ্ণু ছোট ভাই য়ার ।। অসুরাদি হইতে আ-পদ হয় য়ত। স্বয়ং শ্রীশ্রীবিষ্ণু রক্ষা করেণ নিরত ।। য়ার বিস্তারিত পূজা সাক্ষাত স্বীকারি। হর্ষদেন আপনি বামন রূপ-ধারী ।। অপর মহিমা সব কহিব কতেক। মুনিবর আপনিত জানেন প্রত্যেক ।। প্রথম অধ্যায় কথা হৈল সমাপণ। মূল আর টীকাতে করিলা য়ে লিখন ।। য়থা মতি বিবরিয়া করিনু লিখন। শোধিবেন কৃপা প্রকাশিয়া সাধুগণ ।। শ্রীল সনাতন পদে করিয়া প্রণতি। দাস জয় গোবিন্দমাগয়ে অবগতি ।।

ইতি শ্রীভগবতামৃতে ভগবত্ কৃপাভর নির্দ্ধারখণ্ডে ভূমি সম্বন্ধীযোনাম প্রথম অধ্যায়ঃ ।।

আদ্যাধ্যায়েত্র কৃষ্ণস্য পরম প্রেষ্ঠনির্ণয়ে। মর্ত্যোৎ
কর্ষাপ কর্ষে নীচোচ্চাপেক্ষয়োদিতৌ ।। আদ্যা
ধ্যায়ে দ্বিতীয়েত্ত তথ্রেবেন্দ্র স্বয়ম্ভুয়োঃ। উত্কর্ষমপ
কর্ষঞ্চ নিকৃষ্টোত্কৃষ্ট বীক্ষয়া ।।

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ ।। পরীক্ষিত কহেনতখন মুনিবর। প্রশংসিয়া সেই

মহারাজে বহুতর ॥ গমন করিয়া স্বর্গে দেখে সভামাঝে দেবগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণু বিরাজে ॥ গরুড়ের পৃষ্ঠেতে আছেন সুখে বসি। স্তব করে বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষি ॥ বিচিত্র সে কল্পতরু পুষ্প মালা আর। বিলেপন বসন নানান অলঙ্কার পাদ্য অর্ঘ্য আদি চতুঃষষ্টি উপচারে। পূজা করে অমৃতাদি দিব্য উপহারে ॥ অদিতী কোমল হস্ত তল স্পর্শাদিতে। লালন করেণ অতি আনন্দিত চিতে ॥ শ্রীবামন দেব প্রিয় সুবাক্য কহেন। দেবগণে মহাঋষিগণে হর্ষ দেন ॥ সিদ্ধ বিদ্যাধর আর গন্ধর্ব্ব অপ্সর। যোড় করে করে পরে স্তব বহুতর জয় শব্দ বাদ্য গীত নৃত্য বিস্তারিয়া। দিতেছেন পরিতোষ সকলে মিলিয়া ॥ তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত উচ্চস্বর করি। আপনি বামন দেব কহেন বিবরি ॥ ভয় না করিহ দৈত্য হৈতে কদাচন। তাহাদিগে মারি তোমা করিব রক্ষণ ॥ কীর্ত্তিনাম নিজ রমণীর সমর্পিত। তাম্বুল চর্ব্বণ করিছেন কৌতুকিত ॥ যদ্যপিহ নারদের মুখ্য প্রযোজন। পূর্ব্ব উক্তি রীতে ইন্দ্র সহ সম্ভাষণ ॥ বিষ্ণুর দর্শন নহে ইন্দ্রে প্রযোজন। তথাপিহ যতেক আছয়ে দেবগণ ॥ সকলের প্রধান আপনি ভগবান। এমাহাত্ম্য ক্ষিতীতলে সর্ব্বত্র ব্যাখ্যান ॥ এই হেতু দৃষ্টি নিজ স্বভাব করেণ। প্রথমত প্রধানেতে হয় সে পতন ॥ ইহাতেই ইন্দ্রে তাঁর দযার বিশেষ। বোধ করাইলা এই জানিবা উদ্দেশ ॥ অগ্রে ব্রহ্মলোকেতেই হবে এই মত। তথাও সিদ্ধান্ত ইহা বক্ষ্য প্রকাশিত ॥ দেখিলেন ইন্দ্র কেহ বিষ্ণুর মহিমা। ভক্ত বাৎসল্যাদি গুণ যতেক অসীমা ॥ আপন বিষয়েক্ষুত উপকারগণ

করিছেন মুহুর্ম্মুহু আপনিকীর্ত্তন॥ ত্রিলোকের রাজত্ব ঐশ্বর্য্য ধন জন। বলি হৈতে ছলে লই করিলা অর্পণ॥ এতাদিক নিজ প্রতি যত উপকার। মহাহর্ষ ভরে করে বর্ণন বিস্তার॥ সহস্র নয়ন হৈতে বহে অশ্রুধার। শোভিত সহিত ছত্র মালা অলঙ্কার॥ শ্রীবামন দেব পার্শ্বে আপন আসনে। বসিয়া আছেন সহ সম্পদ বাহনে॥ ততঃপর নিজাবাসে গেলা শ্রীবামন। ইন্দ্র কথদূর করি পশ্চাৎ গমন॥ ফিরিয়া সভার মধ্যে করিলা গমন। তখন নারদ তাঁর কৈলা প্রশংসন॥ বিষ্ণুর সম্মুখেতে অন্যের প্রশংসন যোগ্য নহে এহেতু না কহিলা তখন॥ ইবে জয় আশীর্ব্বাদদ্বারেতে তাহার। প্রশংসাকরিয়াকহিছেন সমাচার॥ শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা সতত তোমাতে। যে হেতু ক ব্যক্তরূপে দেখিযে সাক্ষাতে॥ চন্দ্র সূর্য্য যম বসু আর যে পবন। তব আজ্ঞাকারি সর্ব্ব লোক পালগণ॥ আর কি বলিব আমা আদি মুনিগণ। বশীভূত নিরন্তর দেখ বিলক্ষণ॥ জগদীশ বলিযা করেণ শ্রুতিগণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল দাতা তোমারে স্তবন॥ সর্ব্ব লোকেশ্বরত্বের কি কথা বিচার। প্রপঞ্চাতীতেহ দেখি ঐশ্বর্য্য তোমার॥ কি আশ্চর্য্য যে তোমার ভ্রাতা নারায়ণ। সর্ব্ব জীবেশ্বরের ঈশ্বর যিঁহ হন॥ তাথে সহোদর পুন কনিষ্ঠ হযেন। জেষ্ঠের সন্মান রূপ সদ্ধর্ম্ম মানেন॥ বাক্য প্রতি পালনাদি গৌরব নানান। সর্ব্বদা আপনি বিষ্ণু করেণ বিধান॥ ইন্দ্রে সৌভাগ্য সব এইত প্রকার। কহিযা প্রশংসা মুনি করে বার২॥ বীণা বাজাইযা শ্লাঘা মানিযা তাঁহার। নাচেন শ্রীদেবঋষি সহর্ষ বিস্তার॥ করি অভিবাদন মুনিরে

লজ্জাযুত। মৃদুস্বরে ইন্দ্ররাজ কহেন পুস্তত॥ সংগীত কলার ওহে সুপণ্ডিত বর। মিথ্যা স্তুতি দ্বারে মোরে উপহাস কর এই স্বর্গ রাজ্যের বৃত্তান্ত অবিকল। আপনি কি নাজানেন কবকি বিফল॥ এই স্বর্গ হইতে সে কতং বার। দৈত্য ভয়ে পলাইয়া সহ পরিবার॥ তপস্বি আদির বেশে আচ্ছন্ন হইয়া মর্ত্ত্যলোকে নিভৃতেতে ছিলুঁ লুকাইয়া॥ পুনঃপুনঃ উপদ্রব হয় অতিশয়। তাথে মর্ত্ত্য হেতে স্বর্গ উৎকর্ষতা নয়॥ স্বচ্ছন্দ আচার গতি এই যে উৎকর্ষ। কহিলে তাহাও নহে হেও ভয় মর্ষ॥ সূর্য্য আদি লোকপাল যম আজ্ঞাকারী। এই যে কহিলে তাহা শুনহ বিবরি॥ বলি ইন্দ্র হইয়া অসুর সভা কারে। নিয়োজিল সূর্য্যচন্দ্র আদি অধিকারে॥ আপনি যজ্ঞের ভাগ করিল ভোজন। আমাদের হৈল ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরণ অমৃত ভোজন দ্বারা কি আছে মহিমা। লোক পাল আজ্ঞা কারী কোথা বা গরিমা॥ তার পর আমাদের পিতামাতা দ্বহে। করিলা তপস্যা দৃঢ় বিস্তার সমূহে॥ তাহে বহুকাল মোরা দুঃখ ভোগ কৈল। পরে কথো দিনে হরি সন্তোষিল হৈল॥ অংশমাত্রে হইলেন ভ্রাতা সে আমার। স্বয়ং নারায়ণ ভ্রাতা কহ কি প্রকার॥ তথাপি সেসব শত্রুনাশ না করিয়া কেবল সে আমাদের লজ্জা বিস্তারিয়া॥ প্রথমে বামন রূপে স্বপাদ প্রমিত। তিন পদ ভূমি ভিক্ষা করিলা নিশ্চিত॥ পশ্চাৎ বিরাট রূপ করি আবির্ভাব। তিন লোক আক্রমিলা ত্যাজিযা স্বভাব॥ বলি হৈতে এইছলে লৈয়া রাজ্যভর। সর্পিলা আমারে এহয় লজ্জাকর॥ মনুষ্যের নিজ পূজ্য হয়

স্বর্গ সব। এই যে কহিলে তাহা নহে অনুভব॥ অহঙ্কার অসূ যাদি আছে দোষগণ। অতএব সাত্বিকতা নাহি কদাচন॥ বিশ্বরূপ বৃত্র আদি বধেতে উত্পন্ন। ব্রহ্মহত্যা লাগি কোথা নিষ্পাপসম্পন্ন॥ সদা স্বর্গ হৈতে অধঃপাত ভয় হয়। তাথে না আদর করি দেহ তেজোময়॥ যথা একাদশস্কন্ধে॥

কোন্বর্থঃসুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে। আ-
ঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব নর্ত্তষ্টিদং॥ ০।

অর্থ. কিম্বা অভিলাস দিবে কিবে সুখ। যেহেতুক মৃত্যু আছে নিকটে সন্মুখ॥ যারে লয বান্ধিযা ছেদন করিবারে যুবতী সম্পত্তি আদি কিবা সুখ তারে॥ এসব প্রকারে মনুষ্যের সাম্য প্রায। নিত্য পূজ্য নহে এই গূঢ় অভিপ্রায়॥ মোর প্রতি দেবগণ হইতে অধিক। করুণা কদাচ নহে শুন সংপ্রতিক॥ উপেন্দ্রের বিশেষত উপেক্ষা জানিহ। তাহার কারণ কহি বিস্তারিযা ইহ॥ সুধর্ম্মা নামেতে দেব সভা যে আছিল। আর পারিজাত দুই মর্ত্ত্য লোকে নীল॥ মরণ ধর্ম্মের শীল মর্ত্ত্য লোক হয। তাহে সুধর্ম্মাদি লওযা উপযুক্ত নয ইহাতে আমার প্রতি উপেক্ষা কেবল। জানিবে বিস্তারি আর কি কব সকল॥ শ্রীনন্দাদি গোপ মোর পূজা চিরকাল। করিত নাশিলা তাহা শ্রীগোবিন্দ ভাল॥ সেই সব দ্রব্যে পুনঃ গোপগণ লৈযা। পূজিলেন গোবর্দ্ধনে যত্নবান হৈযা॥ মোর প্রিযতম বন অখণ্ড খাণ্ডব। অর্জ্জুনের দ্বারা দাহ করাইলা সব॥ তিন লোক গ্রাসকারী বৃত্রাসুর হয। তার বধ হেতু পূর্ব্বে প্রার্থনা নিচয॥ করিলাম তাথে স্বয়ং উদাসীন হৈলা

সে বিষয়ে মোরে মাত্র প্রেরণ সে কৈলা ।। অমরাবতী মোর পুরী করিয়া ভঞ্জন । রচিলেন সর্ব্বোপরি আপনভবন ।। ব্রহ্ম লোক উপরেতে শ্রীবৈকণ্ঠ নাম । নূতন সচ্চিদানন্দ ঘন পরং ধাম ।। যদি কহ কোটি সিন্দু গম্ভীর আশয় । তিঁহ হন সদা দুর্বিতর্ক্য লীলাময় ।। পরদুঃখ কাতর করুণা প্রকাশিয়া । করেণ সকল ইহা মান্যো নিজ হিয়া ।। সত্য কিন্তু যদি তিঁহ প্রসন্ন হইয়া । আপনি সাক্ষাৎ হন কৃপা প্রকাশিয়া ।। আমা দের পূজাসব করেণ স্বীকার । তবেত পারি যে মোরা সহ্য করিবার ।। তাহা সব দূরে থাঙ্ক তাঁহার দর্শন । প্রত্যহ না পাই মোরা কিকব কথন ।। মাতা পিতা দুহাকার য়েই আরা ধন । পূর্ব্বজন্মে ইহজন্মে অতি অগণন ।। তারবলে বৃহস্পতি আগ্রহেতে আর । আমাদের পূজামাত্র করেন স্বীকার ।। সেইক্ষণে আমাদের অশক্য দর্শন । আপনার স্থানে প্রভু ক-রেন গমন ।। বহু স্তবাদিতে মহাশয় পুনর্ব্বার । আসি আমা দের পূজা করেন স্বীকার ।। এইলাগি কহ তুমি অনুগ্রহপাত্র তাহাতে কহিযে কিছু শুন মুনি মাত্র ।। আমাসকলের প্রতি করিয়া বঞ্চন । কহেন বামনদেব আদেশ বচন ।। য়েকাল পর্য্যন্ত আমি এথা না আসিব । তাবত করিবে পূজা ব্রহ্মা কিম্বা শিব ।। য়ে কারণে তাঁরা আমাহৈতে ভিন্ন নন । একমূর্ত্তি তিন ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হন ।। ইত্যাদি শাস্ত্রের বাক্য কইলে বি-স্মৃত । দেখহ কেবল ইহা বঞ্চনা বিস্তৃত ।। অনন্য গতিক মোরা বিষ্ণুপাদদ্বয় । বিনা অন্য উপাসনে রুচি নাহি হয় ।। ইহা ভালমতে স্বয়ং জানিয়াও মনে । একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা শাস্ত্রের

বচনে ॥ অন্যেরপূজায় যে করেণ প্রবর্ত্তন। কেবল মোদের প্রতি তাঁহার বঞ্চন ॥ যদিকহ তাঁর পাশ্বে করহ গমন। তাহাতে কহিয়ে শুন সাবধান মন॥ তাঁর বাসস্থান আত্মারাম মুনিগণে। আমাদেরো হয সদা দুর্লভ গমনে ॥ কখন বৈকুণ্ঠে কভু ধ্রুব লোকেবাস। কদাচ ক্ষীরোদ মাঝে করেণ প্রকাশ। সংপ্রতিক দ্বারকায় আবাস তাঁহার। তাহাও নিযত নহে শুনহ বিস্তার॥ কদাচিত পাণ্ডব আলযেতে নিবাস। তার পূর্ব্বে মথুরায় আছিল প্রকাশ॥ তাহার পূর্ব্বেতে পুন গোকুল নগরে। সেখানেহ ফিরে বনে হৈতে বনান্তরে॥ অনিযত পরম রহস্য বাস লাগি। আমাদের গমনের নহে কভু ভাগি

তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে।

অর্হ্যম্বুজাক্ষাপি সসার ভোভবান্ ভজেন মধূন বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষযা ইতি ॥

এইসব প্রকারেতে তাঁহার দর্শন। দুর্লভ কোথায তাঁর কৃপার লক্ষণ॥ ব্রহ্মপুত্র শ্রেষ্ঠ হে নারদ মহাশয। সনকাদি হৈতে ভক্তি বিশেষে নিশ্চয॥ আপনার পিতারে জানিহ সুনিশ্চয॥ শ্রীহরির অনুগ্রহ পাত্র মহাশয। যে হেতুক তিঁহ লক্ষ্মীকান্তের সন্তান। ইহাতে কহিলা এক ভাবের সন্ধান বিষ্ণু নাভিপদ্মহৈতে ব্রহ্মাত জন্মিলা। লক্ষ্মী গর্ব্ভ হৈতে নাহি জন্ম সে লভিলা॥ তথাপিহ বিষ্ণুপুত্র হেতু অভিমত। লক্ষ্মীহ জানেন তাঁরে নিজ পুত্র মত॥ ইহাদ্বারা বুঝাইলা ব্রহ্মার সম্পত্তি। নিঃশেষে যাহাতে নাহি কদাপি বিরক্তি॥ যাঁর একদিনে মনুন্তরাদিতে যুক্ত। আনাতুল্য চতুর্দ্দশ ইন্দ্র হয

ভুক্ত॥ সত্যাদিক চারিযুগ সহস্র প্রমাণ। য়ারদিন পুন রাত্রি এই পরিমাণ॥ এ দিবা রাত্রির তিন শত সাটি মানে। য়েই এক বৎসর হযত পরিমাণে॥ হেন শতবর্ষ য়ার আযুর গণন শুনিযাছি নাহি জানি অল্পাযু কারণ॥ লোক আর লোক পাল গণ সৃষ্টি কারী। প্রাজাপত্য ইন্দ্রত্বাদি দেন অধিকারী॥ য়জ্ঞাদি প্রবর্ত্তদ্বারা জীবের পালক। পাপপুণ্য ফল সুখ দুঃখ প্রদাযক॥ নিজ দিবসেতে এই সকল ব্যাপার। রাত্রি হৈলে পুনর্ব্বার করেণ সংহার॥ সহস্র মস্তক অক্ষি অবযব বাণ। জগত আশ্রয় মহাপুরুষ আখ্যান॥ প্রথমেতে বৃহ্মা ধ্যানে হৃদযে দেখিলা। নানামত স্তব স্তোত্র তাঁহারে করিলা॥ আজ্ঞা পাই সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হইলা। আপন মানসবর বৃহ্মা যে মাগিলা॥ আমার ভুবনে ভগবান্ হে ইশ্বর॥ এই রূপ সাক্ষাত হইযা বাস কর॥ স্বীকার করিযা তাহা করিছেন বাস। য়জ্ঞভাগ সমৃদ্ধকরেনা সদা গ্রাস॥ আনন্দ করেন তত্র বাসি সবাকারে। সহস্র২ য়ুক্তি এইত প্রকারে॥ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ সেই বৃহ্ম হন। কৃপাপাত্র করি তারে কি আর কথন॥ আপনি শ্রীকৃষ্ণ তিঁহ হযেন নিশ্চয। শ্রুতি স্মৃতি বাক্যেতে প্রসিদ্ধ ইহা হয॥ চতুর্থস্কন্ধে।

এযাণা মেক ভাবানাং য়োন পশ্যতি ইব ভিদাং।
সর্ব্বভূতাত্মনাং বৃহ্মন্ স শান্তি মধি গচ্ছতি॥২১॥

তুমিহ জানহ আরো মাহাত্ম্য তাঁহার। সেই লোক বাসি সকলেরো সুবিস্তার। পরীক্ষিত কহেন শ্রীইন্দ্রের বচন। শুনি সাধু সাধু বলি উঠিলা তখন॥ শীঘ্র বৃহ্ম লোকে মুনি গমন

করিলা। মহৎ যজ্ঞের তথা বিস্তৃত দেখিলা ॥ ব্রহ্মঋষিগণ করে বেদ উচ্চারণ। তাহাতে প্রসন্ন পরমেশ্বর তখন ॥ মহা পুরুষ রূপক জটা বিভূষিত। সহস্র মস্তক ভগবান শ্রীসহিত আবির্ভূত হয়্যা যজ্ঞ ভাগের গ্রহণ। করি যজ্ঞকারি দিগে দেন আনন্দন ॥ ব্রহ্মার আহ্লাদ জন্য দ্রব্য নিবেদিত। সহস্র হস্তেতে মুখ সহস্রে অর্পিত॥ ভোজন করিয়া দিয়া মনমত বর। নিদ্রাগৃহে গমন করিলা সে সত্বর। করিতে লাগিলা লক্ষ্মী পাদ সম্বাহন। লীলাক্রমে করিলেন নিদ্রার গ্রহণ॥ অন্তর্যামি রূপে দত্ত তাঁর আজ্ঞা পায়্যা। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাচরণ লাগিয়া॥ আসি নিজালয়ে বসি পারমেষ্ট্যাসনে। নিজপ্রভু মহিমার আখ্যান শ্রবণে॥ অষ্টনেত্রে অশ্রুধারা বহে অনি বার। সেবিত বিচিত্র পরমৈশ্বর্য্যোপহার॥ নারদ আপন পিতা নিকটে আসিয়া। কহিতে লাগিলা দণ্ডবৎ প্রণমিয়া হরির কৃপার পাত্র হন মহাশয়। নিশ্চয় জানিল ইতে নাহিক সংশয়॥ প্রজাপতি পতি সর্ব্ব লোক পিতামহ। একল করহ সৃষ্টিস্থিতি লয় সহ॥ ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর সয়ম্ভূ নাম যাঁর। নিত্য অবিরাম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য বিস্তার॥ ইন্দ্রাদির মত প্রলয়েহ কদা চিত। ঐশ্বর্য্যের ভ্রংশতা নাহিক সুনিশ্চিত॥ যে তোমার চতুর্মুখ হৈতে প্রকাশিত। পুরাণ নিগম আদি অর্থ প্রবো-ধিত॥ মূর্ত্তিমন্ত সভায় আছেন বিদ্যমান। আছয়ে অখিল জ্ঞান সংপত্তি প্রমাণ॥ সংপূর্ণ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মাচরণ করি। মদাদি রহিত সাধুজন যত্নাচারি॥ তব লোক পায়্যা সুখে করয়ে যাপন। যাহার উপর নাহি ব্রহ্মাণ্ডে ভুবন॥ নারায়ণ

দেব লোক অতি প্রকাশিত। বৈকুণ্ঠাখ্য ধাম য়ার মধ্যে বিরাজিত॥ সেই ধামে নিত্য মহা পুরুষ বিগ্রহ। সাক্ষাত করেণ বাস করি অনুগ্রহ॥ তব য়জ্ঞ ভাগ করি আপনি ভোজন। সেইফলে বরদান করেণ নুক্ষণ॥ পূর্ব্বে অন্বেষণ আর আয়াস বিস্তরে। য়াহার উদ্দেশ না পাইলে য়ত্নপরে॥ তপস্যা করিয়া বহুক্ষণ মাত্র তাঁর। পাইলা দর্শন হৃদি মধ্যে একবার॥ এক্ষণে সাক্ষাৎ তব গৃহে নিবসয়। অতএব সত্য কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয়॥ য়দি কহ সহস্র মস্তক জনার্দ্দন। করিছেন গৃহমধ্যে এক্ষণে শয়ন॥ অন্য২ বহুরূপ আছয়ে তাঁহার। তুমি চতুর্মুখ তাঁহা হৈতে ভিন্নাকার॥ কহিতে নারিবে তুমি এমত বচন। লীলাক্রমে নানাদেহ করহ ধারণ॥ এইমত ব্রহ্মার মাহাত্ম্য সুবিহিত। স্বয়ং য়া দেখিলা আর ইন্দ্রের কথিত শাস্ত্রদ্বারা আর য়াহা আছিলেন জ্ঞাত। বিস্তারি কহিয়া প্রণমিলা ভক্তি সাত॥ এইরূপ নারদের কথিত বচন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা তবে করিয়া শ্রবণ। চারিহস্তে অষ্ট কর্ণ আচ্ছাদন হেতু। অত্যন্ত হইয়া ব্যগ্র ব্রহ্মা ধর্ম্ম সেতু॥ আমিদাস২ কহে বার২। অশ্রব্য শ্রবণে হৈল ক্রোধের সঞ্চার॥ য়ত্নেতে করিয়া সেই ক্রোধ সম্বরণ। স্বপুত্রে কহেন তবে সাক্ষেপ বচন॥ শ্রুতি স্মৃতি বচনেতে য়ুক্তি দ্বারা আরে। বাল্যকাল হইতে পুনঃপুনঃ সুবিচারে॥ আমি নহি কদাচন কৃষ্ণ ভগবান। তোমারে প্রবোধ কিবা নাদিলা প্রমাণ॥ সেইত কৃষ্ণের শক্তি মহামায়া হয়। দাসী তুল্যা ঈক্ষণের পথে সদা রয় নিজগুণে সত্ত্ব রজ তমের সঞ্চার। জগতের করে সৃষ্টি পালন

সংহারে ॥ আমরা সকলে সেই মাযার অধীন। তাহাহৈতে মোহিত অছিযে রাত্রি দিন ॥ তুমিও হইযা কৃষ্ণ*মাযাতে মোহিত। এমত কহিছ বাক্য জানিনু নিশ্চিত ॥ সেই মাযা মোহিত কারণ সুবিচারে। কৃষ্ণ কৃপালেশ পাত্র নাজান আমার ॥ তাঁহার মাযায সদা জগতের আমি। গুরু প্রভু পিতা মহ সৃষ্টি কর্ত্তা স্বামী ॥ কৃষ্ণ নাভিপদ্ম হৈতে উদ্ভব আমার কিন্তু মহা অভিমানে বিনাশ প্রকার ॥ ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধি যেই আবশ্যকাপার। ব্যাপারের বিচারেতে বিভ্রম আমার ॥ আমার যে ব্রহ্মলোক ইহার বিনাশ। নিকট জানিযা চিন্তানলে সহুতাশ ॥ মহাকাল হৈতে আমি নিরন্তর ভীত। মুক্তি ইচ্ছা কেবল করিয সুনিশ্চিত ॥ ইথে প্রজাপতিত্বাদি মহা অভিমান। দোষহেতু নহে কৃষ্ণ কৃপার নিধান ॥ নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভব যে কহিল। ইথে স্বয়ংভূত্ব নিরাকরণ হইল ॥ ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যে বশীভূতের কারণ। বেদবক্তা হইযাহ নকৃপা লক্ষণ ॥ ব্রহ্মলোক বিনাশ ভযেতে সদা ব্যস্ত। ইথে হইল নিজ লোকোত্কর্ষতা নিরস্ত ॥ মহাকাল হৈতে ভীত এই যে কহিল। দীর্ঘ পরমাযু ইহা নিরস্ত হইল ॥ অতএব মুক্তিলাগি কৃষ্ণের পূজনে। করাই সর্ব্বদা আর করিযে আপনে আর যে কহিলে মম লোক মধ্যে হয়। শ্রীবৈকুণ্ঠলোক এই কথার নিশ্চয় ॥ জগদীশ তিঁহ তাঁর আবাশ কোথায। নাহিক বুঝহ এই গূঢ় অভিপ্রায ॥ স্বয়ং সংপাদিত প্রিয় যজ্ঞানুগ্রহণ। আর বেদ প্রবর্ত্তণ এইই কারণ ॥ কেবল করেণ যজ্ঞ ভাগের গ্রহণ। ইথে নহে আমা প্রতি কৃপাবলোকন ॥ হে

বিচারাচার্য্য ইহা করি উপহাস। কহিছেন ব্রহ্মা বুঝ তাঁহার বিলাস ॥ কৃষ্ণ ভক্তি প্রিয় ভক্তে কৃপা সে করেণ। কদাপিহ অভক্তেতে সদয় নহেন ॥ থাকুক দূরেতে ভক্তি অপরাধ য়দি। নাহি হয় তবে বহু মানিয়ে সম্পদী ॥ অপরাধ ক্ষমা য়েন শিবের করেণ। তেমত আমার প্রতি দয়ালু নহেন। হিরণ্য কশিপু আমাহৈতে পায়্যা বর। সর্ব্ব লোক উপতাপ দেয় দুষ্টতর ॥ বৈষ্ণবের দ্রোহ চেষ্টা করিল অপার। নৃসিংহ রূপেতে তারে করিলা সংহার ॥ সেই কালে আমি সহ নিজ পরিবার। ভয়ে দূরে থাকি স্তুতি অনেক প্রকার ॥ করিলাম স্তব পাঠে তবু মোরপর। চক্ষু কোনে কটাক্ষেতে না কৈলা আদর ॥ প্রহ্লাদের প্রতি কৃপা করি অভিষেক। করিলা নৃসিংহ দেব য়বেপরত্তেক ॥ অল্পেং নিকটেতে করিনু প্রবেশ। রোষে আমাপ্রতি তবে করিলা নিদেশ ॥ হে পদ্ম সম্ভব কেনবর কদাচন। অসুরেরদান য়োগ্যনাহয় কথন। তথাপি আমিহ রাবণাদি রাক্ষসেরে। বরদান করিলাম দুষ্ট অনেকেরে ॥ সীতা হরণাদি কর্ম্ম রাবণের য়েই। গ্রহণ করিবে কোন জন জিহ্বা সেই ॥ আমা হৈতে বর পায়্যা উক্ত দুইজন। য়েই সব অপরাধ কৈল প্রকাশন ॥ তাহা মম অপরাধেতে পর্য্যবসান। হইতেছে মনে ইহা বুঝহ বিধান ॥ ইন্দ্র আদি লোক দিগে দিল অধিকার। তাহাদের মহামদে হৈল অহঙ্কার ॥ ইন্দ্র কৈলা গোবর্দ্ধন য়জ্ঞে বৃষ্টিপাত। যুদ্ধ গর্ব্ব করিল হরণে পারিজাত ॥ দ্বাদশীর রাত্রি শেষে নন্দ মহাশয়। য়মুনার জলে মগ্ন স্নানের আশয় ॥ এইকালে বরুণ হরণ তাঁরে করি। আপনার

পুরে লৈয়া গেল অহঙ্কারি ।। ধেনুবাল মুনির না কৈল সমর্পণ । পুন তারে করিলেক অনেক বঞ্চন ।। শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনিবর । শ্রীমধুমঙ্গল তাঁর পুত্র শ্রেষ্ঠতর ।। বরুণ মারিল তাঁরে পঞ্চজন দ্বারে । পুন যুদ্ধ কৈল বিষ্ণুপুরাণে উচ্চারে । কুবেরের ভৃত্য যেই শঙ্খচূড় নামে । কৈল গোপী হরণ শ্রীবৃন্দাবন ধামে ।। পাতাল মধ্যেতে যেই অসুরের গণ বৈষ্ণবের দ্রোহ চেষ্টা করে সর্ব্বক্ষণ ।। কালিয় বান্ধব যত দুষ্ট সর্পগণ । সহজ ক্রোধিত করে মন্দ আচরণ ।। দিকপাল গণ আমা হৈতে অধিকার । পায়্যা কৈল অপরাধ বহুত প্রকার আমারে পর্য্যব সান সেই সব হয় । সংপ্রতিকো কৈল আমি অপরাধ চয় ।। পুলিন ভোজনে কৃষ্ণ ছিলা বৃন্দাবনে । মায়াতে করিনু বত্স বালক হরণে ।। সব বত্স বালক আপনি কৃষ্ণ হৈলা । সংবত্সর ব্যাপি লীলা বহুবিধ কৈলা ।। পরে সকলেরে শ্রীগোবিন্দ রূপাশ্রয় । দেখিয়া হইনু আমি মহাশ্চর্য্যময় ।। ভীত হৈয়া প্রণমিয়া করিনু স্তবন । অতি ধৃষ্টতর আমি কিকব কথন ।। গোপ বালকের মত যেই কৃষ্ণ লীলা । গ্রাস হস্তে বত্স বালকেরে অন্বেষিলা ।। সেসব দেখিয়া আমি হইনুঁ বঞ্চন । অনুগ্রহে আমারে না কৈলা সম্ভাষণ ।। তবে কৃষ্ণ মুখ পদ্ম সহজ প্রসন্ন দেখি কৃতার্থতা মানি হর্ষ উপপন্ন ।। সে কেবল কৃষ্ণ প্রিয় যেই ব্রজ ভূমি । তাহার গমন ফল জানিবে সে তুমি ।। ঈশ্বরের হয ব্রজ স্বরহস্য স্থানে । লীলার শঙ্কোচ হবে মোর অবস্থানে ।। তাহে অপরাধ হবে ইহা অনুমিল এই হেতু ব্রজে বাস সদা না করিল ।। অন্যা নিজ অসৌভাগ্য

কি করি বর্ণন। তব স্তব সব ইথে হৈল নিরস্তন॥ এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে করি বিচারণ। তাদৃশ কৃপার স্থান না-করি দর্শন॥ কিন্তু মহাদেব হন কৃষ্ণ কৃপাস্পদ। কৃষ্ণ প্রিয় খ্যাত তিঁহ প্রসিদ্ধ সম্পাদ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম রসে সদা উন্মাদিত। চতুর্ব্বর্গ অবজ্ঞায় ত্যজিলা নিশ্চিত॥ পরমৈশ্বৰ্য্যতা আর সুখাদি বিলাস। বিভোগ করিলা ত্যাগ জানহ প্রকাশ॥ ব্রহ্ম ইন্দ্র আদি যেই মোরা দেবগণ। অনিত্য বিষয়ে শক্ত হই সর্ব্বক্ষণ॥ আমাদিগে উপহাস করিবা কারণ। ধুস্তুর আকন্দ অস্থি মালার ধারণ॥ বস্ত্র নাহিপরে করে ভস্মানু লেপণ। আলুলিত জটাভার নাকরে বন্ধন॥ উন্মত্তের ন্যায় ঘূর্ণবান সর্ব্বক্ষণ। সহ ভূত প্রেত পিশাচাদি স্বীয়গণ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধৌত জল যেই গঙ্গা। ত্রিলোক তারিণী কাল নিবারিণী ভঙ্গা॥ তাঁহারে মস্তকে ধরি অতি হর্ষ ভরে। নৃত্যকরি জগতেরে হর্ষযুক্ত করে॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে মমতুল্য অধিকারি গণের অভিষ্টদানে শক্তা পত্নী তাঁরি॥ শিবলোক নিবাসি সকলে সদা মুক্ত। যেই সবজন হয় তাঁর কৃপাযুক্ত॥ তারা মুক্ত আর কৃষ্ণ ভক্ত হইযাছে। দেখ ইহা সর্ব্বত্রেতে ঘোষণা রযাছে॥ কৃষ্ণ হৈতে শিবের যে বিভেদ কথন। মহা দোষ করী সেই হয় সর্ব্বক্ষণ॥ শ্রীকৃষ্ণেতে অপরাধ করে যেইজন। শরণ লইলে তাহা করেণ ক্ষমন॥ শিবের নিকটে হৈলে আপরাধান্বিত। নাকরেণ তারে ক্ষেমা কৃষ্ণ কদাচিত শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরস গ্রাহকাতিশয। মহা অবতার প্রিয় পরম নিশ্চয॥ ত্রিপুরেশ্বরেরে শিব বর কৈলা দান। সুধা রস কূপ

তার পুরে বিদ্যমান॥ অশক্ত ত্রিপুর ভেদে শঙ্কর হইলা। গাবী রূপে সুধা পিয়া নিস্তার করিলা॥ বৃকাসুরে বর দিলা য়ার শিরে হস্ত। দিবেক ফুটিয়া যাবে শীঘ্র তার মস্ত॥ পরে শিরে হস্ত দিতে হৈল ধাবমান। শিবের পশ্চাতে শিব হৈলা ব্যস্তবান॥ বহুস্থান ভ্রমি গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবনে। তাহা বিনা-শিলা হরি করিয়া মোহনে॥ রাবণেরে দিলা বল পরাক্রম সত্ত্ব। কৈলাস চালনে সেই হইল প্রবর্ত্ত॥ শ্রীরাম রূপেতে তারে বধি ভগবান। সঙ্কট হইতে শিবে করিলেন ত্রাণ॥ বাক্য রূপামতে তাঁরে হর্ষিত করিলা। মমতুল্য তিরস্কার তাঁরে নাহি দিলা॥ আপনার অন্তরঙ্গ সদ্ভক্ত নিচয়। তাহাতে হইয়া বশ কৃষ্ণ অতিশয়॥ শিবের মাহাত্ম্য ভব বিস্তার কারণ। শ্রীপরশুরাম রূপে কৈলা আরাধন॥ সমুদ্র মন্থন কালে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলা। তথাপিহ বিষভয় দূর না করিলা॥ শিবের মাহাত্ম্য অতি করিতে খ্যাপন। প্রজাপতি গণদ্বারা কৈলা আনয়ন॥ ঘোর বিষ শিব দ্বারা পান করাইলা। কণ্ঠ দেশে নীলবর্ণ শোভা অতি দিলা॥ অভিষিক্ত কৈলা মহা মহিমার ধারে। এইকথা সুব্যক্ত নাহিক কোথাকারে॥ রুদ্র বিষয়েতে হরি দয়ালু হয়েন। সকল পুরাণ গাণ সর্ব্বত্র করেন তুমিও জানহ ইহা করণ স্মরণ। আর সুবিস্তর ইহা কি কব কথন॥ য়দ্যপি শ্রীব্রহ্মা রজোগুণে অবতার। সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁর মুখে বেদের প্রচার॥ তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস সুধাময় দেহ তিঁহ তেঁই হেন কহেন বিনয়॥ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির এই গুণ সর্ব্বদায়। অন্য হৈতে দীন বোধ আপনা করায়॥ এতগুলি

নারদ গুরুরে প্রণমিয়া। কৈলাস গমন হেতু উদ্যত হইযা এত দেখি নারদে কহেন ব্রহ্মা পুনঃ। ওহে বৎস পুত্র আরো কহি কিছু শুন॥ ভক্তিতে কুবের পূর্ব্বে করি আরাধনে। বশীভূত করিলেক রুদ্রে যত্নমনে॥ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস পর্ব্বত। কুবেরের অধিকার তাহাতে সর্ব্বতঃ॥ ঈশাণ পালক রূপে বসেন ঈশান। উমার সহিত অল্প বিভব সম্মান॥ কশ্যপাদি আমাদের ভক্তি বশীভূত। কৃষ্ণ ভগবান যেন হইযা প্রস্তুত॥ যমলোকে আর স্বর্গাদিতে নিবসেন। উচিত লীলায কৈলাসেতে শিব তেন॥ কিন্তু যেই শিবলোক হযেত উপরি। বাযু পুরাণের মতে কহিযে বিস্তরি॥ পৃথিবীর আবরণ যেই সপ্ত হয। তাহার বাহির মহাদেব লোক রয॥ ব্রহ্মাণ্ডের মত নহে কদাপি নশ্বর। আনন্দের পরিপাকরূপ নিত্যতর॥ মাযিক নাহেত সত্যরূপ সর্ব্বদায। শিবের উত্তম ভক্তে সেই লোক পায॥ সমান মহিমা শোভা যুক্ত পরিবার। গণে পরিবৃত অতি ঐশ্বর্য্য বিস্তার॥ ছত্র চামরাদি অলঙ্কারেতে শোভিত। দীপ্তমান আছেন শ্রীউমার সহিত নিজ ইষ্ট দেবতা শ্রীদেব শঙ্কর্ষণ। পূজিযা নাকরে কিবা অদ্ভুতাচরণ॥ শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবে তুমি শুদ্ধভক্ত। অতএব তথা যাইবারে হও শক্ত॥ গমন করিযা তথা করহ আশ্রয। সাক্ষাতে দেখিবে কৃষ্ণ কৃপা যেন হয॥ এইমত শ্রীনারদ হইযা শিক্ষিত। শিব কৃষ্ণ গাণ মুণি করি শ্রদ্ধান্বিত॥ কৌতুকে শ্রীশিবলোকে করিলা গমন। লোক শিক্ষা লাগি মুণি আনন্দিত মন॥ শ্রীলসনাতন পদে করিযা প্রণাম। শ্রীজয গোবিন্দ দাস মাগে প্রেম ধাম॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎ কৃপাভর নির্দ্ধার খণ্ডে
দিব্যোনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয়েত্ত শিবনোক্তং স্বস্মা ইন্দ্রঙ্গষ্ঠ বাসিষু। য়থা
কৃষ্ণকৃপাধিক্যং তেভ্যঃ প্রহ্লাদকে তথা ॥

শ্রীনারদ শিবলোকে করিয়া গমন। দেখিলেন শিবে কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট মন ॥ করিয়া শঙ্কর্ষণ দেবের অর্চ্চন। করেন প্রেমের ভাবে নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ নন্দীশ্বর আদি নিজ পারিষদ চয়ে। প্রীতে জয় শব্দ গীত বাদ্য য়ে করয়ে। তাহাদের প্রতি শিব সন্তুষ্ট হয়েন। সাধু২ বলি ভূয়ঃ প্রশংসা করেন ॥ দেবীউমা শুনি পুনা করতালী দেন। তাঁহারে শ্রীমহাদেব প্রশংসা করেণ ॥ কৃষ্ণের ভক্তাবতার দেব ত্রিলোচন। তাঁরকার্য্য সদা কৃষ্ণ ভক্তি প্রবর্ত্তন ॥ বৃহ্মাহ বটেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তাঁহা হৈতে শ্রীশিবের মহিমা বিস্তার ॥ নিজধর্ম্মনিষ্ঠ শত২ জন্মে জীবে। আর বশিষ্ঠাদি মুনি বৃহ্মত্ব পাইবে ॥ কিন্তু কোনকালে জীব শিবত্ব নাপায়। এহেতু মাহাত্ম্যাধিক সর্ব্বশাস্ত্রে গায় নারদ দেখিয়া শিবে অতি হৃষ্টমন। বীণা বাজাইয়া তাঁরে কৈলা প্রণমন ॥ শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগৃহীত আপনে। মুহুর্মুহু এইকথা গায়েন তখনে ॥ বৃহ্মার কথিত মহাদেব গুণগণ সুস্বর করিয়া সব করিলা কীর্ত্তন ॥ নৃত্যের পরেতে রুদ্র পাদ পদ্ম ধলি। স্পর্শেচ্ছায় নিকটে আইলা হস্ত তুলি ॥ তবে রুদ্র বৈষ্ণব য়াহার প্রিয়তর। কৃষ্ণ রসধার পানে উন্মত্ত বিস্তর নারদোক্ত বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ। সমাদরে প্রশ্ন তাঁরে করেন তখন ॥ আকর্ষিয়া আলিঙ্গন দিলা মুনিবরে। বৃহ্মা

পুত্রে কি কহিল কহ ব্যক্ত তরে॥ নৃত্যের কৌতুক ছাড়ি রুদ্র মহাশয়। অল্প প্রিয়জনেতে আবৃত সে সময়॥ পার্ব্বতীর প্রাণনাথ বসি বীরাসনে। রসেময় শ্রীবৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ সম্ভাষণে ভাবেত নারদ মুণি অগ্রেতে হইলা। রুদ্রষড়ঙ্গক পড়ি প্রণাম করিলা॥ জগতের ঈশরূপ মহিমা প্রকাশ। করিলেন স্তব তারে বিবিধ নিয়াস॥ কৃষ্ণকৃপা সমূহের পাত্র মহাশয় ত্রিলোকেতে য়ার তুল্য কেহ নাহি হয়॥ এতেক শুনিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব মূর্দ্ধন্য। বিষ্ণু ভক্তি প্রবর্ত্তক মহাদেবধন্য॥ কর্ণ আচ্ছাদন করি দেব পুনঃ পুনঃ। সক্রোধ কহেন ওহে মুনিবর শুন জগত ঈশ্বর আমি নহি কদাচিত। কৃষ্ণকৃপাস্পদ নাহি হই-যে নিশ্চিত॥ কেবল কৃষ্ণের দাস দাসের বিস্তর। অনুগ্রহ কামনা করিযে নিরন্তর॥ এতশুনি মুনি হৈলা সম্ভ্রমেতে যুক্ত কৃষ্ণে ঐক্য স্তুতি আর না করিলা উক্ত॥ সাপরাধী আপ-নারে মানি মুনিবর। কহিতে লাগিলা কিছু বাক্য অল্পস্বর বিষ্ণু আর বৈষ্ণব গণের সুমহিমা। অত্যন্ত দুর্গম আর নিগূ-ঢ়ের সীমা॥ আপনি জানহ আর য়ত জীবগণে। জ্ঞাপন করাহ তুমি কৃপাবলোকনে॥ এইহেতু বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ গুণিতর তব অনুগ্রহ বাঞ্ছা করে নিরন্তর॥ শ্রীকৃষ্ণ আপনি তোমা প্রতি হৈযা প্রীত। অধিক মহিমা তব করে বিস্তারিত॥ কত বার কতবর কত মূর্ত্তিধরি। হৈলা কৃষ্ণভক্ত্যে তোমা আরা-ধনা করি॥ একথা শুনিযা শিব হইল লজ্জিত। ধৈর্য্য করি-বারে হৈলা অশক্ত নিশ্চিত॥ আমার সে ধার্ষ্ট্য না কহিবা কদাচন। এত কহি শীঘ্রতর উঠিয়া তখন॥ দুই হস্তে নার-

দের মুখ আচ্ছাদন। করিলেন মহাদেব হইয়া বিমন॥ তত্তঃ পরে উচ্চৈঃস্বরে হৈয়া সবিস্ময়। কহে ওহে মুনি ভাবি দেখহ বিষয়॥ প্রভুর লীলার যেই হয়ত বৈভব। বিতর্কেনা বোধ হয় তার একলব॥ বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিবিধ গম্ভীর। মহিমা সমুদ্রমদীশ্বর প্রভু যাঁর॥ করিলেহ অপরাধ নানান প্রকারে না করেণ কৃষ্ণদেব উপেক্ষা তাহারে॥ বরদান আদি নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। করিলাম অপরাধ নিজ প্রভু পাশ॥ তথাপিহ ত্যাগ মোরে প্রভু না করিলা। অদ্যাপি আপন ভক্তি আমাতে রাখিলা॥ কৃষ্ণভক্তি রসে মগ্ন শিব পাদদ্বয়। ধরিয়া আনন্দে মুনি স্তবন করয়॥ নাহি হয় অপরাধ অচ্যুতে তোমার। লোকদৃষ্টে যদিহয় কথনো প্রচার॥ তাহাও অচ্যুতে নাহি হয় সে প্রচার। যে হেতু পরম প্রিয় তুমি হও তাঁর বাণরাজা নিজ বাহুবলে অহঙ্কারী। সাধু সকলের বহু উপদ্রব কারী॥ নিজ কন্যা উষা সহ দেখি অনিরুদ্ধে। মায়া প্রকাশিয়া যবে করিলেক রুদ্ধে॥ গণসহ কৃষ্ণ আইলা করিতে উদ্ধার। বহু যুদ্ধ কৈল বাণ সহিত তাঁহার॥ হত প্রায় যখন হইল রাজাবাণ। দেখিয়া আপনি তারে হয়্যা কৃপাবান নিজ ভক্ত পুত্র তুল্য পালিতে সেজন। প্রাণরক্ষা হেতু তার হরির স্তবন॥ করিলা তাহাতে রোষ ত্যজি সেইক্ষণে। নিজ স্বরূপত্ব দান করি প্রীতি মনে॥ তোমার পার্ষদ তারে করিলা শ্রীহরি। দেবগণ যাহা নাহি পায তপকরি॥ গর্গ আদি যেই যাদবাদি দেহকারী। করিল সে নানামত তপস্যা তোমারি॥ তাহাদিগে নিশ্ছিদ্র করিল বরদান। এ হেতু নাহয

তব অপরাধ ভান ।। গর্গে বরদিলা পুত্র তোমার জন্মিবে য়দুঙ্গল ভযোত্পন্ন সেইত করিবে ।। য়দুঙ্গল ঘাতি পুত্র হইবে তোমার । এইমত বর ন্যাহিদিলা প্রতি তার।। পার্থ ভিন্ন পাণ্ডবে জিনিবে একবার । জয়দ্রথে বরদিলা এমত প্রকার ।। সুদক্ষিণে বর দিলা অগ্নি অভিচার । অব্রহ্মণ্য প্রয়োজিত ইষ্টসাধিবার ।। এ আদি য়ে বরদিলা বিশেষ তাহার । শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে আছয়ে প্রচার ।। চিত্রকেতু আদি য়েই বিচার বিহীন । শেষাদি আশ্রিত শিবতত্ত্বজ্ঞানে দীন য়দ্যপি তোমার নিন্দা তাহারা করিল। তব কোপ তথাপি তাহাতে নাহইল ।। তাঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠত্বের বাঞ্ছা ভুমি করি কৃষ্ণপ্রীতি লাগি পূজা করিলা বিস্তরি ।। চাতুর্য্য বিশেষে কৃষ্ণ ভক্ততা বিশেষে । প্রার্থনা করিয়া বর লইলা অশেষে ।। ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় য়েইমুক্তিদান । তাতে অধিকার শ্রীল প্রভুভগবান ।। দান কৈলা আপনারে আরতদুর্গারে । এহেতু কৃষ্ণের কৃপা তোমা প্রতি সারে ।। ব্রহ্মাদি দেবের য়েই দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য । থাকিতেহ এতাদৃশ তোমার ঐশ্বর্য্য ।। আর আত্মসুখ সব করি অনাদর । অবধূত মত বিষ্ণু ভাবাবিষ্ট তর মহা উন্মাদিত ন্যায হইযা দিগম্বর । কেবা নৃত্যকরে পত্নী সহ সহচর ।। কৃষ্ণভক্তি লম্পটতা মহিমা অদ্ভুত । তোমার হইল আজি মোর অনুভূত ।। কৃষ্ণের পরম প্রিয় নিত্য সে আপনি । ইহার সন্দেহ মাত্রআর নাহিগণি ।। কৃষ্ণের নিঃশেষে কৃপা তোমাতে য়েহয । আর কি কহিবতাহা কথন অত্যয তোমার প্রসাদে দশ প্রচেতাদিগণ । পাইল কৃষ্ণের প্রিয প্রেমাস্পদ ধন ।। জন শর্ম্মা আদি পার্ব্বতীরো প্রসাদেতে

হইল কৃষ্ণের প্রিয় খ্যাত পুরাণেতে ॥ যশোদার গর্ব্ভজাত য়েই মহামায়া। তাঁর সহ অভেদ অম্বিকা তব জায়া॥ কৃষ্ণের ভগিনী ইঁহ স্নেহ পাত্র হন। তাতে আত্মারাম তুমি নাকর ত্যজন॥ বিচিত্র কৃষ্ণের য়েই নাম সংকীর্ত্তন। আর লীলা কথার উত্সবে সর্ব্বক্ষণ॥ এই পার্ব্বতীর করি সন্তোষিতমন বিষ্ণু ভক্ত সঙ্গ সুখ করহ ভজন॥ নারদ হইতে হৈল য়বে এত উক্ত। স্বস্তুতি শ্রবণে শিব হৈয়া লজ্জা য়ুক্ত॥ বৈষ্ণব সকল মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠতর। বিষ্ণু ভক্ত নারোদেরে কহেন উত্তর॥ অহো মহত্কষ্ট আর কিকব বচন। ত্যক্ত সর্ব্ব অভিমান হে ব্রহ্ম নন্দন॥ অভিমান সকলের মূল কোথা আমি। কৃষ্ণভক্ত সর্ব্ব অভিমান গণ স্বামী॥ অতএব কৃষ্ণ সহ আমার সম্বন্ধ। কদাপিহ নাহি হয় ঘটন নির্ব্বন্ধ॥ লোকের ঈশ্বরজ্ঞান দাতা আর জ্ঞানী। স্বয়ং মুক্ত মুক্তপ্রদ আপনাকেমানী॥ বিষ্ণুভক্ত ভক্তিপ্রদ শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্র। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আমি হই প্রিয়মাত্র ইত্যাদিক য়ত অহঙ্কারেতে আবৃত। মহা অভিমানী আমি কিকব বিবৃত॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ। আমাতে কিঞ্চিত নাহি কিকব কথন॥ সকলের গ্রাস কারি ঘোর মহা কাল। সমাগত হবে য়বে অত্যন্ত বিশাল॥ অশেষ জগতজন সংহার স্বরূপ। নিজ প্রয়োজন য়েই তামসাদি রূপ॥ আমার সে দুষ্কর্ম্মানুসন্ধান করিয়া। লজ্জা য়ুক্ত হইতেছি এখনো ভাবিয়া॥ পরমউপেক্ষা তার আমাতে বিশেষ। য়দ্যপি থাকিত মোরে কৃষ্ণ কৃপালেশ॥ য়বে কৃষ্ণ পারিজাত করিলা হরণ তবে কি আমার সহ হইত সে রণ॥ আর অনিরদ্ধ য়বে উষার সহিত। চৌর্য্যেতে মিলিলা বাণ হইয়া জ্ঞাপিত॥ বান্ধিলা

তাঁহারে কৃষ্ণ সহ সেইক্ষণে। কদাপিহ নাহিইত আমার সে রণে॥ আমাদাসে করিত কি প্রভু আরাধন। লোকে যেই পরমোপহাসের কারণ॥ কিম্বা তাঁর মনে ছিল গূঢ় ক্রোধ-ভর। সেহেতু আমার কৈল আরাধন তর॥ তাহাতে সঙ্কোচ মোরে করিলা প্রদান। যদ্দ্বারা পরম দুঃখ হৈল উপাদান এ-হেতু যে বহুবার বর বহুতর। আমা হৈতে করিলেন গ্রহণ বিস্তর॥ তাহানাহি কৃপার লক্ষণ মুনি শুন। সেই শ্রেষ্ঠ রূপে ক্ষয় জ্ঞাপক নিপুণ॥ ইহাতে দেখহ মম অপরাধগণ। ক্ষমা নাহি করেন গোবিন্দ কদাচন॥ আর যবে নমুচি নামেতে মহাসুর। ত্রিভুবন অধিকার করিল প্রচুর॥ ইন্দ্রাদির তাপ দেখি ব্রহ্মা সহ আসি। ক্ষীরোদের তীরে স্তবি লাম লক্ষ্মীস্বামী তবে দেব অসুরের অনাচারী করি। মারিবার তরে কহিলেন মমোপরি। কল্পিত আগম তুমি করি তাহা দ্বারে। তাহা হৈতে বিমুখ করহ সবাকারে॥ থাকিলে আমার প্রতি কৃষ্ণ কৃপালেশ। না করিত আমা প্রতি এমত আদেশ॥ আমা-দের মুক্তিদানে অধিকার হয়। তুমি যে কহিলা মুনি হৈয়া হৃষ্টাশয়॥ সে অতি দারুণ ভক্তি বিরোধি কারণ। যাহার শ্রবণে দুঃখী হয় ভক্তগণ॥ এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের কৃপার আস্পদ কদাচ আমারে নাহি জানিহ নারদ॥ হে কৃষ্ণ পার্ষদ শ্রেষ্ঠ কি কহিব আর। বৈকুণ্ঠ বাসির প্রতি তাঁর কৃপা সার॥ তৃণ তুল্য সকল যাঁহারা ত্যাগ করি। আরাধনা করিলা ভক্তিতে প্রিয় হরি॥ সাধন প্রভাবে ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্তি। অনিমাদি সিদ্ধি হৈল উপস্থিত যুক্তি॥ গ্রহণ থাকুক দূরে হৈয়া ভক্তি

পর। চক্ষু কোন কটাক্ষেতে না কৈলা আদর॥ সচ্চিদানন্দ রূপ বৈকুণ্ঠ গুণাতীত। নিত্য সত্য ধাম সব ভয় বিবর্জ্জিত ত্যক্ত সর্ব্ব অভিমান সেই ভক্তগণ। সেই নিত্য বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন॥ সেস্থলে সচ্চিদানন্দ দেহ যেই সব। স্বীকার না করে প্রাপ্ত পরম বৈভব॥ অনায়াস প্রাপ্ত মুক্তি স্বীকার নাকরে। ভগবান সহিত সন্তোষেতে বিহরে॥ হরির ভক্তিতে সদা সন্তুষ্ট মানস। তাহাদের সুখময় সব দিগদশ॥ কর্ম্ম জ্ঞানাসক্তি বিঘ্ন হইতে রক্ষণ। করেণ ভক্তিরে আনকূল্যেতে বর্দ্ধন॥ সর্ব্ব বিঘ্ন হৈতে রক্ষাকরে ভক্তগণে। বাড়াযেন ভক্তি উদ্দীপন সম্পাদনে॥ নিজেচ্ছায সর্ব্বত্রেতে করেন গমন। নাহি হন কর্ম্ম বশীভূত কদাচন॥ এমত যদ্যপি হয শ্রীবৈকুণ্ঠে ধাম। তবে কেন বৃক্ষ হংস শুকাদি বিশ্রাম॥ এই আশঙ্কায কহে মুক্ত সকলেরে। উপহাস করেণ বৃক্ষাদি যোনি ধরে॥ অর্থাৎ ভজন মহা সুখ করিত্যাগ। অতি তুচ্ছ মুক্তিতে কি হেতু অনুরাগ॥ এইমনে করিধরি বৃক্ষাদি শরীর। ভজন করেন হরি পদাম্বুজ ধীর॥ কমলা সেবিত নিত্য শ্রীপাদ কমল সাক্ষাৎ করেন হরি দর্শন বিমল॥ করেন সে নিত্য ক্রীড়া হরির সহিত। আমরা দেখিযে ভাগ্যোদযে কদাচিত॥ এ হেতু তাঁহারা কৃষ্ণ কৃপারবিষয। অধিক জানিহইথে নাহিক সংশয॥ বৈকুণ্ঠ লোকেতে নিত্য তদীয সকলে। হরির যতেক কৃপা আছযে বিমলে॥ হেন কৃপা কোন স্থানে নাহি কারোপর। যাতে মহা হর্ষেতে অশ্রান্ত নিরন্তর॥ সংকীর্ত্তন নৃত্য গীত পরিচর্য্যা দিতে। প্রেম ভক্তি বিনা অন্য নাহি

ক্ষদা চিত্তে ॥ আশ্চর্য্য পরমানন্দ রস সিন্ধু তাঁর। মহিমা অ-
দ্ভূত সাধ্য কার বর্ণিবার ॥ স্বীয় স্বরূপানুভব ব্রহ্মানন্দ যেই। যে কণার অর্দ্ধ অংশে সম নহে সেই ॥ সেইত বৈকুণ্ঠে আর তদীয় সকল। আর বৈকুণ্ঠের যত বস্তু সুনির্ম্মল ॥ সকল কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয়। পরম প্রেমের অনুকম্পিত সে হয় আমা হৈতে অধিক তাদৃশ কৃপাপাত্র। শ্রীবৈকুণ্ঠে নিবাসি সকল জান মাত্র ॥ সর্ব্ব বিলক্ষণ মহা উৎকর্ষ বিষয়। যাঁহা-
দের মাহাত্ম্য বর্ণন নাহি হয় ॥ পঞ্চ ভূত দেহ মর্ত্ত্য লোক বাসি যেবা। কৃষ্ণভক্তি রসিক করযে কৃষ্ণ সেবা ॥ তাঁহারাহ আমা হৈতে হন শ্রেষ্ঠতর। নমস্য হযেন আমাসভার বিস্তর শ্রীকৃষ্ণ চরণপদ্মে অর্পিতাত্মা মন। মর্ত্ত্যলোক বাসি যেই হন ভক্তগণ ॥ কৃষ্ণ প্রেম লাভ আশে করিলা ত্যজন। অর্থ ধন জন পুত্র কলত্র জীবন ॥ ইহ লোক সুখ আর ধন উপা-
র্জ্জন। পরলোক সুখ ভোগ ধর্ম্ম আচরণ ॥ সাধ্য সাধনাদি করি যত কার্য্য হয়। কিছুতে নাহিক বাঞ্ছা মাত্র সমুদয় জাতি বর্ণ আশ্রমের যেই ধর্ম্মাচার। তাহার অধিন নহে অতি ক্রান্ত তার ॥ জন্মের গ্রহণ যেইকালে জীব করে। দেব ঋষি পিতৃ ঋণে বদ্ধ হয় নরে ॥ যজ্ঞে দেব ঋণ ঋষি ঋণ অধ্য যনে। মুক্ত হয পিতৃ ঋণে পুত্র উৎপাদনে ॥ যদি এই তিন ঋণে নির্ম্মুক্ত না হয়। একারণ বেদমার্গ অতি ক্রান্ত রয ॥ হরি পাদপদ্ম ভক্তি বলেত নিশ্চয়। ঋণত্রয আদি হৈতে সে অক্ষ তোভয ॥ এমতে ভক্তের কর্ম্মে নহে অধিকার। পাপাদির অভাবেতে ভয নাহি তার ॥ বিষ্ণু সারূপ্যাদি কিছু বাঞ্ছা

নাহি করে। তাঁর ভক্তি রসেতে লম্পট যেইনরে॥ ব্রহ্মলোক আদি যেই বিষয়ের ভোগ। নির্বাণের সুখ আদি মানে হেয যোগ॥ স্বর্গ মুক্তি নরকেতে দেখযে সমান। তাঁরা মোর বড় প্রিয যেন ভগবান॥ সেইসব ভক্তসহ আমার মিলন। পরম প্রার্থনা আমি করি সর্ব্বক্ষণ॥ সেইসব ভক্তের হয যেইস্থানে স্থিতি। সেইসে বৈকুণ্ঠলোক নিঃসংশয ইতি॥ কৃষ্ণভক্তি সুধা পানেহইযা উন্মত্ত। দেহ দৈহিকাদিকার্য্য বিস্মরণতত্ত্ব। মর্ত্ত্য লোকবাসিভক্তগণের স্বরূপ। প্রাকৃতিক দেহেতে সচ্চিদানন্দ-রূপ। মর্ত্ত্যলোকেযদ্যপি সকল সিদ্ধ হয। বৈকুণ্ঠবাসি কিবা শ্লাঘা রয॥ কহিছেন এলাগি সাক্ষাৎ ক্রীড়া সব। বিষ্ণুসহ হযত বৈকুণ্ঠে অনুভব॥ চিত্তে আবির্ভাব ধ্যানে হয কদাচিত অন্তর্দ্ধান হৈলে ভক্ত হযত দুঃখিত॥ বিচিত্র বিলাস লক্ষ্মী-কান্তের সহিত। শ্রীবৈকুণ্ঠ লোক বিনা নাহয বিদিত॥ অত-এব বৈকুণ্ঠ নিবাসি ভক্তগণ। কৃষ্ণের পরম প্রিয দয়াবান হন অপ্রাপ্ত বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুভক্ত যত নর। তাহা হৈতে আর আমা হৈতে শ্রেষ্ঠতর॥ ততপর পার্ব্বতী স্ব স্বামির কথিত। মহা লক্ষ্মী দেবীর মাহাত্ম্য বিবর্জিত॥ শুনিযা সহিতেনা হপারি যা পার্ব্বতী। ক্রোধকরিকহিছেন নারদেরপ্রতি॥ তার মধ্যে বিশেষ শ্রীলক্ষ্মীদেবী হন। হরি প্রিযা নাম যাঁর প্রসিদ্ধ ভুবন যতেক বৈকুণ্ঠবাসি বৈকুণ্ঠে যে আর। সকলের ঈশ্বরী নিশ্চিত শুন সার॥ যাঁহার কটাক্ষ পাত হৈলে উপপত্তি। লোক পাল ইন্দ্রাদির হযত সম্পত্তি॥ জীবেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান আর করি ভক্তি। ভোগ মোক্ষাদিতে যেবা হযত বিরক্তি॥ হইলে যাঁ-হার অনুগ্রহ সুপ্রকাশে। ~~[illegible]~~ জীবের শীঘ্র সিদ্ধ অনাযাসে

তোমরা সকলে ভজমান সমাদরে। সমুদ্র মন্থন কালে যিঁহ হেলা কার॥ আত্মারাম পূর্ণ কাম নিরপেক্ষমন। হরি করি আরাধন করিলা বরণ॥ সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য জগতের মধ্যে আছে সর্ব্বত্র প্রাবল্য॥ তিঁহ মহালক্ষ্মীর হয়েন অবতার। সে চাঞ্চল্য দোষ কিবা তাঁহাতে প্রচার এই আশঙ্কায় কহিছেন স্থিরমতি। হরি বক্ষে মনোহরে করেণ বসতি॥ যেই২ অবতার করেণ শ্রীহরি। লক্ষ্মী সহায়িনী তার হন অবতরি॥ নিরন্তর সর্ব্বত্র হরির সহচরী। পতিব্রতা সকলের হয়েন উত্তমা॥ এতেক শুনিয়া মুনি পরম হর্ষিত বিশেষ হইলা মন অত্যন্ত ক্ষোভিত॥ সেইকালে পৃথিবীতে কৃষ্ণ অবতার। দ্বারকাতে নানা লীলা করেণ প্রচার॥ তাহা বিস্মরণ মুনি হইয়া তখনে। হইলেনউদ্যত শ্রীবৈকুণ্ঠ গমনে জয় শ্রীকমলাকান্ত হে বৈকুণ্ঠ পতি। জয় শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসি বৈকুণ্ঠ জয়তি। জয় কৃষ্ণ প্রিয়া পদ্মা বৈকুণ্ঠাধীশ্বরী। এইবাক্য মুনিবর কহে উচ্চকরি॥ করিবারে মহালক্ষ্মী দেবীর স্তবন বৈকুণ্ঠে গমন লাগি উঠিলা তখন॥ বুঝিয়া শ্রীমহাদেব ধরি মুনিকরে। নিষেধি বৈকুণ্ঠ গতি কহিছেনপরে॥ কৃষ্ণের পরম প্রিয়জন আলোকন। ঔৎসুক্যেতে বিনাশিত তোমার স্মরণ॥ সেই মহালক্ষ্মী আর শ্রীহরি আপনে। ভূমে দ্বারকায় বৈসে নাহিকি স্মরণে॥ মহালক্ষ্মী দেবী স্বয়ং হয়েন রুক্মিণী স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিরাজেনতিনি॥ শ্রীবামন নিকটে দেবী লক্ষ্মী যাঁরা। এই মহালক্ষ্মীর হয়েন অংশ তাঁরা॥ পরিপূর্ণ মহালক্ষ্মী দেবী শ্রীরুক্মিণী। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাদ জানিসে

বিনী॥ সেই হেতু বৈকুণ্ঠে গমন ত্যাগকর। এইস্থানে কথ কাল বৈস মুনিবর॥ অত্যন্ত রহস্য তব কর্ণেতে কহিব। অনেকের মধ্যে কথা নাহি প্রকাশিব॥ মহালক্ষ্মী হৈতে প্রিয় কৃষ্ণের কহিব। তাহে তাঁর প্রিয় সখী পার্ব্বতী কহিব॥ অতএব তোমারে কহিব সংগোপনে। শ্রদ্ধা করি মুনিবর শুন এক মনে॥ তব তাত ব্রহ্মা আমি গরুড়াদি আর। বৈকুণ্ঠপার্ষদ য়ত মহালক্ষ্মী আর॥ সকল হইতে কৃষ্ণ ভক্ত প্রিয়তর প্রহ্লাদ হয়েন খ্যাত জগত ভিতর॥ ভগবদ্বচন কিবা হইলা বিস্মরণ। শ্রীভাগবতে য়াহা কৈলা অধ্যয়ন॥

তথাহি নবমস্কন্ধে ভগবদ্বাক্যং। নাহমাত্মান মাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা। শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং বাপি য়েষাংগতিরহংপরা॥

য়াহাদের আমি সে পরম গতি হয়। বিনা সেই মম সাধু ভক্ত সমুদয়॥ আপনারে শ্রীমূর্ত্তিরে নাকরি বাঞ্ছন। মহালক্ষ্মী দেবীরেহ এক্রিষ্ণ বচন॥ হেনারদ শ্রীকৃষ্ণের শ্রী বিগ্রহ য়েই। আমি ব্রহ্মাদি দেবের জন্ম হেতু সেহ॥ নিজ ভক্ত সকলের আহ্লাদকারক। অনির্ব্বাচ্য য়ে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যধারক। ভক্তগণ হৈতে হেন শ্রীমূর্ত্তি আপন। আদরের বিষয় কৃষ্ণের নাহি হন॥ সে সব ভক্তের স্তব করিতে কে শক্ত। সেই সব মধ্যেতে প্রহ্লাদ প্রিয় ভক্ত॥ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান কহিলা আপনি। সর্ব্বভক্তগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমাগণি॥

তথাচ সপ্তমস্কন্ধে। ভবদ্বিধা পুরুষা লোকে মদ্ভক্তা স্ত্বামনুব্রতাঃ। ভবান্মে খলুভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্।

শ্রীমুখে শ্রীপ্রহ্লাদের করিলা ব্যাখ্যান। অতএব হয়েন অতর্ক্য ভাগ্যবান।। আমি ব্রহ্মা আদি করি মহালক্ষ্মী আর সর্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য তাঁহার।। হিরণ্য কশিপু যবে হৈল বিদারণ। য়ার প্রতি য়ত কৃপা বিদিত তখন।। প্রহ্লাদের প্রতি অতি সন্তোষ অন্তর। হইলা উদ্যত দিতে বিষ্ণু মুক্তিবর চাহিয়া নিলেন ভক্তি পুনঃ পুনর্ব্বার। সেই প্রহ্লাদেরে আমি করি নমস্কার।। দেবতাগণের স্বর্গ দৈত্যের পাতাল। ব্রহ্মা কৃত এ নিয়ম আছে সর্ব্বকাল।। বলি তাহা লঙ্ঘি কৈল স্বর্গ অধিকার। গুরুর নিদেশ নাহি করে অঙ্গীকার।। আপনার বাক্য সত্য করিবার তরে। শ্রীবামনে তিনপদ ভূমি দানকরে সেই ফলে বিষ্ণু কিবা দ্বারপালে তার। সত্যবস্তু নামিলে অসত্য হৈতে কার।। না করিলা মোর স্তবে বাণের রক্ষণ। কেবল সে প্রহ্লাদের সম্বন্ধ লক্ষণ।। কি আর মাহাত্ম্য তাঁর কহিব বিস্তরি। প্রিয়সখী লক্ষ্মীর আছেন এথা গৌরী।। লক্ষ্মী হৈতে প্রহ্লাদের শুনিলে মহিমা। হইবেক তাঁহার সে ক্রোধের অসীমা।। অতএব সংক্ষেপেতে হইল কথিত। প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য পরম সুনিশ্চিত।। গর্ভস্থ ছিলেন যবে প্রহ্লাদ তখন তব উপদেশে ভক্তিকরিলা গ্রহণ।। তথাপি তাঁহার সহ হৈলে তব সঙ্গ। অত্যন্ত পাইবে সুখ প্রফুল্লিত অঙ্গ।। অতএব ভূতলেতে করিয়াগমন। প্রহ্লাদেরে আশীর্ব্বাদ করিবে বর্দ্ধন।। আপনি প্রথমে তাঁরে করি আলিঙ্গন। আলিঙ্গন আমার কহিবে ততক্ষণ।। এমত সজ্জান কেন না কর প্রণতি। এই আশঙ্কায় কহিছেন গৌরীপতি।। প্রহ্লাদ হয়েন শ্রেষ্ঠ সজ্জন

আবছে। আমাদের প্রণাম স্তবন নাহিসহে।। এহেতু অসাবধান নাহবে কখন। তাঁরসহ যদি কর সুখ ইচ্ছা মন।। তোমার প্রণাম স্তবে মনে দুঃখ হবে। আলাপ দর্শনে সুখ নাহি পাবে তবে।। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদে আশ। তাহে ভক্তি শ্রীজয়গোবিন্দ বসু দাস।।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবত্ কৃপাভর নির্দ্ধারখণ্ডে প্রপঞ্চাতীতো নাম তৃতীয়োধ্যায়ঃ।।

চতুর্থ শ্বস্যমাহাত্ম্য মাক্ষিপ্যোক্তং হনুমতঃ। প্রহ্লাদেন যথাত্ত্বত্ পাণ্ডবানাং হনুমতা।।

এই সব বৃত্তান্ত শ্রীশিবমুখে শুনি। প্রহ্লাদ দর্শনে ইহলাস কৌতুক মুনি।। মন রূপ বাহনেতে করি আরোহণ। অতিশীঘ্র সুতলেতে করিলা গমন।। ধাবমান আত্যন্তিক ব্যগ্রযুক্ত মন। অসুরের পুরে হৈলা প্রবিষ্ট তখন।। হরি পাদপদ্ম ধ্যানে প্রেমাসক্ত মন। শ্রীবৈষ্ণব গণ শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ সজ্জন।। ধ্যানেতে দেখিয়া শ্রী নারদ আগমন। দূর হৈতে উঠিয়া করিলা প্রণমন।। অতিযত্নে বসাইয়া কাষ্ঠের আসনে। পূর্ব্বমত নানা বিধ করিলা পূজনে।। সেই পূজা পরি হরি সংভ্রম অন্তরে। দুনয়নে অশ্রুধারা বর্ষে হর্ষভরে। আলিঙ্গন দিয়া প্রহ্লাদেরে মুনিবর। কহিতে লাগিলা কিছু প্রহ্লাদসত্বর।। কৃষ্ণ কৃপা সমূহের পাত্র সে আপনি। দেখিলাম বহু দিন অন্তরে এখনি প্রযাগ অবধি যত ভ্রমণের শ্রম। এতদিনে সকল হইল অনুক্রম।। বাল্য হৈতে বিশুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি যার। জন্মিল যা ছিল পূর্ব্ব অত্রাপি প্রচার।। তব পিতা বহু কৈল মারণ উপায়।

উপদ্রব বিঘ্ন রূপ দারুণ তাহায়॥ কিছুই তোমার নাহি করি বারেপারে। বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠের বিঘ্ন নাহি কোথাকারে॥ তব ভক্তি প্রভাবেতে যত দৈত্যগণ। হৈল ভাগবত করি দর্শন স্পর্শন কৃষ্ণেতে আবিষ্ট উন্মত্তের তুল্য ক্ষণে। করি নৃত্যগীত কম্প হাস্য সে রোদনে॥ জন্ম মরণাদি একবিংশতি প্রকারে। ন্যায শাস্ত্রউক্ত যেষ্ট দুঃখ এসংসারে॥ সেইসব হৈতে লোকে করিয়া উদ্ধার। ভক্তি বিস্তারিয়া দিল হর্ষ সবাকার॥ নৃসিংহ রূপেতে কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে। আবির্ভূত হইযা তোমারে ক্রোড়েকরে॥ মাতার সমান স্নেহ করি তোমাপর। করিলেন নানাবিধ লালন বিস্তর॥ ব্রহ্মা শিব আদি করিলেন বহুস্তব। কোপ সম্বরণ তবু নাহৈল সম্ভব॥ লক্ষ্মীস্তব করিলেন অনেক প্রকার। তাঁর প্রতি নাহি হলো আদর প্রচার॥ ব্রহ্মার প্রার্থনে তুমি পাদপদ্ম মূলে। পতিত হইলা স্বযং প্রভু তোমা তুলে॥ হস্ত পদ্ম তোমার মস্তকোপরি ধরি। চাটিতে লাগিলা অঙ্গ কৃপায নৃহরি॥ ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় মুক্তিপদ যারে অত্যন্ত আগ্রহ হরি লাগিলা দিবারে॥ তথাপি তাহারে তুমি হেলে ত্যাগ করি। হরিভক্তি জন্মেজন্মে বর নিলা ধরি শ্রীনৃসিংহ স্তবে তুমি করিলা কামনা। ভক্তি প্রবর্ত্তনে উদ্ধারিবে জগজনা॥ তাহ দেখি প্রভু প্রীতি পৈতৃক স্বরার্জ্য। স্বীকার করিবা বিষ্ণুধ্যান পরকার্য্য॥ একদিন তুমি দেখিবারে নারাযণ। নৈমিষারণ্যেতে যবে করিলা গমন॥ তথায দেখিলা এক অপরূপ নর। তপস্বির বেশ কিন্তু হস্তে ধনুঃশর বিরুদ্ধ আচার বেশ দেখিযা তাঁহার। জানিলা আপনে তাহে

দাম্ভিক আকার।। অবশ্য জিনিব বলি প্রতিজ্ঞা করিয়া। মহা যুদ্ধ তাঁর সহ করিলা যাইযা।। জিনিতে অশক্ত হৈযা প্রাতে একদিন। পূজিলা নিজেষ্টদেব ভক্তিতে প্রবীণ।। ইষ্টদেব যেই মালা কৈলা সমর্পণ। নিজযোদ্ধা বক্ষঃস্থলে করিয়া দর্শন।। সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ জ্ঞানকরি তাঁরে। সন্তোষিলা স্তব করি বিবিধ প্রকারে।। তবে ভগবান করি শ্রীহস্ত স্পর্শন। দূর করিলেন তার যত শ্রমগণ।। কহিলেন তোমাহৈতে আমি পরাজিত। বামন পুরাণে ইহা আছযে কথিত।। এইমত শ্রীনারদ অনেক কহিলা। হরিভক্তি রসার্ণবে নিমগ্ন হইলা।। হরির প্রিয সেবক হর্ষে নৃত্যকরে। জিনিনু২ মোরা কহে উচ্চৈঃস্বরে হে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ তুমি জিনিলা কি কব। জিনিল শ্রীমুকুন্দেরে বলি পৌত্র তব।। তোমার প্রসাদে বলি আপনার দ্বারে। রাখিল মুকুন্দে সদা নিজভক্তি দ্বারে।। দক্ষাদির শাপ যেই আছে আমাপর। একস্থলে বাস নাহি হবে নিরন্তর।। সেই শাপে পরাভব করি অদ্যাবধি। এইস্থানে নিবাস করিব নিরবধি।। প্রহ্লাদ আপন শ্লাঘা নাপারি সহিতে। অবনত বদন হইলা লজ্জান্বিতে।। গৌরব হেতুক করি নারদে প্রণাম। অল্প স্বরে কহিতে লাগিলা গুনধাম।। ওহে গুরো ভগবান নিবেদি কি আর। আপনি দেখুন সর্ব্ব করিযা বিচার।। বাল্যকালে ব্যক্তজ্ঞান নাহয সম্ভব। কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে হইবে প্রভব সাধু গুরু উপদেশ হইলে বিধান। চতুর্বর্গ ফলে হয অনাদর জ্ঞান।। ভক্তি ভক্তগণের সুমাহাত্ম্য বিশেষঃ। বিজ্ঞান লক্ষণ যার জন্মযে অশেষঃ।। তাহার যে বিঘ্ন হৈতে নাহি পরাভব

দৈত্য শিশুগণে যেবা উপদেশ সব।। সাধুগণ মত নৃত্যগীত সদাচার। আর্ত্ত সকলের প্রতি দয়ার প্রচার।। মোক্ষের অন অঙ্গীকার লোক সন্তোষণ। লোক সব প্রতি কৃষ্ণভক্তি প্রবর্ত্তন এই সব হরিভক্তি প্রবর্ত্ত জনার। মাহাত্ম্য সূচক নাহি হয় পুন তার।। অনুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে। নাকরেন অনুমান ম্নত সাধুজনে।। বিষ্ণু সেবা সম্পত্তি সমূহ যুক্ত নাথ সেই কৃষ্ণ কৃপা হয় সেবকের সাথ।। হনুমান মত কোন সেবা নাহি করি। বিঘ্নাঙ্গল চিত্তে মাত্র স্মরণ আচরি।। সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ মধ্যে মুখ্য হয় মন। তাহার অর্পণ কৃষ্ণে কহিয়ে স্মরণ।। ভক্ত গণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্মরণ যে করে। এ আশঙ্কা উঠাইযে করেন উত্তরে।। লয় বিক্ষেপাদি বিঘ্নে ব্যঙ্গলিত মন। বিঘ্নাঙ্গল চিত্তে নাহি হয়ত স্মরণ।। স্মরণ চিত্তের ধর্ম্ম বিঘ্নাঙ্গল চিত্ত। এহেতু স্মরণ মুখ্য নাহি হয় উক্ত।। প্রশংশা করিছ কৃষ্ণ লালন আমারে। মায়াবাদী বেদান্তী মান্বিক কহে তারে।। ভক্তি মার্গরত কহে লীলার চরিত। অতএব নহে সেই কৃপাত নিশ্চিত।। হরির সহজ যেই বাৎসল্যের ভাব। সেই লালনাদি হয় তাহার স্বভাব।। কহিতেছ আপনারা তত্ত্বাভিজ্ঞজন কিন্তু আমি স্বপ্নতুল্য করিয়ে মানন।। যদ্যপিও সত্য সেই হয়ত লালন। ক্ষণকাল হেতু নহে করুণা লক্ষণ।। প্রভুর প্রসাদ ভক্তে চিত্রা সেবাদান। নহে লালনাদি ইহা সাধুর ব্যাখ্যান হনমান প্রভৃতিকে যেন সেবাদান। করিলেন তেন নহে স্বত্রা- পি বিধান।। হিরণ্য কশিপু বধ আদি লীলা সব। শ্রীনৃসিংহ দেব যাহা করিলা প্রভব।। আমাপ্রতি অনগ্রহ না হৈল বি-

দিত। সে লীলার হেতু কহি শুনহ নিশ্চিত॥ নিজভক্ত দেব গণে করিতে রক্ষণ। আর জয় বিজয় পার্ষদ বিমোচন॥ ব্রহ্মা সনকাদির করিতে সত্যকথা। দেখাইতে নিজভক্তি মাহাত্ম্য সর্ব্বথা॥ অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ ভগবান। করিলা বিবিধলীলা বুঝহ আখ্যান॥ পরমাকিঞ্চন শ্রেষ্ঠ যবে ভগবান। আমা প্রতি রাজ্য অধিকার কৈলা দান॥ জানিলাম তখন নিশ্চয় আমি সার। কৃপালেশ মোরপ্রতি নাহিক তাঁহার॥ যার প্রতি অনুগ্রহ করে নারায়ণ। অল্পে২ তারধন করেন হরণ। এসব প্রমাণ দেখ আছে ভাগবতে। অতএব মোরে কৃপা নাহি কোনমতে॥ দেখহ আমার রাজ্য সম্বন্ধ কারণ। বন্ধু ভৃত্য আদিসহ সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ॥ সে লাগিযা গেল মোর দূরেতে ভজন ধিক২ আমারে যে নাকরি রোদন॥ অন্যথা অসুরজাতি স্বভাবে আমার। বদরিকাশ্রমে রণ প্রভু সহকার॥ হইত কি ইহাতেই বুঝ অনুভবে। হরি কৃপালেশ নাই আমাতে সম্ভবে বিনা ভক্তি আত্ম তত্ত্ব উপদেশ ময। দুষ্পাণ্ডিত্য পূর্ণ দেহ অসুর সঞ্চয॥ তাহাদের সঙ্গহেতু নাকৈল গমন। ভক্তিরস হীন শুষ্ক জ্ঞানাংশ এখন॥ এইহেতু শুদ্ধভক্তি আমাতে কো থায। যাহা হৈতে প্রভুর করুণা ব্যক্ত পায। যার বংশোদ্ভব বাণ অনেক দৌরাত্ম্য। করিল তাহাতে কোথা ভক্তির মাহা ত্ম্য॥ বলির নিরোধ হেতু হরি দ্বারে তার। থাকেন নহেত তাহা কৃপার বিস্তার॥ এখন কোথায তিঁহ নাজানি সন্ধান কদাচিত ভাগ্যে দেখা দেন ভগবান॥ বলি জিনিবারে যবে আইল রাবণ। পাদাঙ্গুষ্ঠে ভগবান কৈলা উচ্চাটন॥ বলির

রক্ষার হেতু তাহা কৃপানয়। দ্বারপালনের গতিকেতে তাহা হয়॥ ঈশস্থলী রক্ষক হংশাদি দৈত্যগণ। দিলেক অনেক দুঃখ করি দুষ্টপন॥ তাহাতে ক্ষোদিত হইলা দুর্ব্বাসা বিশেষঃ। আপনি নারদ তারে দিল উপদেশ॥ সংপ্রতি সুতলে বলি দ্বারে ভগবান। শ্রীব্রহ্মণ্য দেব হরি আছে বর্ত্তমান॥ দর্শন পাইবে শীঘ্র করহ প্রস্থানে। ইথে হৈল দুর্ব্বাসার বিশ্বাস বিধানে॥ সেই হেতু দুর্ব্বাসা আসিযা বলিদ্বারে। পাইল শ্রীগদাধর পদে দেখিবারে॥ ভগবত্‌ প্রাপ্তির ইচ্ছা উত্কণ্ঠা সহিত। যেইস্থলে যে জনের হয প্রকাশিত॥ সেইস্থলে সেই জন পাযত দর্শন। অন্যথ কোথায বাস নহে কোনক্ষণ প্রকট রূপেতে দ্বারে যদি সর্ব্বক্ষণ। নিবাস করেণ এথা প্রভু নারায়ণ॥ তবে কি শ্রীপীতাম্বরে করিতে দর্শন। আমিহ নৈমিষারণ্যে করিযে গমন॥ আপনার প্রসাদে সে সকল বিদিত। আমারে শ্রীহরি কৃপা যে হৈল নিশ্চিত॥ নব ভক্ত-গণে যেই হরি কৃপাভর। তাহা হৈতে আমাপ্রতি কৃপা অল্প তর॥ নির্হেতুক করুণায দর্বা ভূতমন। আপনি উদ্দেশ দিলা দযার কারণ॥ যতেক আমার আছে অসৌভাগ্যগণ। বিস্তা-রিয়া কি করিবতার নিরূপণ॥ যদ্যপিকিঞ্চিৎকহি করি অনুভ ব। স্বশিষ্য বাৎসল্য হেতু হবে দুঃখভব॥ কিংপুরুষ বর্ষে যে আছেন হনুমান। তাঁর প্রতি হরি কৃপা দেখ বিদ্যমান॥ ওহে ভগবান শুরো কর অবধান। আমার পিতার বধ করিতে নিদান॥ শ্রীনৃসিংহ দেব প্রভু কৈলা অবতার। কার্য্য সমা-পিযা অন্তর্দ্ধান হৈলতাঁর। অভিলাষ তাঁর নাপাইল দেখি-

বারে। সেইমত স্বপুত্তল্য সমুদ্রের ধারে ॥ মহাভাগ্য হনূমান সেবাসুখ তাঁর। অনেক সহস্র বর্ষ নির্বিঘ্ন প্রকার ॥ করিলেন অনুভব পরম আনন্দে। শ্রীরাম চন্দ্রের থাকি সমীপে স্বচ্ছন্দে ॥ বাল্যে অতি বলী জন্ম মাত্র হনূমান। উদয় কালেতে সূর্য্য দেখি বিদ্যমান ॥ রক্তবর্ণ পক্কতাল জ্ঞানে খাইবারে। লম্ফদিয়া উপরে গেলেন ধরিবারে ॥ সূর্য্য রক্ষা হেতু ইন্দ্র বজ্রের প্রহার। মারিলা হনূতে মূর্চ্ছা হইয়া তাঁহার ॥ পড়িলেন ভূমিতলে এমত দেখিয়া। বায়ুদেব পুত্র শোকে পীড়িত হইয়া ॥ ত্রিলোকের বায়ু সব নিরোধ করিলা। তাহে ত্রিলোকের লোক প্রাণেতে পীড়িলা ॥ এতেক দেখিয়া ব্রহ্মা আদি দেবগণ। আসি হনূমানে সুস্থ করিলা তখন ॥ জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত বর কৈলাদান। রহিত অশেষ ত্রাস শ্রীল হনূমান ॥ ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞাতা। মহাকবি মহাবীর মহাযুদ্ধদাতা ॥ দান ধর্ম্ম যুদ্ধ পরে বীরত্ব কারক। শ্রীরঘুপতির আসা ধারণ সেবক ॥ প্রভুর আজ্ঞায় সীতা উদ্দেশ কারণ হেলায় লঙ্ঘিলা সিন্ধু শতেক যোজন ॥ রাবণ পুরেতে সীতা সুদুঃখিত মন। পবন নন্দন তাঁরে কৈলা আশ্বাসন ॥ বৈরি রাবণাদি রাক্ষসের সন্তর্জক। লঙ্কাদাহ কারী আর দুর্গ প্রভঞ্জক। লইয়া সীতার বার্ত্তা শ্রীরামে কহিলা। তাহে গাঢ় আলিঙ্গন প্রভুর পাইলা ॥ কিষ্কিন্দা হইতে সিন্ধুতীর আগমনে পৃষ্ঠে করি রামচন্দ্রে করিল বহনে ॥ সূর্যের আতপ পুচ্ছে কৈল আচ্ছাদন। শ্বেত ছত্র মত অতি হইল শোভন ॥ মহাপৃষ্ঠ সুখময় আসন সমান। অগ্রগামী সেতু বন্ধ ক্রিয়া বিদ্য

স্নান ।। রঘুনাথ পাদপদ্মে আনি বিভীষণে। মিলাইলা বর্ণিয়া তাঁহার গুণগণে ।। রাক্ষসগণের বল বিনাশ কারক । যবে যুদ্ধ রজনীতে হইল দুঃশক ।। রাবণের অমোঘ শূলেতে শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্ম বাক্য সত্য লাগি হইলা মোহন ।। সুসেন বৈদ্যের বাক্যে স্বয়ং হনূমান । ছয়মাসের পথ সেকরিলা প্রস্থান ।। গিয়া গন্ধ মাদনে গন্ধর্ব্ব করিজয় । মারিলেন কালনেমী রাক্ষস দুর্জয় ।। উপড়িয়া পর্ব্বতে আনিলা শিরে করি । বিশল্য করণী হৈল প্রাপ্ত তার পরি ।। তাহাতে পাইলা প্রাণ ঠাকুর লক্ষ্মণ । নিজ স্থানে গিরি পুন করিলা স্থাপন ।। হর্ষদাতা রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহিত । ইন্দ্রজিত বধে হৈলা বাহন শোভিত ।। লক্ষ্মণ দেবের জয় কৈলা সম্পাদন । মহাবুদ্ধি পরাক্রম সংকীর্ত্তি বর্দ্ধন ।। ইন্দ্রজিত রাবণাদি অতি বলবান । তাহাদের বধে কৈলা মন্ত্রণা প্রদান ।। রাবণ বিনাশকারি শ্রীরঘু নাথেরে। বাড়াইলা সাধুকীর্ত্তি মধ্যে ত্রিলোকেরে ।। রাবণ বধের কথা কহিয়া সীতারে । আনিলেন শ্রীরামের নিকটে তাঁহারে ।। তাহাতে শ্রীসীতাদেবী অত্যন্ত হর্ষিতা। হইলেন হনূমান উপরে নিশ্চিতা ।। অয়োধ্যায় রামচন্দ্র হইলে ভূপতি। পাইলেন প্রসন্নতা সমূহ সুমতি ।। জানকী দিলেন আপনার কণ্ঠ হার । নিশ্চলা বিশুদ্ধ ভক্তি পাইলেন আর ।। আপন প্রভুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ । কিংপুরুষ বর্ষে করিলেন নিবসন প্রভুর বিরহ নাহি পারে সহিবারে । তথাপি প্রভুর আজ্ঞা রহে তথাকারে ।। অষ্টিসেন আদি কিংপুরুষাচার্য্যয়ুত । রামচন্দ্র গুণলীলা গায় অবিরত ।। তাহাদের মুখে শুনি স্বয়ং করিগান ...করেণ অতিকষ্টে নিজপ্রাণ ।। শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি আছে

সেইস্থান। সততকরেণ তাঁর সেবারবিধান॥ পূর্ব্বমত আছেন নিকটে শোভনান। প্রসিদ্ধ আছয়ে যাঁর দাস্যে হনুমান॥

তথাহি॥ শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। অক্রূরঃ স্তুতিবন্দনে কপিপতি দাস্যেথ সখ্যেহর্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূত্ ভক্তিঃ কথং বর্ণ্যতে॥

ইহাতে প্রসিদ্ধ যাঁর আছয়ে মহিমা। অতএব দেখ তাঁরে কৃষ্ণকৃপা সীমা॥ আপন প্রযত্ন বিনা লব্ধ মুক্তি আশ। না করিলা বিনা বিষ্ণুদাস্য অভিলাস॥ ভক্তিময় দেহ পরিপূর্ণ গুণগ্রাম। সেই হনুমানে আমি করিয়ে প্রণাম॥ আমাহৈতে অনুক্ত মাহাত্ম্য বহুতর। জানেন তাঁহার সে আপনি মুনিবর অতএব কিংপুরুষে করিয়া গমন। আমোদ পাইবে তাঁরে করিলে দর্শন॥ এতশুনি অহোভদ্র অহোভদ্র বলি। আসন হইতে মুনি আন্যো উর্দ্ধস্থলি॥ আকাশ মার্গেতে তবে করি আগমন। উপস্থিত কিংপুরুষ বর্ষেতে তখন॥ দেখিলেন হনুমানে শ্রীরাম চরণে। সাক্ষাৎ প্রভুরে জানি করেণ অর্চ্চনে বন্যবস্তু বিচিত্রেতে ছাড়ি মূর্ত্তিজ্ঞান। স্বয়ং ভগবান এই হন বিদ্যমান॥ গন্ধর্ব্বাদি গায় রসায়ণ রামায়ণ। শুনি পুলকাশ্রু কম্প সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপন॥ দিব্য হৈতে দিব্য গদ্য পদ্য স্বনির্ম্মিত। আর বেদ পুরাণাদি বর্ত্তি করিগীত॥ ক্রমেণ স্তবন হায় দণ্ডবৎ প্রণতি। দেখিয়া নারদ উচ্চে কহে হৃষ্টমতি॥ জয় রঘনাথ জয় শ্রী জানকী কান্ত। জয় শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ জয়

মূর্ত্তি শান্ত ।। নিজ ইষ্টদেব স্বামি শ্রীনাম কীর্ত্তন। শুনি হনু- মান হৈলা হর্ষযুক্ত মন ।। লম্ফগতি দিয়া আসি গগণে তখন কণ্ঠে ধরি নারদেরে দিলা আলিঙ্গন ।। আকাশে থাকিয়া হর্ষে করেণ নর্ত্তন। কপীশের প্রেমাশ্রু ধারার সম্মার্জন ।। করিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রেমে পরিপূর্ণ। উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনারদ কহে কিছু তূর্ণ ওহে হনূমান সত্য হইল বিদিত। হরির পরম প্রিয় ওমিহ নিশ্চিত ।। অদ্য আমি হইলাম হরিপ্রিয় জন। করিলাম স্নেহেত্তক তোমাকে দর্শন ।। ক্ষণে সুস্থ হৈয়া রঘুবীরকে প্রণাম আনিলেন করিতে মুনিরে নিজ ধাম ।। করিলা প্রণাম তত্র শ্রীরাম চরণে। হনূমান য়ত্নে তাঁরে বসাল্যা আসনে ।। কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু গদ্গদে বিস্তার। প্রেমজ সম্পত্তি ব্যক্ত শরীরে তাঁহার ।। কেবল হস্তেতে বীণা আছে মাত্র তাঁর। বাজাইতে অশক্ত কহেন কিছু আর ।। সত্য২ নিশ্চিত আপনি হনূমান হরি কৃপা সমূহের নিরূপম স্থান ।। অহো মহা প্রভূর হয়েন নিরন্তর। যিঁহ চিত্র ভজনের অমৃত সাগর ।। দাস সখা বাহন আসন ধ্বজছত্র। বিতান ব্যজন স্তুতি কারী মন্ত্রী তত্র ।। চি- কিৎসক য়োদ্ধাপতি উত্তম সহায়। মহাকীর্ত্তিগণ বিবর্দ্ধন হন তায় ।। রামচন্দ্রপদে সমর্পিত আত্ম মন। পরমপ্রসাদ স্থান মহাশয়হন ।। প্রভুর সৎকীর্ত্তি কথা পরমজীবন। সবভক্তগণের আনন্দ বিবর্দ্ধন ।। গরুড়াদি হইতে পরম শ্রেষ্ঠতর। অহো আপনি বিশুদ্ধ ভক্তিমান পর ।। চতুর্ব্বর্গ আদি করি সুখ য়ত্ন জানি। সেবা সুখ হইতে অন্য অধিকনা মানী। ভক্তগণ প্রমো দিনী কথা মহত্তরে। কহিলা শ্রীরামচন্দ্র উদার সেখরে ।।

তথাহি। ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি নমুক্তয়ে।
ভবান প্রভু রহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

ভববন্ধ ছেদকারি মুক্তির নিমিত্তে। কদাপিহ আমি ইচ্ছা নাহি করি চিত্তে॥ আপনি প্রভু সে আমি দাস এইকথা। যে মুক্তি প্রসঙ্গে লোপ হয়ত সর্ব্বথা॥ তবে হনুমান প্রভু পাদ পঙ্কজের। করুণা বিশেষ রূপ শ্রবণ কাষ্ঠের॥ প্রজ্বলিত প্রভু পাদ বিরহ আনলে। সংতপ্ত শোকেতে আর্ত্ত কান্দেন বিকলে॥ করিলেন শান্ত মুনি কহি নানামতি। পরে কিছু কহিতে লাগিলা কপিপতি॥ রামচন্দ্র পাদপদ্ম হৈতে আমি হীন। অতএব দেখ আমাসম নাহি দীন॥ করাইয়া নিষ্ঠুরতা তাঁহার স্মরণ। মুনিশ্রেষ্ঠ কেন মোরে করাহ রোদন॥ যদ্যপি হইব আমি সেবক তাঁহার। তবে ইথে করিবেন কেন পরিহার॥ সুগ্রীব অঙ্গদ আদি নিজ প্রিয় জন। অযুধ্যা বাসিরে লৈলা পার্শ্বেতে আপন॥ পরিত্যাগ আমারে করিলা সীতা পতি। ইহাতে দুর্ভাগ্য মোর কর অবগতি॥ সেবা সৌভাগ্যে প্রভুর যে কৃপা আমাতে। স্নিগ্ধ আপনারা অনুমান কর যাতে॥ হবে অবতীর্ণ প্রভু মথুরা নগরে। প্রকটিলা নিজৈশ্বর্য্য বিভবের বরে॥ মহাত্মা শ্রীযুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডুগণে। করিলেন অনুগ্রহ শ্রীপ্রভু যেমনে॥ তার এক অংশ সহ তুলনা না হয়। আমা প্রতি অনুগ্রহ শুন মহাশয়॥ সুবর্ণের মহাগিরি মেরু সহিত। নাহয় মৃত্তিকা কণ তুলনা নিশ্চিত॥ বাল্য কাল হইতে সে পাণ্ডবের গণে। বিষ দানাদি আপদ করিযা প্রেরণে॥ ধৈর্য্য ধর্ম্ম যশোজ্ঞান ভক্তি সপ্রণয়। দেখাইলা

সকলের প্রভু মহাশয়।। নতুবা পাণ্ডবগণে বিপদ কোথায় যাহাদের শ্রীগোবিন্দ সতত সহায় ।। সারথ্য সতত পার্শ্ব বর্ত্তিত্ব সে আর। রাজসূয় প্রভৃতিতে সেবন প্রকার ।। মন্ত্রণা প্রদান আর ভুতত্ব করণ। রাত্রে বীরাসনে খড়্গহস্তে জাগ-রণ।। পশ্চাতে গমন আর স্তুতি প্রণমন। আপনি করিলা যাহা দিগে নারায়ণ।। হইয়া স্নেহেতে প্রভু সকাতর মন ।। তাহা দের কিবা নাহি করে আচরণ ।। সেবা সখ্য প্রিয়ত্ব মিশ্রিত পরস্পর। নাহি দীপ্তি পায় এক বিনা অন্যতর ।। যাহাদের প্রতি কৃপা করি নিরন্তরে। নিবাস করেণ প্রভু হস্তিনা নগরে তাহে হৈল মহর্ষিগণের তপোবন। কিবা তপস্যার ফল দাতা সে ভুবন।। কপীশের উক্ত তবে শ্রীনারদমুনি। কৃষ্ণ প্রিয়তমের মাহাত্ম্য কথা শুনি।। কৃষ্ণপাদ পঙ্কজে নালস গুরুতর সতত দ্বারকা বাসে রসিক অন্তর ।। কথা মধ্যে মধ্যে উঠি উঠি বার বার। অত্যন্ত করিলা নৃত্য সহিত হুঙ্কার ।। হনুমান পাণ্ডব মাহাত্ম্য কথা রসে। হইলেন অতিশয় নিমগ্ন মানসে বাড়িল মুনির নৃত্যে আনন্দ বিশেষ। না নাচিয়া কহিলা প্রস্তুত কথা শেষ।। পাণ্ডবগণের যে আপদ সব হয়। সুসেবিত মহত্তম তাহারা নিশ্চয় ।। যে সব আপদ কৃষ্ণ করয়্যা ত্যজন অন্য কর্ম্ম অশেষ সংভ্রান্ত করি মন ।। শীঘ্রতর আনি কৃষ্ণ করায় মিলন। তাহাদের সম্পদ কে করিবে বর্ণন।। হনুমান পরম আনন্দাবেশ মনে। পাণ্ডবে সাক্ষাৎ জানি করে সম্বোধনে ।। অরে প্রেম পরাধীন পাণ্ডব কুমার। ইহ কৃষ্ণ জগদীশ না করি বিচার ।। সাধুর আচার ছাড়ি প্রভুরে আমার। নিয়ো।

জন কর দৌত্য সারথ্যে প্রকার ।। প্রেম বিবশেতে ছাড়ি বিচার আচার । করুণ পাণ্ডবগণ হেন ব্যবহার ।। ভগবান কেন তাহা করেণ সীকার । এই আশঙ্কায় কহে উত্তর তাহার ।। ওহে পাণ্ডব তোমরা জানহ নিশ্চিত । মহামন্ত্র কিবা মহৌষধি লোকাতীত ।। পরম মোহন কৃষ্ণ বিমোহন কারী । তাহাতেই বশীভূত হৈলা গদাধারী ।। এতকহি হনুমান মুনি সহকারে । লম্ফ দিয়া দিয়া নাচি কহে বার বারে ।। অহো ভক্তগণ চিন্তা কর্ষক চেষ্টিত । মহাপ্রভো ভক্ত স্নেহ সমূহ নির্জ্জিত ।। সারথ্যাদি কর্ম্ম যেই কর্ত্তব্য না হয় । তাহাও করহ তুমি প্রভু মহাশয় ।। পাণ্ডব মধ্যেতে যাঁরা কুন্তীগর্ভ জাতা । তাহার মধ্যম ভীম হয় মম ভ্রাতা ।। বয়েসে কণিষ্ঠ কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণবান । তাহার সম্বন্ধে আমি অতি ভাগ্যবান ।। করিলেন মহাপ্রভু অর্জ্জুনের প্রতি । ভগিনী দানাদি সখ্যে অনুগ্রহ অতি ।। তাঁহার রথের ধ্বজ প্রিয়তম তার । আমার সমান যার হয়ত আকার ।। প্রিয়তম প্রভুর যে সব ভক্তগণ । তাঁহারা প্রসন্ন নাহি হন যতক্ষণ ।। দাস্য সেবা কদাচন সিদ্ধ নাহি হয় । করুণাও প্রভুর কদাপি না ফলয় ।। ওহে ভাগবত শ্রেষ্ঠ প্রভু প্রিয়তর মহিমা কহিব আমি কি আর বিস্তর ।। তোমাদের তথাকারে গমনউচিত । দর্শন আশ্রয় লয়া হয়সুবিহিত ।। অয়োধ্যাতে পূর্ব্ব প্রভু যেই সব লীলা । অতি গূঢ় সুরহস্য নাহি প্রকাশিলা সেই সব লীলা গণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য । বিচিত্র মাধুর্য্য আর পরম ঐশ্বর্য্য ।। ব্রহ্ম রুদ্র আদি দেব তর্কিতে নাপারে । ভক্ত সকলের ভক্তি হয় তবিস্তারে ।। মথুরার অংশ দ্বারকাতে এই

ক্ষণে। করেণ প্রকাশ প্রভু আনন্দিত মনে ॥ নারদ কহেন কি কহিলা অযোধ্যায় । বৈকুণ্ঠেও সেইসব লীলা নাহি ভায অতএব উঠ২ শীঘ্র সেই স্থানে । ওহেসখা দুইজনে করিযে প্রযানে ॥ ততঃপরে হনুমান ধৈর্য্যের সাগর । ক্ষণেক নিশ্বাস ত্যজি কহেন উত্তর ॥ গমনে তাদৃশাকাঙ্ক্ষা হইল হৃদযে নারদের প্রেরণা তাহাতে মুহু হযে ॥ তথাপি আপন পাতি ব্রত্য ভঙ্গভযে । নাউঠিলা কপিপতি ধৈর্য্য সমুচ্চযে ॥ নারদের বাক্যে অনাদরে করি ভয । ক্ষণেক বিচারি মনে তখন কহয ॥ শ্রীমন্মহা প্রভুর যে দর্শন সেবন । নিমিত্তে মোদের তথা উচিত গমন ॥ কিন্তু মহা কারুণ্য মাধরী রসভর । পূর্ব্ব হৈতে অধিক গম্ভীর নিরন্তর ॥ বিচিত্র লীলার ভঙ্গি পরম মো হিনী। এই ক্ষণে প্রকাশিত করিলেন তিনি ॥ অত্যন্ত অভিজ্ঞ যেইসব মনিচয । তাঁহাদের যাহে হয ভ্রম অতিশয ॥ অহো বহ্মা আপনাদিগের যিঁহ তাত। লোক পিতামহ সৃষ্টি কর্ত্তা অনুব্রাত ॥ বেদ প্রবর্ত্তকাচার্য, যে লীলা দর্শনে । মুগ্ধ হইলেন বৎস বালক হরণে ॥ অবুদ্ধি বানর আমা দিগের কাকথা তাহার বৃত্তান্ত তুমি জানহ সর্ব্বথা ॥ দ্বারকা পুরেতে প্রতি মহিষীর ঘরে । ভ্রমণ করিলে মোহ পাইয়া অন্তরে ॥ তাঁরে দেখি যদি হয মোহিত হৃদয। অতএব করি অপরাধ হৈতে ভয ॥ অনন্য ভাবক যেই সব দাসগণ। তাঁদের পরমগতি আ পদেশর । প্রভুর বিচিত্র লীলা করিলে দর্শন । প্রেমের সহিত ভক্তি করে বিবর্দ্ধন ॥ যদ্যপিহ নিরন্তর ত যতপ্রকারে । উপ যুক্ত গমন আমার তথাকারে ॥ তথাপি শ্রীরঘুনাথ স্বকাৰ্য্য

আমার। দৈবকী নন্দনবাড়াইলা প্রীতিসার॥ সহজ অব্যাজ করুণায মৃদুমন॥ কৌটিল্য রহিত ভাব স্বভাবানুক্ষণ॥ পূজ্যতম দিগের আচার প্রবর্ত্তক। কিবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের হযেন প্রদশক॥ এক পত্নী ব্রতধর সর্ব্বদা বিনযে। লজ্জায বিনত শ্রীমন্মুখ পদ্ম হযে॥ অধো বিলোকন নাহিদৃষ্টি ইতস্তত। জগত রঞ্জন শীল যুক্ত অবিরত॥ অয়োধ্যা পুরেরপুরন্দরগুণভাজ মহারাজা গণের হযেন অধিরাজ॥ শ্রীজানকী লক্ষ্মণ কতৃক নিষেবিত। ভরতের জ্যেষ্ঠ সুগ্রীবের প্রিয়হিত॥ কপিগণেশ্বর বিভীষণাশ্রিত হন। ধনুর্বাণ হস্তে দশরথের নন্দন॥ কৌশল্যা কুমার রামে শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়। বাড়িল আমার প্রীতি ভক্তি অতি তায॥ সেহেতু দৈবকী নন্দনের এইরূপ। সাক্ষাত জানিযে সীতাপতির স্বরূপ॥ তাঁহার চরিতামৃত সদাকরি পান। নিবাস করিয়া আছি আমি এইস্থান॥ যবে কোন প্রযোজন করি নিজচিতে। কিম্বা মহা করুণায সেবা সুখ দিতে॥ কিম্বা আমা প্রতি স্নেহে প্রাণাধিক মম॥ করাইতে দর্শন শ্রীরূপ প্রিযতম॥ করিবেন ঈশ্বর আমারেত আহ্বান তবে আমি গমন করিব সেই স্থান॥ এইকথা নারদে কহিলা কপিপতি। তাহার কারণ কিছু কর অবগতি॥ ইহাতে প্রসিদ্ধা এক আছে ইতিহাস। একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ করি বাস॥ গরুড়ের অহঙ্কার করিতে ভঞ্জন। করাইতে নিজ পাদে একান্তি দর্শন॥ দ্বারকাতে গরুড়ে কহিলা ভগবান। শুনাযস্যা আমার আজ্ঞা আন হনুমান॥ কিং পুরুষ বর্ষে আসি গরুড় তখন। বীর হনুমান প্রতি কহিলা বচন॥ যাদ-

যেন্দ্র করিছেন তোমারে আহ্বান। ত্বরিতে আগমন কর হনুমান॥ শ্রীরাম চরণ পদ্মে তাঁর ভক্তি ভর। গরুড়ের বাক্যে নাহি করিলা আদর॥ ক্রোধেতে গরুড় বলকরি তৎক্ষণ। কৃষ্ণ পার্শ্বে আনিবারে করিলা গ্রহণ॥ লাঙ্গুল অগ্রেতে হনূমান তবে ধরি। ফেলাইয়া দিলা গরুড়েরে হেলাকরি॥ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন দ্বারকায়। হাসি ভগবান তবে কহিলেন তায়॥ রঘুনাথ করিছেন তোমারে আহ্বান। এইকথা কহি এথা আন হনুমান॥ স্বয়ংভগবান হৈলা শ্রীরাম স্বরূপ। বলরামে করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ রূপ॥ সীতা রূপ হৈতে সত্যভামা নাপারিলা। তাঁরে হাসি শ্রীরুক্মিণী দেবীরে কহিলা॥ তখন জানকী রূপা রুক্মিণী হইলা। তাঁহারে আপন বাম ভাগে বসাইলা॥ পুনর্ব্বার গরুড় আসিয়া হনূমানে। কহিলা শ্রীরামচন্দ্র করেণ আহ্বানে॥ এত শুনি আনন্দেতে বিবশ হইয়া। দেখিলা শ্রীরাম রূপ দ্বারকা আসিয়া॥ ভক্তিতে অনেক স্তব করিলা সত্বর। পাইলেন নিজাভীষ্ট বহুতর বর॥ এই অভিপ্রায়ে কহিলেন হনুমান। যাইব আমিহ কৃষ্ণ করিলে আহ্বান॥ তুমি অদ্য যাহ শীঘ্র পাণ্ডব ভবনে। নরাকৃতি পরংব্রহ্ম করহ দর্শনে॥ পাণ্ডব গণেরে প্রভু স্বয়ং সুপ্রসন্ন। মুনি চিত্ত বাক্য অগোচর উপপন্ন॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যুক্ত মনোহর তর। বহুবিধ লীলা মধুরিমার আকর॥ তাঁর বৃহদ্ব্রতধর পাণ্ডবের গণ। কৃষ্ণাজ্ঞায় গৃহস্থধর্ম্মেতে প্রবর্ত্তন॥ সসাগরা পৃথিবীর রাজ্যকর্ম্মাবৃত। জানিয়া নাহবে তথা অপরাধকৃত তাহাদের কৃষ্ণ পাদপদ্মের সেবায়। ইহপরকাল কারে স্পৃহা

নাহি তায় ॥ পরম হংসগণের আচার্য্য সকল। পূজা করে যাঁহাদের চরণ কমল॥ তাহাদের জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় হেতু সাম্রাজ্য করয় ॥ রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যজ্ঞকরি। কৃষ্ণে সমর্পিয়া বহু বিবিধ আচরি॥ সেই মহাপুণ্যার্জিত দুর্লভ দেবের। রাজ্য সম্পত্তি অধিক হয় বর্ণনের ত্রৈলোক্য ব্যাপক সুনির্ম্মল যশ আর। অপর বিষয় দেব বাঞ্ছনীয় সার॥ যদ্যপি বিষয় সর্ব্ব দোষাশ্রয় হয়। কৃষ্ণে সমর্পণ কৈলে সে অমৃত ময়॥ কৃষ্ণের প্রসন্ন হেতু জানিল বিষয় কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছে মহাশয়। সেসব সম্পদ কোন প্রীতি নাহি দিতে পারে। পাণ্ডব রাজের কদাচন নাহি পারে ॥ ক্ষুধা রূপ অগ্নিতে বিকল যেই জন। বস্ত্রাদিতে তাহার নাহিক হয়মন তেন কৃষ্ণ প্রেমাগ্নিতে অতি দগ্ধমন। বস্ত্র মালা চন্দন নাহয় সন্তোষণ॥ অন্য কিবা মহিষী শ্রীদ্রৌপদী সুন্দরী। তাদৃশ ভ্রাতর ভীমার্জ্জুন আদিকরি॥ দেহ সম্বন্ধেতে নহে প্রিয় কদাচন। হইলেও চতুর্বর্গ ফলের সাধন। কৃষ্ণপাদ পদ্মে সম্বন্ধ কারণ। ভ্রাতা পত্নী পুত্র আদি তাঁর প্রিয় হন॥ জাতিতে বানর আমি শুনহ নিশ্চিতে। তাঁহাদের মহিমা কি পারিব কহিতে॥ সর্ব্বজ্ঞ আপনি মুনি জানেন বিস্তর। তাঁহাদের মাহাত্ম্য অধিকাধিক তর॥ শ্রীল সনাতন পদ ভাবি যত্নে মনে। চতুর্থ অধ্যায় ব্যাখ্যা হৈল সমাপনে॥ শ্রীরাধা গোবিন্দ পাদপদ্মে করি মন। শ্রীজয় গোবিন্দ দাস চাহে প্রেমধন॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎ কৃপাভর নির্দ্ধার খণ্ডে ভক্তোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চমে নিজ মাহাত্ম্যং মুন্যুক্তং পাণ্ডবান্তথা। নির
স্যোচুর্যদুনা॰ তত্তথাতে প্যেদ্ধবস্যতত্॥

ততঃপরে শ্রীনারদ হর্ষ ভরাক্রান্ত। ধাইয়া চলিলা নৃত্য সহিত নিতান্ত॥ কুরু দেশ মধ্যে যুধিষ্ঠিররাজধানী। প্রবেশ করিলা যায়্যা মুনি হর্ষমানি॥ সেই কালে যুধিষ্ঠির রাজা মহাশয়। নিজভ্রাতা আদি সহ মন্ত্রণা করয়ে॥ কোন রাগ ছলে কিম্বা বিপদের ছলে। কৃষ্ণ আনাইয়া করি দর্শন সকলে॥ বহুদিন কৃষ্ণের দর্শন নাহি পাই। ভীম কিম্বা অর্জুন আনহ কৃষ্ণ যাই॥ এইকালে দ্বারপাল জানাইল গিয়া। উপনীত মহামুনি নারদ আসিয়া॥ শুনি মাতা ভ্রাতা পত্নী সহিত তত্ক্ষণ। উঠিলেন মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন॥ সংভ্রম সহিত অগ্রে ধাইয়া আইলা। প্রণমিয়া সমাদরে সভায় আনিলা যত্নকরি উত্তম পীড়াতে বসাইলা। পূজার নিমিত্ত দ্রব্য সব আনাইলা॥ শীঘ্র শ্রীনারদ সেই সকল দ্রব্যেতে। পাণ্ডব গণের পূজা করিলা অগ্রেতে॥ হনমান কহিলেন যেই সব তত্ত্ব। পাণ্ডবেরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মহত্ত্ব॥ মুহুর্মুহু বীণা যন্ত্রে বিমূর্চ্চিত করি। সঙ্কীর্ত্তন করিলেন মধুর উচ্চরি॥ নরলোক মধ্যেতে অনেক ভাগ্যবান। আপনার হয়েন নাহিক হয়ে আন॥ জগতের ঈশ্বরগণেরত ঈশ্বর। দৈবকী নন্দন যাঁহা-দের প্রিয়বর॥ দেব গুরু বন্ধু মধ্যে মাতুলেয় আর॥ দত্ত সুহৃত্ সারথি বশীভূত কথার॥ ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবের সমাধি দুর্লভ। কিন্তু তোমাদের গৃহে হয়েন সুলভ॥ বেদোক্তি তাত্পর্য্যের যে সারাংশ বিশেষ। তাহার গোচর যেই হয়ে

ন দেবেশ ॥ শ্রীনৃসিংহ বামন শ্রীরামচন্দ্র আর। যেই শ্রীকৃষ্ণের হন অংশেতে প্রচার ॥ মৎস্য কূর্ম্ম আদি অন্য য়ত অবতার। প্রকট হয়েন অংশ লেশেতে য়াঁহার ॥ বৈভব স্বরূপ ব্রহ্মা আদি দেব সার। দাসীতুল্যা চক্ষুপথ বর্ত্তিমাযা য়ার মাযা দেবী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী। জগত মোহিনী য়ার আদেশপালিনী ॥ কংসের দৌরাত্ম্যে য়বেপৃথিবী পীড়িতা ব্রহ্মার নিকটে গেলা গোরূপা রোদিতা ॥ ব্রহ্মা মহাদেব সহ করি দেবগণ। ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে করিলা গমন ॥ নানামত বতের নিষ্ঠায সে থাকিলা। কিঞ্চিৎ প্রসাদ তথাপিত না পাইলা ॥ নানাবিধ স্তব করি ধ্যানেতে রহিলা। ব্রহ্মামাত্র য়াঁর আজ্ঞা হৃদযে জানিলা ॥ প্রসিদ্ধ সে আজ্ঞা ব্রহ্মা প্রকাশ করিল। য়াহে সুখ প্রাপ্ত সব দেবতা হইলা ॥ গর্গ আদি প্রাজ্ঞবর অত্যন্ত নির্জনে। নন্দের নিকটে করিলেন প্রকাশনে ॥ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভু দেব নারাযণ। ইহাঁর সহিত সম কোনমতে নন। নরের সমূহ নার তাহাদের প্রতি। তাবতে কারুণ্য ভর দ্বারেতে পশ্যতি ॥ জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি দানে করেণ পালন) সত্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করে ইথে নারাযণ ॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিঁহ হযেন সমান। কিন্তু সর্ব্ব প্রকারেতে নহে তুল্যা খ্যান ॥ নানা অবতারের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী। মহা নারায়ণ বলি বেদেতে প্রচারি ॥ তাঁহার সমান অন্যকেহ নাহি হন মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য য়াঁর অতুল্য কথন ॥ মধুপুরে দীর্ঘ বিষ্ণু নামেতে বিখ্যাত। মহাহরি মহাবিষ্ণু গুণ অবদাতা ॥ আত্মা রাম স্বরূপস্থ মৌন শান্তি আর। মুক্তি নব বিধা আদি ভক্তি

অতি সার ॥ ইত্যাদি সাধন দ্বারা প্রসন্নতা য়ায়। প্রার্থনা করিযে নাহি পাই একবার ॥ সেই প্রভু তোমাদের প্রতি সে আপনি। বশীভূত প্রসন্ন হইলা য়দুমণি ॥ আশ্চর্য্য শুনহ পূর্ব্বে মুক্তি বিতরণে। মোক্ষ অধিকারি মধ্যে কৈলা কোন জনে ॥ দেবাসুরযুদ্ধে কালনেমিদানবারে। শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর রূপে করিলা সংহারে ॥ হিরণ্যাক্ষেশ্রীবরাহ নৃসিংহাবতারে। হিরণ্য কশিপু দৈত্যে করিলা সংহারে ॥ কুম্ভকর্ণ রাবণে শ্রীরাম অবতারে। মারিলেন মুক্তি নাহি দিলেন কাহারে ॥ তাহাদিগে এই অবতারে মুক্তি দিলা। উত্তমা আপন ভক্তিনাহিবিতরিলা প্রহ্লাদে কেবল জ্ঞানমিশ্রাভক্তি দান। নৃসিংহাবতারে প্রভু করিলা বিধান ॥ হনমান জাম্বুবান শ্রীমান সুগ্রীব। বিভীষণ গুহ দশরথ কতজীব ॥ রঘুনাথ পদে করি সেবা অনুরক্তি প্রভর কৃপায পাইলেন শুদ্ধাভক্তি ॥ বিশুদ্ধ প্রেমের বার্ত্তা নাশুনিলা কানে। হইবেক সে প্রেমের প্রাপ্তি কোনস্থানে মুক্ত ভক্ত শুদ্ধ প্রেম রসেতেপূরিত। কতহ জনে না করিলেন নিশ্চিত ॥ আপনা দিগের মাতুলেয় য়দুপতি। সে সম্বন্ধে তোমাদেরো মাহাত্ম্য সে অতি ॥ দৈত্যাংশ প্রবেশ হেতু কর্ণ দুর্য্যোধন। আদি করি দৈত্য মধ্যে কযত গণন ॥ আর দৈত্যগণ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দ্রোহী। নরকের যোগ্য তারা হযত বিমোহী ॥ তাহাদিগে কতজনে আপনি মারিলা আর অর্জুনাদি দ্বারা মারি মুক্তিদিলা ॥ তপ জপ জ্ঞান পর য়েই মুনিগণ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কারেণ সাধন ॥ বিশ্বামিত্র গৌতম বশিষ্ট আর কত। কুরুক্ষেত্র য়াত্রাতে গমন করি ততঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তি করিয়া প্রার্থনা। কৃষ্ণভক্তি তৎপর হই লা সবজনা ॥ তরুলতা আদি যেই সকলস্থাবর। তমো যোনি প্রাপ্ত তারা হয় নিরন্তর ॥ বৃন্দাবনে যেই তরুলতা আদিগণ তমো যোনিনহে কিন্তু তারতুল্য হন ॥ বিশুদ্ধসাত্ত্বিকভাবপা- ইযা তাহারা। কৃষ্ণপ্রেমর সর্ব্বেবর্ষি মধুধারা ॥ শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর লাবন্য সৌন্দর্য্য। মাধুর্য্যের অতিশয় হযত আশ্চর্য্য গুহে কৃষ্ণ ভ্রাতা গণ কে বর্ণিবে তাহা। অপূর্ব্বত্বে বিস্ময় বিধা ন করে যাহা ॥ সেইমত লীলা প্রেমা আর গুণগণ। অপূর্ব্ব নহিমা কেলিভূমি বৃন্দাবন ॥ বর্ণন করিতে তাহা পারে কোনজন। আপনারা তাহা জ্ঞাত আছ সর্ব্বক্ষণ ॥ রূপ সৌন্দর্য্যাদি যদি নাছিল পূর্ব্বেতে। নিত্যত্বের হানি তবে হয় প্রত্যেকেতে ॥ যদিছিল তবে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠতা। সিদ্ধ নাহিহয রূপাদি অপূর্ব্বতা ॥ কহিছেন মুনিবর এই আশ ঙ্কায়। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যদি এই মথুরায ॥ অবতীর্ণ না হইত তবেত অক্ষয। পরমেশ্বরত্ব ব্যক্ত নাহৈত নিশ্চয ॥ কিংপুনঃ পরমাশ্চর্য্য রূপাদির ভর। তাদৃশ লীলাদিকার হইত গো- চর ॥ কিম্বা তাদৃশ রূপাদি হয ভগবত্তা। প্রকটা নহিত ইহা মানি আমি সত্তা ॥ এই অবতারে ভগবত্তা সর্ব্বোত্তম। বিশি ষ্ঠ মহিমা শ্রেণী মাধুরী সুসম ॥ ব্যক্তহৈল সর্ব্বমতে সর্ব্বথা সর্ব্বত্র। ইতরেহ অনুভব করিলেক অত্র ॥ শ্রীকৃষ্ণের করুণার যেই সব কথা। তাহার বর্ণন দূরে থাকুক সর্ব্বথা ॥ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সকল যেই হয। তাহারাও প্রশংসার যোগ্য সে নিশ্চয়

য।। কংস আদিকালিয পূতনা আদি আর। বলিশিশুপাল আদি প্রমাণ তাহার।। এইত প্রকারে অতি প্রকর্ষেতে গান শ্রীনারদ মুনি করিলেন সন্নিধান।। শ্রীমাধব কীর্ত্তিতে রসিক স্বরসন।। দশনে কাটিযা মুনি করেন শিক্ষণা।। শ্রীকৃষ্ণ চান্দের যেই মহিমা মহত্ত্ব। তাহা বর্ণিবারে ব্রহ্মাদি নহে শক্ত।। সেইত প্রভুর আর ভক্ত সকলের।। প্রবৃত্ত হইলা জিহ্বা তাহা বর্ণনের।। হইলাম ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্মষ। অতএব তোমারে কহিযে সুনিশ্চয।। কৃষ্ণ প্রিয পাণ্ডব গণের যে আচার নিজ শক্তি মতে যদি কিঞ্চিৎ তাহার।। উচ্চারণ করিবারে পারহ রসনে। মহদ্ভাগ্য সে তোমার করিযে গণনে।। পরম মাহাত্ম্য বন্ত হে পাণ্ডবগণ। আপনাদিগের শ্রীকৃষ্ণেতে প্রতি জন।। প্রিযতা বিশেষ আর তোমাদের প্রতি। শ্রীকৃষ্ণের করুণা বিশেষ যেইঅতি।। কোন ধৃষ্টজন তাহা লইবে জিহ্বায। বর্ণনে অশক্তি যেই হেতু পূর্ণতায।। স্নেহার্দ্র হৃদয কৃষ্ণ আশ্বাস বচন। অক্রূরের মুখে কহিযা পাঠাল্য যখন। শুনি এই কুন্তী মাতা প্রেমের প্রবাহে। তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইলা অবগাহে।। বিচিত্র বিলাপে বহু করিলা রোদন। বিদারিত হয বক্ষ যাহার শ্রবণে। আপনারা কৃষ্ণপ্রিয হও একারণ তোমাদের স্নেহমাতা করিলা রক্ষণ।। চিরদিন পরে যদি দ্বারকা গমনে। উদ্যত হযেন কৃষ্ণ যাদব জীবনে।। বহুকাঙ্গ স্তুতি বাক্য কহিযা তখন। আপনার গৃহে মাতা করেণ রক্ষণ। রাজসূয আদি যজ্ঞ করি সম্পাদন। লোক দ্বযোঃকৃষ্ণা সভা প্রতিষ্টা অর্পণ।। যুধিষ্ঠির মহারাজে করিলেন হরি। বিশেষ

রূপেতে কৃপা সমূহবিস্তারি ।। জরাসন্ধবধাদি দ্বারায ভীমসেনে । করিলেন যদুনাথ সৎকীর্ত্তি অর্পণে ।। এই ভগবানর্জুন বিষ্ণ্বংশ হযেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রিযসখা প্রসিদ্ধ আছেন পুরাণেবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ২ কবিগণ । ইহার মহিমা স্তবে শক্তনাহি কন ।। যমজ নকুল সহদেব দুইজন । রাজসূয মহাযজ্ঞ হইল যখন ।। অগ্র পূজা বিচারেতে যে রূপ কহিলা । তাতে কৃষ্ণ প্রীতি পর বিখ্যাত হইলা ।। রাজসূয যজ্ঞ কালে আপনি শ্রীহরি । দ্রৌপদীরে স্নান করাইলা কৃপাকরি ।। প্রিযসখী বলিযা করেণ সম্বোধন । সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ যাঁরে করেণ মানন দুর্ব্বাসা সশিষ্যযবে পারণকরিতে । বনমধ্যে হইলেন আসি উপনীতে । যাবত দ্রৌপদী নাহি করিবে আহার । সূর্য্যবরে অক্ষযান্ন হইত তাঁহার ।। করিযাছিলেন কৃষ্ণা সেকালে ভোজন । অতএব অন্ন নাহি ছিল সেইক্ষণ ।। বিপদ কালেতে কৃষ্ণ আসিযা তখন । চাহিযা শাকের কণা করিলা ভোজন ।। তৃপ্তোস্মি বলিযা কৃষ্ণ কহিলেন যবে । জগত হইল তৃপ্ত তাঁর তৃপ্তে তবে ।। নিজ শিষ্য সহিত দুর্ব্বাসা পলাইলা । দ্রৌপদী সহিত রক্ষা এমতে করিলা ।। সভামধ্যে দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষিল । বস্ত্র রূপী হৈযা হরি সম্মান রাখিল ।। পুনর্দুঃশাসন আদি করিযা নিধন । করিলেন তাঁর সর্ব্ব শোক বিমোচন বিদুরের অন্ন যে করিলা আস্বাদন । ভীষ্মেরমরণ মহোৎসবে যে গমন ।। সে সকল তোমাদের সম্বন্ধ নিমিত্তে । বিচার করিযা ইহ দেখ নিজচিত্তে ।। অহোবত মহাশ্চর্য্যকহিব কি আর তোমাদের মহিমা থাকুক বর্ণিবার ।। তোমাদের সম্বন্ধে এ

পুর নারী জন। কহিলেক য়েই জ্ঞান ভক্তির কথন॥ ব্যাসা-দিক কবি তাহা করেণ প্রশংসা। ইহার কি আর বহু করিব আশংসা ॥ এক পৌত্র সহ প্রহ্লাদেরে কৃপান্বিত। একলা শ্রীহনুমানে করুণা বিদিত॥ আপনারা সর্ব্ববন্ধুস্বজন সহিত কৃষ্ণ প্রেম কৃপাভর পাত্র সুনিশ্চিত ॥ কৌরবের সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আপনি। অস্মাদিগেউদ্দেশিয়া কহিলা তখনি॥ পাণ্ডব গণের য়েই সুহৃদ হইবে। আমার সুহৃদ সেই নিশ্চয় জানিবে॥ পাণ্ডবের শত্রু য়েই শত্রু সে আমার। যেহেতু পাণ্ডব মম প্রাণ শুন সার॥ তথাচ শ্রীভগবদ্বাক্যমুদ্যোগ পর্ব্বণি:- য়স্তান দ্বেষ্টি সমাংদ্বেষ্টি য়স্তাননচমামনু। ঐকাত্ম্যমাগতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্ম্মচারিভিঃ॥ অন্যত্রাপি। দ্বিষদন্নং নভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ। পাণ্ডবান দ্বিষসে রাজন মম প্রাণাহি পাণ্ডবা ইতি॥ আশ্চর্য্য আমার ধার্ষ্ট্য হয়ত অপারে। যেহেতু প্রবর্ত্ত গুণগণ কহিবারে। তোমাদের গুণ গণ শ্রীকৃষ্ণ একল। জানিতে কহিতে শক্ত হয়েন সকল॥ কিন্তু আমি নির্ণয় করিনু ইহা সত্য। আপনাদিগের সুখ সম্পাদ মাহাত্ম্য॥ বিশেষ বিস্তার করিবার সে কারণ। অবতীর্ণ হইলেন দেবকী নন্দন॥ মুনি মুখে ধর্ম্মরাজ এতেক শুনিয়া। নিজোৎকর্ষ শ্রবণেতে লজ্জিত হইয়া। ক্ষণেক থাকিয়া মৌন ত্যজি দীর্ঘশ্বাস। মাতাভ্রাতাপত্নীসহ কহিছেন ভাষ॥ প্রথমত য়ুধিষ্ঠির করেন বচন। বাবদূক শিরোধার্য্য আপনিত হন॥ বাক্যের চাতুর্য্যে এত কহিলা বচন। পরমার্থ বিচারেতে নহে কদাচন॥ পৌনঃপুন্য আমরা করিয়া সুবিচার

দেখিলাম ভাবিয়া চিন্তিয়া বহুবার।। শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা আমাদের প্রতি। হইল না কদাচিত কিছু অবগতি।। কৃষ্ণ ভক্ত আমরা আপদ আমাদের। ঈক্ষণ করিয়া যত প্রাকৃত জনের।। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে প্রবৃত্তির হবে নাশ। যথা ন সর্বাসুদেব ভক্তানা মশুভং বিদ্যতে কৃচিৎ। ইত্যাদি বিশ্বাস হই-বেক সব হ্রাস।। এই অতিশয় কষ্ট প্রাপ্তে নাহি সয়। আমা-দের তুমি প্রাণ জীবন আশ্রয়।। প্রাণি সকলের জন্ম বিনা যেন হয়। জল বিনা মীনগণ যেমন সংশয়।। এই হেতু করি-লাম আমি প্রার্থন। যজ্ঞ সম্পাদন ছল করিয়া এখন।। তব ভক্তগণের আপদ নাহি হয়। অভক্তের সর্ব্বদা বিপদ সমা-শ্রয়।। এই নিষ্ঠা ভক্তাভক্ত সকল জনেরে। করাহ দর্শন প্রভু সর্ব্ব জগতেরে।। তব ভক্ত সম্পাদ বিচিত্র শুদ্ধতর। ইহ পর লোকে শুদ্ধ বিলক্ষণ বর।। দেখি সবে পরম বিশ্বাসি হৈয়া মন। তব শ্রীচরণ পদ্ম করিয়া ভজন।। সর্ব্ব দুঃখরহিত নির্ভয় নিরন্তর। শ্রেষ্ঠ সুখ প্রাপ্ত হইবেক সব নর।। এই হেতু যদু-নাথ সযত্ন হইয়া। আমাদের বিপক্ষ অভক্তে বিনাশিয়া রাজ্যের প্রদান করিলেন মহাশয়। পূর্ব্বে হৈতে হৈল তাহে শোক অতিশয়।। দ্রোণ ভীষ্ম আদি করি বহু গুরুজন। অভি মন্যু ঘটোৎকচ আদি সুতগণ।। অন্যেও অগণ্য বহু২ সাধু-গণ। আমাদেরকারণেতে হইল নিধন।। নিজ প্রাণাধিক প্রার্থ নীয় সদা হয়।। শ্রীবিষ্ণু জনের সঙ্গ জানিহ নিশ্চয়।। কি কহি ব এইক্ষণে বিচ্ছেদে তাহার। সুখের কিঞ্চিৎ লেশ নাহিক আমার।। কৃষ্ণ মুখপদ্ম সন্দর্শন সুখভোগে। চিরকালে

ক্ষুব্ধচিত্ত হয় কোন কার্য্য যোগে ॥ এহেতু পরম শোক হৈল এইক্ষণে। বিচার করিয়া দেখ সকল লক্ষণে॥ যদি কহ তোমাদের কোন কার্য্য হেতু। গিয়াছেন কোনস্থানে কৃষ্ণ ধর্ম্মসেতু॥ করিয়া নিষ্পন্ন তাহা শীঘ্র আসিবেন। এই আশঙ্কায় তার উত্তর কহেন॥ পরম সৌভাগ্যবন্ত সকল যাদব। কৃষ্ণপ্রিয়তম অতি সম্বন্ধ সম্ভব॥ তাঁহাদিগে সুখদান করেণ সদায়। নিরন্তর নিবসিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায়॥ আপনারা দেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ কথন। আমাদের দৌত্য সারথ্যাদি আচরণ॥ ভূভার হরণ আর পাপ বিনাশন। ধর্ম্ম রক্ষা হেতু তাহা করে নারায়ণ॥ আমাদের প্রতি স্নেহ ভাবে তাহা নয়। যথার্থ এ অর্থ জানিবে হে মহাশয়॥ ততঃপরে ভীমসেন সুধার্ম্মিক মতি। শ্রীযাদবেন্দ্রের নর্ম্ম সুহৃত্তম অতি॥ উচ্চশব্দে অতি হাসি কহেন তখন। হে শ্রীকৃষ্ণ শিষ্য মুনি শুনহ কথন এমত ধূর্ত্ততা আর বচন চাতুরি। কৃষ্ণ স্থানে শিক্ষা তুমি করেছ প্রচুরি॥ কহিতেছো এতাদৃশ বচন তাহাতে। নতুবা তোমার দোষ নাহিক ইহাতে॥ দুর্ব্বোধ লীলার সিন্ধু মায়াদি কারণ। পরম চতুর সিংহ শ্রীযদুনন্দন॥ তাঁর বাক্য আর ব্যবহারের কৌশল। কোনস্থানে কিবা নাহি প্রবর্ত্ত প্রবল॥ মহালীলা দ্বারে আর মহামায়া দ্বারে। কোন২ স্থলে মহাচাতুর্য্য প্রকারে॥ সর্ব্বত্র সকল তাঁর হয়ত প্রবর্ত্ত। বিশ্বাস না করি তাহা মোরা জানি তত্ত্ব॥ পরীক্ষিত কহিতে লাগিলা মাতা শুন। পরে মম পিতামহ শ্রীমান অর্জ্জুন॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শোকেরসহিত। মুহুঃশ্বাস ছাড়ি তবে কহেন কি-

ঞ্চিৎ ॥ ওহে ভগবান তব প্রিয়তমেশ্বর। সারথ্যাদি রূপে য়ে করিলা কৃপাভর॥ সে সকল আমাদের দুঃখের কারণ না হইল কিবা মুনি কর বিবেচন॥ পরব্রহ্ম রূপ কৃষ্ণ অস্ত্রাদি পীড়ন। সংগত নাহয় এই শুষ্ক জ্ঞানে মন॥ ভীষ্মাদির কৃষ্ণ পাদপদ্মমধুধারে। রুচির অভাবহেতু নাহি প্রেমসারে॥ সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের কোমল আকারে। বর্ম্ম মর্ম্ম ভেদি কত করিল প্রহারে॥ বার২ আমার বারণ নাহি মানি। শ্রীমূর্ত্তিতে তাহা সহিলেন চক্রপাণি॥ সে প্রহার সহ্য চিন্তা দুঃখ শেল প্রায় অদ্যাপি হৃদয় হৈতে নাহি বাহিরায়॥ অতএব ওহে ব্রহ্ম কহিতেছি সারে। জন্মিবেক আমাদের সুখ কি প্রকারে॥ য়দি কহ তোমাদের প্রতি কৃপা করি। সহিলেন সেই সব প্রহার শ্রীহরি॥ তাহার উত্তর কহি শুন মহাশয়। নিজ প্রিয় জনের য়ে কর্ম্মে দুঃখ হয়॥ তাহা আচরণ নহে প্রীতের কারণ। প্রীতি রত্ন নহে কভু কৃপার লক্ষণ॥ ভীষ্ম দ্রোণাদি হনন হই তে নিবর্ত্ত। আমারে কেবল তাহে করিতে প্রবর্ত্ত॥ মহাজ্ঞা-নী শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ মহিমা অশেষ। য়ৎকিঞ্চিৎ করিলা আমারে উপদেশ॥ শুষ্ক জ্ঞানী মুক্তি বাঞ্ছা কারী য়তজনে। সুখ হয় তার য়থা শ্রুতার্থ শ্রবণে॥ ভক্তি মাহাত্ম্য জীবন আমাদের হয়। মহাদুঃখ কর তাহা জানিহ নিশ্চয়॥ তাৎপর্য্যার্থ বি-চারে য়দ্যপি ভক্তিপর। তথাপি নাহয় সে কিঞ্চিৎ সুখ কর বরং শ্রীকৃষ্ণের তাহা দ্বারায় বঞ্চনা। বোধ হয় নিশ্চিত করি লেও বিচারণা॥ সদাশুদ্ধ নিরুপাধি কৃপার আকরে। সত্য প্রতিজ্ঞা সর্ব্বথা সাধু মিত্র বরে॥ সেই মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্রে তে

আমার। দৃঢ়তর বিশ্বাস আছয়ে অনিবার॥ সাক্ষাৎ সংপ্রাপ্ত মহামনোহরাকার। পরব্রহ্ম শ্রীপতি শ্রীদেবকী কুমার॥ তাঁহা হৈতে মম প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে। তাদৃশোপদেশ তাঁর মাত্র প্রতারণে॥ শ্রীনকুল সহদেব কহেন তখন। বিপত্তি সময়ে যেই ধৈর্য্য আচরণ॥ শত্রু বর্গ নাশ অশ্বমেধ যজ্ঞপূর্ণ সম্পন্ন করিলা যেই কৃষ্ণচন্দ্র তূর্ণ॥ যশো রাজ্য পুণ্য আদি দুর্লভসবার। করিলেন কৃষ্ণ আমাদের যে বিস্তার॥ সেসকল কৃষ্ণ কৃপা আমরা না মানি। ওহে ভগবান শ্রীনারদ শুন বাণী কিন্তু মহা যজ্ঞোৎসব অনেক সম্পান্ন। করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনি নিষ্পন্ন॥ অগ্রপূজা স্বীকার করিলা মহাশয়। তাহে হর্ষ আছি মোরা কৃপা সেই হয়॥ করিলেন উপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ এইক্ষণে। তাহে সুদুঃখিত প্রাণ বাঁচিবে কেমনে॥ আমাদের গৃহ পূজা করিয়া স্বীকার। মহোতসব সম্পন্ন থাকুক দূরে তাঁর॥ অত্যন্ত দুর্ঘট তাঁর হইল দর্শন। অতএব কিসে আর বাঁচিবে জীবন॥ তাঁহাদের বাক্যসব করিয়া শ্রবণ। দ্রৌপদী শোকেতে হৈলা বিমহিত মন। আপনারে স্থির করি কৃষ্ণা কতক্ষণে। কান্দিতে২ কহেগদ্গদ বচনে॥ শ্রীকৃষ্ণআমারপ্রাণ সখা সর্ব্বক্ষণ। করিবেননানামতলজ্জা নিবারণ। দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি দুষ্টগণে। মারি অনুগ্রহ করিবেন প্রকাশনে এই মতিছিল সদা এক্ষণে আমার। পিতা ভ্রাতা পুত্র বন্ধু হইল সংহারকৃষ্ণেচ্ছানুসারে আর সিদ্ধিনিজাভীষ্ঠ। ইহা ভাবি তাহে শোক না করি গরিষ্ঠ॥ হত বন্ধুজনা আমি আমার শাস্তুনে। পার্শ্বেবসিকৃষ্ণকৈলা সুযুক্তিবচনে॥ সেইঈষৎ হাস্যযুক্ত

বাক্যামৃতগণ। মনোহর মধুর সুপেয সর্ব্বক্ষণ ॥ সে থাকুক দূরে মম দৌভাগ্য কারণ। পূর্ব্বমত নাকরেণ কৃষ্ণ আগমন অতএব মুনিবর কিবা দয়া তাঁর। মানিব আপনি দেখ করিয়া বিচার ॥ ততঃপরে কুন্তী অতি শোকেতে পীড়িতা। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন প্রাণ জীবন নিশ্চিতা॥ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আর অকৃপা স্মরণ। করি কান্দি সকরুণ কহেন বচন ॥ অনাথা সপুত্রা আমি মোর বারবার। আপদগণ হৈতে শীঘ্র করিলা উদ্ধার দেবকী মাতা হইতে কৃপা সবিশেষ। কৃষ্ণের আমাতে অনুমিলান অশেষ ॥ আপনার অন্যের গৃহেতে এইক্ষণ। সর্ব্ব দিগে হত বন্ধু মৃত নারীগণ ॥ করে মহারোদন সে করিয়া শ্রবণ। ব্যাকুলিত নিরন্তর আছে মম মন ॥ পূর্ব্বে কৃপা সবিশেষ যে ছিল প্রকাশনে। মনেতেও স্থান নাহি পায এইক্ষণে ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের দর্শন রহিত। সম্পদ সকল আমি ত্যজিযা নিশ্চিত॥ মাগিলাম কৃষ্ণ স্থানে আপদ পূর্ব্বেতে তাঁহার দর্শন পাই যেসব দ্বারেতে। তথাহি দ্বিতীয স্কন্ধে

তদুক্তং। বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনং ॥

ওহে জগতের গুরু যাদব ঈশ্বর। সেই সব বিপদ হউক নিরন্তর ॥ পুনর্ভব শব্দে সংসারের দুঃখ কয়। তাহার দর্শন যাহা হৈতে নাহি হয ॥ অথবা অপুনর্ভব শব্দে মোক্ষ কন সে সুখ তুচ্ছতা করি যে করে জ্ঞাপন ॥ কিম্বা পুনর্ভব পুনর্ব্বার সে রূপের নাহয সাদৃশ্য যার অতুল্য প্রভব ॥ যে আপদ গণ হৈতে এমত দর্শন। তোমার পাইযে প্রভু দেব জনার্দ্দন

পূর্ব্বে করিলাম এই প্রকার প্রার্থন। ঘটিল এক্ষণে দেখ অতি দুঃখগণ॥ সংপ্রতিক নিষ্কণ্টক রাজ্যপদ দিয়া। পাণ্ডবেজ-নিয়া সুখী শ্রীকৃষ্ণ ত্যজিয়া॥ দ্বারকা নগরে করিলেন অবস্থিতি। এইত কারণে তাঁর অগমন প্রতি॥ অপগত হৈল আশা হইবেমানি আর। আপন মরণ শীঘ্র অনুগ্রহ তাঁর কৃষ্ণ বন্ধু বৎসল হযেন সদা এই। আশারূপ সূত্র অবলম্ব করি যেই॥ গাঢ় সম্বন্ধ বিচারে যদুগণ তাহা। ছেদন করিল কি কহিব মুনি হাহা॥ কৃষ্ণের পরম প্রিয়বর্গ মুখ্য হন। নিরুপাম প্রেম সিন্ধু মগ্ন যদুগণ॥ তেকারণে শীঘ্র তাঁহাদের সন্নিধান। করহ আপনি মুনি তথায় প্রস্থান॥ তাহাদের অতুল মহিমা সে আপনি। জানেন আমরা কিবা করিব বর্ণনি॥ পরীক্ষিত মহারাজ কহে শুন মাতা। কৃষ্ণ ভাগিনেয়বধূ সৌভাগ্য বিখ্যাতা॥ শীঘ্রতর মুনিবর উঠি ততঃক্ষণ। শ্রীযুক্ত দ্বারকাপুরে করিলা গমন॥ পুনঃ২ করি দণ্ড প্রণাম নিকর পুরমধ্যে প্রবেশ করিলা মুনিবর॥ সৌভাগ্যবিশিষ্ট যদুপুঙ্গব সকল। অনির্ব্বাচ্যগণে দেখি মানিলা সফল॥ সুধর্ম্মা নামক দেব সভা শ্রীযুক্তেতে। বসিয়াছে জ্যেষ্ঠ কণিষ্ঠাদির ক্রমেতে সুখেতে শ্রীযাদব সকল হর্ষান্বিত। নিজ সৌন্দর্য্য ভূষণে যুক্ত অপ্রমিত॥ স্বর্গবর্ত্তী আর শ্রীবৈকুণ্ঠ বর্ত্তীয়ত। রাগ নৃত্য সংগীত কৌশল বহুমত॥ তাহার পরমোৎসবে নিত্যসেব্য মনে। পারিজাত পুষ্পের মালাতে সুশোভন॥ বন্দিগণ সম্মুখেতে যোড় করি কর। বিচিত্র উক্তিতে স্তব করে নিরন্তর পরস্পর বিচিত্র নর্ম্মোক্তি কেলি দ্বারে। হাস পরিহাস হর্ষে

নানান প্রকারে ॥ নিজ তেজে সূর্য্য তেজ করে আচ্ছা-
দন। অত্যন্ত মাধুরী ময় লোক আহ্লাদন ॥ নানাবিধ মহা
দিব্য ভূষণে ভূষিত। বৃদ্ধগণো ভক্তিবলে যৌবনে পূজিত ॥
শ্রীকৃষ্ণ বদন চন্দ্র ক্ষরিত অমৃত। নিরন্তর পান করি তৃপ্ত অধি
কৃত ॥ উগ্রসেন মহারাজ বসি সিংহাসনে। তাঁহারে বেড়ি-
য়া শোভিয়াছে যদুগণে ॥ আদরেতে শ্রীকৃষ্ণ দেবের আগমন
সবে আছে প্রতিক্ষা করিয়া ব্যগ্রমন ॥ শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুর পথ
করিয়া ঈক্ষণ। অত্যন্ত সবঃগ্রভর মানস লোচন ॥ কৃষ্ণকথা
কথনে আশক্ত যদুগণ। দেখিলা নারদ কোটি২। অগণন ॥
দ্বারপাল মুখে শুনি মুনি আগমন। সম্ভ্রমে আকুল ধাইলেন
যদুগণ ॥ দণ্ড প্রণামে আসক্ত ছিলা মুনিবর। বলে উঠাইলা
তাঁরে ধরি দুইকর ॥ লইয়া গেলেন সভা মধ্যেতে তখন
বসিবার হেতু দিলা মহা দিব্যাসন ॥ তাহে না বসিয়া মুনি
বসিলা ভূমিতে। যদুগণ বসিলেন তার চতুর্ভিতে ॥ যদুগণ
পূজাদ্রব্য কৈলা আনয়ন। তাহে নমস্কারি মুনি ভক্তি যুক্ত
মন ॥ অঞ্জলি বান্ধিয়া মুনি উঠিয়া ত্বরায়। বিনয় যুক্তেতে
পুনঃপুন কহে তায় ॥ ওহে কৃষ্ণ পাদাব্জের মহানুকম্পিত
সর্ব্বলোক শ্রেষ্ঠ সুউত্তম গুণান্বিত ॥ আমারে করহ দয়া যেন
অবিরত। তোমাদের কীর্ত্তিগানে ভ্রমিযে জগত ॥ আশ্চর্য্যা
তিশয় শ্লাঘ্যতম যদুকুল। বৈকুণ্ঠ নিবাসি হৈতে শোভযে
অতুল ॥ এইত মনুষ্য লোক শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়। বৈকুণ্ঠ লঙ্ঘিয়া
অতিশয় শোভাপায় ॥ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসি জনে তত নয়
দ্বারকা নিবাসি জনে যত কৃপা হয় ॥ হে পৃথ্বি হইল তব সক

ল প্রযাস। য়াতে ইহাঁদের সব জন্ম কেলি বাস। য়ে য়দুগণের গৃহে দৈবকী নন্দন। নিবসি করেণ অতি অপূর্ব্ব ক্রীড়ন॥ য়াহাদের দর্শন সম্ভাষণ ভোজন। স্পর্শানুগমন আর আসন ভোজন॥ বিবাহ শযন অন্য দুশ্ছেদ্য দৈহিক। দৃঢ় প্রেম সম্বন্ধাত্ম সম্বন্ধে অধিক॥ ইথে বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ করেণ অনুক্ষণ। স্বর্গ মোক্ষ বাঞ্ছা ছেদি ভক্তি বিবন্ধন॥ বিস্তারেণ য়াদবগণের সুখ ভর। অনির্ব্বাচ্য প্রতিক্ষণে নব মহত্তর॥ শয্যাসন গমন আলাপ ক্রীড়া স্নান। ভোজনাদি কার্য্যেও থাকিযা বর্ত্তমান কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন চিত্ত হৈযা য়দুগণ। না করেণ কদাপিহ আপনা স্মরণ॥ মহারাজাধিরাজন ওহে উগ্রসেন। অত্যন্ত অদ্ভুত সুপ্রসিদ্ধ সেহযেন॥ তব মহা সৌভাগ্য মহিমা কোনজন শক্ত হয ত্রিভুবনে করিতে বর্ণন॥ দেখ মহাশ্চর্য্য চমৎকার সুবিবরি। প্রিযজন প্রেমের অধীন মহাহরি॥ মহারাজোচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। থাকহ আপনি য়দুরাজ সুবিশিষ্ট সেবকের তুল্য অগ্রে দৈবকী নন্দন। সাদরেতে তোমারে করেণ সম্বোধন॥ অবধান কর দেব ভৃত্যেরে আদেশ। কিবা করণীয কর তাহার নিদেশ॥ ওহে য়দুগণ তোমাদিগে নমস্কার। নমামি সম্বন্ধ ধারি হয য়ে তোমার॥ পরীক্ষিত কহে মাতা শুনিযা কথন। ব্রহ্মণ্য দেবের অনুবর্ত্তি য়দুগণ॥ নারদের করি দুই চরণ গ্রহণ। নমস্কার করি সবে কহেন বচন আমাদের মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্র হন। তাঁরো পূজ্য তুমি পরমারাধ্য চরণ॥ মহানীচ আমরা জানিহ মুনি সার। নীচতুল্য কি কারণ কর নমস্কার॥ ব্রহ্মারে জিনিযা তব ব্রা-

ক্যের চাতুর্য্য। তাহাতেই কহিতেছ এসব প্রাচুর্য্য॥ আমা-দের প্রতি যে কহিলে মহাশয়। যাদবেন্দ্র প্রভাবে সে অসম্ভব নয়॥ কোনো গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের যেজন রাখয়। কিবা বাঞ্ছা সে জনের সিদ্ধি নাহি হয়॥ যে হেতুক কৃষ্ণ মহা দয়ার আকর অহেতুক পরমোপাকারি শ্রেষ্ঠতর॥ দীনজন নাথ মহামহিম সাগরে। স্মরণ মাত্রেতে সর্ব্ব অর্থ দানকরে॥ অনাশ্রয়ি জ-নের অদ্বিতীয় শরণ। ইঁ.নের অধিক অর্থ করেণ সাধন॥ আমরা পরম দীন হীন নীচ জন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ভাজন॥ তাহার প্রভাবে সব হয়ত ঘটন। বিচারে পর্য্যব সান কৃষ্ণ বিলক্ষণ॥ কিন্তু আমাদের মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহের সুস্থান॥ শ্রীযাদবেন্দ্রের যেঁহ মহা মন্ত্রীবর। মহাশিষ্য মহাভৃত্য মহাপ্রিয় তর॥ আমাদের সকলেরে ত্যজি কোন স্থানে। মহাপ্রভু যদুনাথ করেণ প্রয়া-ণে॥ পুনর্ব্বার তাঁহারেও করিলে দর্শন। পরিত্যাগ জন্য দুঃখ নাকরে গমন॥ নাহি জানি পুনর্ব্বার গমন কোথায় করিবেন কৃষ্ণ ইহা ভাবি দুঃখ পায়॥ উদ্ধব পরম সুখী নিত্য সন্নিধানে। থাকিয়া প্রভুর সেবা করেণ বিধানে॥ যেইকার্য্য আপন গমন যোগ্য হয়। তাহে উদ্ধবেরে পাঠাযেন মহাশয় শাম্ব করিলেন যবে লক্ষ্মণা হরণে। কুরুগণ করিল তাঁহারে আবরণে॥ আপন গমন যোগ্য তাঁহার মোচনে। হস্তিনায় উদ্ধবেরে করিলা প্রেরণে॥ নন্দব্রজ জনের আশ্বাস করিবারে পাঠাইলা কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে তাঁহারে॥ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ হৈতে তাহাতে দ্বিগুণ। পাইলেন অতি সুখ উদ্ধব নিপুন॥ হরির

ভোজন ক্রীড়া কৌতুক সময়ে। থাকি নিত্য একা মহাপ্রসাদ লভয়ে॥ শয়ন করেণ যবে শ্রীযদুনন্দন। করেণ শ্রীপদ দ্বন্দ্ব তবে সম্বাহন॥ তারপরে নিদ্রাসুখে আবিষ্ট হইয়া। নিদ্রা-যান তাঁর ক্রোড়ে শ্রীপদে রাখিয়া॥ কোন রহঃক্রীড়া স্থলে সঙ্গেতে তাঁহার। গমন করেণ অতি হর্ষেতে বিস্তার॥ সভায় উত্তম মন্ত্ররত্নে মন্ত্রীবর। নানা পরিহাস উক্তি করে নিরন্তর হরিকৃত মনোহর শাসন করয়। তাহে সুখ বর প্রাপ্তি আমাদের হয়॥ কিবা তাঁর সৌভাগ্য সমূহ কব আর। অতি শিশু কালা বধি ব্যাপিয়া যাহার॥ প্রভু পাদ পদ্ম সেবা রসাবিষ্ট মন। মূর্খে বলে বাতুল হইল এই জন॥ সর্ব্বদা মাধব পাদ পদ্মের সেবায়। রসিকতা মহত্ব অদ্ভুত গুণ তায়॥ এই মানুষিক দেহে ত্যজি নিজ রূপ। পাইলা হরির শ্যাম সুন্দর স্বরূপ মনোহর রূপ আর প্রভুর দয়িত। প্রদ্যুম্ন হইতে শ্রীউদ্ধব সুনিশ্চিত॥ কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বনমালা পীতবাস। মণি মকর কুণ্ডল হারাদি বিলাস॥ নানা অলঙ্কার সব করিয়া ধারণ। সহৃদয়গণ মন করে আকর্ষণ॥ কৃষ্ণ দর্শনাবসরে দেখিলে তাঁহায়। দেবকী নন্দনে ভ্রমে মনঃসুখ পায়॥ পরীক্ষিত কহে মাতা ইত্যাদি বচন। মহা সৌভাগ্য উত্তম করিয়া শ্রবণ॥ উদ্ধবের গৃহে যাত্যে অতি হর্ষভরে। উদ্যত হইলা মুনি নারদ সত্বরে॥ জানিয়া নারদ প্রতি তখন কহেন। স্বেদকম্প পুলকাশ্রু যুক্ত উগ্রসেন॥ ওহে ভগবান পূর্ব্বে কহিলাম ইহ। কৃষ্ণের আদেশ বিনা একক্ষণ তিঁহ॥ অন্যত্র কোথাও নাহি থাকেন উদ্ধব নিরন্তর বাস করে সহিত মাধব॥ কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি তাঁরে করি

যা য়াচন। কদাপিহ তাঁহে পাই আমিহ য়েমন॥ কেবল অ সতী রাজ্য রক্ষার কারণ। কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতিলাভে হীন সর্ব্বক্ষণ রাজ্যরক্ষারূপ আজ্ঞা পালন কেবল। সেবার আদরে মম উৎসব সকল॥ মিথ্যা মম গৌরব য়ন্ত্রণা করি হরি। করিলেন বঞ্চনা কি কহিব বিস্তরি॥ তেমত উদ্ধব নহে কদাপি বঞ্চিত মহা সৌভাগ্য বিশিষ্ট মহাসুখান্বিত॥ কৃষ্ণপার্শ্বে সেবার সৌভাগ্যে অতি সুখী। আমাদের মত নহে কদাপিহ দুঃখী অতএব কৃষ্ণ অন্তঃপুরেতে গমন। করিযা উদ্ধবে তুমি করহ দর্শন॥ আমাদের এসন্দেশ তাঁরে নিবেদন। করিবে আপনি মহাশয ততঃক্ষণ॥ অদ্য শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সময। বহি গেল তথাপি না আল্য মহাশয॥ আপনার নাথে আমি সভারে সনাথ। করহ কহিবে ইহ উদ্ধবের সাথ॥ শ্রীগুরু পদার বিন্দ ভাবিযা অন্তর। শ্রীজয গোবিন্দ মাগে কৃষ্ণভক্তিবর

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবত্কৃপাভর নির্দ্ধার খণ্ডে প্রিযোনাম পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠে মুণ্যুক্তিতোঽন্যোন্যং কৃতাযা মুদ্ধবাদিভিঃ।
চিত্রাযাং ব্রজবার্ত্তাযাং মোহ প্রেম্নোচ্যতে প্রভোঃ।

কহে পরীক্ষিত নরপতি। ওমা আর্য্যে কর অবগতি॥ উদ্ধবের মাহাত্ম্য সে শুনি। মহাপ্রেম রসাবেশে মুনি॥ মহাবিষ্ণু প্রিয মুনি বর। বিস্মৃত হইলা বহুতর॥ হস্তেমাত্রে আছে বীণা তাঁর। বাজাইতে নাহি সংজ্ঞাকার॥ সদা দ্বারকাতে করি বাস। আছে অন্তঃপুর পথাভ্যাস॥ শ্রীকৃষ্ণের অট্টালিকা দেশ। য়েই পথে করেণ প্রবেশ॥ আশ্চর্য্য সে পথেতে গমন

সদা পূর্ব্বাভ্যাসের কারণ ॥ প্রভুর মন্দির সন্নিধানে। নারদ হইলা উপস্থানে ॥ মহোম্মদে যুক্তকলেবর। ভূতাবিষ্ট যেমত ইতর ॥ ভূমিতলে স্খলন পতন। অচেষ্ট থাকেন কোনক্ষণ ॥ কখন উৎকম্পা কলেবরে। কখন লুঠেন ভূমি পরে ॥ আর্ত্ত হৈয়া ক্ষত্রাপি রোদন। ক্ষত্রাপি করেণ আক্রোশন ॥ লম্ফ দিয়া কখন গমন। ক্ষত্রাপি গায়েন সনর্ত্তন ॥ স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু সার। আদি প্রেম সম্পাদবি কার ॥ একবারে করেণ আশ্রয়। অতি উন্মাদিত মহাশয় ॥ ওগোমাতা তুমি এইক্ষণে। সাবধান ত্বরা হও মনে ॥ মোরে স্থির করহ আপনি। ধৈর্য্যসহ শুনগো জননী ॥ মন্দিরের প্রকোষ্ঠ ভিতরে। সুপ্তিয়া আছেন প্রভুবরে ॥ সে দিবস উদ্ধব বিমন। কোনো বৈমন স্যের কারণ ॥ প্রভু পার্শ্ব ছাড়িয়া সে কাছে। দেহলীর প্রান্তে বসি আছে ॥ বল দেব দেবকী রোহিণী। আর বসিয়াছেন রুক্মিণী ॥ সত্য-ভামা আদি দেবীগণ। বসিয়া আছেন অন্যমন ॥ কংসমাতা পদ্মাবতীআরে। ছলিল দ্রুবিল দৈত্যয়ারে ॥ কৃষ্ণবার্ত্তা প্রকাশ কারিণী। সেইস্থানে আছে নিবসিনী ॥ দাসীগণ আছে সেই স্থান। তূষ্ণী হৈয়া সবে বর্ত্তমান ॥ শ্রীনারদ অপূর্ব্ব চে-ষ্টিত। আইলেন তথা আচম্বিত ॥ সবিস্ময় সকলে দেখিলা একবারে তখন উঠিলা ॥ যত্নেতে করিয়া আনয়ণে। স্বাস্থ্য করিলেন তাঁরে ক্ষণে ॥ প্রেম অশ্রু জলেতে বদন। ভিজিয়াছে মুনির সেক্ষণ ॥ অল্পে২ করি প্রক্ষালন। মনোদুঃখে দুঃখী সর্ব্বজন ॥ কৃষ্ণ নিদ্রা ভঙ্গ আশঙ্কিয়া। কহিছেন অনুচ্চ করি-

যা॥ ওহে মুনি তোমার চেষ্টিত। অদ্য কি প্রকার প্রকাশিত আকস্মিক ব্যক্ত এইক্ষণ। না দেখিলুঁ আমরা কখন॥ ওহে বৃক্ষ নাকহি বচন। তূষ্ণী হৈয়া বৈস একক্ষণ॥ শ্রীনারদ শুনি এবচন। অশ্রু ধারে মুদিত নয়ন॥ য়ত্নেতে করিয়া উন্মীলন নমস্কার করিলা তখন॥ কম্প পুলকেতে ব্যাপ্ত কায়। মৃদু স্বরে কহেন তথায়॥ শ্রীউদ্ধব নিকটে আছেন। সম্ভাষণ সাক্ষাতে করেণ॥ প্রেম বিবশেতে মুনিবর। নাকরিয়া তাহারে গোচর॥ কহেন উদ্ধব মহাশয়। মনোহর সৌভাগ্য নিলয় তাঁহার সহিত সে আমার। মিলন করাহ একবার॥ তাঁর পাদ ধূলি পাই য়বে। মম আত্মা শান্তি হয় তবে॥ পুরাতন আধুনিক য়ত। ভক্তগণ ভিতর জগত॥ নাপাইলা অনুগ্রহ য়েহ। উদ্ধব পাইলা কৃপা সেহ॥ ভাগবত মধ্যে মহত্তম ত্রিজগতে নাহি য়ার সম॥ হন মহাবিভূতি উদ্ধব। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ভদবদুক্তং। স্বস্তু ভাগবতে য়্বহং। কহিলেন স্বয়ং শ্রীমাধব॥ ভক্তগণ হইতে মহিমা। কিকহিব অধিক অসীমা॥ ব্রহ্মা আদি সকল তনয়। বলরাম আদি ভ্রাতা-চয়॥ মহাদেব আদি সখাগণ। লক্ষ্মী আদি ভার্য্যা য়ে গণন অনুপম শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার। য়ার নাহি সাধারণ আর॥ য়ে উদ্ধব অপেক্ষা নিশ্চিত। প্রিয়তর নহে কদাচিত॥ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বচনে॥ উদ্ধবের মহিমা ব্যঞ্জক। সৌভাগ্য সমূহ প্রকাশক॥ অদ্ভুত প্রসাদ জাত হন ত্রিজগত মধ্যে বিলক্ষণ॥ উগ্রসেন আদি য়দুগণ। য়াহা অদ্য করিলা কীর্ত্তন॥ কর্ণ দ্বারা করি প্রবেশন। হৃদয়ে করিয়া

আক্রমণ॥ ধূর্ত্ত চোর মত হটকরি। সব ধৈর্য্য ধন নিল হরি এতশুনিসসম্ভ্রম মতি। উদ্ধবউঠিয়াশীঘ্রগতি। নারদেরপাদদ্বয় ধরি। ক্রোড়েরাখিআলিঙ্গন করি॥ কৃপাভর পত্রেনির্দ্ধারণ অনুমানি নারদের মন॥ মনেহৈল কৃষ্ণ কৃপাচয়ে। অনির্ব্বাচ্য য়ে প্রসাদ হয়ে॥ শ্রীরাধিকা আদি পাত্র তার। ভাবি প্রেম সম্পত্তির সার॥ হইলা পীড়িত অতি ক্ষীণ। রোদনেতে বিবশ সুদীন॥ যত্নে ধৈর্য্য আনি মুনি বরে। সাবধান করিযা সত্বরে॥ পরোত্কর্ষ বলিতবচন। উদ্ধব কহেন ততঃক্ষণ॥ হে সর্ব্বজ্ঞমহামুনিবর। সত্যবাক্যগণ শ্রেষ্ঠতর॥ প্রভো কৃষ্ণ ভক্তি মার্গ যত। আদি গুরু আপনি সম্মত॥ য়ে কহিলে সেই সব আর। ইহা হইতে অধিক বিস্তার॥ সত্য আমা প্রতি প্রকাশিত। বর্ত্তমান আছয়ে নিশ্চিত॥ ইহা আমি জানিযে বিদিত। অন্যেও জানেন সুনিশ্চিত॥ গিযা ব্রজে ইদানী সে সব। অনির্বাচ্য কৈনু অনুভব॥ তাহে মম সৌভাগ্যভিমান। সদা হৈল চর্ণিত বিধান॥ সেই অনুভবেতে প্রাচুর্য্য। কৃষ্ণ প্রসন্নতার মাধুর্য্য॥ প্রেম প্রেমবানের মাধুরী অদ্ভুত জানিনু আমি ভুরি॥ সব ব্রজ বাসির দর্শনে। অতি ধন্য হইল আপনে॥ অনুকম্পা প্রভুর তাহাতে। সম্যক জানিযা আপনাতে॥ তথা তাঁর প্রসাদাতিশয। আস্পদ আপনারে নিশ্চয॥ জানি অতি আনন্দ সাগরে। হইলাম নিমগ্ন তৎপরে॥ গোপীগণ মহিমা আখ্যান। আমি য়াহা করিলাম গান॥ আর গোপীপদ রজলাগি। গুল্ম লতা হইবার মাগি॥ গোপীপদ রেণু নমস্কার। করিলাম জানিয়াহা সার

তাহা সবে জানয়ে বিদিত। ভাগবতে আছয়ে বর্ণিত ॥ কৃষ্ণ অনুগ্রহের বিষয়। শ্রীরাধিকা আদি গোপীচয় ॥ আমা-হৈতে অধিক অধিক। সুপ্রসিদ্ধ আছে সার্ব্বত্রিক ॥ তাহা ব্যক্ত করি এই স্থানে। কহা নহে জান অনুমানে ॥ সত্যভা-মাদির সে শ্রবণে। দুঃখ হবে সাপত্ন্য কারণে ॥ কিম্বা তাহা শুনিলে বিস্তার। শ্রীকৃষ্ণের আর আপনার ॥ পরম প্রেমের অনুভাবে। পীড়াদি হইবেআবির্ভাবে ॥ অতএব মুনিবর শুন নমস্কার করি পুনঃপুনঃ ॥ কাঙ্গসহ করিয়ে প্রার্থনে। সেই সব বৃত্তান্ত শ্রবণে ॥ যেই রস তাহা হৈতে হবে। মুনিবর বি-রাম করিবে ॥ পরীক্ষিত কহেন তখনে। শ্রীরোহিণী দেবী সুবিমনে ॥ চিরকাল গোকুলে বসতি। তথাকার জন প্রিয় অতি ॥ উদ্ধবের তাৎপর্য্য বচন। কৃষ্ণ কৃপাপাত্র ব্রজজন জানি অশ্রুযুক্ত বিলোচিনী। নারদেরে কহেন রোহিণী অহো মহা দুর্দ্দৈব মারিত। সৌভাগ্যেরগন্ধ বিরহিত ॥ নিম গ্ন সুদৈন্যের সাগরে। উক্ত বহ্নিজ্বালা তাপ ধরে ॥ বিরহে ব-র্দ্ধিত প্রেমাবেশে। বিষ তুল্য ব্যাকুল বিশেষে ॥ গোপগোপী ব্রজবাসিগণ। তাহাদের কিকব কথন ॥ ক্ষণকাল করিয়া চি-ন্তন। হইতেছি সুখিনী এক্ষণ ॥ হরিদাস বার্ত্তা সে সবার নাকরাহ স্মরণ আমার ॥ বসুদেব আমারে যখন। ব্রজ হৈতে কৈলা আনয়ন ॥ মহার্ত্তা শ্রীযশোদা তখন। করিলেন অনেক রোদন ॥ তাহা শুনি পাষাণ গলয়ে। বজ্রের অন্তর বিদা-রয়ে ॥ নিশ্চিত ইহাতে নাহি আন। নাহি পারি করিতে ব্যাখ্যান ॥ কিন্তু এক জনের অন্তর। বজ্র হৈতে সুকঠিন তর

নাহি হৈল আদ্র তাহা শুনি ॥ দুঃখ আর কি কহিব শুনি শ্রীরাধিকা আদি গোপীগণ। জীবনেতে মৃত সর্ব্বক্ষণ॥ তাহা দের বার্ত্তা কোনজন। করিবেক মুখেতে গ্রহণ॥ আমি অতি দুঃখিত অন্তরে। আইলাম মথুরা নগরে॥ তব প্রভু গুরুর আলয়। হইতে আইলে সে সময়॥ স্ববুদ্ধি আমিহহই অতি দুঃখেতে কিঞ্চিৎ তার প্রতি॥ সংক্ষেপেতে নিশ্চয় তাহার কহিযাছিলাম সমাচার॥ তাহাতেহ মানস ইহঁ.র। আর্দ্র নাহি হৈল একবার॥ য়েহেতুক সন্দেশ চাতুরী। বিদ্যাতে প্রগল্ভ তব ভূরি॥ করিলেন তোমারে প্রেরণ। নাকরিযা আপনি গমন॥ আশ্বাস কি হইবে তাহাতে॥ বাড়িল দ্বিগুণ দুঃখ জাতে॥ এই কিবা প্রভুর তোমার। মহা কৃপা প্রসাদ বিস্তার॥ তাঁহাদের প্রতি হৈল বর্য্য। কহিতেছ য়াহার তাৎ পর্য্য॥ প্রত্যক্ষ হইল মম সবে। গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে য়বে সেই দিনাবধি পূতনাদি। দৈত্যগণ হইযা বিবদী॥ ইন্দ্র বরু-ণাদি দেবচয়। শকট অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়॥ অজাগর আদি বৃন্দ-বনে ক্লেশদিল বহুক্ষণে॥ ব্রজ বিনাশক উপদ্রব। কিবা নাহি হইল উদ্ভব॥ তাহে ব্রজ জনের তথাপি। কৃষ্ণ প্রীতি ক্ষীণন কদাপি॥ নাহি করেতদনুসন্ধান। নিত্য কৃষ্ণপ্রীতি বর্দ্ধমান কৃষ্ণ প্রেমে হইযা মোহিত। উপদ্রব কালেতে নিশ্চিত॥ সদা কৃষ্ণ মঙ্গল ইচ্ছেন। কভু নিজ ক্ষেম নাচাহেন॥ শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণে জানে। য়দুনন্দনাদি নাহিমানে॥ স্বাভাবিক প্রেমেতে তাঁহার। করেণ য়ে কিছু ব্যবহার॥ সব কৃষ্ণ সুখের কারণ নিজ সুখ নাচাহে কখন॥ বজজন গণের তখন। তব প্রভু না

কৈল করণ।। গুপ্তেবাস করি বৃন্দাবনে। নিজকার্য্য করিয়া সাধনে।। পরিত্যাগ আদি কার্য্য স্নেহ। করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র এই।। কহিতে না কারে ও জুয়ায়। হবেঅপকীর্ত্তি ব্যক্ততায় এতেক শুনিয়া পদ্মাবতী। কংসের জননী দুষ্টা অতি।। ভুমিল নামেতে দৈত্য সঙ্গে। পুত্রোৎপন্ন হৈল য়ার রঙ্গে।। অতএব সুধৃষ্ট চেষ্টিতা। জনাতে বিচার বিনাশিতা।। কাঁপাইয়া মস্তক বচন। কহিতে লাগিল তভংক্ষণ।। আহা মহাকষ্ট গোপচয়। অকৃপা বিশিষ্ট সুনির্দ্দয়।। তাঁদের হরি গোপ-নে। করিলেন কণ্টক কাননে।। অদ্যাতে তাহারা কদাচিৎ পাদুকা না করিল প্রহিত। ক্ষুধাত্তুর হইয়া কখন। তক্রাদিক করেণভক্ষণ।। গোপনারী তাহার কারণ। করিলেন কৃষ্ণরে বন্ধন।। তাড়ন বিস্তর করিলেন। বহুতর য়ে দুঃখ দিলেন সময়ের গতিকে তথায়। সহিলেন কৃষ্ণ সমুদায়।। তাহাদের কৃষ্ণচন্দ্র হবে। আর উপকার কি করিবে।। ব্রজ প্রিয়তমা শ্রীরোহিণী। সংপূর্ণ গাম্ভীর্য্য প্রজ্ঞায়িনী।। মূঢা পদ্মাবতীর বচন। অবজ্ঞাতে নাকরি শ্রবণ।। প্রস্তুত কহিতে য়াহাছিলা সংপূর্ণতা করিতে লাগিলা।। যদু রাজধানী মথুরায়। আসি কৃষ্ণঅরি মারি তায়।। দ্বারকায সুখে নিবসেন। রাজরাজে শ্বর হইলেন।। ইন্দ্রে পারিজাতের হরণে।। জিনিলেন অব-লীলা মনে।। নরকাদি অসুর সংহারে। করিলেন বহু উপ-কারে।। তাহে দেব বৃন্দ বন্দে পায়। স্তব স্তোত্র করি সর্ব্বদায় অহো তব ঈশ্বর কথন। ব্রজবাসি গোপ গোপীগণ।। চিত্তেও স্মরণ নাহি করে। গমন থাকুক দূরতরে।। এতশুনি দেবী

শ্রীরুক্মিণী। কৃষ্ণ প্রিয়া ভীষ্মক নন্দিনী।। শ্রীকৃষ্ণ বক্ষেতে বাস যাঁর। মানস জানেন সব তাঁর ।। রোহিণীর বাক্য না সহিতে। পারি কিছু লাগিলা কহিতে।। ওগো মাতা শ্রীকৃষ্ণ অন্তর। নবনীত হৈতে মৃদুতর।। অন্তরের ভাব যে তাঁহার। না জানি কহিছ এপ্রকার।। শুনিয়াছি যে সব কথন। তাহাকর তোমরা শ্রবণ।। রাত্রে নিদ্রা সময়ে স্বপনে। কিবা২ কহেন বচনে।। কালিন্দি যমুনা আদি করি। যত ধেনুগণ নাম ধরি মধুরমধুর প্রীত্যাখ্যানে। ধেনুগণে করেণ আহ্বানে।। শ্রীদাম সুদাম হে সুবল। স্তোক কৃষ্ণ হে মধুমঙ্গল।। আদি নাম করিয়া গ্রহণ। সখাগণে ডাকেন কখন।। কখনো বা হইয়া ত্রিভঙ্গ মুখে বংশী লইয়া সরঙ্গ।। মনোহর পরম আকৃতি। অভিনয় করেণ প্রকৃতি।। কদাচিৎ কহেন জননী। বিতরহ আমারে নবনী।। কভুবলি শ্রীরাধেললিতে। আমারেডাকেনভ্রান্তি চিতে।। কভু চন্দ্রাবলি সম্বোধনে। কিবা মোরে করহ বঞ্চনে ইহা কহি করে আকর্ষণ। মম শাটী করিয়া গ্রহণ ।। কখনো বা নয়নের জলে। শয্যা আদি ভিজান সকলে ।। স্বপ্ন হৈতে উঠিয়া তৎক্ষণ। আর্ত্তস্বরে করেণ রোদন।। যাতে মগ্ন হই মোরা সবে। দুঃখে শোক রূপ মহার্ণবে।। অদ্যরাত্রে স্বপ্ন কি দেখিয়া। হৈলা শোকে বিকল কান্দিয়া।। বিমনস্ক কারণে পীড়িত। শিরে বস্ত্র করিয়া অর্পিত।। সুপ্তত্তুল্য পালঙ্কে আছেন। নিত্য কৃত্য নাহি আচরণ।। সত্যভামা শুনিয়া কথিতা। নিজ সপত্নীতে ঈর্ষান্বিতা।। সহিতে না পারিয়া ভামিনী। কহিতে লাগিলা হে রুক্মিণী।। নিদ্রাতে সেমত আচ-

রুণ। ইহা তুমি কি কর জল্পন ॥ কিরূপি কিমপি ভাগরূপে
নিজচিত্তে করিয়া চিন্তনে ॥ সুপ্তত্তুল্য করেণ তাদৃশ। বিস্তা-
রিয়া কহিলা যাদৃশ ॥ দ্বারকা নগরে মোরা সব। নাম মাত্র
ভার্য্যা অনুভব ॥ নন্দব্রজ বাসি গোপীচয়। তাহাদের দাসী
স্বারাহয় ॥ বস্তুত তাহারা সুবিদিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সুনি-
শ্চিত ॥ তবে বলরাম নাহিপারে। তাহাদের বাক্য সহিবারে
গোষ্ঠগ গোষ্ঠল বাসিজন। অতি প্রিয়তম যার হন ॥ রুক্মি-
ণ্যাদি বাক্য মিথ্যামানি। রোহিণী নন্দন রোষেবাণী ॥
কহেন শুনহ বধূগণ। ভ্রাতার কহিলে আচরণ। ব্রজবাসি সহস্র
দৈন্যের। বার্ত্তা কথাপর আমাদের ॥ বঞ্চনা নিমিত্ত সে আ
চারে। কপট কার্য্যেতে পটুতরে ॥ গোষ্ঠলে থাকিয়া মাস
দ্বয়ে। তাহাদের স্বাস্থ্যের আশয়ে ॥ তাহাদের মন বুঝাবারে
কহিলাম অনেক প্রকারে ॥ তোমাদের বিরহে ব্যাকুল ॥ হই
যাছে শ্রীকৃষ্ণ আকুল ॥ অতিদুঃখে করিতে সান্ত্বন। করি-
লেন আমারে প্রেরণ ॥ শেষ বৈরিবর্গ আছে যত। তাহা-
দিগে করিবা নিহত ॥ অদ্য কিম্বা কল্য সুনিশ্চিত। স্বয়ং
আসিবেন দিতে প্রীত ॥ ইত্যাদি কহিয়া নানামত। আর
আচরিয়া লীলা কত ॥ নাপারিনু করিতে সান্ত্বনা। করিলাম
তবে বিবেচনা ॥ কৃষ্ণ ব্যতিরেকেতে কখন। নাহইবে সান্ত
ব্রজজন ॥ ইহা দেখি শপথ বিবিধ। শত২ দিয়া নানা বিধ
করি যত্ন বহু আচরণ। ঈষৎ করিয়া আশ্বাসন ॥ তাহাদের
সম্মতি ব্যতীত। আইলাম এখানে ত্বরিত ॥ কহিলাম কাতর
প্রকারে। গিয়া কৃষ্ণ ব্রজে একবারে ॥ করি বাল্য লীলাদ্যা-
চরণ। ব্রজজন রক্ষহ জীবন ॥ যাইতেছি সুখে মাত্র কহে। মন

তাঁর সেইমত নহে॥ মানসের থাকে যেইভাব। কার্য্যদ্বারা সাক্ষি অনুভাব॥ বাক্যে অন্য মুখে অন্য তাঁর। কপট পাত্র এই সার॥ ইহা শুনি শীঘ্র ভগবান। শয্যাহৈতে করিযা উত্থান॥ প্রিয় প্রেম পরাধীনমন। উচ্চৈঃস্বরে করেণ রোদন॥ গৃহ মধ্য হইতে তখন। বাহিরেতে করিলাগমন॥ প্রফুল্ল পঙ্কজ নেত্রদ্বয়। অশ্রুধারা অনেক বর্ষয়॥ পরম কারুণ্যতে কাতর। কহিছেন সগদ্গদস্বর॥ সত্যং মহাবজ্রসারে। ঘটিত হৃদয় এ আমারে॥ যেহেতু এখনো দুই খান। নাহইল বিদীর্ণ বিধান॥ বাল্যাবধি মোরে ব্রজজন। চিরকাল যে কৈলা পালন॥ সেই প্রেম নহে সাধারণ। করিলাম সব বিস্মরণ॥ কোনমতে তাহাদের হিত। কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য সুনিশ্চিত॥ সে থাকুক প্রত্যুত এখনে। কোমল আয়ত ব্রজজনে॥ আমি ক্রূর মন অতিশয়। দিলাম অত্যন্ত দুঃখচয়॥ ওহে ভাই সর্ব্বজ্ঞ উদ্ধব। তুমি শ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠযুতসব॥ কহ অতিত্বরায বচন। কি করিব ব্রজের কারণ॥ এই শোক সমুদ্র দুষ্পার। হৈতে মোরে করহ উদ্ধার॥ নন্দপত্নী প্রিয়সখীভবে। দেবকী শুনিলা এভয়েবে॥ পুত্র স্নেহবশী অনুভব। করিলেন যদ্যপি উদ্ধব॥ ব্রজ যাত্রে কৃষ্ণেরে কহিবে। তবে পুত্র বিচ্ছেদ হইবে॥ এ আশঙ্কা করি নিজ মনে। কহিলেন দেবী সেইক্ষণে॥ পরমোপকারি ব্রজজন। যাকে বাঞ্ছে দেহত এইক্ষণ॥ তবে মূঢ় বুদ্ধি পদ্মাবতী। উগ্রসেন মহিষী দুর্ম্মতি॥ বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী। রাজ্যদানে ভয় পায্যাতহি॥ পূর্ব্ব তাঁর বাক্য অশ্রবণে। রাম মাতা করিলা হেলনে॥ স্বামী রাজ্য রক্ষার কারণ।

চাতুরি করিয়া বিরচণ।। বাক্যের কৌশলে অন্যচিত্ত। শ্রীকৃষ্ণেরে করিবা নিমিত্ত।। যদুবংশগণের শরণে। কৃষ্ণে সুস্থ করিয়া মননে।। পরিহাস তুল্য পঞ্চ বতী। সেইকালে কহিছে ভারতী।। কৃষ্ণ কেন কর অনুতাপ। শুন মম মন্ত্রণা বিলাপ। একা দশ বর্ষ দুই ভাই। নন্দগোপ মন্দিরেতে যাই।। গোচারণ করিলে তাহার। দেয ব না দেয বৃত্তি তার।। তোমরা যা করিলে ভোজন। গর্গহস্তে করায্যা গণন।। জ্যোতির্বেত্তা গর্গ যে গণিবে। ন্যুনাধিক তাহাতে নহিবে।। অনুকণ গণনে যতেক হবে তার দ্বিগুণ প্রত্যেক।। আমি নিজ স্বামীর দ্বারেতে। দেখাব শপথ কেন তাতে।। ভগবান এতেক শুনিয়া। শ্রুত বাক্য অশ্রুত করিয়া।। ব্রজবাসি জনের অনিষ্ট। নিজ কৃত্য ক্ষয যেই ইষ্ট।। জানিযাও যেন নাজানেন। শোক বেগে উদ্ধবে পুছেন।। গোকুলবাসির অভিপ্রায। আপনি জানহ সমুদায।। হে বিদ্বান শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের। কিবা হয় অভীষ্ট মনের।। বিলম্ব নাকরিয়া উদ্ধব। আমারে বলহ শীঘ্র সব।। দেবকী যে কহিলা বিদিত। দিতে ব্রজবাসির বাঞ্ছিত।। এই প্রশ্ন সেই অভিপ্রায। করিলেন কৃষ্ণ শ্যামরায।। যদ্যপিহ কোন দানা দিতে। বাঞ্ছাপূর্ণ তাদের নিশ্চিতে।। নাহি হইবেক কদাচিত। আপনার গমন ব্যতীত।। জানিযাও আপনি এভাষা মন্ত্রিবরে করিলা জিজ্ঞাসা।। মন্ত্রিযুক্তি বচনলইযা। ব্রজেযাব সত্বর হইযা।। নারিবেক কেহ নিবারিতে। এই ভাবে পুছিলা নিশ্চিতে।। সেই কৃষ্ণ বাক্যের শ্রবণ। করিযা উদ্ধব ততঃক্ষণ।। হৃদযেতে দুঃখিত নিতান্ত। প্রেমভরে বিবশ একান্ত

তাৎপর্য্য না করি অবধান। যথা শ্রুত অর্থ করি জ্ঞান।। সুদীর্ঘ নিশ্বাসত্যজিক্ষণ। সানুতাপে কহেনতখন।। রাজরাজেশ্বরতা বৈভব। আর দিব্য বস্তুযুত সব।। অন্যকিছু নাকরে কামনা। নন্দাদিক ব্রজবাসি জনা।। ইহলোকে পরলোকে আর। কামমঃ বিষয় নাহি তাঁর।। তোমারে কেবল সদাচাহে ব্রজবাসি সদুঃখিত তাহে।। আমি যাহা করিযে জ্ঞাপন। অবধান কর ইথে মন।। পশ্চাৎ বিচারি যে কর্ত্তব্য। করিবেন যথোচিত ভব্য।। আমি তাহা কিকব এখন। স্বয়ংবুঝি করহ করণ।। পূর্ব্বে তুমি নন্দের সহিত। ভূষণাদি করিলে প্রেরিত যশোদাদ্যা শ্রীরাধাদ্যা আর। দেখি বস্তু সে সব প্রকার হৈয়া মগ্ন শোকের সাগরে। কহিলেন বাক্য পরস্পরে অহোবত মহতকষ্ট এই। ভূষণাদিপাঠাইলা যেই।। এইরূপা যোগ্য মোরা অতি। জানিলেন শ্রীকৃষ্ণসংপ্রতি।। পূর্ব্বে নাহি ছিল এইমত। ইবে মহা দুর্ভাগ্য নিরত।। ধিক২ সেহেতু জীবনে। কণ্ঠমধ্যে যে আছে এখনে।। ধিক২ গোপগণে যারা কৃষ্ণ ত্যজি আনে অলঙ্কারা।। তাথে তব গমন আশয় ত্যাগ করি সবে সুনিশ্চয়।। তব মাতা যশোদা সহিত। মৃতপ্রায় সকলে নিশ্চিত।। নির্ধার্য্য করিযা স্বমরণ। আরম্ভিলা সবে অনশন।। ততঃপরে নন্দ মহাশয়। কৃতাপরাধ ভল্য দিন ত্রয়।। শক্তি নাহি কিঞ্চিৎ কহিতে। শোক দুঃখে অত্যন্ত পীড়িত।। ব্রজের রক্ষিতে তবে প্রাণ। করি যুক্তি কৌশল বিধান।। ব্রজে তব গমন বচন। তথাহি

তাবীন্ বোদ্ধুমিচ্ছামি দিধায সুখমাত্মনঃ।

দিয়া বহু শপথ তখন ॥ সান্ত্বাবারে ব্রজবাসি চয়। কহিলেন নন্দ মহাশয় ॥

প্রেমের বোধক দ্রব্য প্রথমেতে। পাঠাইয়া দিলা পুত্র এখানেতে ॥ নহে তোমাদের অভিলাষ জ্ঞানে। প্রেরণ করিলা এসব এখানে ॥ সত্যবাক্য কৃষ্ণ পশ্চাৎ ত্বরায়। আসিবেন অতি অবশ্য এথায় ॥ নিজ প্রস্তুতার্থেরে আছে সেখানে। শীঘ্র সেই সব করি সমাধানে ॥ সরল মানস সকলে একথা। শুনিয়া বিশ্বাস করিলা সর্ব্বথা ॥ করিলে ধারণ এই অলঙ্কার। কৃষ্ণ হৃষ্ট হবে করিয়া বিচার ॥ অলঙ্কার দেহে করিলা ধারণ। কিন্তু না হইলা তাহে সুখমন ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে করি আগমন ॥ প্রসাদ ভূষণ ধারণকারণ ॥ আমাদিগে আজ্ঞাপালক দেখিয়া। করিবেন কৃপা সন্তোষ পাইয়া ॥ আপনি নাগিয়া স্বয়ং তথাকারে। সমর্পিয়া যেই সন্দেশ আমারে। শ্রীব্রজ ধামেতে করিলা প্রেরণ। কহিলাম আমি সকল বচন ॥ তথাহি দশমস্কন্ধে কৃষ্ণ সন্দেশঃ।

ভবতীনাং বিযোগোমে নহি সর্ব্বাত্মনা কৃচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুরগ্নী জলং মহী। তথা
হঞ্চ মনঃপ্রাণ বুদ্ধীন্দ্রিয় গুণশ্রয়ঃ ইতি ॥

তব জ্ঞান মিশ্র এসব বচন। শুনি শ্রীরাধিকা আদি গোপীগণ ॥ নিরাশা হইয়া তব আগমনে। হত প্রায় হৈল রুক্ত বৃদ্ধ জনে ॥ সাক্ষাতে তাঁদের দেখি সে প্রকার। অতি দুঃখি মন হইল আমার ॥ অবস্য শ্রীকৃষ্ণ আনিব এথায়। এইত প্রতিজ্ঞা করিয়া তথায় ॥ বহু যত্নে প্রাণ তাঁদের রক্ষিয়া। আই-

লাম তব নিকটে ধাইয়া ।। তুমিহ তথাপি স্বয়ং নাহিগিয়া। বলদেবে পুন দিলে পাঠাইয়া ।। মম আগমন পরে দুঃখি চিত্ত। ব্যাঙ্গলিত তব প্রাপ্তির নিমিত্ত।। পরিত্যজি সব বিষযের ভোগ। যে অবস্থা হৈল তাহাদের যোগ ।। নিজাগ্রজে তাহা করহ জিজ্ঞাসা। কহিবারে আমি নাপারি সে ভাষা এতশুনি কৃষ্ণ ব্রজের বিচ্ছেদে। হইলেন মগ্ন সিন্ধুতুল্য ক্ষেদে তাদেখি দেবকী রুক্মিণ্যাদি সবে। অবনত মান মুখ কান্দে তবে।। কৃষ্ণ যাবে ব্রজে বিরহে তাঁহার। ভাবে মনে নাহি বাঁচিবেক আর ।। কৃষ্ণচন্দ্র অতি সুকোমল মন। সস্নেহে তাঁদের দেখিয়া বদন।। নাহইলা শক্ত সদ্য ত্যজিবারে। ব্যগ্রচিত্তা কিছু নারে কহিবারে ।। লিখিবারে তবে পত্র আশ্বাসন। এক গজ পত্র মসীর যাচন ।। শঙ্কেত দ্বারেতে করেণ তখন। এই রূপ পত্র করিতে লিখন ।। যথা

প্রস্তুতার্থং সমাধাযাহত্র ত্যনা শ্বাস্য বান্ধবান। এ
যোহ মাগত প্রায ইতি জানীত মৎপ্রিয়াঃ।

উপস্থিত প্রযোজন আছে যাহা। কথঞ্চিৎ করি সমাধান তাহা।। দ্বারকা নিবাসি যত বন্ধুজন। যাদবাদি সবাকরি আশ্বাসন ।। এই আমি তথা সমাগত প্রায। হে মৎপ্রিয়া ইহা জানিবে বিধায।। এইরূপ প্রেমপত্র আশ্বাসন। ব্রজমধ্যে কৃষ্ণ করিতে প্রেষণ।। স্বহস্তেতে তাহা করিয়া লিখন সে কেবল গাঢ় প্রতীতি কারণ।। পত্র প্রস্তাপন মাত্র কৃষ্ণহিত অভিপ্রাযে জানি উদ্ধব নিশ্চিত।। ব্রজবাসিজন মনোভিজ্ঞবর অত্যন্ত বেদনা পাইল অন্তর ।। অতএব করি উদ্ধব রোদন

শপথ প্রদানে কহেন তখন ॥ পরম মধুর অতি মনোহর তব পাদপদ্ম যুগল সুন্দর ॥ বৃন্দাবনে শুভ প্রযাণ ব্যতীত প্রেম পত্রাদিক হইলে প্রেরিত। না বাঁচিবে কোন প্রকারে নিশ্চিত। নাহি ইচ্ছে অন্য কিছু কদাচিত ॥ ইহা আমি করিলাম সুনির্ণয। জান প্রভো ইহা করিনু নিশ্চয ॥ এতশুনি কংস মাতা সেঙ্গমতি। মাথা হেলাইযা হাস্যকরি অতি ॥ কহে হুংকারিযা বুঝিলহ। নির্বুদ্ধি দেবকি বৃত্তান্ত যেছিল ॥ শ্রীনন্দাদ্যা চির গোরস দিলেন। উদ্ধবেরে বশীভূত করিলেন তাঁহার সাহায্যে পুত্রেরে তোমার। আনাইযা গোকুলেতে পুনর্ব্বার ॥ অতি ভযানক দুর্গম বনে। ব্যাঘ্রাদি সেবিত কণ্টক বলনে ॥ নিজ পশুসব করাবে রক্ষণ। এইচ্ছা করিল ধূর্ত্ত গোপগণ ॥ এঙ্গর্ভসিত বাক্য শুনিযা তাহার। রাম মাতা প্রিয সখী যশোদার ॥ সহিতে অশক্তা হইযা তখন। অতি কোপান্বিতা কহেন বচন ॥ আঃকংসমাতা সুঙ্গমতি বরে গোরক্ষায কৃষ্ণ নিযুক্ত কি করে ॥ ক্ষণমাত্র কৃষ্ণ নাকরিদর্শনে ব্রজজন নাহি বাঁচযেজীবনে ॥ বল শোভা কৃষ্ণ দেখিতে কচিৎ বৃক্ষ মধ্যে যদি হয অন্তর্হিত ॥ ওহে সতি শ্রীদামাদি সহচর রোদন সহিত ব্যাকুল অন্তর ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মহা উচ্চস্বরে ডাকিযা বেড়ায অন্বেষণ করে ॥ ব্রজস্থিতশ্রীরাধিকাদির দিন হয রাত্রি যেন প্রলয কালীন ॥ কৃষ্ণ অদর্শনে লবমাত্র কাল চতুর্যুগ তুল্য মানেন বিশাল ॥ মুহুর্মুহু রবি করেণ দর্শন পশু রজ পথ হেরেণ তখন ॥ বিকালে শুনিযা কৃষ্ণ বংশীরবে মহা প্রেমমযী দশা পান সবে ॥ এসব প্রকারে কৃষ্ণ গিযা বন

গোরক্ষা করুণ এইচ্ছা কখন ॥ তাঁহাদের মধ্যে নাঘটে কাহা য় । সবিশেষ ইহা কহিলাম সার ॥ ইহঁ বৃন্দাবন নবীনবিপিনে গোবর্দ্ধনে আর য়মুনাপুলিনে ॥ সহ সহচর সর্ব্বত্রভ্রমণ । করি বারে অতি সকৌতুকমন ॥ গোবৎসাদি সঙ্গেরঙ্গে নিত্যবনে সহাগ্রজ স্বয়ং করেণ গমনে ॥ যে সা বিপিনে বহু সরোবর সুনির্ম্মল জল অতি মনোহর ॥ চক্রবাক চক্রবাকী দ্বয়ে মেলি সারস সারসী করেকত কেলি ॥ ডাহুক ডাহুকী আদি পক্ষি গণ। মত্ত হৈয়া তত্র করে বিহরণ ॥ প্রফুল্লিত চারু কমল উৎ- পলে । অলির আবলি কেলিরত হলে ॥ করযে তাহাতে গন্ধ প্রসারিত । চতুর্দ্দিগ সব করে আমোদিত ॥ তেমত প্রকার য়মুনা আছযে । মহাশ্চর্য্য বিচিত্রতা যথা হযে ॥ শ্রীব্রজ ভূমি র সঙ্গিনী সুগতি । অনির্ব্বচনীয অতি শোভাবতী ॥ তথা বিন্ধ্যগিরি আদিরসম্ভবা । মানস গঙ্গাদ্যা নদীগণ সবা ॥ কলি- ন্দজা তুল্য অতি শোভাবতী । যেসব বিপিন মধ্যে বিলসন্তি য়মুনাদি নদী আর সরোবরে । অতিরম্যতট দেখিতে সুন্দরে কোমল বালুকাচিত ভব্যতর । তৃণগণ নবীন সদা নিকর স্বাভাবিক দ্বেষ ত্যজিযা বিহরে । নানা মৃগ পক্ষি অতি মনো হরে ॥ দিব্য পুষ্প ফল পল্লবআবলী । ভারে নম্রলতা বৃক্ষাদি সকলি ॥ সুমত্ত ময়ুর পিক শ্রেণি আর । করে নাদ তথা বিবি ধ প্রকার ॥ বন্ধ্যা যোড় করে নানান প্রকারে । তথাহি য়থো ক্তং বৃন্দৈব দন্ধস্কন্ধে ।

তদ্দৃরি ভাগ মিহ জন্ম কিমপ্যটব্যা মিত্যাদি ।

অতি স্তুতি নতি সে করে য়াহারে ॥ বৃন্দাবনে ব্রজ গোদ-

র্দ্ধনে আর। নাহিক হরণ হিংসা ব্যবহার ॥যেহেতু রক্ষক অপেক্ষা ন তথা। সর্মহিষ্যাদি গাবীগণসর্ব্বথা ॥ যাই প্রাতঃ কালে বিপিনে সকলে। স্বচ্ছন্দে খাইয়া তথা ঘাসজলে পুন আস্যে গৃহে সন্ধ্যার সময়ে। তথা নাহি ক্লেশ গোরক্ষা বিষয়ে ॥ পুনঃকংসমাতা কহিছেরে বালে। শুন রোহিণী রাম মাতা বাচালে॥ যদি রক্ষকাপেক্ষা নাহিতথায। তবে এক্ষণে কেনে গবাদি তায॥ রক্ষক কৃষ্ণের অভাবেতে নষ্ট হইল সকল শুনিতেছি স্পষ্ট ॥

শ্রীগোপালদেব শুনি বৃদ্ধার বচন। হইলেন সন্তাপেতে পীড়িত বিমন॥ চিত্তে তাপ জন্মি শুষ্ক মুখাজ্জবিপুল। প্রেম জন অপবার্ত্তা শঙ্কায় ব্যাকুল॥ মধুপুরা আগমন হইতে প্রাচীন। তাহার পরেতে যেই হয় অর্ব্বাচীন॥ ব্রজের বৃত্তান্ত সব বলদেব জানে। অশ্রুযুক্ত চাহিলেন তাঁর মুখপানে বুঝিয়া ভ্রাতার ভাব রোহিণীনন্দন। ব্রজের বৃত্তান্ত সব করিয়া স্মরণ॥ স্বধৈর্য্য রক্ষণেতে অশক্ত হইলেন। উচ্চ সুস্বরেতে কান্দি সব্যক্ত কহেন॥ গবাদি তোমার প্রীতি পালিত জীবন। নাহয বিচিত্র কিছু তাদেরমরণ॥ বৃন্দাবন বনবাসি মৃগপক্ষিগণ। ভাণ্ডীরকদম্বআদি যে বৃক্ষগণ॥ তৃণলতানিকুঞ্জ পুঞ্জাদি স্বজীবন। তোমাতে করিল তাহা সকলে অর্পণ যমুনাদ্যা নদী আর গিরি গোবর্দ্ধন। ক্লশতা হইল প্রাপ্ত সংশয় জীবন॥ তোমার বিচ্ছেদে অতি দুঃখের প্রভবে। মরিল অনেক ব্রজ নিবাসি মানবে॥ কতক মানব তব সত্য বাক্য জানি। আশায় কেবল তারা ধরিযাছে প্রাণী ॥ অতঃপর

শুনিবারে ইচ্ছা নাহি কর। মহানর্থ পত্তি হবে তাহাতে প্রখর।। তুমি যদি অবশিষ্ট ব্রজবাসি গণে। অনুকম্পা প্রকাশ না করহ এক্ষণে।। তবে যম অনুগ্রহতাদিগে ত্বরায়। করিবেন তাহে দুঃখ যাবে সমুদায়।। নির্বিষ কালিয হ্রদ করিলে আপনি। তাহাতে বিপুল শোক জানয়ে এখনি।। ত্যজিতেন বিষপানে ত্বরায জীবন। নির্বিষ কালিয হ্রদে দুঃখ একারণ।। শুন অন্য হেতু শোকে কলিন্দ নন্দিনী। হৈল স্বল্পজলা ব্রজ ভূমি সন্নিধিনী।। শুষ্ক বসা তাহাতে প্রবেশ নাহি হয। মরণের অনুপায দেখি দুঃখময।। আপনি করিযা যারে করেছে ধারণ। স্বর্গপ্রাপ্ত কৈলে সেই গিরি গোবর্দ্ধন।। তোমার বিরহেহৈল নীচঅতিশয। অতএবতাহাহৈতে পতন নাহয।। নাহি বাঞ্ছিরায অনশনেতে জীবন। তবনাম্না মৃত করে স্নেহেতে সেবন।। কিন্তু আমিঅনুমানি শুষ্ক মহাবনে দাবাগ্নি উপায হবে তাঁদের মরণে।। এতশুনি কৃষ্ণ পরদুঃখেতে কাতর। কোমল স্বভাব হৈলা অতি দুঃখী তর মহাদীন তুল্য বলরাম কণ্ঠে ধরি। অঙ্গের চন্দন অশ্রুধারে ধৌত করি।। অতি উচ্চ সুস্বরেতে করিযা রোদন।। পরে রাম সহ ভূমে লুটেন তখন।। হইলেন মূর্চ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সম্বিৎ নাস্তিক বাক্য হইল বিরাম।। রোহিণী উদ্ধব আর দেবকী রুক্মিণী। সত্যভামা আদি যত পুরবাসি যিনি।। তাদৃশ রোদন তার দুস্কতা মোহিত। অপূর্ব্ব দেখিযা সবে অত্যন্ত দুঃখিত।। বিকল হইযা সবে করেণ রোদন। এরূপ শুনিযা যত পুরবাসি জন।। বসুদেব সহ উগ্রসেনাদি যাদব। মহা

আর্ত্তস্বরে কান্দি ধাবমান সব॥ সেইস্থানে আগমন করিয়া সকলে। প্রভুরে তেমত দেখি হইলা বিভ্রলে॥ গর্গ সান্দিপনি আদি আর পুরজন। এমত দেখিয়া সবে বিমোহিত মন॥ শ্রীল সনাতন গোস্বামির সবর্ণন॥ প্রেমোদয় হয় যার করিলে শ্রবণ॥ তার সর্ব্ব অর্থ ব্যাখ্যা করে সাধ্য কার। কিঞ্চিৎ কেবল কহি আত্ম শোধিবার॥ শ্রীগুরু চরণপদ্ম ভাবিয়া অন্তরে। শ্রীজয়গোবিন্দ দাস মাগে প্রেমবরে॥ ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবদনুগ্রহ ভর পত্রে নিদ্ধার খণ্ডে প্রিয়তমো নাম ষষ্ঠোধ্যায়ঃ॥

সপ্তমে ব্রহ্মণোযুক্ত্যা মোহে সান্ত্বে স্বয়ং প্রভুঃ।
গোপীনাং পরোমৎকর্ষ মাহাত্ম্যো হর্ষয়ন্মুনিং॥

পরীক্ষিৎ কহে দেহ মাতা মন। পরিবার সহ শ্রীকৃষ্ণ তখন॥ মহার্ত্তি রোদন করিলেন যেই। সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক সেই॥ ঝঞ্ঝা বায়ু শব্দ নির্ঘাতোল্কাপাত। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া হৈল মহোৎপাত। গুরু পুরোহিত প্রভৃতি মোহিত। নাহি প্রবোধক কেহ সন্নিহিত॥ ব্রহ্মা স্বয়ং তথা হৈলা আগমন। বেদ পুরাণাদিবৃত দেবগণ॥ দেখিলেন কৃষ্ণে মোহিতাদি পর। প্রিয়তম জন প্রণয় কাতর॥ নিগুঢ আপন মাহাত্ম্যের ভর। প্রকাশ করিতে উদ্ধত অন্তর॥ পূর্ব্বে যে মোহাদি দশা নাহি ছিল। তেমত অপূর্ব্ব দশা নেহারিল চতুর্মুখ পিতা গুরু আপনার। মহানারায়ণে দেখি চমৎকার ভক্তি প্রেমোদয়ে ধৈর্য্য গেল দূর। ক্ষণকাল ব্রহ্মা কান্দিল প্রচুর॥ যত্নে ধৈর্য্য যুক্ত করি আপনারে। স্বাস্থ্য প্রভু বরে

স্তবে করিবারে ॥ হৃদয়েতে চিন্তা করিয়া উপায় । পাইলেন নিজ মানসে তাহায় ॥ তত্র কৃষ্ণপার্শ্বে গরুড় মোহিত। ছিল রোদনেতে অতি মগ্নচিত্ত ॥ উচ্চভাষে ডাকি করি সচেতন চতুর্মুখ তারে কহেন বচন ॥ রৈবত পর্ব্বত লবন সাগর। মধ্য স্থলে এই দ্বারকা ভিতর ॥ বিশ্বকর্ম্মা করিলেন সুনির্ম্মাণ। যে শ্রীবৃন্দাবন অতি শোভামান ॥ শ্রীনন্দ যশোদা আদি শ্রীরাধিকা। তাঁহার সঙ্গিনী যতেক গোপিকা ॥ ইত্যাদি সকল ব্রজ পরিকর। প্রতিমা রূপেতে শোভিত ভিতর ॥ ব্রজবর্ত্তি তুল্য শ্রীকৃষ্ণ পালিত। গোযূথ প্রতিমা আছয়ে নির্ম্মিত ॥ পক্ষি মৃগ আদি যেন বৃন্দাবনে। তাসবার মূর্ত্তি আছয়ে রচনে ॥ স্বয়ং বৃন্দাবন এইস্থানে যেন। আসিযাছে নিঃসংশয় মানি হেন ॥ সেই স্থানে কৃষ্ণে অগ্রজ সহিত। এইমত মোহ যেন হয় স্থিত ॥ বিনতা নন্দন তুমি যত্ন করি। অল্পে২ লৈযা যাহ পৃষ্ঠে ধরি ॥ সেখানে যাউন রোহিণী কেবল। অন্যজন কেহ নাযাবে বিরল ॥ ব্রহ্মার প্রযত্নে সেই খগেশ্বর। সুস্থ হইলেন বিশারদ বর ॥ অল্পে২ তবে কৃষ্ণ বলরামে। উঠাইযা লইলেন পৃষ্ঠধামে ॥ বসুদেবাদিরে ব্রহ্মা প্রবোধিযা দিলেন স্বকীয স্থানে পাঠাইযা ॥ গরুড় লইযা চলিল যখন। রাম কিষ্ণ সংজ্ঞা পাইলা তখন ॥ সাক্ষাতের তুল্য আছ বর্ত্তমানে। শ্রীনন্দ যশোদা প্রভৃতি যেস্থানে ॥ তথা অল্পে২ পাল ঙ্কোপরিত। শ্রীনন্দনন্দনে করিলা স্থাপিত ॥ শ্রীদেবকী পুত্র বাত্সল্য নিবেবী। শ্রীরুক্মিণী সত্যভামা আদি দেবী ॥ কংস মাতা পদ্মাবতী যারা পাগানে। উদ্ধব সহিত আসিযা সেস্থানে

তেনমত দশা কৃষ্ণের দেখিয়া। নাহি পারিলেন যাইতে ত্যজিয়া। যেস্থান হইতে পান দেখিবারে। দাঁড়াইলা আসি সবে তথাকারে॥ ব্রহ্মায় প্রার্থনে দূর বৃক্ষান্তরে। লুক্কায়িত হৈয়া থাকিলেন পরে॥ শ্রীকৃষ্ণের মোহোৎপাদন কারণ যেহেতু নারদ কৈলা উত্থাপন॥ সেই হেতু মানিলেন বোধান্ধকারে। কৃতাপরাধির তুল্য আপনারে॥ দেবগণ আর যদুগণ সঙ্গে। গমন নাহিক করিলেন রঙ্গে॥ শ্রীকৃষ্ণ চরিত মাধুর্য্যানুভব। করিবারে মুনি দর্শন উদ্ভব॥ হৈয়া অন্তর্দ্ধান হৃতু হল নীয়া। বান্ধি যোগপট্ট থাকিলা বসিয়া॥ গরুড় আকাশে হৈয়া অপ্রত্যক্ষে। প্রভুবরে ছায়াকরি নিজ পক্ষে থাকিলেন সেবা করিয়া মানস। দেখিবারে কৃষ্ণ চরিত সুরস তবে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম ক্ষণে। কিঞ্চিৎ সুস্থতা পাইয়া তখনে কৃষ্ণ স্বাস্থ্যহেতু ব্রহ্ম মন্ত্রগাযে। প্রাপ্ত সেই স্থানে জানি অভিপ্রাযে॥ বিচক্ষণ শিরোমণি শীঘ্র করি। নিজ অনুজের মুখ পদ্ম পরি॥ ধূলি আদি যাহা লাগিয়া আছিল। প্রযত্নেতে সম্মার্জন করিদিল॥ বস্ত্রোদর মধ্যে বংশীর অর্পণ। শিঙ্গা বেত্র কক্ষে দিলেন তখন॥ নব কদম্বের মালা কণ্ঠে ধরি। ময়ূর পাছের চূড়া শিরোপরি॥ গুঞ্জামালা আর মকর কুণ্ডল অপেং কর্ণে দিলেন শ্রীবল। বিশ্বকর্ম্মার কল্পিত দ্রব্যজাতে রচিলেন বন্য বেশ সব তাতে॥ আপনার বেশ করি সে প্রকারে। লাগিলা উঠাতে বলে ধরি তাঁরে॥ বলদেব অতি উচ্চতর স্বরে। ডাকিতে লাগিলা জাগাবার তরে॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ উঠ উঠ ভাই। জাগং কেন নিদ্রাভঙ্গে নাই॥ দেখ বেলা

অদ্য অতিক্রান্তা হৈল। পশুগণ বন প্রবেশন কৈল ॥ শ্রীদাম প্রভৃতি সখাগণ যত ॥ অপেক্ষায তব আছে বিশেষত ॥ মাতাপিতা তোমাপ্রতি স্নেহচয। কিঞ্চিতো কহিতে নাহি শক্ত হয ॥ সাক্ষাদ্বর্ত্তমানা এই গোপীগণ। তব মুখপদ্ম করি যা দর্শন ॥ কর্ণাকর্ণি কিছু কহে পরস্পর। হাসযে সকলে তোমার উপর ॥ এইমত বহু জল্পনা শতেক। পৌনঃপুণ্য তথা কহেন অনেক ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্রীমান। নাম ধরি ধরি করেণ আহ্বান ॥ মুখ চুম্বনাদি মধুরোক্তি দ্বারে প্রশংসন করি ডাকেন তাঁহারে ॥ বক্ষে বলদেব কৃষ্ণহস্তেধরি চালান উঠান বহু যত্ন করি ॥ বহুক্ষণে কিছু পাইযা চেতন শ্রীনন্দ নন্দন হৈযা জাগরণ ॥ শিব শিব ইতি কহি সবিস্মযে উঠিলেন তবু মোহিত হৃদযে ॥ নযন কমল করি উন্মীলন অগ্রে শ্রীনন্দেরে করিযা দর্শন ॥ ঈষৎ হাসিযা হৈযা লজ্জান্বিত। শ্রীনন্দেরে প্রণমিলা নিযমিত ॥ যশোদা স্নেহেতে শ্রীকৃষ্ণআননে। দিছেন নিমেষ রহিত ঈক্ষণে ॥ তেমত প্রতিমা স্বরূপে মানিযা। পার্শ্বে দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিযা ॥ ওগো মাতা অদ্য প্রভাতসমযে। কতং স্বপ্ন চিত্র অতিশযে ॥ জাগরণ তুল্য আমি এইক্ষণে। নাহি করিলাম সকলদর্শনে ॥ ব্রজ হৈতে আমি মধুপুরী গিযা। কংসাদিক দুষ্ট দানবে নাশিযা জরাসন্ধ আদি ভূপ করিজয। করিলাম সুখী দেব সমুদয নির্ম্মাণ সমুদ্র তীরে করিলাম। শ্রীদ্বারকা মহাপুরী যার নাম ইবে ত্বরা আছে যাইতে গোচারে। অন্য বৃত্ত নাহি পারি কহিবারে ॥ তব অনিমেষা তাঁহারে দেখিযা ॥ নিজ নিদ্রা-

ধিক্য দুঃখিতা মানিযা ।। মোহেতে প্রকৃতা জানি প্রতিমায কহেন সান্ত্বনা হেতু প্রতিমায ।। এই দীর্ঘ স্বপ্ন বিঘ্ন চিত্তহরে নাউঠিল অন্যদিন মত পরে ।। এসব বিচিত্র কর্ম্ম বহুকালে আচরিত হয অত্যন্ত বিশালে ।। ক্ষণে স্বপ্ন মধ্যে দেখিলা কেমনে। বলদেব মা'ন হেন জানি মনে।। কহেন হে আর্য্য মহাশ্চর্য্য সব। যদি তুমি নাহি মান অসম্ভব ।। তবে বনমধ্যে করিযা গমন। কহিব বিস্তারি সকল কথন ।। এপ্রকার কৃষ্ণ কহিযা মাতায। সাদরে প্রণাম করিলেন পায ।। বন ভোগ্য য়োগ্যদধ্যোদনসর। চাহিকৃষ্ণপ্রসারিতকৈলা কর ।।এতদেখি অত্যভিজ্ঞ শ্রীরোহিণী। নিজমনে কৈলাবিচারণ তিনি ।। এই শ্রীয়শোদা প্রতিমা হযেন। কিছু দিতে কথা কহিতে নারেণ তবে ভোগ্যদ্রব্য প্রতিবাক্য আর। এঁহা হৈতে নাহি পারেন বিস্তার ।। তাহাতে প্রতিমা এই বুদ্ধি হবে। অধিক অনর্থ হইবেক তবে ।। তাহা সম্বরণ করিতে তখন। শ্রীরোহিণী দেবী কহেন বচন ।। ওরে বত্স্য তব জননী এখন। তব নিদ্রাধিক্য করিযা দর্শন ।। অস্বাস্থ্য শরীর অদ্য জানি মনে। অতি দুস্থ চিত্তা আছেন এখনে ।। তুমি মাত্র পুত্র একল যাঁহার। চিন্তা কেন নাহি হইবে তাঁহার ।। অতএব বহু কথোপকথনে। ওরে বাছা অদ্য নাহি প্রযোজনে ।। কৃষ্ণ কহে তবে গৃহেতে রহিব বনে গিযা কিবা ভোজন করিব ।। শ্রীরোহিণী কহে অগ্রেতে গোধণ। গোপগণ সহ করিল গমন ।। তুমিহ কাননে করহ গমন। আমিহ উত্তম ভোগ্যোপ করণ ।। আযোজন করি পশ্চাৎ এখন। করিতেছি বন মধ্যেতে প্রেরণ ।। সুস্নিগ্ধা

রোহিণী কহে এ প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ বন্দিয়া চরণ তাঁহার॥ মাতৃ করতলে স্থিত নবনীত। চৌর্য্য রূপে তাহা করিয়া হরিত নিজ জ্যেষ্ঠে ডাকে করিতে ভোজন। না পাইয়া নাহি খাইলা তখন॥ অস্বাস্থ্য দেখিয়া অনুজের মতি। আর শ্রীকৃষ্ণের গোপীর সংহতি॥ স্বচ্ছন্দভাবণেসঙ্কোচনাহবে। একারণঅগ্রে রাম গেলা তবে॥ দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ না পাইয়া তাঁরে। না খাইলা সেই নবনীত সারে॥ যশোদা রোহিণী সন্তোষকারণ। কাঙ্গ বাদ সহ বিনয় বচন॥ মধ্যাহ্নের ভোগ্যপ্রার্থনা করিয়া। চলিলেন গোষ্ঠে নির্গত হইয়া॥ অগ্রে দেখি চন্দ্রাবলী আদিগণ নর্ম্মোক্তিতে কৃষ্ণ করি সম্ভাষণ॥ মধুর বেণুর গানে গাবীগণে অগ্রেগতোত্তারককরেণ বোধনে॥ অগ্রে শ্রীরাধিকা সহচরী। দাঁড়ায়্যা আছেনদেখিয়াশ্রীহরি॥ ঈষৎহাসিয়া কৌশল সহিত। শ্রীনন্দ নন্দন কহেন কিঞ্চিৎ॥ ওহে প্রাণেশ্বরি প্রাপ্ত রহঃস্থানে। অনুরক্ত ভক্ত আমারেএখানে॥ কেন অদ্যনাহি কর সংভাষণা। তবে কি হয়েছ মানিনী আপনি॥ অপরাধ কিছু নাহি করিলাম। তাহাতে নিশ্চয় হবে জানিলাম আপনিসর্ব্বজ্ঞা ওহেপ্রাণেশ্বরি। শ্রীবার্ষভানবী শ্রীব্রজ সুন্দরি অদ্যকারমম স্বপ্নেরবৃত্তান্ত। সকলি আপনি জানিলা নিতান্ত ওহে প্রাণপ্রিয়ে তোমারে ছাড়িয়া। মথুরায় আর দ্বারকায় গিয়া॥ মরণে উদ্যতারাজপুত্রীগণে। অনেকবিবাহকরিনু তখনে॥ পুত্র পৌত্রআদি অনেক বিস্তার। জন্মিলেক দূরবর্ত্তি সে আমার॥ সেসববৃত্তান্তমানিনীত্ব আর। থাকুক একণে হেপ্রিয়ে তোমার॥ অগ্রেগেলগাবী সহচরগণ। রাবসেকা

রণ শীঘ্র ত্বর বন।। সন্তোষমনে অদ্য প্রদোষসময়ে। প্রমোদ তোমার দিবছেনিশ্চয়ে।। এইমত কথা কহি শ্রীরাধারে। পুষ্পগণ ফেলিমারিয়া তাঁহারে।। তবে চন্দ্রাদি'গ দেখিয়া তখন। চুম্বনের সহ করি আলিঙ্গন।। অপূর্ব্ব রাধার প্রেমের গরিমা। অনির্ব্বচনীয় নাহি যার সীমা।। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া মোহিত বাহ্যশূন্য অতিশয় মুগ্ধচিত্ত।। প্রতিমা রাধার করিয়া স্পর্শন ভ্রান্তি তবু নাহি করিল গমন।। এইমতে বৃক্ষ গো গোপ সহিত অগ্রেতে গেলেন অতি মুগ্ধচিত্ত।। ব্রজ বেশ পূর্ব্ব নহে দৃষ্টিচর। অত্যন্ত আশ্চর্য্য মহামনোহর। মধুর মুরলী রবেতে অন্বিত। দেখিলেন যবে দেবকী বিদিত।। স্নেহভরে স্তবে হইল বাক্যির। বৃদ্ধাবস্থাতেহ স্তনে হৈতে ক্ষীর।। শ্রীরুক্মিণী মিত্রবিন্দা জাম্ববতী। সত্যা ভদ্রা আর লক্ষ্মণাদ্যা সতী।। দেখি ব্রজবেশ মহা প্রেমোদয়। হইল কখনো যাহা নাহি হয়।। তাহে ধৈর্য্য হানি কম্পাদি দেহেতে। মোহিতা হইয়া পড়িলা ভূমেতে।। পদ্মাবতী আর সত্যভামা পরে। মত্তা নন্তা হৈলা কাম বেগ ভরে।। মুহুর্মুহু আলিঙ্গনানু করণ। করিলেন করি বাহু প্রসারণ।। চুম্বানুকরণে অধর চালান। করি হরি ধরিবারে ধাবমান। কালিন্দী পূর্ব্বেতে কৃষ্ণবন্য বেশে। দেখিয়াছিলেন ব্রজের নিবেশে।। প্রাজ্ঞবরা তাকে ধৈর্য্যাবলম্বন। করিয়া সহিত উদ্ধব তখন।। সত্যভামা আর বৃন্দারে প্রবোধে। বলে আকর্ষিয়া করিলা নিরোধে।। শ্রীগোবিন্দ দেব গোচারকারণে তথা হৈতে অগ্রে করিলা গমনে।। লবন সমুদ্রে করি নিরীক্ষণ তাহারে যমুনা মানিয়া তখন।। সেইস্থানে করি বিহার কামনা

প্রমোদে হইলা ঔৎসুকিত মনা॥ মধুরোচ্চ স্বরে নিজ সখাগণে। আহ্বান করেণ শ্রীকৃষ্ণ তখনে॥ কোথা গেলে সখা শ্রীদামসুবল! স্তোককৃষ্ণার্জুন হে মধুমঙ্গল॥ সবে আপনারা হৈয়ে ধাবমান। হর্ষেতে ত্বরায় আইস এস্থান॥ মধুর নির্ম্মল সুশীতল জল। বহয়ে যমুনা অতি সুবিমল॥ তাহে গাবীগণে জল পিয়াইয়া। আপনারা অবগাহন করিয়া॥ যথা সুখে আজি করিব বিহার। সখাগণ নাহি বিলম্বন আর॥ এই প্রকারেতে গোগণ সহিত। সমুদ্র নিকটে হৈলা উপস্থিত॥ তরঙ্গের মহা কল্লোলমালায়। মহা কোলাহল বিশিষ্ট তাহায়॥ তবে ইতস্তত করি নিরীক্ষণ। সমুদ্রের তীরে প্রকট আপন॥ করি মহাপুরী দ্বারকা দর্শন। বিস্মিত হইয়া আপনা আপন॥ শ্রীকৃষ্ণ তখন কহেন বচন॥ কিবা ইহা সমুদ্রাদিক কি হয়। মহাপুরী যুক্তা ব্রজভূমি নয়॥ তবে কোথা আমি আছিয়ে এখন। দ্বারকায় ইহা নাহি লয় মন॥ শ্রীনন্দ নন্দন আমি কদাচন। ব্রজ বিনা অন্যত্র না করি গমন॥ তবে অন্য কেহ হইবেক এই। কেবা আমি নাহি বুঝি কেবা সেই॥ কিবা দ্বারকাতে রাজরাজেশ্বর। অতি বিলক্ষণ বেশাদিক পর॥ তাহা নহি আমি এয়ে বন্য বেশ। কেবা আমি নাহি করিয়ে নিবেশ॥ এইত প্রকার লহ চমৎকার। কহেন বিস্ময়ে কৃষ্ণ বারম্বার॥ মহাসিন্ধু আর পুরী সে আপন। পুনঃপুন হেরি করে বিচারণ॥ তবে বলরামকহেন তাঁহারে। ব্রজ প্রেমে অনাবেশ করিবারে॥ ওহে মম প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর। আপনারে অনুসন্ধান যে কর॥ ব্রহ্মাদিক দেবগণ প্রার্থনায়। ভূভার হরণে অবতীর্ণ তায়॥

সত্য সে শ্রীনন্দ নন্দন আপনে। তথাপিহ কিছু কহিয়ে বচনে বৈকুণ্ঠ হইতে আমার সহিত। যে হেতু আইলে কর সম্পাদিত যদ্যপি আইলা গোলোক হইতে। বৃন্দাবনে গূঢ় প্রেম আস্বা দিতে॥ সে তত্ত্ব কহিলে হবে মোহাপত্তি। পুনর্ব্বার সেই হই বে বিপত্তি॥ একারণ রাম তাহা আচ্ছাদিয়া। কহেন তাহারে অন্যথা করিয়া॥ শ্রীগোলোকেশ্বর আদিক বচন। না কহিলা রাম সেই সে কারণ॥ দুষ্টের সংহার শিষ্টের পালন। করহ হে প্রভু সব সম্পাদন॥ ধর্ম্মরাজ পৈতৃষ্ব স্রেয় তোমা-র॥ এবে কর যজ্ঞ তাহার বিস্তার॥ সার্ব্বভৌম পতি রাজা যুধিষ্ঠির। যজ্ঞ করিবারে করিল সুস্থির॥ মহাবিক্রমেতে অনুশাল্বাদির। কিন্তু ভয়যুক্ত আছে যুধিষ্ঠির॥ এমতে মধুর পরম কোমল। প্রেমরস ত্যাগ করাতে শ্রীবল॥ রৌদ্র রসে ক্রোধ জন্মাইতে তাঁর। কহেন কিঞ্চিৎ অন্যথা প্রকার॥ হস্তিনাতে গিয়া সহ যদুগণে। দুষ্ট দৈত্য সব করহ হননে॥ বৈরভাতে তারা তব নিজজনে। বহুমত পীড়া দেয় অনুক্ষণে॥ রসান্তর নীয়া এইত প্রকারে। নিজ অনজেরে স্বাস্থ্য করিবারে॥ যে কহিলা বলরাম নানামত শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবান্তর গত॥ ক্রুদ্ধ হৈয়া কৃষ্ণ কহেন তখন শুহে ভাই অনুশাল্বাদিক গণ॥ ব্রহ্মাকেও মধ্যে তারা নাহি হয়। একা গিয়া আমি করিইবে ক্ষয়॥ আপনি প্রত্যয় কর এবচন। প্রতিজ্ঞা সহিত করিল কথন॥ এইমত প্রসঙ্গের সঙ্গতিতে। ত্যজিলেন প্রেমরস স্বর্গচিতে॥ পূর্ব্বমত স্বাস্থ্য হইল তখন। চতুর্দ্দিকে মুহুঃ করি আলোকন॥ তবে যাদবেন্দ্র দ্বারা

যতীশ্বর। আপনারে জানিলেন পরেশ্বর॥ প্রাসাদ ভিতরে সুতিয়াছিলেন। স্মরণ সকল বৃত্তকরিলেন॥ বংশী করস্থিতা বন্য বেশ সার। দেখিলা নিজের অগ্রজের আর॥ করিয়া প্রযাণ পুরীর বাহিরে। গোপালেনয়েইসমুদ্রতরে॥ দেখি ভাবে কোথা হৈতে বন্যবেশ। কে রচিল হৃথে বিস্ময়নিবেশ ইহা সত্য কি অসত্য স্বপ্ন সম। পাইলেনতাথে সংশয় বিষম তাহার কারণ হৃদয়ে ভাবিয়া॥ হাসিলেন অনুসন্ধান করিয়া তবে হলধর ঈষৎ হাসিয়া। হৃদয় প্রসন্ন কৃষ্ণের জানিয়া মোহ তাঁর আর বুদ্ধার উপায়ে। গরুড়ের দ্বারা বহিঃ প্রাপ্ত তায়ে॥ কহিলেন রাম হেতু সমন্বিত। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলা লজ্জিত॥ নিজ জ্যেষ্ঠ মুখকরিয়া লোকন। ঈষদ্ধাস্যযুক্ত হৈল শ্রীবদন॥ তবে বলরাম সমুদ্রেতে নীয়া। স্নান করাইলা ধূলি ধোয়াইয়া। সেইকালে শ্রীগরুড় মহামতি। জানি কৃষ্ণ ভাব অন্তঃপুরগতি॥ আইলা তাহাতেকরি আরোহণ। অলক্ষিতে গেলা মন্দিরে আপন॥ কৃষ্ণ মৌষলীলা অপগম সব। গোপী দাগমন জানিয়া উদ্ধব॥ দেবকী রোহিণী আদি দেবীগণে নানামতে স্তব করিয়া চেতনে॥ কৃষ্ণাগমনাদি বৃত্তান্তকহিলা অন্তঃপুরে তাঁর নিকটে আনিলা॥ বৃদ্ধা বার্ত্তাহারিণীরে অন্যস্থান। তাঁরা সব করাইলেন প্রস্থানে॥ হইবেক যে প্রসঙ্গ তথাকারে। পরম অযোগ্য বৃদ্ধা থাকিবারে॥ এহেতু অন্যত্র তাঁরে পাঠাইল। শ্রীরুক্মিণী আদি সকলে থাকিলা মাত শ্রীদেবকী রোহিণী দুজনে। আশীর্ব্বাদ বহু করিয়া নন্দনে॥ তৎকালে তথাতে থাকা নহে যোগ্য। জানি কৃষ্ণা

দন করিবারে ভোগ্য ॥ গত হয় কাল কৃষ্ণের ভোজন। জানি দুহে শীঘ্র করিলা গমন ॥ বলদেব ভাই ভাবে বিস্তবর। স্নান স্থলে গেলা মন্দিরে সত্বর ॥ রুক্মিণী প্রভৃতি সব কৃষ্ণপ্রিয়া সুভদ্রাদির আড়ে থাকিলেন গিয়া ॥ সত্যভামা কৃষ্ণপার্শ্বে না আইলা। উদ্ধবেরে কৃষ্ণসেহেতু পুছিলা ॥ হরিদাস শ্রীউদ্ধব কহে তবে। রৈবত নিকটে বৃন্দাবনে স্থবে ॥ প্রভুর বিজয় হইল তখন। নন্দপ্রতিমাদি করিয়া দর্শন ॥ অনির্বচনীয় যে প্রেম বিশেষ। অপ্রেমরস্ত ভ্রামক নিঃশেষ ॥ শ্রীরুক্মিণী আদি দেবীর সহিত। দূরেতে থাকিয়া হৈয়া লুক্কায়িত॥ সে ভাব দেখিয়া সুখলা দ্ৰুমতি। কহিতেলাগিলা তবে পদ্মাবতী অরে পুত্রহীনে দেবকি বিরামে। রে রে রুক্মিণী দুর্ভগে সত্য ভামে ॥ হে জাম্ববত্যাদি অর্ব্বাচীনা সব। দেখ২ এই স্নেহের বৈভব ॥ অতঃপর নিজ২ অভিমান। ত্যাগকর নাহি দেহ দেহে স্থান ॥ শ্রীযশোদা শ্রীরাধিকাদি গোপীর। কামনা করিয়া দাসীত্ব প্রাপ্তির ॥ তপস্যা করহ উত্তম প্রকার। কহিলাম আমি এই বাক্যসার ॥ বৃদ্ধার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিলা। প্রথমে দেবকী অভিজ্ঞা কহিলা ॥ তুমিহ সমস্ত জগত আধার। যিনি হন প্রভু আধার তোমার ॥ অরে মূর্খে বুদ্ধিহীনে শুন এই নন্দাদি বিষয় কৃষ্ণ প্রেম যেই ॥ নহে সেই অসম্ভাবনা কখন তাহাতে আশ্চর্য্য কিবা মানমন। পূর্ব্বজন্মে বসুদেবের সহিত। করিলাম বহু তপস্যা নিশ্চিত॥ ভগবান তুল্যপুত্র আমা দের। জন্মুককামনা করিয়া মনের ॥ বরদগণের ঈশ্বর ইভাতে আমাদের পুত্র হইলেন তাতে ॥ নন্দ যশোমতী বৃন্দাস্ত্রে

প্রার্থনা। কৈলা কৃষ্ণে ভক্তি প্রেমের লক্ষণা॥ ব্রহ্মা ভক্ত শ্রেষ্ঠ তাঁর দত্তবর। কৃষ্ণদত্তবর হইতে প্রবর॥ তাহাতে শ্রীনন্দ যশোমতী আর। সহ ব্রজবাসি নিজ পরিবার॥ আমাদেরো হইতে মহিমার সীমা। পাইলেন তাঁরা জগতে গরিমা॥ শ্রীনন্দ যশোদা অতি স্নেহভরে। কৃষ্ণের পালন বহু যত্নে করে এহেতু কৃষ্ণের তাঁহাদের পর। এতাদৃশ ভাব উপযুক্ত তর॥ মম প্রিয় সেই হয় অতিশয়। কহিলাম তত্ত্ব তোরে রে নিশ্চয়॥ শ্রীরুক্মিণী দেবী হর্ষের সহিত। কহিতে লাগিলা করি সবিদিত॥ ভক্ত সকলের যে বাক্য শ্রবণে। প্রেম বৃদ্ধি হয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥ যথা শ্রীরুক্মিণী বাক্যং॥

যা ভর্ত্তৃ পুত্রাদি বিহায সর্ব্বং লোক দ্বয়ার্থং নি-
পেক্ষ্যমানাঃ। রাসাদিভিস্তাদৃশ বিভ্রমৈস্ত্বদীত্যা
ভজং স্তত্র তমেন মার্ত্তাঃ॥

যে গোপিকা গণ সকল ত্যজিয়া। স্বামি পুত্র মিত্র প্রভৃতি করিয়া॥ ইহ পরলোক যতেক সাধন। তাহার অপেক্ষা না করিয়া মন॥ অতি ব্যগ্রা বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে। এই কৃষ্ণে সুমধুর বিভূষণে॥ পরম রহস্য অযোগ্য প্রকাশে। এমত প্রকারে মধুরিত আশে॥ অনির্বচনীয রাসাদি বিলাসে। ভজিলেন সবে কৃষ্ণ সুখ আশে॥ তথা॥

অতোহি যানো বহুসাধনোত্তমৈঃ সাধ্যস্য চিন্তস্যচ
ভাবয়োগতঃ। মহাপ্রভোঃ প্রেম বিশেষ পালিভিঃ
সত্সাধন ধ্যান পদত্ব মাগতঃ॥

আমাদের বহু উত্কৃষ্ট সাধনে। সাধ্য ভাব যোগে

চিন্ত্য সর্ব্বক্ষণে॥ সে কৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমের। শ্রেণীতে করিয়া উত্‌কৃষ্ট তরের॥ সাধ্য সাধনের পদত্ব প্রাপিকা। তাদৃশ ভজনে হইলা গোপিকা॥ তথাচ॥

তৈস্যৈস্যহি ধর্ম্ম কর্ম্ম সুত পৌত্রাগার কৃত্যাদিষু ব্যগ্রাভ্যে অদথা দরৈঃ পতিতথা সেবাকরী ভ্যো ধিকৈঃ। যুক্তো ভাববরো নমত্ পরপদং চোদ্বাহ ভাগ্‌ভ্যো। ভাবেবত্ সশ্লাদ্‌য়ো্যথচ মত্‌প্রভেঃ প্রিয জন,ধীনত্ব মাহাত্ম্যকৃত্ ॥

গোপীগণ হৈতে অন্তর অনেক। আমাদের আছে শুনহ প্রত্যেক॥ গোপীগণ হন ইহ পরকাল। অশেষ অপেক্ষা রহিত নিস্কাল॥ আমরা সুব্যগ্র ধর্ম্ম কর্ম্মসুত। পৌত্রাগার গৃহ কার্য্যাদি সংযুত॥ তাঁরা রাসক্রীড়া আদি সুবিলাসে। ভজিসেন কৃষ্ণে অতি প্রেম আশে॥ আমরা স্বামিত্বে করি-যা আদর। সেবামাত্র তাঁর করিযে অন্তর॥ উপপত্য ভাবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে। নানা বিলাসেতে ভজেন আনন্দে॥ আম-রা বিধান মত বিবাহিতা। গার্হস্থ্য ধর্ম্মোতে ভজিযেবিদিতা॥ অতএব গোপীগণে ভাববর। শ্রীকৃষ্ণের অতিশয নিরন্তর॥ আমাদেরো ইহতে অধিক যে হয। উপযুক্ত তম সেই সুনিশ্চয॥ অতএব তাহে মাত্সর্য্য বিষয়। আমাদেরকদাচিত না হিহয॥ অতি শ্রেষ্ঠে নহ নিকৃষ্ট জনের। সপত্নীত্ব ভাব হইবে কিসের॥ স্বামিনী গণের সহিত যেমন। দাসী সকলের নাহয বিমন॥ অথচ সেভাববর শ্লাঘ্যনীয। নিরন্তর হয অনির্ব্বচনী য॥ আমার প্রভুর প্রিযজনাধীন। মাহাত্ম্য কারক স্নেহয

প্রবীণ॥ তবে জাম্ববতী আদি দেবীগণ। শুনি শ্রীরুক্মিণীদে-বীর বচন॥ সাধু ও বলিয়া তখন। করিলেন সকলে অনুমোদন॥ সত্যভামামাত্র তাহানা সহিলা। মানগৃহে শীঘ্র প্রবেশ করিলা॥ শ্রীউদ্ধব এইপর্য্যন্ত কহিয়া। রহিলেন তবে বিরাম করিয়া॥ শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা সক্রোধিত। তাহাতে শরীর হইল কম্পিত॥ শ্রীযশোদাজনাঃ প্রাণ নাথা যাঁর। তাঁদের প্রেমের হয় আজ্ঞাকার॥ সেই গোপীজনে মাৎসর্য্য বচন সহিবারে নারে শ্রীকৃষ্ণ কখন॥ অতএব সত্যভামার মাৎ-সর্য্যে। কহিতে লাগিলা অতিক্রোধ চর্য্যে॥ মূর্খরাজ সত্রাজিত নরপতি। তাহার কন্যার সেইমত মতি। যাহ ওরে দাসী সকল ত্বরায়। ধরিয়া তাহারে আনাহ এথায়॥ শ্রীগোপাল নারী রতিতে রসিক। স্বামীরে দিবারে আনন্দ অধিক পরম বিদগ্ধ চূড়ামণি ভাবে। প্রিয়ামান ভঙ্গেসুখী অভিপ্রাযে করিয়াছিলেন অভিমান রাম॥ বিদগ্ধা মধ্যেতে শ্রেষ্ঠা সত্যভামা॥ দাসীদের প্রতি সেমত আদেশ। কৃষ্ণের শ্রবণ করিয়া বিশেষ॥ মান সময়াদি অভিজ্ঞা তখন। বিচক্ষণা ত্যজি ভূমির শয়ন। উঠি অঙ্গ ধূলি করিয়া মার্জন। শীঘ্র করিলেন তথা আগমন॥ অসময়ে মানে প্রবৃত্তে লজ্জিতা। স্বামির ক্রোধেতে হৈয়া ভয়ান্বিতা। স্তম্ভ আড়ে নিজদেহ লুকাযিতা। রহিলেন সত্যভামা অবিদিতা॥ সৌরভ্য বিশেষ লক্ষণেতে জানি। ক্রোধাবেশে কৃষ্ণ ব্যক্ত কহে বাণী॥ অরে সত্রাজিতদুর্ব্বুদ্ধির সুতে অরে অতিশয় ক্ষীণ চিত্ত যুতে॥ সুর তরু হৈতে পুষ্প পারিজাতে। নারদ আনিয়া দিলেন আমাতে॥ সে কুসুম আমি

রুক্মিণীরে দিলে। সেকারণমানয়েমত্তকরিলে॥ শ্রীরাধিকা আদি ব্রজজনপরে। আমাদের প্রেম হয়তনির্ভরে॥ সে অতি প্রণয় হইতেও মান। করিতেছ তুমি তেমত বিধান॥ না জানহ কিবা আমারেঅবরে। ব্রজজনেচ্ছানু সারী নিরন্তরে॥ তোমা আদি দারাপুত্রাদি ত্যজনে। ভদনাহি মানে ব্রজজন মনে যদি মানে ভদ্র ত্যজিলে সকল। তোমারি শপথ করিয়ে প্রবল॥ সত্য২ কহি তবে এইক্ষণে। করি আমি শীঘ্র সকল ত্যজনে॥ স্তুতিকরি ব্রহ্মা যে কহিলচয়। বৃদ্ধপ্রামাণিক বাক্য মিথ্যা নয়॥ তথাচ দশমস্কন্ধে॥

এষাং ঘোষ নিবাসিনা মুত ভবান্ কিংদেব রাতেতি ন শ্চেতো বিশ্ব ফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্ মুহ্যতি। সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বমেব দেবা-পিতা যদ্ধামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্ম তনয় প্রাণাশয়া স্তুত্কৃতে॥

তাঁদের প্রত্যুপকারে সক্ত নই। অতএবমহাঋণী আমি হই॥ যদ্যপি তাঁদের প্রীতের কারণে॥ গমন করিয়া থাকি বৃন্দাবনে॥ তথাপিহ কিছু স্বাস্থ্য যেই হয়। বিচারিয়া হেন মনে নাহিনয়॥ আমার দর্শন মাত্রে সুগম্ভীর। প্রেমের উদয় হইবেক স্থির॥ তাহাতে পরম সম্ভ্রমে বিকলে। হইবেন সুনিশ্চিত সে সকলে॥ স্বেদকম্পাদিক সাত্ত্বিক বিকার। অতিশয় দেহে হইবে প্রচার॥ তাহাতে অত্যন্ত মোহিত হইবে। বাহ্য বৃত্তি মাত্র কিছু নারহিবে॥ মূর্চ্ছতেহ নাহি স্ফূর্ত্তির বিরাম। শ্রীগোপীগণের সত্য কহিলাম॥ আপনারে দেহ দৈহিকাদি

আর। পতি পুত্র গৃহ কার্য্যের প্রকার ॥ গোপীজন সব কিছুই নাজানে। সে সম্বন্ধি অন্য কার্য্য কোনখানে ॥ অতএব বিনা বাহ্যানুসন্ধানে। স্বাস্থ্য তাঁহাদের নাহি হবে প্রাণে ॥ যদি কহ মোহে নহে অন্য জ্ঞান। মম স্ফূর্ত্তি মাত্র থাকয়ে সন্ধান। স্ফূর্ত্তি দ্বারে বাহ্যে হয়ত দর্শন। বিগাঢ় প্রেমের এইত লক্ষণ। ফলাধিক তর তোমার দর্শনে। অবশ্যই স্বাস্থ্য হবে গোপীজনে ॥ সত্যবটে তথাপিহ তাহাদের। দুঃখ বিশেষ বিশিষ্ট মানসের ॥ সদ্য স্বাস্থ্য চিত্ত নিশ্চিত নাহয়। কিম্বা ভাবি বিরহের শঙ্কা রয় ॥ দেখিলেহ মোরে করি অনুভব। সাম্য নাহি হবে সেই সব ॥ আমার বিচ্ছেদে যেই চিন্তাগণ। তাহে আকুলিত তাহাদের মন ॥ যেমত বহুল উপবাস পর। ক্ষীণধাতু অতি ক্ষুধাতুর নর ॥ অন্ন পাইলেই অস্বাস্থ্য নায়ায। কিন্তু তাহা ভোজনেতে শান্তিপায় ॥ সদ্য নহে তাহাতেহ ক্রমে হয়। সেইমত দৃষ্টিমাত্রে স্বাস্থ্য নয় ॥ ক্রিড়াদিক দ্বারে চির সম্মিলনে। তাহাদের দুঃখ শান্তি হয় মনে ॥ আবশ্যক নানা কৃত্য সমুচ্চয়ে। ব্যগ্রহেতু মোর চির বাসনয়ে ॥ ভাবি বিরহের করিয়া চিন্তনে। তাঁহাদের স্বাস্থ্য নাহি হবেমনে ॥ তাঁহাদের হর্ষনিমিত্ত বিধান। যাহাহ আমি করিয়ে নির্ম্মাণ ॥ তাহে শ্রীরাধাদি গোপীকাগণের ॥ সদ্য হয় দুঃখ দ্বিগুণ মনের। না দেখিলে আমারেত সুনিশ্চয়। প্রদীপ্ত বিরহ বহ্নি জ্বালা হয় ॥ তাহাতে বিকলা হইয়া নিশ্চিত। মোহে মৃতাতুল্য হয়ে কদা চিত ॥ কখন উন্মাদ হতাইব হয়ে। বহুবিধ ভাব মধুর ভজয়ে। আমার পরম স্নিগ্ধামল শ্যাম। কান্তির সদৃশ অন্ধকার ধাম ॥

শ্রীগোপিকা জন দেখেন যখন। আমা বুদ্ধি তাহে করিয়া তখন॥ সচুম্বন তাহে করে আলিঙ্গন। যাহে নিরন্তর সপ্রণয় মন॥ আমার লীলার ভঙ্গি কোন জনে। বর্ণিব অযোগ্য সকলে শ্রবণে॥ অতএব বৃন্দাবনে মমস্থিতি। জানিযে সতত সমান অস্থিতি॥ মম সন্দর্শনে হয়েন বিকলে। অন্তর্দ্ধান হই তাহাতে বিরলে॥ অদর্শনে পুন ব্যাকুল দেখিয়া। সাক্ষাৎকার হই সত্বর করিয়া॥ কোনমতে স্বাস্থ্য শ্রীগোপীজনার। না করিতে পারি অস্বাস্থ্য আমার॥ অতএব মহাঋণিত্ব আমার। সং সিদ্ধ আছে শ্রীগোপীজনার॥ অতএব বৃজে না করি গমন। শুন তোমাদের বিবাহে কারণ॥ শ্রীগোপিকাগণ বিরহে যখন। মথুরা নগরে ছিলু নিবসন॥ বিবাহ করণে তথা কোন ক্ষণে॥ কোন ইচ্ছা মম নাহি ছিল মনে॥ ওহে মানিনি নতুবা মথুরায়। করিতাম আমি বিবাহ তথায়॥ তবে অতিব্যগ্র মানস হইয়া। স্বয়ম্বরে ভীষ্ম নন্দিনী হরিয়া॥ করিলাম সে বিবাহ যে কারণ॥ তাহা কহি ব্যক্ত করহ শ্রবণ॥ আমারে না পাইয়া শ্রীমতী রুক্মিণী। প্রাণ ত্যাগে বাঞ্ছা করিলেন ইনী॥ আপন আর্ত্তির বিজ্ঞপ্তি লিখন। করিলেন বিপ্র হস্তেতে প্রেরণ॥ মমাজ্ঞাতে পত্রী পড়িলা ব্রাহ্মণ। শুনিয়া ত্বরা করিলাম সেইক্ষণ॥ জরাসন্ধ শিশুপাল আদিকরি। মহাদুষ্ট নৃপ শ্রেণি দর্প হরি। রুক্মী প্রভৃতিরে যুদ্ধে করি জয়। দেখিতেছে যত নরপতিচয় তার মধ্যে হৈতে হরিয়া ইহায়। হস্তিন হইতে আনি দ্বারকায় আবশ্যক কৃত্যে করিলু বিবাহ। নহে মনঃপ্রীতি হেতু সে নির্ব্বাহ। শ্রীগোপীগণের সাদৃশ্য কিঞ্চিৎ। রুক্মিণীতে আমি দেখিয়া

বিদিত ।। মহাশোকার্ত্তি জনক সে দর্শনে । আধিক্যেতে স্মৃতি হইল গোপীগণে ।। তাহাতে পরম আকুলিত মন। হই লাম অতি ব্যগ্র সর্ব্বক্ষণ ।। ষোড়শ সহস্র শতাধিক মত। নন্দ ব্রজ কুমারিকাগণ যত ।। পতিত্বে আমারে প্রাপ্তির কারণ কাত্যায়ণী ব্রত কৈলা আচরণ ।। তাঁহাদের কিছু দেখি নিদর্শন। কিছু সুস্থ করিবারে নিজ মন ।। তোমাদিগে ভাবতেরে দ্বারকায়। করিলাম আমি বিবাহ এথায় ।। অহো হে ভামিনী শুনহ বিদিত। ব্রজের সে সব সুখ সুনিশ্চিত ।। মহিমার সহ আমারে ত্যজিল। নিজোচিত স্থানে ব্রজেতে রহিল ।। পরমা নির্ব্বাচ্য পরম মোহন। শ্রীমন্নন্দ আদি ব্রজবাসিজন ।। তাহা দের সঙ্গে যেসব বিহার। চিত্র হৈতে চিত্র চিত্ত চমৎকার ।। তাহাতে আনন্দ সাগরে তরঙ্গে। মন মগ্ন নিত্য থাকিত সুরঙ্গে ব্রজভূ সম্বন্ধি তত্রকালে স্থিত। দিবা রাত্রি কিছু নাজানিলাম বিদিত ।। পুতনা প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণ। অবহেলে আমি করিল মারণ ।। মহা ভয়ানক কালিয় দমন। করি হ্রদে হৈতে কৈলু নিঃসারণ। অতি উচ্চতর গিরি গোবর্দ্ধন। রাম হস্তে আমি করিলু ধারণ।। বাল্য ক্রীড়া কৌতুকেতে এসকল। করিলাম যাহে আনন্দ প্রবল ।। অনির্বচনীয় সন্তোষ সাগরে। আমি হইলাম নিমগ্ন নির্ভরে ।। ব্রহ্মা ইন্দ্র নারদাদি আসি সবে। করিলে আমারে নানাবিধ স্তবে ।। তাদের দর্শনে আর সংস্মরণে। দুঃখ মানি দেব কার্য্য বিস্মরণে।। সৌন্দর্য্য লাবন্য রূপ নিরূপমে। মদন মোহন বেশের সুষমে ।। পূর্ব্বে যাহা কভু না কৈলু বিদিত। তাহে সর্ব্ব বিশ্ব কৈলু সম্মোহিত ।। মহাপ্রেম

ভরে মোহিল জগত। সমাধি সুখেতে নহে অভিমত ॥ সদা অনুরাগ রস স্বাদ মন। দূরেতে থাকুন ব্রজবাসি জন। গোপ সব আর শ্রীগোপিকাগণ। প্রেমভরে করি রূপাদি দর্শন॥ বিমোহিত তাঁরা হয়েন উচিত। তাহা কিবা আমি কহিব বিদিত আকাশ বিমানে বিধি রুদ্র আর। ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ সুবিস্তার মুনি ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ। বিদ্যাধর সহ অপ্সরের গণ গাবী বৃষ বৎস মৃগপক্ষি সব। বৃক্ষ গুল্মলতা তৃণ নবোদ্ভব নদী গিরি বন যত চরাচর। সচেতন অচেতন সবিস্তর॥ তথা য আকাশে স্থিত জলধর। বায়ুবশগত বায়ুসে অপর॥ সবে প্রেম প্রবাহোত্থিত বিকারে। রুদ্ধিত হইয়া বিবিধ প্রকারে ত্যজি নিজ নিজ স্বভাব সকলে। পরিবৃত্তি গুণ পাইলা প্রবলে ব্রহ্মা আদি দেব অতি জ্ঞানবান। অনিশ্চিত তত্ত্ব হৈয়া মোহ পান॥ পশু সকল পরম জ্ঞানিভাব। পাইল যেমত সমাধি প্রভাব। স্থাবর কম্পেতে জঙ্গমের গুণ। জঙ্গম চেতন হরি স্থির পুন॥ যমুনার জল হয় শিলাময়। শিলা দ্রবীভূত হৈয়া জলহয়॥ করিতেছি আমি স্তুতি প্রেম ভরে। নানামিহ এই প্রকার অন্তরে॥ সত্য কি অসত্য এসব কথন। এই কালিন্দীরে কর জিজ্ঞাসন॥ ব্রজ জন সহ স্বচ্ছন্দবিলাস। আনন্দের যিনি সাক্ষিণী প্রকাশ॥ সম্প্রতিক পরিহাস বাক্য আর। নানাক্রীড়া সিন্ধুজলাদ্যে বিহার। অতূহল এথা করিয়া অনেকে। নিজ জ্ঞাতি যদুগণেরে প্রত্যেকে॥ ব্রজবাসি তুল্য প্রেম অসাধারে। নাহি হইশক্তি প্রাপ্ত করাবারে॥ গোপিকার মান চিত্তআকর্ষক। যাহাতে আনন্দ বাড়ে বিশেষত॥ তোমা

সকলের মানের ভঞ্জন। দুষ্কর আমার হইল এখন ॥ অত-
এব আমি বাধিত লজ্জায়। অতি প্রিয়া বংশী ত্যজিলু এথায়॥
ইথে বুঝ যথা স্থান যে আমার। আবির্ভাব হয় মহিমা বিস্তা
র॥ লীলা করেচ্ছা তেমত প্রকার॥ স্থান বিশেষেতে হয়ত
প্রচার॥ হায়২ আমি শ্রীব্রজ ভুবনে। য়েই সবলীলা কৈলু আচ
রণে॥ দূরেতে থাকুক সেই লীলাগণ। অশক্ত করিতে এথা
নিরূপণ॥ য়দি কর তাহা বিনা নিরূপণ। কদাচন নাহি হয়ত
শ্রবণ॥ তাঁহাতে সুপ্রেম রস বিস্তারণ। তব অবতার মুখ্য
প্রয়োজন॥ কলিতে সম্পন্ন হইবে কেমনে। তাহার উত্তর কর
হ শ্রবণে॥ সুপ্রসিদ্ধ এক ব্যাসের নন্দন। ব্রজলোক তুল্য মম
প্রিয় হন॥ ব্রজবাসি সম মহাপ্রেম ভর। প্রভাবেতে অতি
গদ্গদ অন্তর॥ মম বাল্যলীলা প্রভৃতি কিঞ্চিতে। কহিবেন
শিষ্যবরে পরীক্ষিতে॥ করিলু য়াহার জীবন রক্ষণ। নিরূপম
তার হয় গুণগণ॥ এমতে পরম গোপনীয় ভাষ। হইবেক কলি
কালেতে প্রকাশ॥ য়েই স্থানে বক্তা শ্রোতা সে প্রকারে। হই
বেক প্রভাবেতে তথাকারে॥ কলি কালেতেও কোন২ স্থানে
সে রস সঞ্চার হবেক আখ্যানে॥ এইমত ব্রজ ভাগ্যের বৈভব
ক্রোধাবেশে কহিতেছেন মাধব॥ মহার্ত্তি রোদন ভাব পুন
র্ব্বার। পুর্ব্বমতে কিবা হইবেক তাঁর॥ এ আশঙ্ক মনে করি
মন্ত্রিবর। মহিষীগণেরে সঙ্কেতিলা পর॥ সত্যভামা সহ রুক্মি
ণী প্রভৃতি। তথা হৈতে করিলেন অভিসৃতি। উদ্ধব প্রভুর চরণে
ধরিয়া। রোদনের সহ বিনয় করিয়া॥ নানা প্রকারেতে ভবে
স্তুবিলেন। অল্পে২ তাঁরে শান্ত করিলেন ॥ প্রভুর ভোজন

নিমিত্তে ত্বরিতে। অন্নপাণ আদি দ্রব্যাদি সহিতে॥ শ্রীদেবকী শ্রীরোহিণী দেবী আরে। আনিলেন শ্রীউদ্ধব তথাকারে॥ কৃত স্নান বলদেবে ততঃক্ষণ। সেই স্থানে করাইলা প্রবেশন বিজ্ঞাপন তবে প্রভুরেকরেণ। দ্বারান্তেনারদ দাঁড়ায়্যা আছেন শুনি সর্ব্ব অন্তর্যামি প্রভুবর। নারদের সব জানিযা অন্তর॥ অনর্থোবযক চেষ্টানারদের। তাহেনাহিহইলউত্‌পন্নক্রোধের নন্দব্রজজন মহিমাতিশয। প্রকট করণে যেহেতু আশয॥ শ্রীনন্দ নন্দন কহেন হাসিযা। অদ্যকে রাখিল তাঁরে নিরো-ধিযা। প্রত্যহ যেমত অবারিত দ্বার। নারদ আস্যেন নিকটে আমার॥ তেমত না আস্যেকেন এথাকারে। দ্বারী কেহনাহি নিবারিবে তাঁরে॥ শ্রীউদ্ধব তবে ঈষৎ হাসিযা। কহিতে লা-গিলা প্রাঞ্জলি হইযা॥ অপরাধ ভয়ে নিরুদ্ধ আছয়ে। অতি প্রেমভার সুলজ্জিত হযে॥ তবে শ্রীব্রহ্মণ্য দেব অগ্রে গিযা আনিলা নারদে হস্তেতে ধরিযা॥ কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র। হে আমার প্রীতি উত্‌পাদনে ব্যগ্র॥ ওহে শ্রীনারদ মহা সুহৃত্তম। করিলে আপনি অতি হিত মম॥ হেরসিকো ত্তম লজ্জা নাহি কর। এ স্বভাব রসিকের নিরন্তর॥ যহিকহ মহামোহ উত্‌পাদনে। বহুদুঃখ দিলে হিত কোনক্ষণে॥ তাহে শুন প্রিযজনেরবিরহে। দাবানল তুল্য বেগ সুদুঃসহে॥ দুরন্ত শোকের আবেশেতে হয। অন্তরে সন্তাপ জন্মে প্রেম মব দুঃখ মত বৈক্লব্যতা অতিশয। প্রথমে যদ্যপি সুগাঢ় জন্মায তথাপিহ সেই দুঃখের পশ্চাতে। অথবা তাহার পরিপাক সাতে॥ যে প্রমোদ রাশি স্ফূর্ত্তি হযতায। মিলনের সুখ হৈতে

শাঘ্য পায় !! ব্রহ্মানন্দ হৈতে কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ! নিরন্তর হয় তাহে মম প্রেষ্ঠ।। সুনিশ্চিত মনোরম অতি প্রিয়। তাদৃশ রসিক জন জ্ঞাপনীয়।। বিরহজ শোক দুঃখ শান্তি পরে। চিত্ত সুপ্রসন্ন সম্পূর্ণ ভাব ধরে।। সংপ্রাপ্ত সম্ভোগ মহাসুখে যেন। সম্পন্নের তুল্য থাকে সদা তেন।। সেইমত ভাব বাঞ্ছে পুনর্ব্বার। দুঃখ মধ্যে সুখ মানে বহুবার।। প্রিয়তম বিরহিজনের মনে। সে ভাব অভাব নাহয় কখনে।। কোন মতে যদ্যপি অভাব হয়। পরম দুঃখিত চিত্ত তাহে রয়।। হিমে জাড্যতম পদাদি শরীরে। অগ্নি স্পর্শ জ্ঞান হিমে হয় ধীরে।। মিথ্যা সে অনল স্পর্শন প্রত্যয়। পরম জাড্যতা মাত্র সত্য হয়।। সেইমত মিথ্যা দুঃখের প্রতীতি। সুখের সমূহ তাঁহে জান নিতি।। যাহাদিগে নাহি আমার বচন। রুচে তাহাদের মতের কখন।। বিরহে ভাবনা সে প্রিয়তমের। স্মরণদ গাঢ় উপকারী হের।। কোন মতে প্রিয়জনের স্মরণ। জীবন দানের পরম কারণ।। প্রাণাধিক প্রিয়গণ বিস্মরণ। কখন হৈলে সে সুনিন্দ মরণ।। আপন জীবন তুল্য প্রিয়জনে। কদাপি সম্ভব নহে অস্মরণে।। তথাপিহ কোন বিশেষ কারণ। স্মৃতি হয় অতি হর্ষের জনন।। যেন মহোৎসব সহিত জীবন। প্রকৃষ্ট হর্ষের হয়ত কারণ।। মহোৎসব প্রিয় সুখেতে রহিত। জীবনে না হয় প্রহর্ষ নিশ্চিত।। দারিদ্র্যাদি দুঃখে অতিশয় শোক। জীবনেতে প্রাপ্ত হয় যত লোক।। সেইমত প্রেম বিনা সুনিশ্চিত প্রিয়জন গণ স্মরণ বিদিত।। এ প্রকার অদ্য মহা উপকার। করিলে আপনি সম নাহি যার।। অতি প্রেম সহ গোপীর

স্মরণ। করাইলে তুমি আমারে এক্ষণ ॥ সে কারণে আমি অতিশয় প্রীত। তোমার উপর হইলু নিশ্চিত ॥ ওহে শ্রীনারদ শুনহ বচন। নিজাভীষ্ট কর করহ গ্রহণ ॥ পরীক্ষিত কহে শুন গো জননী। শুনি মুনি এই বাণী ততঃক্ষণি ॥ জয়ও কহি উচ্চস্বরে। সুমধুর বীণা গীতে স্তবকরে ॥ শ্রীগোকুল জন মনো মহোত্সব। শ্রীযশোদা নন্দকুমার কেশব ॥ শ্রীগোপ গোপিকা জন প্রিয়তর। শ্রীরাধিকা আদি গোপী মনোহর ॥ মুরলী বাদন সুস্মিত বদন। পীতাম্বর বনমালা সুশোভন ॥ শ্রীরাধিকা মান ভঞ্জন কারণ। নিরন্তর অতিশয় ভীতমন ॥ রাধাকুণ্ড তীর কানন বিলাসি। গোপীগণ মন চোর মৃদুহাসি ॥ শ্রীরাধারমণ মদন মোহন। শ্রীরাস বিলাসী বংশীবিধারণ ॥ ইত্যাদি শ্রীব্রজ ক্রীড়াতে উত্থিত। গুণ নাম আদি সুখদ নিশ্চিত ॥ উচ্চমিষ্টস্বরে করিয়া কীর্ত্তন। বরপ্রদ কৃষ্ণ করিলা স্তবন ॥ স্বয়ং প্রয়াগের দশাশ্বমেধীয়। তীর্থাবধি দ্বারাবতী পর্য্যন্তীয় ॥ সহ বিপ্রাদির সম্ভাষ বিষয়ে। করিলা ভ্রমণ অতিব্যগ্র হয়ে ॥ শ্রীমদনুগ্রহে পূর্ণার্থতা পাই। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুখে শুনিবারে চাই ॥ পরম উত্তম দাতা শ্রেষ্ঠতরে। অনিন্দ্য মাগিলা অতি হৃদ্য বরে ॥ তথাহি বরং ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কস্যাপি তৃপ্তিরস্তু কদাপি ন। ভবতোনুগ্রহে ভক্তৌ প্রেম্নি চানন্দ ভাজনে ॥

হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কখন কাহার। তৃপ্তি নাহি হয় কৃপাতে তোমার ॥ ভক্তি আর প্রেম আনন্দ ভাজনে। কারো তৃপ্তি নাহি হয় কদাচনে ॥ এত শুনি কৃষ্ণ কহিছেন পুন। বিদগ্ধ সবার

আচার্য্য। হে শুন ॥ কিবা বর তুমি করিলা প্রার্থন। অনর্থক ইহা শুনহ কারণ॥ মম কৃপা ভক্তি প্রেমের স্বভাব। এই রূপ নিত্য হয়ত প্রভাব॥ শ্রীপ্রযাগ তীর্থ আরম্ভ করিয়া। ইত-স্ততো বহু ভ্রমিয়াছ॥ সর্ব্বত্রেতে আর দ্বারকা ভুবনে। যে দেখিলা আর করিলা শ্রবণে॥ সকলে সংপ্রাপ্ত সর্ব্ব অর্থ হয জগত জনার নিস্তারকাশয॥ সকলে আমার কৃপার বিষয কিছু তারতম্য কেবল আশ্রয॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব হৈতে সে উত্তরোত্তর। জানিহ ক্রমেতে হয শ্রেষ্ঠতর॥ এমতে সকল হইতে শ্রেষ্ঠতা। শ্রীরাধিকা দিতে পর্য্যবসিততা॥ তারতম্য থাকিতেহ স্বস্বরস। জাতীয সুখেতে পূর্ণিত মানস॥ তথাপি তাঁদের মধ্যে কোন জন। কোন মতে তৃপ্তি না পায কখন নিজং অসৌভাগ্যের বর্ণনে। করে সবে নিজ ন্যূনতা স্থাপনে অতএব বুঝ করিয়া বিচার। কৃপা দিতে তৃপ্তি নাহিক কাহার এহেতু অভিষ্টতর বরগণ। আমাহৈতে মুনি করহ গ্রহণ শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে তাঁর ভক্তগণ। কদাচিত নাহি হয তৃপ্তি মন সাক্ষাত্ কৃষ্ণ মুখে এই সুবচন। শুনি মুনিবর হৈলা হর্ষমন নৃত্য করি বস্ত্র প্রসারি যেমত। অন্নাদিক মাগে ভিক্ষুক তেমত অঞ্জলি বান্ধিয়া সাধুবর দ্বয। চাহি দাতা শ্রেষ্ঠ নারদ কহয হে নিজ পর্য্যন্ত দানেও অতৃপ্ত। ভক্তজনে অতি কৃপাসার দৃপ্ত অধ্যযণাদিক আমার আযাস। কিবা প্রযাগাদিভ্রমণ প্রযাস সকল সফল ইদানী হইল। তব মহা কৃপা পাত্র সে জানিল তব কৃপাসার করুণার পাত্র। মহাভগবতী গোপীগণ মাত্র সাক্ষাৎ করিলু অনুভবোদিত। এইবর প্রাপ্ত হইলু নিশ্চিত

অনুগ্রহ এই উত্তম আমারে। জানিলাম যেইতব কৃপাসারে তথাপি হৃদয়ে চিরকাল স্থিত। ওহে উদারেন্দু মাগিয়ে কিঞ্চিত।। তথাহি।

পায়ং পায়ং ব্রজজনগণ প্রেমবাপী মরাল শ্রীমন্নামা
মৃত মবিরতং গোকুলাব্ধ্যুত্থিতং তে। ত্বদ্বেশা
চরিত নিকরো জ্জৃম্ভিতং মিষ্ট মিষ্টং সর্ব্বান্ লোকান্
জগতি রময়ন্মত্ত চেষ্টাভ্র মাণি।।

বৃন্দাবন জনগণ প্রেমসার। দীর্ঘকার রাজহংস সুবিহার অবিরত তব শ্রীমন্নামা মৃত। গোকুল সাগর হইতে উৎকৃত অনির্বচনীয় বেশ আচরিত। সকল হইতে যেই উজ্জৃম্ভিত অর্থাৎ শিখিপিচ্ছ মৌলি বিহরণ। গুঞ্জা অবতংস কদম্বভূষণ পূতনা প্রাণপ শকট ভঞ্জন। যশোদা বৎসল শ্রীনন্দ নন্দন ব্রজ জনানন্দ গোপী মনোহর। ইত্যাদিক নাম অমৃত সঞ্চর অন্য নামাদিক হৈতে মিষ্ট মিষ্ট। নিরন্তর পানকরি করি ইষ্ট জগতে সকল লোকে সুখদিয়া। মত্তচেষ্ট যেন বেড়াই ভ্রমিয়া।। তথাহি।

ত্বদীয়া স্তাঃ ক্রীড়াঃ সকৃদপি ভুবোবাপি বচসা দৃশা
শ্রুত্যাঙ্গৈরাস্পৃশতিকৃতধীঃকশ্চিদপিয়ঃ। সনিত্যং
শ্রীগোপী কুচ কলস কাশ্মীর বিলস ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বে
কলয়ত্ত তরাং প্রেম ভজনং।।

বৃন্দাবন সম্বন্ধিনী ক্রীড়াতব। বাক্য চক্ষু কর্ণ অঙ্গ দ্বারা সব।। নিশ্চয় বিশ্বস্ত মতি যেইজন। একবার তাহা করয়ে স্পর্শন।। বাক্য দ্বারা স্পর্শ ক্রীড়ার কীর্ত্তন। চক্ষু দ্বারা ক্রীড়া

স্থানের দর্শন ॥ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি যেই। বৃন্দাবন ক্রীড়া বিজ্ঞাপক সেই ॥ তার স্পর্শ অঙ্গক্রীড়ার স্পর্শন। বারেক ভক্তিতে করে যেইজন ॥ শ্রীরাধাদি স্তন কলস কুঙ্কুমারে শোভিত ত্বদীয় পদ দ্বন্দ্বাচরে ॥ প্রেমের সহিত ভজন সেজন নিশ্চল প্রত্যহ করুক লভন ॥ ততঃপরে, কৃষ্ণ শুনি এসকল। আদরে প্রসারি শ্রীহস্ত কমল ॥ এবমস্তু ইতি সানন্দে সত্বর। গোপীনাথ কহিলেন দিযাবর ॥ তাহে মহাপরানন্দের সা-গরে। অতিশয় মগ্ন হৈয়া মুনিবরে ॥ বহুবিধ করি নর্ত্তন। কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণেরে করিলেন সুখিমন ॥ নারদ মুনিরে লইযা তখনে। শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে ॥ পরমান্ন পেয় দ্রব্যাদি সহিত। দেবকী রোহিণী দৃষ্ট মিষ্টামিত ॥ শ্রীরুক্মিণী পরিবেশন করেণ। সত্যভামা দেবী তাঁরে সখীজন ॥ তব-প্রিয় ইহা করহ ভোজন। উদ্ধব এরূপে করাণ স্মরণ ॥ জাম্ব-বতী আদি মহিষী সকল। অর্পণ করেণ সুশীতল জল ॥ ভোগ দ্রব্য প্রশংসন সুবীজন। অগুরুধূমাদ্যে করেণ রঞ্জন ॥ এই মতে সুখে করিয়া ভোজন। করিলেন সকলেতে আচমন ॥ গন্ধমাল্যে কৈলা মুনিরে মণ্ডিত। নানামত অলঙ্কারেতে ভূষিত ॥ সমাদর বহু তাঁরে করিলেন। তবে মুনি শ্রীমাধবে কহিলেন ॥ প্রয়াগে আছেন মোর অপেক্ষায়। মুনিগণ করি বিলম্ব তথায় ॥ তথা যাযা তাঁহাদিগে কৃতার্থিব। যদ্যপি প্রভুর অনজ্ঞা পাব ॥ তাহে কৃষ্ণ তাঁরে আজ্ঞা প্রচারিলা। প্রণমিয় মুনি বিদায় হইলা ॥ প্রয়াগাদি নানা স্থানে ভ্রমি সব। যেভক্তি মাহাত্ম্য কৈলা অনুভব ॥ সেইসব মুনি আনন্দ

সহিতে। বিণার তানেতে গাইতে২ ॥ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি রসেতে রসিক। গমন করিলা সহর্ষে অধিক ॥ প্রয়াগে ছিলেন পথ নিরীক্ষণে। সার সংগ্রাহি যতেক মুনিগণে ॥ পূর্ব্বোক্ত সকল মহামহাদ্ভুত। নারদের মুখে সব হৈয়া শ্রুত ॥ জ্ঞানকর্ম্মআদি অশেষ তখনে। ত্যজিলেন ভক্তি দৃঢ়াইয়া মনে ॥ নারদ শিক্ষাতে করিলা গ্রহণ। কেবল পরম দৈন্যাবলম্বন ॥ শ্রীযুত মদন গোপাল চরণ। উপাসনা যত্নে করে মুনিগণ ॥ পরীক্ষিত উপাখ্যান সমাপিয়া। নিজমাতা প্রতি কহে সম্বোধিয়া ॥ ওগো মাতা সেই শ্রীগোপ কিশোর। রাস রসদি প্রণয়ে বিভোর ॥ শ্রীগোপীকাগণে আবৃত সর্ব্বতঃ। ভজহ২ শ্রীকৃষ্ণ যত্নতঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণর প্রেমে মোহিতা আ ভরী। রহেণ যাঁহারে নিরন্তর ঘিরি ॥ গোপিকাগণের দাস্য ইচ্ছা করে গোপী সম প্রেম ভঙ্গির প্রসরে ॥ কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন পরায়ণা। হইয়া করগো মাতা উপাসনা ॥ গোপীকা গণের সকল মহিমা। বহ্মাদ্যনন্তনাদিতে নারে সীমা ॥ তার মধ্যে কোন এক মহিমারে। শক্ত নহি নিজমুখে করিবারে ॥ সুমেরু পর্ব্বতে মক্ষিকা য়েমন। নাহি পারে গ্রাসিবারে কদাচন ॥ শ্রীকৃষ্ণের রসে নিত্যাবিষ্ট মন। শ্রীগুরু আমার ব্যাসের নন্দন ॥ কৃষ্ণ আর তার প্রিয়া শ্রীরুক্মিণী। প্রভৃতির নাম গায়েণ তিনি ॥ বিস্তৃত আশ্চর্য্য অতি ব্যক্ত তর। প্রেমাগ্নি জালায়ে দগ্ধ নিরন্তর ॥ শ্রীগোপীগণের নামের কীর্ত্তনে। তাঁদের হইবে বিশেষ স্মরণে ॥ সে অগ্নি শিখাগ্র কনিকা স্পর্শনে। সদ্যহন মহাব্যাকুলিতমনে। গোপীকাগণের নাম কদাচনে। শক্ত নাহি

হুন করিতে বদনে।। এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যানে। শ্রীরাধিকাদির নাম কোনস্থানে।। প্রকাশিয়া তিঁহ নাহি কহিলেন। কিন্তু হৃদে সদা ভাবনা করেণ।। নাম নাহি লৈলা পরম গৌরবে এইকথা নাহি মানি মোরা সবে।। ওগো মাতা বল্লবীর প্রাণ নাথ। শ্রীরাধিকা আদি গোপীগণ সাথ।। ভজ উপাসনা শাস্ত্রের বিধানে। প্রেমেতে আশ্রয় লৈয়া সাবধানে।। সত্যও বল্লবী নাথের। প্রসাদেতে আর বল্লবীগণের।। বল্লবীগণের মহিমা কিঞ্চিত। তুমিও জানিতে পারিবে নিশ্চিত।। এইগ্রন্থ মহাখ্যান শ্রেষ্ঠ হয়। কৃষ্ণ কৃপাসার পাত্রের নিশ্চয়।। যেজন আশ্রয় করয়ে ইহারে। শ্রদ্ধায় শ্রবণ কীর্ত্তন প্রকারে সেইজন শীঘ্র কৃষ্ণে প্রেমচয়। সেইমত পায় নাহিক সংশয়

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ ধন্য অদ্বৈত আচার্য্য আর। সবার চরণ সাবধান মন বন্দিবে করিয়ে সার।। শ্রীগুরু চরণ ভক্তি বিতরণ য়াহা হৈতে সদা হয়। য়াঁহার কৃপায় নাহিক অপায় সম্পদ সর্ব্বদা রয়।। গুরু রূপে হরি ক্ষিতি অবতরি অনুগ্রহ প্রকাশিয়া। স্বপথ দেখান ভব হৈতে ত্রাণ করেণ বিজ্ঞান দিয়া।। ভূমি লোটাইয়া সশ্রদ্ধ হইয়া করিয়ে অসংখ্য নতি। ত্রিভুবনে সার য়াহা বিনা আর নাহি অধমের গতি ভাগবতামৃত গোপনিয়কৃত গ্রন্থ সুকঠিন হয়। য়েপদ ভাবিয়া ভাষা প্রবন্ধিয়া রচিল এদীনাশয়।। শ্রীল সনাতন গোস্বামী চরণ বন্দি সাবধানে অতি। শ্রীজয় গোবিন্দভাষায় নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বখণ্ড পরিণতি।।

কৃষ্ণ স্মরণ পাশাত্তুং নির্য়াতো ধ্যান রজ্জুভিঃ।

গ্রাহ্যস্তাভ্যশ্চ নির্য্যাতো নাম কীর্ত্তন শৃঙ্খলৈঃ।
ত্বদ্ভক্তি লোলিতে নাদ্য ন ময়া জাত্ত মোক্ষ্যসে।
ধৃতোধৃতোসি গাঢ়ং ত্বং পীত কৌষেয বাসসি॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবত্ কৃপাভর নিদ্ধার খণ্ডে পূর্ণোনাম সপ্তমোধ্যাযঃ। সমাপ্তশ্চাযং প্রথম খণ্ডঃ॥

তত্রাদ্যে তূত্তরা প্রশ্নোত্তর রূপেতি হাসতঃ। বক্তুং
গোলোক মাকাত্ম্যং ভূর্লোক মহিমোচ্যতে॥

জয২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণধাম। জয২ নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু সদাশিবাখ্যান। জীবপ্রতি যিঁহ অতি করুণা নিধান॥ জয২ গুরুদেব চরণার বিন্দ। যাঁ-হার কৃপায পাই ব্রজে শ্রীগোবিন্দ॥ জয শ্রীল সনাতন শ্রীরূপ চরণ। জয২ শ্রীজীব গোস্বামি পদধন॥ জয২ ভট্টদ্বয রঘু-নাথ দাস। সবার চরণে মোর সদা রহু আশ॥ জয২ ভক্তগণ চরণে প্রণতি। দ্বিতীয খণ্ডের কথা কর অবগতি॥ অত্যন্ত নিগুঢ়তর গ্রন্থ অতিসার। বুদ্ধি মতে লিখি দোয নালবে আ মার॥ কহেন জনমেজয গুরু সন্নিধান। শ্রুত বাক্যা মোদে করি হর্ষের প্রদান॥ কৃষ্ণভক্তি পর ভাগবতাদি পুরাণ। সে স-বার সার অতি দর্লভ বিধান॥ গোপনীয মম পিতা করি সংগ্রহীত। নিজমাযে কৈলা কৃষ্ণ প্রেমে প্রকাশিত॥ শ্রীযুক্ত ভগবত্পর শাস্ত্র য়ে সাগর। তাহা হৈতে উদ্ধৃত অমৃত সার তর॥ কৃপাসার নির্দ্ধারণোপাখ্যানে কথিত। তব মুখ পদ্মের সৌরভ্যে সুবাসিত॥ ওহে মুনি শ্রেষ্ঠ ইহা সব পান করি নাহয আমার তৃপ্তি কিকব বিবরি॥ অতএব কৃষ্ণ পাদপদ্মে

শুদ্ধ মন। সেই দুই মাতা পুত্র অতি বিচক্ষণ।। সুধাসার মধ্য অন্য তাঁদের সম্বাদ। কহ২ ভক্ত বেত্তা শুনিতে আহ্লাদ।। এতেক শুনিয়া শ্রীজৈমিনি মুনিবর। কহেন শুনহ মহারাজ গঢ়তর।। গোলোক মাহাত্ম্য উপাখ্যানাদি প্রকার। শ্রীমদ্ভাগবত সিন্ধু পীযূষ সুসার।। ভূত ভবিষ্যতি বর্ত্তমান কাল জ্ঞানী। আর ব্রহ্মানুভবিক হয় যেই প্রাণী।। তাহাদের দুর্জ্ঞেয় আপন শক্তি দ্বারে। জানিতে বলিতে ইহা কেহ নাহি পারে।। যদি কহ মহদুপাখ্যান কি প্রকার। কহিলে শুনহ কহি উত্তর তাহার।। শ্রীমত্ শুকদেব কৃষ্ণ ভক্তি রসার্ণব। তাঁহার প্রসাদে আমি হৈল অনুভব।। পরীক্ষিদুত্তরা পার্শ্বে বসিয়া তখন। শুনিয়াছি সাক্ষাতে সকল বিবরণ শ্রীগোলোক মহিমা সুগোপনীয় অতি। তথাহি।

পরংগোপ্যমপি স্নিগ্ধে শিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতিঃ।

তাতে শুন মহাভাগ কহিযেসংপ্রতি।। শ্রীকৃষ্ণ করুণাসার পাত্রের নির্দ্ধার। আদ্যোপান্ত সুধাসার সত্কথা বিস্তার কহিলেন শ্রবণ করিয়া সেইসব। পরম আনন্দে পূর্ণা পিতামহী তব।। যেই ভক্তি গোপীকান্ত পাদপদ্মদ্বয়ে। তাহার বিশেষ ফল শ্রবণেচ্ছু হয়ে।। আর তার ভোগস্থান বৈকুণ্ঠ হইতে। ইত্যেক সাধুত্তম মানিয়া স্বচিতে।। হৃদয়ে ভাবিয়া নাকরিতে পারি স্থির। পুছিলা উত্তরা পরীক্ষিতে সুগভীর।। গোপীনাথ পাদাব্জে পরম প্রেমবান। যেই সব তাহাদের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ স্থান।। ইতরসবার প্রাপ্য হইতেউত্তম। উত্তমসেহ্যসর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম।। সর্ব্ব বিলক্ষণ তাহা জিজ্ঞাস্য কারণ। বিবিধের

প্রাপ্য পদ করে নির্দ্দেশন।। যে গৃহস্থ ফল প্রাপ্তি বাঞ্ছা করি মনে। নিত্য নৈমিত্তিক পুণ্য কর্ম্ম আচরণে।। ভূর্ভুবস্বর্লোকনাম ত্রিলোকে নিশ্চয়। তাহাদের প্রাপ্য স্থান আছয়ে নির্ণয়।। নিষ্কাম গৃহস্থে যারা স্বধর্ম্ম নিষ্ঠিত। নিত্য নৈমিত্তিককর্ম্মকরে সাবহিত।। মহর্জন তপঃ সত্য লোক চতুষ্টয়। তাহাদের প্রাপ্যস্থান হয়ত নিশ্চয়।। ভোগান্ত হইলে সকামিক সব জন মুহুর্মুহুঃ করে ভবে গমনাগমন।। নিষ্কাম স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ যেই সব জন। মহর্লোকাদিক মধ্যে করে নিবসন।। তার মধ্যে কতক ভোগিয়া ভোগচয়। মহা প্রলয়েতে ব্রহ্মা সহ মুক্ত হয়।। কতজন অর্চ্চিরাদিপথে নিজেচ্ছায়। ভুঞ্জি বহু ভোগ ক্রমে২ মুক্তি পায় ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ ব্রতি সমুদয়। দেহান্ত হইলে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়।। কামনা সহিত যেই কৃষ্ণভক্তগণ। ভোগাভিলাষেতে ভজে প্রভুর চরণ।। বিশুদ্ধ তাহারা বহু সুখ ভোগরত। আপন ইচ্ছায় ভোগ করিয়া সমস্ত।। তাহারা করেণ লাভ ভগবত স্থান। মুক্তের দুর্লভ তত্র বৈকুণ্ঠ আখ্যান।। নিবিড় আনন্দ জ্ঞান ময় বর্ত্তমান। নিষ্কামী তাহার ভক্ত সদ্য তাহা পান শ্রীকৃষ্ণ চরণাব্জে সাক্ষাৎ সেবা সুখ। যাহাতে ধিক্কৃত হৈয়া অমৃত বিমুখ।। অনুভব বহুবিধ করিয়া তথায়। পরম নিবিড়ানন্দে বিলসে সদায়।। মোক্ষ তুচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি জ্ঞান। তাহে মিশ্র ভক্তি হৈলে জ্ঞান ভক্তাখ্যান।। ভরতাদি যেমত তাহার পাত্র হয়। কতজন শুদ্ধভক্ত করে পাদাশ্রয় কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যে অযুক্ত ভক্তি ময়। ভক্তি মাত্র কামী অম্বরীষ আদি হয়।। প্রেমের সহিত ভক্তিমন্ত কতজন। প্রিয়তম

প্রভুপাদ সেবা মাত্রেক্ষণ।। যেমন শ্রীহনূমান আদি মহাশয় পরে প্রেমপরা শ্রীপাণ্ডবগণহয়।। প্রেমসম্পত্ত্যে বিভুল প্রেমা ত্তর যুক্ত। শ্রীউদ্ধবআদি প্রেমেহৃষ্টাশয মত। জ্ঞান ভক্তি শুদ্ধ ভক্তিপ্রেমভক্তিআর। প্রেমপরপ্রেমাত্তর যেহযবিস্তার।। ভাব ভেদে প্রেম তারতম্য কল্পনীয। কিন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠে তাহা নহে য়োজনীয।। যদি কহ কেহ নিকটের সেবাপায। কেহবা দূরে তে থাকি দ্বার পালে তায।। এইরূপে তারতম্য বিশেষ কহিযে। ইহার উত্তর কহি শুন মন দিযে।। সারূপ্য সামী- প্যাদিক যেই প্রাপ্তহয। তুল্যত্বে পর্য্যবসান কিছু ভেদ নয বৈকুণ্ঠের অধিক কিঞ্চিত প্রাপ্যস্থান। অপর নাশুনি কিছু ইহা র বিধান।। নিজ২ ভাবোচিত বৈকুণ্ঠ প্রদেশে। তথাহি।

যারথা ভূবিবর্ত্তান্ত পার্য্যে ভগবতঃপ্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থ মাদৃত ইতি।

স্বস্বপ্রিয বস্তুর সংপ্রাপ্তির বিশেষে।। সকলের সুখপ্রাপ্তি হউক তাহায। রস জাতীযোচিত পরম শ্রেষ্ঠহীয।। শ্রীরাস বিহারী গোপীনাথ বংশীধারী। চরণ কমল যুগ্ম যেই সেবা কারী।। সে সব ভক্তের হইবেক কিবা গতি। সর্ব্ব সাধারণ ফল প্রাপ্য যুক্ত অতি।। শ্রীমন্মদন গোপাল প্রিয়া শ্রীরাধার দাসী হৈতে বাঞ্ছে যেইসব ভক্তসার।। সর্ব্বাসাধারণ প্রেমে পরিপূর্ণ কায। অত্যন্ত আহ্লাদে শ্রীযুগলনাম গায।। শ্রীরাধা গোবিন্দ রাধা মুরলীবদন। রাধা প্রাণ পতিরাধা মদনমোহন রাধা কৃষ্ণ রাধানাথ রাধা দামোদর। রাধাশ্যাম সুন্দর শ্রীরাধা গিরিধর।। ইত্যাদিক নাম সদা করে সঙ্কীর্ত্তন। অত্র

এব তাঁহারা নহেন সাধারণ॥ প্রাপ্ত হৈলে তাঁহাদের অন্যের প্রকার। তাহাতে হৃদয় তৃপ্তি না পায় আমার॥ গোপীনাথ পাদপদ্ম প্রসাদ প্রভাবে। মহাপ্রেম সিদ্ধি সাধিলেক ভক্তি ভাবে॥ সেসব ভক্তের তাদৃশী গতিতে স্থিত। যদ্যপিও সহিবারে পারি কদাচিত। তথাপি শ্রীনন্দ যশোদাদি ব্রজজনে কদাপি তাদৃশী গতি নায়ায সংনে॥ অসঙ্খ্য বিবিধ মহিমার অন্ত্যসীমা। যাহাতে পর্য্যবসান হয় যত গরিমা॥ সব নদীগণ যেন সমুদ্রে মিলয়ে। নন্দাদির তেমন্ত মহিমা গণ হয়ে তাঁহাদের নিমিত্ত উচিত যোগ্য স্থান। অবশ্য বৈকুণ্ঠোপরে থাকিবে বিধান॥ মগ্ন হইয়াছি আমি সংশয় সাগরে উদ্ধার আমারে সব কহিয়া সত্বরে॥ পৃথিবীর মধ্যে যদ্যপিহ বিরাজতি। সর্ব্বস্থান শ্রেষ্ঠা শ্রীমথুরা ভগবতী॥ নন্দ যশোদাদি ব্রজবাসির সহিত। শ্রীনন্দ নন্দন অতি সুখে বিরাজিত॥ তথাপিহ প্রপঞ্চান্তর্গতের করণ। দেহ বিকারাদি দেখি অর্ব্বাচীন গণ॥ মায়িকত্ব প্রসঙ্গ আশঙ্কা করে মনে কিন্তু তাহা অভক্তের বঞ্চন কারণে॥ আর নিজ ভক্তগণ হর্ষার্থ হয়। যেন কৃষ্ণ দেখি অভক্তের সখ নয়॥ পরম নিগূঢ় হেতু সর্ব্বলোকে জ্ঞাত। মাহাত্ম্য বিশেষ তার স্ফূর্ত্তি নহে জ্ঞাত করিলা উত্তরা হেন প্রশ্ন সেকারণ। গোলোক মাহাত্ম্য যাহে হইবে কথন॥ কিন্তু কাল বিশেষেতে শ্রীনন্দ নন্দন। অখিল রূপাদি আর সহ নিজগণ। অন্যত্র অলভ্য ক্রীড়া বিশেষ কারণে। স্বয়ং অবতরেণ মথুরা বৃন্দাবনে। তাতে শ্রীগোলোকেতে মাহাত্ম্য ইহার। শ্রীনারদোক্তিতে অগ্রে হইবে বিস্তার

কেবল ব্রহ্মাণ্ড ত্রিলোকীর নাশে আর। অন্তর্দ্ধান হইবে শ্রীগৃ তা মথুরার॥ গোলোকের সহিত হয়েন ঐক্যাপত্তি। নিত্য বৃন্দাবন শ্রীগোলোক অন্তর্বর্ত্তি॥ গোলোক মথুরা দুই ধামে ভেদ নাই। দুইর মাহাত্ম্য বেদ পুরাণাদি গাই॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রকট কালে শ্রীগোলোক ধাম। প্রকট হয়েন শ্রীমথুরা ব্রজ নাম মাতার এমহারম্য প্রশ্নের শ্রবণ। সূত পরীক্ষিত হৈলা আনন্দিত মনে॥ প্রণমিয়া তাঁরে অশ্রু রোমাঞ্চ সহিত। প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভিলা সাবহিত॥ শ্রীকৃষ্ণ জীবিতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে। ব্রহ্মাস্ত্রে পাইলা প্রাণ স্বগর্ভ রক্ষিতে॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ সহে মাতঃ কৃষ্ণেমন। তব যোগ্য প্রশ্ন এনা কৈল কোনজন কৃষ্ণ প্রিয় সখা যিঁহ শ্রীসুভদ্রাপতি। শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয় খ্যাত ত্রিজগতি॥ তাঁহার পৌত্রত্বে তব উদরে আমার। যাঁহার কৃপায় জন্ম হইল বিস্তার॥ চক্র গদাধরি যিঁহ গর্ভের ভিতরে। দ্রৌণির ব্রহ্মাস্ত্র হৈতে অভিয়ত্ন করে॥ সহমহাশয়া রক্ষা করিলা আমারে। বাল্যে নিজরূপ দেখাইলা কৃপাদ্বারে॥ পরম শ্রীভাগবতগণের উচিত। বারম্বার কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ নীত॥ প্রজার পালন ব্রহ্মণ্যতা সত্যসন্ধ। দান শরণাদি গুণে মহত্তানবন্ধ॥ বিক্রম তিতিক্ষা শূরত্বাদি গুণ দিলা। ইক্ষাকু আদির অনুবর্ত্তী যেকরিলা॥ দিগ্বিজয়ে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে। গাবী বৃষ রূপী ভূমি ধর্ম্ম এদুইরে॥ হিংসা করে কলি ইহা করি বিলোকন। কলির নিগ্রহ করিলাম ততঃক্ষণ॥ বিখ্যাপিত আমারেত করিলেন যেই। সম্পন্ন করিলা রাজ্য শ্রীঅদ্ভুত সেই॥ শৃঙ্গিকর শাপের দান করিয়া দ্বিজ

ব্রাহ্মণী হইতে করিলেন নির্বেদিত ।। শমীকের শিষ্যরূপে প্রিয়
সে আমার শাপ শুনাইয়া মন করিয় সুসার ।। গৃহ অন্ধকূপ হৈতে
করি আকর্ষণ। বাসুদেব গঙ্গাতীরে আনি ততঃক্ষণ ।। মরণ
পর্য্যন্ত ভক্ষ্যপেয় বিবর্জনে। শাস্ত্রেতে প্রায়োপবেশ আছে
নিরূপণে। সেইবতে সুরধুনী তীরে দিলা মতি। শুকদেব রূপে
ভয় দূর করি অতি ।। মুনীন্দ্র সভার মধ্যে উপদেশি তত্ত্ব
প্রদান করিলা মোরে প্রমোদ মহত্ব ।। কৃষ্ণের স্বপ্রিয়া মাতা
ভব সঙ্গদানে। করিলেন সুতৃপ্ত স্বকথামৃতপানে ।। সেই নিরু
পাধি কৃপাকর কৃষ্ণ পায়। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আমি করি শত
ধায় ।। বিপ্রের বচন করি আদরে গ্রহণ। নিজ অন্তকাল যাতে
কৈল সংবৰ্দ্ধন ।। একমনে সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র সার। কহিবে
উত্তর হবে প্রশ্নের তোমার ।। শ্রুতি স্মৃতি বাক্যসব যথা
শ্রুতার্থেতে। তাৎপর্য্যবৃত্তিতে পরম্পারায়মর্ম্মেতে ।। ব্যাখ্যা
করি প্রশ্নোত্তর প্রবোধি তোমারে। যদ্যপি সক্ষম আমি সন্তো
ষ দিবারে ।। তথাপি স্বগুরু শুকদেবের প্রসন্নে। প্রাপ্ত ইতি
হাস এক অত্র উপপন্নে ।। যাহাতে তোমার হয় সংশয় ছেদন
আদৌ ব্যক্ত হেতু কহি করহ শ্রবণ ।। কামরূপ দেশে প্রাগেজ্যা
তিষপুর গ্রামে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক করিত বিশ্রামে ।। অধ্যয়ন
শ্রবণ শাস্ত্রার্থ নাহি ছিল। অতি মূর্খ স্বধর্ম্মাদি নাহি আচরিল
ধন কামে তত্রস্থিতা শ্রীকামাখ্যা দেবী। শ্রদ্ধাদ্বারে অনুদিন
ভজে তাঁরে সেবি ।। তুষ্টা হৈলা দেবী তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ।
স্বপ্নে দশাক্ষরি মন্ত্র লভিল তখন ।। মদন গোপাল পাদপদ্মো
পাস্য যায়। ধ্যানাদি বিধান যুক্ত মহানিধি প্রায় ।। স্বপ্ন

জ্ঞানে বিপ্র তাহা না করে জপন। পুনঃসপ্নে দেবী তারে আদেশে তখন॥ তাতে সেই মন্ত্র সদা জপিয়া নির্জনে। ধন বাঞ্ছা গেল হৈল সুনির্বৃত্তি মনে॥ বস্তুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ সেইত ব্রাহ্মণ। অন্য পার লৌকিকাদি য়ে সাধ্যসাধন॥ সকল সে মন্ত্র জপ প্রভাবে নিশ্চিত। বর্ত্তমান মানিলেক য়েন সম্পাদিত গৃহচেষ্টা আদি পরিত্যজিয়া সকল। তীর্থেতে ভ্রমণ বিপ্র করয়ে একল॥ ভিক্ষার দ্বারেতে করে দেহ নির্ব্বাহন। গঙ্গা সাগর সঙ্গমে করিল গমন॥ পথমধ্যে গঙ্গাতটে গৌড়ীয ব্রাহ্মণ। অনেক দেখিল স্বীয ধর্ম্মে রত মন॥ শিক্ষা কল্প ব্যা- করণ জ্যোতিষের গণ। ছন্দো অবিচিতি আর নিরুক্ত লক্ষণ এইছয অঙ্গ চারিবেদ সে পুরাণ। মীমংসা ন্যায বিস্তর ধর্ম্ম শাস্ত্রাখ্যান॥ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা বিশারদ সবে। প্রায সক- লেতে গৃহী কৈল অনুভবে॥ নিত্য নৈমিত্তিক আদি সদাচার। অবশ্য কর্ত্তব্য আর কাম্য ব্রত কর্ম্ম॥ সেই সকলের ফল স্বর্গ ভোগ সুখে। শুনিলেক সেই সব বিপ্রগণ মুখে॥ অনেক সংকল্প গঙ্গা স্নানাদি বিষয। সদাচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা বিলোকয॥ জাত শ্রদ্ধঃকরে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইযা। গঙ্গাতট বাসি বিপ্র হইতে শিক্ষিযা॥ দেবীর আজ্ঞার প্রতি করিযা আদর। রহস্থলে নিত্য মন্ত্র জপে বিপ্রবর॥ সে মন্ত্র প্রভাবে সেই সব কর্ম্ম দ্বারে। অন্তরে সন্তোষ নাহি হইল তাহা র॥ বিরক্ত হইযা কাশী করিল গমন। সন্ন্যাসি বহুল জন কৈল বিলোকন॥ অদ্বৈত ব্যাখ্যাতে তাঁরা ব্রহ্ম নিরূপণ। পর- স্পর বিবাদ করয়ে সর্ব্বজন॥ আদৌ বিশ্বেশ্বর দেবে প্রণামু

করিয। যতিগণে নমস্কারি প্রতিমঠে গিয়া॥ যতিগণ সহ সম্ভাষণ আচরিল। তাঁহাদের পার্শ্বে বিপ্র বিশ্রাম করিল॥ শুষ্কবুদ্ধি তাহাদের বাদের বচনে। করতলস্থিত ন্যায মোক্ষ বুঝি মনে॥ তাহাদের মত বিপ্র মানিলেক সার। প্রশংসিল মনে২ তাদের আচার॥ সংন্যাস উত্কর্ষ পর বেদান্ত বচন তাঁহাদের মুখে বিপ্র করযে শ্রবণ॥ মণিকর্ণিকাতে গঙ্গাস্নান আচরিযা। বিশ্বেশ্বর মহাদেব দর্শন করিযা॥ তাহাদের সঙ্গেতে অপ্রযাসে ব্রাহ্মণ। মিষ্ট ইষ্ট ভোগ সব করযে ভোজন সন্ন্যাস করিতে ইচ্ছা করিলেক মনে। শ্রদ্ধা হানি হৈল নিজমন্ত্রে ততঃক্ষণে॥ কামাখ্যা দেবীর বাক্য গৌরবে ব্রাহ্মণ। অন্তঃসুখলাভে মন্ত্র নাকরে ত্যজন॥ স্বমন্ত্র দেবতা শ্রীমদ্মদন গোপালে। দর্শন করিল বিপ্র স্বপ্নে এককালে॥ তাঁর পরম সৌন্দর্য্যে বশীকৃত মন। পরম আনন্দ যুক্ত হইল ব্রাহ্মণ॥ সেইমন্ত্রজপ ভিন্ন সন্ন্যাসাদি কর্ম্মে। প্রবৃত্তিতে নাহি পায চিত্তোত্সাহ শর্ম্মে॥ সন্ন্যাস কর্ত্তব্য নিজ মন্ত্র জপ কিবা। নিশ্চয করিতে নারে ভাবি রাত্রি দিবা॥ সন্ন্যাসি সহিত সদা তদ্বাক্য শ্রবণে। মনের চাঞ্চল্যে নারে কৃত্য নিরূপণে॥ মনের অস্থিরে একদিন নিদ্রা যায। কামাখ্যা সহিত শিব স্বপ্নে আসি তায॥ কহেন নাকর মূর্খ সন্ন্যাস গ্রহণ। শীঘ্র শ্রীমথুরাধামে করহ গমন॥ তথা বৃন্দাবনে বিপ্র যখন যাইবে। পূর্ণ সর্ব্ব মনোরথ অবশ্য হইবে॥ উত্কণ্ঠা সহিত বিপ্র মথুরা যাইতে। মথুরা২ সদা কীর্ত্তযে গাইতে॥ মথুরা দেশের দিকে করিতে গমন। উপস্থিত পথ মধ্যে প্রযাগে ব্রাহ্মণ॥ সেই

তীর্থ রাজে বিষ্ণু ভক্তি প্রদাতাতে। শ্রীমাধব পাদপদ্ম শোভ মান য়াতে॥ ভক্তিতে সংগতা য়মুনাতে গঙ্গা য়থা। অতি মনোহর স্থান হয়ত সর্ব্বথা॥ দেখিলেক সেই স্থানে সাধু শতং। মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান হেতু সমাগত॥ গীত নৃত্য স্তবাদিতে বিষ্ণু পূজোত্সব। নানা উপচারে আচরেণ সাধু সব॥ অপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসয়ে ততঃক্ষণ। ওরে দণ্ড প্রায় নমস্কার কারিগণ॥ ওরে বন্দিগণ হে নর্ত্তক হে বাদক। ওরে রামকৃষ্ণ বাদি সব হে গায়ক॥ রে রম্য তিলক মনোহর মালা ধর। অসুস্থা ক্ষণেক কোলাহল নাহি কর॥ কি কর্ম্ম বিধান কর কোন দেবার্চ্চন। সাদরে আচরকহ করিয়েশ্রবণ॥ একথা শুনিয়া তত্রস্থিত অন্যজন। উপহাস করি কত কহিল বচন কেহ কহে ওরে মূঢ় থাক চুপ করি। কহেন বৈষ্ণব গণ কৃপা দীনোপরি॥ হে বিপ্রজ মূঢ় বুদ্ধি কিছু নাহি জান। হায়২ কিছু মাত্র নাহি তব জ্ঞান॥ বিষ্ণুভক্তে হেন সম্বোধন নাহি কর। এমতজল্পনা পুনর্ব্বার না আচর॥ এই মোরা সকলেতে বিষ্ণু ভগবানে। উপাসনা করিয়ে য়েমত আছে জ্ঞানে॥ গুরু হৈতে করি বিষ্ণু দীক্ষার গ্রহণ। য়থা মন্ত্র য়থাবিধি করিয়ে অর্চ্চন॥ কেহ শ্রীনৃসিংহ তনু কেহ রঘুনাথ। কেহ শ্রীগোপাল দেব শ্রীরাধিকা সাথ॥ চতুর্ভুজ মত্স্য কূর্ম্ম বরাহ বামন। য়ার য়েইভাব মত করয়ে পুজন॥ এতশুনি সেই বিপ্র হইয়া লজ্জিত। হর্ষে সাধনয়ে জিজ্ঞাসয়ে সাবহিত॥ কোথায় থা কেন কিবা রূপ তিঁহ হন। কিবা অর্থদানে ক্ষম কহত কথন শুনিয়া বিপ্রের বাক্য করুণা করিয়া। কহেন তাঁহার প্রতি

কিছু বিবরিয়া ॥ বাহ্য অন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হন স্থিত। কাল দেশ বস্তু তিন পরিছেদাতীত ॥ প্রপঞ্চ মধ্যেতে আর প্রপঞ্চ অতীতে। থাকেন কোথায় কেহ নাপায় দেখিতে ॥ অন্তর্যামী সকলের হৃদয়ে বসতি। সব জগদীশ্বরের ঈশ্বরনিয়ন্তি নিগূঢ় সচ্চিদানন্দ মনোরম অতি। বৈকুণ্ঠলোকে প্রকটসর্ব্বদা বসতি ॥ চতুর্বর্গ ভক্তি বা বৈকুণ্ঠ বাসাদিক। আপনা পর্য্যন্ত দেন সেবকে অধিক ॥ য়ারে স্তব করে সদা শ্রুতি স্মৃতিগণ তাহার মহিমা কেবা করিবে বর্ণন ॥ এথা হইতেছে য়তপুরাণ পঠন। মুহুঃ২ সেই সব করহ শ্রবণ ॥ জগত প্রভুর পতি রূপ শ্রীমাধব। দর্শন করিয়া নমস্কার সহ স্তব ॥ তাহাতে কথিত অকথিত মহিমার। বৃত্তান্ত ত্বরায় তুমি জানিবে তাঁহার ততঃপরে শ্রীমাধব করিয়া দর্শন। শ্রদ্ধানিতে নমস্কার করিল ব্রাহ্মণ ॥ ধ্যানে অবলম্ব করি জপের সময়ে। শ্রীমদন গোপাল দেবের কতিপয়ে ॥ মুখ নেত্রাদির তাঁতে স্বরূপ্য দর্শিল ॥ বৈষ্ণব সহিত কিছু পুরাণ শুনিল ॥ বিবিধ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি পূজেন বৈষ্ণব। দর্শন করয়ে বিপ্র তথা সেই সব ॥ তথাপি চিত্তের অগোচর সে তাঁহার। নাহয় প্রত্যভিজ্ঞান বুঝিলাম সার ॥ ইহঁ মম দেব জগদীশ শ্রীমাধব। সাধু সকলের প্রভু অসংখ্য বৈভব ॥ এই সাধু সকলের উপাস্য নিশ্চিত। মাধব জগদীশ্বর অত্র অধিষ্ঠিত ॥ আমি য়াঁর উপাসনা করি তিঁহ হন। অন্য কেহ এক মনে ভাবয়ে ব্রাহ্মণ ॥ তিঁহ শঙ্খ চক্রগদা পদ্ম বিভূষিত। মাধব হবেন কিসে সন্দেহ প্রতীত ॥ নরসিংহ রূপ ধারী মম প্রভু নন। মীন কূর্ম্ম বরাহ বামন নাহি হন

শ্রীরাম কোদণ্ড পাণি রাজার লক্ষণ। নহেন আমার প্রভু বু-ঝিলু এখন ॥ ইহাঁদের মধ্যে কোন সুজন অর্চ্চিত। গোপা-লের তুল্য বা থাকন সুনিশ্চিত ॥ তথাপি মানিযে আমি করি-যা বিচার। নাহন জগদীশ্বর দেব সে আমার ॥ মাঘ মাহা-ত্ম্যাদিতে যেহেতু সে লক্ষণ। নাহি করিলাম আমি এথায শ্রবণ ॥ আমার প্রভুর হয আশ্চর্য্য আকার। মনোহর তর রূপে গলে মণিহার ॥ নিজ সখাগণ গোপ বালক সহিত গোচারণ বনেতে করেণ হর্ষান্বিত ॥ মযূর পিচ্ছের চূড়া বৈজ-যন্তী হার। গৈরিক তিলককদম্বেরমালা আর॥গুঞ্জা অবতংস নানা পূষ্পোবিভূষণ। মধুর২ বংশীকরেণ বাদন ॥ শ্রীরাধিকা আদি গোপাঙ্গনার সহিত। বিলাসেলম্পট সদা বশীভূতচিত্ত সাধুগণ ধর্ম পরদার পরিহার। ইতর জনের তুল্য লঙ্ঘেন তা হার ॥ ধর্ম্মের লঙ্ঘনে বনমধ্যে গোচারণে। প্রকট জগদী-শতা নাহয সঘনে ॥ আরাধনে এঁহার আনন্দ লাভ হয কামাখ্যা দেবীর এই প্রভাব নিশ্চয ॥ অতএব না ত্যজিব কদাপি বিস্তার। মদন গোপাল মন্ত্র দশাক্ষর আর ॥ এইমত বিবেচনা করি যা ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বমত জপে মন্ত্র নির্জনে আপন চিত্ত শুদ্ধি সাধু সঙ্গ প্রভাবে হইল। সাক্ষাতের মত নন্দকি-শোরে দেখিল ॥ তাঁর তত্ত্ব আলোচনা নাহি অনুভাব কিন্তু সর্ব্বানন্দক তদ্দর্শন স্বভাব ॥ তাকে প্রাপ্ত কখন আনন্দ মূর্চ্ছা হয। উঠি জপ কালগত দেখিযা শোচয ॥ এই কোন উপ-দ্রব আমারহইল। তাহে মহাবিঘ্ন আসিনিশ্চয জন্মিল ॥ অদ্য কার জপ মোর সমাপ্ত নহিল। কি করি উপায রাত্রি আগ

তা হইল ।। এই অচেতন কিবা নিদ্রাতে প্রভব । কিবা হইল আমারে ভূত অভিভব ।। হাহা মম দুঃস্বভাব জানিলু নিশ্চয় শোক স্থানে হৃদয়েরে সুখ যাতে হয় ।। একদিন উক্তমতে করিয়া শোচন । নিদ্রিত হইল বিপ্র নাকরি ভোজন ।। স্বপ্নে আদেশেন শ্রীমাধব সনাতন । কিকারণ বৃথা শোক করহ ব্রাহ্মণ ।। উপবাসে মোরে আপনারে দেহ ক্লেশ । শীঘ্র সিদ্ধ হবে তব মানস অশেষ ।। উমাপতি বিশ্বেশ্বর কথিত বচন আপনার চিত্তে তাহা করহ স্মরণ ।। যমুনার তীর পথে ত্বরা য ব্রাহ্মণ । যাহ তুমি অনির্বচনীয় বৃন্দাবন ।। আমার প্রসাদে সে স্থানে অসাধারণ । তোমার হইবে লাভ হর্ষ বিলক্ষণ ।। পথ মধ্যে কোন মতে বিলম্ব কথন । কত্রাপি না করি শীঘ্র করহ গমন ।। শ্রীমাধবাদেশে প্রাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ । হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল ততঃক্ষণ ।। পথ গতিক্রমে যায্যা শ্রীমন্মথুরায় স্নান করি বিশ্রাম তীর্থেতে যমুনায় ।। শ্রীযুত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ততঃপর । নিজরূপে ধ্যায মান যত পরিকর ।। গো গোপ কদম্ব বৃক্ষ প্রভৃতি সুন্দর । প্রায় দেখি হৈল অতি আনন্দিত তর ।। সেই গো ভূষিত বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ । কোনজনে নাদেখি ভ্রময়ে অভিমত ।। শ্রীকেশী তীর্থের পূর্ব্ব দিগেতে ব্রাহ্মণ । হঠাত্‌কারে শুনিবারে পাইল রোদন ।। সেইদিগে গিয়া প্রেমে নাম সঙ্কীর্ত্তন । শুনি বারম্বারে তারে করে অন্বেষণ ।। নিবিড়ান্ধকার বনে নাদেখিয়া কারে । কোথা হৈতে আসে শব্দ অন্বেষয়ে তারে ।। সেই সংকীর্ত্তনধ্বনি স্থানে নিরূপিয়া । যমুনার তীরে বিপ্র উপনীত গিয়া ।। কদম্বনিকুঞ্জ

মধ্যে করিল দর্শন। গোপ বেশ বেণু শৃঙ্গ বেত্রাদি ধারণ॥ কিশোর সুঙ্গমারাঙ্গ পরম সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবযুক্ত অতি মনোহর॥ নিজেষ্ট দেবতা ভ্রমে সে গোপ কুমারে। মহাহর্ষে গোপালেতি সম্বোধিয়া তাঁরে॥ প্রণমিয়া দণ্ডতুল্য ক্ষিতিতে পড়িল। তাহাতে তাঁহার বহির্দৃষ্টি সে জন্মিল॥ সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি শ্রীগোপকুমার। জানিল মাথুর বিপ্রকুলে জন্ম তার॥ কামাখ্যা দেবীর কাম রূপ নামে দেশ। তথায় নিবাস বিপ্র করয়ে বিশেষ॥ শ্রীমদন গোপালের উপাসনা করে। দূর হৈতে আসিয়াছে এথা সমাদরে॥ কুঞ্জে হৈতে বাহিরিয়া করি উত্থাপন। নমস্করি আলিঙ্গিয়া বসাল্য তখন॥ করিলেন সন্তোষ আতিথ্য ব্যবহারে। শ্রীগোপ কুমার করি করুণা তাঁহারে॥ দেবী আরাধনাবধি বৃন্দে আগমন। পর্য্যন্ত যে অনুভব করিল ব্রাহ্মণ॥ হাসিয়া সংক্ষেপে তাহা কহিলা তখন। নিজ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বিশ্বাস কারণ॥ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ গোপ কুমার তাঁহায়। অতি হর্ষে আপনার প্রিয়জনে পায়॥ বিশ্বাস জানিয়া তাঁরে আপন বৃত্তান্ত। সকল কহিল বিপ্র যত আদ্যোপান্ত॥ সত্তম গোপ নন্দন সর্ব্বজ্ঞের বর। জানিয়া তাঁহারে বিপ্র হইয়া কাতর॥ বিনয়াবনত দৈন্য সহিত তখন। পুনর্ব্বার বিশেষিয়া কহেন বচন॥ স্বর্গ মোক্ষ আদি রূপ সাধ্য নানামত। তাহার সাধন কর্ম্ম জ্ঞান আদি যত॥ গঙ্গাতীর বারানসী আদি স্থানে আর। বহুবাদ শ্রবণ হইল যে আমার॥ তারমধ্যে প্রাপ্য কিবা করণীয় হয়। আমি হ নাপারি তাহা করিতে নির্ণয়॥ দেবীর আজ্ঞায় যে কিঞ্চিত অনুষ্ঠান

নিত্যকরি তার তত্ত্ব নাহি মোরে জ্ঞান ॥ কিবা তার ফল কিবা কর্ম্ম প্রয়োজন। ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ইহা নাজানি কথন সাধ্য আর সাধন নির্ণযাভাবে মনে। বিফল মানিযে জন্ম বাঞ্ছিযেমরণে॥ কেবল কামাখ্যা শিব মাধবকৃপায। জীবন ধরিযে আমি প্রবল আশায॥ আমার উপাস্য শ্রীগোপাল দেব প্রায। দযালু সর্ব্বজ্ঞ তুমি সঙ্গাণী তাহায ॥ অদ্য উক্ত দেবতারকৃপায তোমারে। পাইযা হইল হৃষ্টপ্রসন্ন বিস্তারে সংশয সাগরে মগ্ন পীড়িত আমার। কৃপাকরি মহাশয কর হ উদ্ধার॥ সাদরে বিপ্রের বাক্য শ্রীগোপ কুমার। শুনিযা আ পন মনে চিন্তেন বিচার॥ মদন গোপাল দেবোপাসক এজন কৃত কৃত্য এই শুদ্ধ মাথুর ব্রাহ্মণ॥ জন্মিযাছে পূর্ণ মনোরথ সে ইহার। নিশ্চয ইহাতে নাহি সন্দেহত্ব আর॥ কেবল তাঁ হার পাদ পদ্মের সাক্ষাতে। দর্শন আছযে অবশিষ্ট মাত্র তাতে॥ কিন্তু আশক্তি তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তনে। যোগ্য হয যেই সেই মানস সাধনে॥ শ্রীমদন গোপালের দুই শ্রীচরণ বাঞ্ছাতীত ফল প্রদ হয সর্ব্বক্ষণ॥ কৃষ্ণ২ গোবিন্দ গোপাল এ প্রভৃতি। মধুর স্বরেতে সঙ্কীর্ত্তন যে বিস্তৃতি॥ সেই প্রায বহুল নিশ্চয যাহে হয। ইতি উপাসনার লক্ষণ সুনির্ণয তাঁর লীলা স্থল শ্রেণী যে আছযে তায। শ্রদ্ধা সংদর্শন আর আদর দ্বারায॥ সুসম্পাদ্য মান যেই হয অতিশয। অর্থাৎ তাহাতে ভক্তি কারণ নিলয॥ সে চরণ উপাসনা হইতেসাধন শ্রেষ্ঠ নাহি কিছুমাত্র নিশ্চয কথন॥ মদন গোপাল পাদ পদ্ম উপাসনা। চতুর্বর্গ তুচ্ছরূপে করে বিড়ম্বনা॥ যাহা হৈতে

সম্যক্ জন্মযে প্রেমধন ॥ তৎপাদাব্জ বশীকার দ্রব্য রূপ হয় তাহাভিন্ন সাধ্যবস্তু কিছু নাহি আরে। এই সাধ্য সাধন তাহারে বুঝাবারে ॥ সকল সংশযচ্ছেদি আপন বৃত্তান্ত। প্রথমে বর্ণন করি সব আদ্যোপান্ত ॥ কৃষ্ণকথামৃত পানহইবে ইহার মম অনুভূত অর্থ শুনিবেক আর ॥ তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে যখন। সাধ্য সাধনাদি জ্ঞান জানিবে তখন ॥ স্বপ্রশংসা ধ্রুবো মৃত্যুঃ শাস্ত্রের বচন। নহে সাধু সম্মতস্বমাহাত্ম্য কথন অন্যের আখ্যান শুনে নহিবেক হিত। শুনিবেক মমাখ্যান শ্রদ্ধায নিশ্চিত ॥ তাহাতে নিরাশ হবে অশেষ সংশয। হইবে ইহার সর্ব্ব হিতের উদয ॥ শ্রীমতী রাধার আজ্ঞা মস্তকে ধরিযা। আসিযাছি এথায এবিপ্রের লাগিযা ॥ যারে শীঘ্র হিত হয সেইত উচিত। অতএব দোষ নাহি ইহাতে বিদিত নিশ্চযকরিযা মনে এইতপ্রকার। মহানুভাবক সেই শ্রীগোপকুমার ॥ শ্রদ্ধায শুনিতে করি বিপ্রে সাবধানে। পৌরাণিক ঋষি যেন কহেন পুরাণে ॥ সেইমত নিজ অনুভূত সমাচার হইলেন প্রবৃত্ত সকল কহিবার ॥ এই সাধ্য সাধনের তত্ত্ব নিরূপণে। বিদ্যমান আছে বহু ইতিহাস গণে ॥ তথাপি আপন সব বৃত্তান্ত নিশ্চিত। স্মরণ করিযা কহি শুন শ্রদ্ধান্বিত ॥ প্রেম ভাবোদযে যদি মোহ প্রাপ্ত হই। তথাপি তোমারে সব আদ্যোপান্ত কই ॥ গোবর্দ্ধন বাসি বৈশ্য বৃত্তি গোপালন তাহার নন্দন আমি বালকএমন ॥ বিংশতি যোজনাত্মক জগত বিখ্যাত। শ্রীমথুরা মণ্ডল প্রদেশ মধ্যে যাত ॥ যমুনার তীরে গোবর্দ্ধনে বৃন্দাবনে ॥ এইস্থানে আর অতিরম্য মহা-

বনে ।। বালক গণের সহ নিজ গাবীগণ । করিতাম বিপ্রবর পূর্ব্বেতে চারণ ।। বনমধ্যে করিতাম প্রত্যহ দর্শন। দিব্যমূর্ত্তি ধর এক বিরক্ত ব্রাহ্মণ ।। ইতস্তত কখনকরেণ পর্য্যটন। কৃষ্ণ২ মুহুর্মুহু করেণ কীর্ত্তন ।। কখনো জপেতে রত কখনোব ধ্যানে কখন করেণ নৃত্য কোন কালেগানে ।। কদাপি হাসেন আর তথা বিক্রোশন। কখন ভূমির পরে হয়ত পতন ।। উন্মত্তের তুল্য লুঠে পড়িয়া ভূমিতে। উচ্চৈঃস্বরে কখন বা লাগেন কান্দিতে ।। শ্লেষ্মা লাল অশ্রুধারা হইয়া নির্গম। গোপথের রজ সব করেণ কর্দ্দম ।। পড়িয়া থাকেন কখনোবা অচেতন। কদাপি মৃতের ন্যায়নিশ্চেষ্টবচন ।। আমরা বালক সব কৌতুক করিয়া। সেই সাধুবরে সদা দেখিতাম গিয়া ।। আমরা সকলে গোপ হস্মারে পাইয়া। নমস্কারকরিতেন অতি আদরিয়া ।। গাঢ় আলিঙ্গিয়া প্রেমে সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন। পরিত্যাগ করিতে নাপারেকদাচন ।। বহু দিনান্তরে প্রিয় বন্ধুরে পাইয়া যেন নাহি ত্যজেতেন মোদিগে ধরিয়া ।। দধি দুগ্ধদান জল পাত্র আহরণ। সমীপ বর্ত্তিত্ব আদি অনেক সেবন ।। করিয়া আমিহ তাঁরে প্রসন্ন করিল। কৃপাকরিবার তরে উন্মুখী হইল একদিন পায্যা মোরে যমুনার তীরে। আলঙ্গিয়া কহিতে লাগিলা ধীরে২ ।। সকল অভীষ্ট সিদ্ধি বত্‌সহে তৎক্ষণ। যদ্যপি করহ ইচ্ছা শুনহ বচন ।। আমাহৈতে জগদীশ প্রসন্ন কারণ কেশিতীর্থে স্নান করি করহ গ্রহণ ।। এমত কহিয়া মহামন্ত্র দশাক্ষরি: তুমিয়াহা উপাসনা কর শ্রদ্ধাকরি ।। পূর্ণকামান পেক্ষ দয়ালু শিরোমণি। সেইদ্বিজোত্তম নির্জ্জচিত্তে কৃপাগণি

স্নানোত্তরে করিলেন আদেশ আমারে। পূজাবিধি ন্যাস ধ্যানাদিক শিক্ষাবারে ॥ জপে ধ্যেয মদন গোপাল রূপ সার উচ্চারণ জিহ্বাগ্রে করিযা একবার ॥ বিরহিণী নারীপ্রিয বিরহার্ত্তা হযে। স্মরণে বিভুলা মতি যেমত কান্দযে॥ সেইমত প্রেমাকুল চিত্তেতে রোদন। করি হইলেন দ্বিজোত্তম অচেতন ॥ কতক্ষণ পরে পুনঃ পাইলা চেতন। ভযে কিছু জিজ্ঞাসিতে নারিলু বচন ॥ প্রেম ভরা বির্ভাবেতে বিমনস্ক মন। আপনিও কিছু নাহি কহিলা কারণ॥ কোথায গেলেন অন্বেষিযা পুনর্ব্বার। নাহি পাইলাম আমি দর্শন তাঁহার॥ কি ইহা পাইলু ফল কিবা বা ইহার। যদি মন্ত্র হয সাধনীয কি প্রকার॥ কিরূপে বা সর্ব্বসিদ্ধি হইবে উদিতে। ইহা কিছু না পারিলু আমিহ জানিতে॥ সেই মহানুভাবের বাক্যের গৌরবে। কৌতুকেতে নিরন্তর অলক্ষিত সবে॥ কেবল মুখেতে সেই মন্ত্র জপ করি। অতি বিরলেতে লোক লজ্জা পরিহরি তত্ত্বজ্ঞানা ভাবেতেও মহাপুরুষের। প্রভাবেতে আর দ্বারা সে মন্ত্র জপের॥ চিত্ত শুদ্ধি হৈল কাম ক্রোধাদি নিবৃত্তি। হইল মন্ত্রের জপে শ্রদ্ধার প্রবৃত্তি॥ জগদীশ প্রসাদ গ্রহণ কর যেই। শ্রীগুরুর বাক্য অনুসন্ধানিযা সেই॥ সেই মন্ত্র জগদীশ্বরের সসাধক। মানি তোষ পায্যা হেন জপ প্রকারক॥ কিদৃশ শ্রীজগদীশ কিবা রূপ তাঁর। কবে বা হইবে দৃষ্টি গোচর আমার॥ ইহাতে লালসা যুক্ত অত্যন্ত হইযা। জাহ্নবীর তীরে গেলুঁ গৃহাদি ত্যজিযা॥ দূরে হৈতে শঙ্খ ধ্বনি করিযা শ্রবণ। ধ্বনি স্থানে পুলিনেতে করিলুঁ গমন॥ শালগ্রাম শিলা

র্চ্চক ব্রাহ্মণ দেখিয়া । করিলাম প্রণাম নিকটে তাঁর গিয়া। এঃহ কে কাহার পূজা করিতেছ স্বামি। ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসা যবে করিলাম আমি ।। হাসিয়া কহিল তবে না জান বালক। এঃহ জগদীশ্বর জগত প্রপালক ।। তাহা শুনি হইলাম সুসংভ্রান্ত বিধি। দরিদ্র মানব যেন পাইলেক নিধি ।। মৃত বন্ধুজনে যেন বান্ধব পাইল। তেমত পরম হর্ষ আমার হইল ।। শালগ্রাম রূপি জগদীশে বারবার। দেখি প্রীতে করি দণ্ডবত নমস্কার বিপ্রের কৃপায় কিছু নির্মাল্য সহিত । পদোদক পাইলাম পরম হর্ষিত ।। সেই বিপ্র গৃহে যাত্যে উদ্যত হইয়া। শাল-গ্রামে করণ্ডেরাখিল শোয়াইয়া ।। জগদীশেএইমত দেখিয়া পীড়িত। করিলু প্রলাপবহু রোদনসহিত ।। হায়২করণ্ডমধ্যে অযোগ্যস্থানে। নিক্ষেপ করিল পরমেশ্বরে কি জ্ঞানে ।। দুগ্ধা দি সকল আছে কিছু না খাইলা। ক্ষুধায় কি মতে নিদ্রাযুক্ত সে হইলা ।। এই শালগ্রাম হৈতে কোন বিলক্ষণ। কোথাও জগদীশ্বর আছেন কেমন ।। প্রকৃত না জানি আমি ইহা সর্ব্ব-থায়। মাথুর ব্রাহ্মণোত্তম কহিয়ে তোমায় ।। অকৃত্রিম সন্তা-পি বিলাপেতে পীড়িত। আমারে দেখিয়া বিপ্র হইললজ্জিত প্রেম বিশেষ দর্শনে বিনয়েঅন্বিত। সান্তনাকরিয়া বিপ্র কহি ল কিঞ্চিত ।। হে নব বৈষ্ণব শালগ্রামের পূজন। মতুল্যেতে ম্রিয়মাণ নাকৈলা দর্শন ।। কিবা পূজা করিবারে পারিবে নি-র্ধন। জগদীশে করি মাত্র স্বভোগ্য অর্পণ ।। যদি জগদীশ্ব-রের পূজার উত্সব। দেখিবারে চাহ আর তাঁহার বৈভব এই গঙ্গাতীর বর্ত্তি দেশের নৃপতি। বিষ্ণুপূজা অনুরাগী মহা

সাধুমতি ॥ নিকটে তাঁহার পুরী করহ গমন। সাক্ষাৎ সকল তথা করিবে দর্শন ॥ প্রকট সর্ব্বাঙ্গ শোভা চারু বিশেষক দুর্দ্দর্শ জগদীশ্বর হৃদয পূরক ॥ ভোগদ্রব্য পর্য্যঙ্ক মন্দিরাদি দেখিবে। গীত স্তুতি নানামত তথায শুনিবে ॥ মহানন্দ সর্ব্বথা করিবে অনুভব। হইবে মানসতব সন্তোষিত সব ॥ যদ্যপিহ শালগ্রাম রূপী ভগবান। তথাপি সর্ব্বাঙ্গ শোভা অভাবেতে জান ॥ আর মম দারিদ্র্যে অভাব পূজোৎসব। প্রেম-ভক্তে নাহি হয় সুখ অনুভব ॥ তথায সকল ভূমি করিবে দর্শন। হইবে তোমার বহু আনন্দিত মন ॥ ইদানী আমার গৃহে করি আগমন। বিষ্ণু নিবেদিত কিছু করহ ভোজন ॥ তাঁর বাক্যে আনন্দিত হইলাম অতি। উপবাসী নাগেলাম তাঁর গৃহ প্রতি ॥ বাক্য লঙ্ঘনাপরাধ ক্ষেমার নিমিত্তে। পুনঃ২ প্রণমিযা সন্তোষিত চিত্তে ॥ তাঁর উদ্দেশিত পথে যাইযা ত্বরিত। উক্ত রাজ পুরে হইলাম উপস্থিত ॥ অন্তঃপুরে দেবতা মন্দিরে সুবিপুল। জগদীশার্চ্চন ধ্বনি অপূর্ব্বঅতুল ॥ দূরে হৈতে শুনি জিজ্ঞাসিলাম মানবে। কোথা জগদীশ কিবা শব্দ এই সবে ॥ ধ্বনির কারণ তার স্থান জানি পরে। শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর দেখিবার তরে ॥ কোন দ্বারিগণ হৈতে অবারিত গতি দেবের মন্দিরে প্রবেশিলু বেগে অতি ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে পদ্ম করে। দেখিলু সমক্ষে চতুর্ভুজ রূপধরে ॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তনু অতি মনোহর। নব মেঘ সম কান্তি সুবিম্ব অধর পট্টপীতাম্বর বনমালা বিরাজিত। সুবর্ণ রচিত মণি ভূষণে ভূষিত ॥ অবর্ণ্য কিশোর মূর্ত্তি পূর্ণেন্দু বদন। ঈষৎহাস্য

সুধা তাহে পঙ্কজ নয়ন ।। নানাবিধ সেবা কার্য্যে অনুসক্তমন। বহু পরিচারক করয়ে সুসেবন ।। স্তব নৃত্যগীত অগ্রে যেহয় তাঁহার। অনিমেষ দৃষ্টে দেব করেণ স্বীকার ।। আছেনবসিয়া স্বর্ণ সিংহাসনবরে। পরিচ্ছেদ সমূহ আছয়ে সুষ্ঠুতরে ।। পরম আনন্দে পূর্ণ আমি হইলাম। দণ্ডবত্ প্রণাম মুহুর্মুহুঃ করিলাম ।। চিন্তিলাম যেবাছিল দেখিতেইচ্ছিত। করিলাম অদ্য আমি দর্শন নিশ্চিত ।। জন্মের সাফল্য ফল পাইলু এখন। এথা হৈতে কোনস্থানে নায়াব কখন ।। পাইয়া বৈষ্ণবগণ কৃপা সমুদয়ে। করিলুঁ নিবাস সুখে সেই দেবালয়ে ।। বিষ্ণুর নৈবেদ্য নিত্য করিয়ে ভোজন। পূজা মহোৎসব সুখে করিয়ে দর্শন ।। পূজাদি মাহাত্ম্য নিত্য তথা শুনিতাম। গোপনীয় স্থানে যত্নে মন্ত্র জপিতাম ।। গোপ ক্রীড়া সুখ ব্রজ ভূমির শ্রী আর। কখন নায়ায মনে হইতেআমার ।। এইমতে কতদিন আনন্দ হৃদয়ে। থাকিলাম তথাকারে সন্তোষিত হয়ে ।। পূর্ব্বের কথিত পূজা বিধানেআমার। পরমা লালসা মনে জন্মিল বিস্তার ।। কত দিনান্তরে সেই অপুত্র নৃপতি। বৈদিশিক আমি তবু প্রিয় করি অতি ।। সুশীল দেখিয়া মোরে পুত্রত্বে কল্পিয়া। অচির কালেতে গেল শরীর ত্যজিয়া ।। আমি সেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া তথায়। পূর্ব্বেহৈতে বহুগুণপ্রবর্ত্তি পূজায় বিষ্ণুর প্রসাদ অন্নে আমি প্রতি দিন। করাইতু ভোজনবৈষ্ণব সপ্রবীণ ।। রাজ্য প্রাপ্তি পূর্ব্বে যেন ছিল অকিঞ্চন। রাজ্য পাইয়াও থাকিলাম সে তেমন ।। জপি নিজ মন্ত্র দেহ নির্ব্বাহ কারণ। করিতাম প্রসাদান্ন কেবল ভোজন ।। মৃত নৃপতির

যেই ছিল পরিবার। তাহা দিগে বাঁটিয়া দিলাম রাজ্যভার॥ তথাপি রাজ্য সম্বন্ধে বহুধা প্রকার। নিরন্তর দুঃখ বোধ হইল আমার॥ কদাচিত অন্যরাজা হৈতে হয ভয। কখনোবা চক্রবর্ত্তী নৃপতি যেহয॥ বিবিধ আদেশ গণ পালনে তাহার নিরন্তর নহে বশীভূত আপনার॥ জগদীশ্বরের সেবা সিদ্ধের কারণ। সহিবারে হয যদি বলহ বচন॥ তাহার উত্তর কহি করহশ্রবণ। জগদীশ্বরের প্রসাদান্ন যেইহন॥ অন্যস্থানে যদ্যপিহ কেহলয্যা যায। কোনক্রমে অন্যজনস্পর্শ কৈলেতায॥ জগন্নাথ দেব মহা প্রসাদ ব্যতীত। অন্যস্পৃষ্ট খাদ্যে নাই একরি নিশ্চিত। কোনবা সজ্জন তাহা না করেভোজন। এই মর্ম্ম শেল কৈল হৃদেপ্রবেশন॥ তাহাতে সেরাজ্যেমহা বৈরাগ্য জন্মিল। কিন্তু শীঘ্র সেইরাজ্য ত্যজিতে নারিল॥ তাহে হেতু জগদীশ সেবা সুখময। রাজ্যত্যাগে তাঁহারো সেবার ত্যাগ হয॥ এমত সমযেতে তৈর্থিক সাধুবর। মম পুরে আগমন করিলা বিজ্ঞবর॥ কহিলেন লবন সাগর তীরে ধাম নীলাচলে ক্ষেত্র পুরুষোত্তম যে নাম॥ তাহে বিরাজিত দারুব্রহ্ম জগন্নাথ। শ্রীসুভদ্রা শ্রীরাম শ্রীলক্ষ্মী দেবীসাথ॥ ভগবান পরম বৈভব যুক্ত হন। উৎকলের রাজ্য স্বয়ং করেণ পালন সেবক গণের প্রতি অতি স্নিগ্ধমন। আপন মাহাত্ম্য সদাকরে প্রকাশন॥ লক্ষ্মী দেবী অন্নাদিক করেণ রন্ধন। স্বয়ং মহাপ্রভু তাহা করেণ ভোজন॥ দেবতা গণের তাহা সুদুর্লভ হয। আপন সেবক গণে দেনদযাময॥ নামমহাপ্রসাদসুপবিত্রিতহন। স্পর্শ্য স্পর্শ্য দোষ তাহে নাহি কদাচন॥ যেবাকোন স্থানে

নীত না করি বিচার। ভোজন করিলে সর্ব্ব পাপেতে নিস্তার॥ আশ্চর্য্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহিমা। অনন্ত অনন্ত মুখে দিতে নারে সীমা॥ গন্ধর্ব্বাদি চতুর্ভুজ যেখানে সদায়। প্রবেশ মাত্রেতে অনায়াসে মুক্তিপায়॥ প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ দেখিলে তথায়। আশ্চর্য্য অশ্রুত নিজ জন্মফল পায়॥ এতেক শুনিয়া হৈল ইচ্ছা দেখিবার। তাহে অভিভূত জ্ঞান জন্মিল আমার॥ সেই ক্ষণে রাজ্য ধন জনাদি বৈভব। বাহ্য অন্তরেতে করি পরিত্যাগ সব॥ জগন্নাথ২ করি সঙ্কীর্ত্তন। ওড্রদেশ দিগে শীঘ্র করিলুঁ গমন॥ সেই ক্ষেত্র অচির কালেতে পাইলাম। ক্ষেত্র বাসি জনসবে করিলূ প্রণাম॥ পরমবৈষ্ণব সেই সবার কৃপায় প্রবেশ করিলুঁ পুর মধ্যেতে তথায়॥ তথাহি॥

দূরাদদর্শি পুরুষোত্তম বক্ত্র চন্দ্রে ভ্রাজদ্বিশালনয়নো
মণি পুণ্ড্রভালঃ স্নিগ্ধাভ্র কান্তি বরুণাধর দীপ্তিরম্যো
হশেষ প্রসাদ বিকসত্স্মিত চন্দ্রিকাঢ্যঃ॥

দূরে হৈতে দেখিলাম অতি শোভাতর। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম বদনেন্দু বর॥ সপ্রকাশ মান অতি বিশালনয়ন॥ তিলক সমান মণি ভালে বিভুষণ॥ কান্তি অতি স্নিগ্ধ সজল জলধর অরুণ অধর দীপ্তি কিবা মনোহর॥ অশেষ জনের প্রতি প্রসন্ন তা চিত। তাহে বিকসিত মন্দ হাস্য জ্যোত্স্নান্বিত॥ দর্শন করিয়া প্রেমে হইলাম হত। কম্পেতে নিরুদ্ধ দেহ হইল বিতত॥ রোমাঞ্চ সমূহে যুক্ত হইলুঁ তখন। অশ্রুতে মুদিত তবে মম দুনয়ন॥ গমনে মানস কিন্তু নাহি শক্তি তায়। গরুড়ের স্তম্ভ পাইলাম কষ্টতায়॥ ততঃপর নিকটেতে করিয়া গমন

করিলাম বিশেষ প্রকারেতে দর্শন॥ দিব্য বস্ত্রালঙ্কার সুমা-জা বিরাজন। মনো লোচনের করে হর্ষ বিবর্দ্ধন॥ লীলাক্রমে সিংহাসনোপরেতে সুস্থিত। ভোজনকরিযা মহাভোগ মনো নীত॥ প্রণাম নৃত্যন স্তুতি বাদ্যগীত আর। যেই সবলোক করে ভক্তি পুরস্কার॥ বিলোকেন তাহাদের প্রতি প্রেমসাথ মহা মহিমার পদ প্রভুজগন্নাথ॥ করিযা দর্শন হইলাম মোহ যুত। পড়িলাম ভুমিতলে হৈযা অভিভূত॥ কতক্ষণ পরে তবে পাইযা চেতন। চাহি পুনর্ব্বার তার করিযা দর্শন॥ হই লুঁ উন্মত্ত তুল্য ধরিবারে তারে। বেগে ধাইলাম আগ্রে দ্ববাহু প্রসারে॥ চিরকাল হৈতে দৃষ্ট ইষ্ট প্রভুবর। এই জগদীশ অদ্য পাইলু সত্বর॥ পাইলুঁ জীবন অদ্য পাইলু জীবন। এই কথা অগ্রেকহি য়াইতে তখন॥ দ্বারী বেত্রাঘাতে তবে কৈল নিবারিত। বিচার জন্মিয়া হইলাম সলজ্জিত॥ এই নিবারণ হৈল প্রভুর কৃপায। ইহা অনুমানি আইলাম বাহিরায॥ কোন জন দযালু হইযা কৃপাবান। আমারে করিল মহাপ্রসা দান্ন দান॥ সেই মহাপ্রসাদান্নকরিযা ভোজন। ভগবন্দিরে পুনঃ করিলু গমন॥ প্রবেশ করিযা যাহা হইল দর্শন। হৈল প্রমোদের পদ আশ্চর্য্য জনন॥ হৃদযে করিতে তাহা শক্ত নাহি হই। অনন্ত হেতুক কিপ্রকারে মুখে কই॥ এইমতে সম স্ত দিবস দেবালযে। থাকিলাম আনন্দানুভব পূর্ণাশযে॥ রাত্রি প্রহরেক গতে অতি মহোত্সব। বিচিত্র বেশাদি বৃহচ্ছৃঙ্গার সম্ভব॥ হইলে সংপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলিমহোত্সব। আইলাম বাহিরেতে সানন্দ বিভব॥ নূতন২ আনন্দেতে সাধু সঙ্গে

দিবা রাত্রি জ্ঞান নাহি প্রমোদ প্রসঙ্গে ॥ বৃন্দাবন অদর্শনে শোক ছিল যত। সে সকল আমা হৈতে হইল বিগত ॥ সেবক গণের প্রতি উত্তম করুণা। জগন্নাথ দেবের সর্ব্বত্র যায় শুনা। সেবকের ইচ্ছা প্রভু করেণ পালন। করিলুঁ এরূপা অনুভব বিলক্ষণ ॥ সর্ব্বদা শ্রীজগন্নাথ দর্শন ব্যতীত। অন্য কিছু আমারে না রোচে কদাচিত ॥ দেব লয মধ্যে বহু পৌরাণিক গণ করেণ প্রভুর বহু মাহাত্ম্য বর্ণন ॥ তাহাও শুনিতে ইচ্ছা নাহি হয মম। প্রভুর দর্শনে সদা পাই সুখতম ॥ যদি কিছু দৈহিক চৈত্তিক দুঃখ হয। দেখিলে পুণ্ডরীকাক্ষ সদ্য পায ক্ষয ॥ পাইলাম মন্ত্র জপ ফল ইহা মানি। থাকিলাম বহুদিন অতি সুখ জানি ॥ কতদিন পরে মহাপ্রভুর সেবায। জন্মিল আমার রুচি একদিন তায ॥ বহু যত্ন করি সেই সেবা না ঘটিল। তাহাতে মানসে তাপ আমার জন্মিল ॥ ক্ষেত্র পুরুষোত্তমের রাজা চক্রবর্ত্তি। প্রভুর সেবক মুখ্য সেবা অনুবর্ত্তি ॥ রথ যাত্রা আদি মহোত্সবের সমযে। শ্রীমুখ দেখিতে যান নৃপ মহাশযে ॥ উদ্যানাদি ভঙ্গ হয হস্ত্যশ্বাদি পাতে। সজ্জন সবার হয দর্শন বিঘাতে ॥ রাজগণে জনে পথ হয নিরারিতে। হীন মোরা নাহি পাই স্বচ্ছন্দ দেখিতে ॥ এই মতে বহু দুঃখ জন্মিল হৃদযে। নিজ গুরুদেবে দেখিলাম এসমযে ॥ জগন্নাথ দেবাগ্রে বিহ্বল প্রেমে অতি। মহানুভাবক ভাবে বিভাবিতমতি জগন্নাথ শ্রীমুখ হরিল মমচিত। সংভাষণা করিতে হইল বিলম্বিত ॥ করিলেন অলক্ষিত গমন কোথায। ইতস্তত অন্বেষিয়া না পাইলুঁ তাঁয ॥ অন্যদিন সমুদ্রের তীরে মহাশয। আনন্দে

কীর্ত্তন নৃত্য করেণ সংশ্রয়।। একক পাইয়া তাঁরে দণ্ডের স-মান। করিলাম প্রণাম পড়িয়া ভূমি স্থান।। দেখি আশী-র্ব্বাদ পূর্ব্ব দিয়া আলিঙ্গন। অনুগ্রহে কহিলেন সর্ব্বজ্ঞ বচন মনো বচনাদি দ্বারা যে সঙ্কল্প করি। জপিবে আপন মন্ত্র সয়ত্ন আচরি।। মন্ত্রের প্রভাবে সেইসব সঙ্কল্পিত। প্রাপ্তি হই-বেক আরো ফল বাঞ্ছাতীত।। জগন্নাথ দেবের সেবানুরূপ হয় এই মন্ত্র জপ তুমি জানিহ নিশ্চয়।। এমত জানিবে আর বিশ্বাস করিবে। নিজমন্ত্র জপ কদাচিত না ত্যজিবে।। বহুজপ বহু নিষ্ঠা বহু ভোগ চয়। বহুকালে ক্রমে সেই সবসিদ্ধ হয়।। এই জন্মে সিদ্ধ হব কেমত প্রকারে। এই আশঙ্কায় আশীর্ব্বাদ করে মারে। মন্ত্রজপ প্রভাবেতে চিরজীবী হও। এই গোপ শিশু-রূপে চিরকাল রও।। এইমন্ত্র জপের যে ফলনিরূপণ। শ্রীমদন গোপালের সাক্ষাত্ দর্শন।। ক্রীড় কৌতুকাদি রূপ যেই ফল সার। তার প্রাপ্তি যোগ্য মন হউক তোমার।। পূর্ব্বের অনুক্ত মন্ত্র সাধন যেহয়। যথা অবসর স্থান কব সমুদয়।। আমা-রে কখনো এই স্থানেতে দেখিবে। কদাপি বা বৃন্দাবনে দর্শন পাইবে।। এইমত অনুজ্ঞ করিয়া ততঃক্ষণ। করিলেন কোন স্থানে সহসা গমন।। তাঁহার বিয়োগে হৈয়া দীন তর মন জগন্নাথ দেখিবারে করিলুঁ গমন।। দেখিয়া পাইলুঁ শান্তি দুঃখ গেল দূর। কেবল মন্ত্রের জপে যত্ন সে প্রচুর।। এইব্রজ ভূমির দর্শনোত্কণ্ঠা চয়। যখন আমার মনে হয় অতিশয় তখন শ্রীজগন্নাথ দেবের মহিমা। আমার উপর স্ফূর্ত্তি হয়ত গরিমা।। সেইত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রউপবন। স্ফূর্ত্তি হয়

আমারে যেমত বৃন্দাবন ॥ যমুনারূপেতে বোধ হয়তসাগরে গোবর্দ্ধন রূপ স্ফুরে নীল গিরি বরে ॥ এইমতে সুখে তথা করি নিবসন। প্রাতঃকালে করি মহাপ্রভুর দর্শন ॥ পশ্চাৎ আপন বাসে করি আগমন। জগন্নাথ সেবা প্রাপ্তি করি সঙ্কল্পন ॥ তার সিদ্ধি হেতু গুরু চরণাজ্ঞা মতে। নিজমন্ত্র জপ নিত্য করি অবিরতে ॥ কতদিন পরে চক্রবর্ত্তি নৃপবর। কাল প্রাপ্তে দেহত্যাগ করিল সত্বর ॥ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি বিরক্ত সন্তুক্ত। প্রভুর দর্শন বিনা অন্যে নহে শক্ত ॥ নাকরিল কোন মতে রাজ্য অঙ্গীকার। জ্যেষ্ঠ সত্বে কণিষ্ঠেরনাকি অধিকার ॥ এইহেতু নিয়ম পূর্ব্বক মন্ত্রিগণ। জগন্নাথ দেব স্থানে কৈল নিবেদন ॥ আজ্ঞা হৈল গোবর্দ্ধন বাসী সাধুতর। এক গোপ কুমার আমার ভক্তবর ॥ মহারাজ চিহ্ন দক্ষ হস্তে চক্র হয়। দুইপদে পদ্মকোষ তাহার আছয় ॥ তারে কর অভিষেক ত্বরাযুক্ত হৈয়া। এতশুনি পরীক্ষিয়া গেল মোরে লৈয়া অভিষেক করিল আমারে নৃপাসনে। সার্ব্বভৌম রাজ্য করিলেক সমর্পণে ॥ আমারে হইল যেই রাজ্য সমর্পিত। মহা পূজা মহোৎসব হইল বর্দ্ধিত ॥ বিশেষত মহাযাত্রা দ্বাদশ প্রভুর। বাড়াইলুঁ অতিশয় করি যত্নপুর ॥ সর্ব্বযাত্রা হইতে গুণ্ডিচা যাত্রা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর যত সাধু জানিয়া সদেষ্ট আসিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া যত নর। নৃত্য গীত আনন্দ করয়ে নিরন্তর ॥ রাজ্য আর রাজোপভোগায় দ্রব্যচয়। প্রভুর পদাব্জে সমর্পিয়া সমুদয় ॥ যখন যে সেবা হয় ইচ্ছা আপনার তখন করিযে সেবা সেইত প্রকার ॥ নিজ প্রিয়তম নিত্য

সেবকসহিত। ক্রীড়া কৌতুকাদি প্রভুকরেণবিদিত॥ লীলাক্রমে মৌনভাব হয়েন কখন। নানামত বিনোদ কৌতুক আচরণ সেই২ লীলা অনুসারি ভক্তগণ। প্রভুর আশ্চর্য্য ভাবে সুকৌতুক মন॥ নীলাচল ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ য়ত। প্রভু সহ কৌতুকাদি করয়ে য়েমত॥ সেই২ ভাবে হয় আমারে আশয় তাহাতে হৃদয়ে দুঃখ আমার জন্ময়॥ আগন্তুক আমি নহি সেবক বিরল। নীলাচলনাথে নাহি নিষ্ঠাত নিশ্চল॥ অতএব সে প্রসাদ ভাগী কিসে হব। তথাপি উত্কল বাসি ভক্ত য়েই সব॥ তাঁদের নর্ম্ম গোষ্ঠাদি সৌভাগ্য ভাবনে। জন্মিযা আশয হয তাহে দঃখ মনে॥ কিন্তু শ্রীমথুরানাথ গোবর্দ্ধন ধর। বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীরাধিকা মনোহর॥ বংশীধারী ইত্যাদিক নাম সংকীর্ত্তিত। স্তোত্র পৌরাণিক আর কবি বিরচিত স্বর তালাদিক য়োগে গাঁথা সুবগান। মথুরা স্মারক প্রভু অগ্রে গীযমান॥ শুনি মথুরাগমনে উঁত্কণ্ঠা বাড়িযা। হইত অত্যন্ত উপতাপ যুক্ত হিযা॥ সাধু সঙ্গ বলে গিযা রাজীব লোচন দেখি সর্ব্ব শোক দূর হইত তখন॥ ইচ্ছা নাহইত মম অন্যত্রাপি গমনে। তথাপি সাম্রাজ্য সম্পর্কেতে মম মনে॥ জগন্নাথ দেবের দর্শনানন্দ য়ত। সম্যক উদয নাহি হয পূর্ব্বমত য়াত্রা মহোত্সবে নিজেচ্ছায নানামত। পথ সম্মার্জনাদি বিবিধ সেবা য়ত॥ রাজগণে আবৃত হইযা সব করি। তথাপি মানসে সুখ নাহয বিস্তরি॥ রাজার স ান আর পাত্র মিত্রগণে। রাজ্য কার্য্য ভার করিলাম সমর্পণে॥ পূর্ব্বেতে ছিলাম উদাসীন য়েই মত। তেমত থাকিলঁ রাজ্যে হইযা

বিরত।। ততঃপরে রহঃস্থানে সুখে জপ করি। প্রভু পদাব্জ সমীপে সেবাত আচরি।। তথাপি রাজ সম্বন্ধে য়ত সবনর করয়ে আমার প্রতি সন্মান আদর।। সেহেতু নাপায়্যা সুখ পূর্ব্বতুল্য মনে। তথায় থাকিতে হৈলু বিরক্ত তখনে।। তবে চিত্তে হৈল য়াইবারে বৃন্দাবনে। কিন্তু প্রভু আজ্ঞা বিনা য়াইব কেমনে।। করিয়া চিন্তন মনে এমত প্রকারে। গেলাম প্রভুর অগ্রে আজ্ঞা মাগিবারে।। শ্রীমুখ দেখিয়া পূর্ব্বয়ত দুঃখছিল ব্রজে গমনেচ্ছা আদি সব বিস্মরিল।। এইমতে সম্বৎসর হইল য়াপন। আইল তথায় মাথুরিক কতজন।। তাহাদের স্থা নিক করিলু শ্রবণ। মথুরা শ্রীবৃন্দাবন আর গোবর্দ্ধন।। গো গোপ গোপিকা মৃগ পক্ষি বৃক্ষাদির। বিশেষ বৃত্তান্তে মন হই ল অস্থির।। শোক আর দুঃখে অতি হইয়া কাতর। রাত্রিতে শয়ন করি আছি শয্যাপর।। জগন্নাথ দেব পর দুঃখেতে কা তর। আমারে করিলা আজ্ঞা অনুগ্রহ পর।। হে গোপ নন্দন শুন বাক্য সমীহিত। ব্রজ ভূমি বাস তব হয়ত উচিত।। এই ক্ষেত্র আমার য়েমত প্রিয় হয়। জন্মভূমি ক্ষেত্র শ্রীমথুরা প্রিয় হয়।। নিবাস করিয়ে আমি য়েমত এথায়। সেইমত বৃন্দা- বনে থাকি সর্ব্বদায়।। বিশেষ বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর বয়েস নানা অনির্বচনীয়লীলা সুনির্দ্দেশ।। নিরন্তর নানাবিধা লীলা নিয়মিতা। তাহাতে শ্রীবৃন্দাবন ভূমি বিভূষিতা।। কি কারণে তুমি মতি হইয়া অস্থির। অনুতাপ করিতেছ য়েমত অধীর সেই বৃন্দাবনে তুমি করহ গমন। নিশ্চয় আমার রূপ মদন মোহন।। য়থাকালে অবশ্য পাইবে দেখিবারে। আর শোক

কখনো না কহিবে তোমারে ॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা এমত প্রকারে। প্রাতঃকালে উঠি বসিয়াছে নিজাগারে ॥ জগন্নাথ দেবের পূজক বিপ্রগণ। আজ্ঞামালা আনি মোরে কৈল সমর্পণ ॥ সেই মালা কণ্ঠে বান্ধি দেখি চক্রবর। প্রণমিয়া প্রস্থান করিলুঁ তত:পর ॥ উত্কণ্ঠিত মতি অতি করিয়া প্রয়াসে। এই বৃন্দাবনে আইলাম মহুল্লাসে ॥ শ্রীগুরু পদারবিন্দ বন্দি সাবহিতে। যাঁহার প্রসাদে পাই প্রেমরসচিতে ॥ শ্রীজয় গোবিন্দ দাস মাগে এইবরে। ভক্তি দান দেহ তব শ্রীচরণ পরে ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক মাহাত্ম্য খণ্ডে বৈরাগ্যং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীরাধা মদন মোহনৌ জয়তাং। দ্বিতীয় আদি মাহাত্ম্যং স্বর্গাদীনাং য়থোত্তরং। সমাহেশ্চ বহির্দৃষ্টে স্তথা ভক্তেশ্চ মুক্তিতঃ ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণধাম। জয় নিত্যানন্দ রোহিণেয় বলরাম ॥ জয় জয়াদ্বৈত চন্দ্র প্রণমিয়ে পায়। শ্রীচৈতন্য গুণ গাই য়াহার কৃপায় ॥ জয় রূপ সনাতন বন্দিয়ে চরণ। শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গের কায় ব্যূহ দুইজন ॥ জয় গৌর প্রিয়বর্গ সাধুভক্ত গণ। যাঁদের কৃপায় পাই গৌরাঙ্গ চরণ ॥ তবে গোপকুমার কহয়েবিবরণ। হেমাথর শ্রেষ্ঠবিপ্রশুনহ কথন ॥ যমুনায় বিশ্রাম ঘাটেতে করি স্নান। বৃন্দাবন মধ্যে তবে করিলুঁ প্রয়াণ বৃন্দাবন যমুনাপুলীন তালবন। ভাণ্ডীর গহন মধুবন মহাবন রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন। ইচ্ছামত সর্ব্বস্থলে করিয়ে ভ্রমণ। করিয়া গোরস পান আনি কদাচিত। পূর্ব্ব বন্ধুগ

শের হইয়া অলক্ষিত ॥ নিজ জপনীয মন্ত্র করিয়া ভজন। কহি
লাম সুখে কত দিবস যাপন ॥ এই বৃন্দাবনে নিত্য সন্নিহিত
হরি। নিরন্তর রাধা সহ ফিরেণ বিহরি ॥ কিন্তু সে সমযে কৃষ্ণ
কৃপা নাহিছিল। বিশেষ ব্রজের তত্ত্ব তাহে না জানিল ॥
সেই হেতু শূন্য মত দেখি বৃন্দাবন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মনে
হইল স্মরণ ॥ জগন্নাথে দর্শনের উত্কণ্ঠা জন্মিল। পুনর্ব্বার
ওড্র দেশে প্রস্থান করিল ॥ পথে গঙ্গাতীরে দেখিলাম ততঃ
ক্ষণ। ধর্ম্মাচার পরাযণ কত দ্বিজগণ ॥ বিচিত্র শাস্ত্রের বিজ্ঞ
সেই সবজন। করিলুঁ তাদের মুখে আশ্চর্য্য শ্রবণ ॥ আছে
উর্দ্ধে অন্তরিক্ষে স্বর্গ নামে দেশ। দেবতাগণের বাস স্থান সবি
শেষ ॥ বহুতাস উপরে আছে যেসব বিমান। তাহে শোভা
যুক্ত ভয দুঃখ বর্জ্যমান ॥ জরা শোক রোগ মরণাদি দোষ
যত। তাহাতে রহিত মহাসুখ ময তত ॥ ভূমণ্ডলে পুণ্যকর্ম্ম
উত্তম যে করে। সেইজন সুখবাস করে স্বর্গপরে ॥ শ্রীবামন
দেবের যে জ্যেষ্ঠ সহোদর। স্বর্গের হযেন রাজা সেই পুরন্দর
যদ্যপিহ বিল স্বর্গ যুক্ত শোভা জাল। সুতলে আছেন বিষ্ণু
বলিদ্বার পাল ॥ সপ্তম পাতালেতে আছেন শেষরাজ। বিত
লেতে বর্ত্তমান শ্রীকপিল রাজ ॥ রাবণের মদধ্বংসী দাসীক
অতলে। রুদ্র আদি দেবগণে শোভিত নিশ্চলে ॥ ভূমি স্বর্গে
সপ্তদ্বীপ নববর্ষ আর। সপ্ত সিন্ধু নদনদী অনেক বিস্তার ॥
বিচিত্র রূপেতে কৃষ্ণ পূজার উত্সব। নানাস্থানে নানামতে
শ্রীবিগ্রহ সব ॥ তাহে শোভমান ভূমি স্বর্গ অতিশয। তথা-
পিহ উর্দ্ধতর দেব স্বর্গ হয ॥ বিল ভূমি স্বর্গ হৈতে হযত বি-

শৃষ্টি। দুইর উপরে যেন মুকুট গরিষ্ঠ।। যাহাতে শ্রীজগদীশ অদিতি নন্দন। ইন্দ্রের উপরে ইন্দ্র আছেন বামন।। উপেন্দ্র তাঁহার খ্যাতি সেই হেতু হয়। অদ্ভুত তাঁহার বার্ত্তা বিলক্ষণোদয়।। গরুড়ের উপরি করিয়া আরোহণ। ইতস্তত ক্রীড়া রূপে করেণ ভ্রমণ।। অসুর সকলেরে করেণ বিনাশন। মনোহর তর লীলা আর যে বচন।। তাহে দেবগণে সুখ দেন নিরন্তর। নিজ ভক্তি তায় ইন্দ্র করেণ পূজন।। এতশুনি মনোরথ তাহার দর্শনে। হইলাম তাহে অতি ব্যাকুলিত মনে স্বর্গে শীঘ্র উপেন্দ্রের দর্শন কারণ। সঙ্কল্প পূর্ব্বক করি স্বমন্ত্র জপন।। স্বল্পকালে বিমানে করিয়া আরোহণ। হর্ষে স্বর্গপুরে আমি করিলু গমন।। পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে নরপতির আগারে। প্রতিষ্ঠা যাঁহার দেখিলাম তথাকারে।। সেই বিষ্ণু সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অতিশয়। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মচয়।। শ্যাম কান্তি বহুতর ভূষণে ভূষিত। চতুর্দিকে দেবতা গণেতে আবরিত।। নিবিড় সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি মহাশয়। রুচির গরুড় স্কন্ধ সিংহাসনে হয়।। নারদ বীণায় গান মধুর মধুর। তাঁহারে সম্মান প্রভু করেণ প্রচুর।। পাইতে উচিত যাহা পাইয়া তথায়। দেখিলাম অভিলাস দেখিতে যাঁহায়।। দূরে হৈতে পুনঃ২ দণ্ডের সমান। করিলাম প্রণাম হইয়া ভক্তিমান।। তবে অনুগ্রহ মোরে করি শ্রীবামনে। নিকটে আহ্বান কৈলা সুস্নিগ্ধ বচনে ভালং আগমন করিলা এখানে। হে গোপ নন্দন এথা মম সন্নিধানে।। দণ্ডতুল্য প্রণাম তোমার ব্যর্থ হয়। গৌরব দেখিয়া মম নাকরিহ ভয়।। করিলেন বিষ্ণু আজ্ঞা ইন্দ্রে উপক্র

আন গোপী কুমারেরে করিয়া আদর॥ আজ্ঞা অনুসারে ইন্দ্র করিয়া প্রেরণ। দেবগণে আনাইলা আমারে তখন॥ অগ্রেতে সাদরে যত্নে বসাল্যা আসনে। করাইলা অমৃতাদি দ্রব্যেতে ভোজনে॥ নন্দন বনেতেবাস দিলেন আমায়। মনে অতিশয় হর্ষ পাইলাম তায়॥ দেখিলাম কোন ভয় নাহিক তথায়। শোক রোগ মৃত্যু গ্লানিপীড়া জরা তায়॥ স্পার্দ্ধাদি কত ক দোষ যে আছেনিহিত। তাহা আমি গণনা না করিযেকিঞ্চিত॥ যেহেতু শ্রীজগদীশ্বরের সন্দর্শনে। অনির্বচনীয় সুখ করিলুঁ ভঙ্গনে॥ ভ্রাতা আর ঈশ্বর শরণ ইহাজানি। স্নেহ আর গৌরব আদর বহু মানি॥ সুধা পারিজাত আদি দ্রব্যে পুরন্দর। পূজন করেণ নিত্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর॥ করিতাম মনে ইহা আমি নিরন্তর। অহো ভাগ্যবান ধন্য২ পুরন্দর॥ যাঙ্গে শ্রীবামন দেব করিয়া সাধন। যত উপদ্রব করি সুদূরী করণ করিলেন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য অর্পণে। তাহা পায়্যা দেবরাজ অতি হর্ষ মনে॥ এই ভগবানে অতি সন্তোষিত মনে দিব্য উপচার চযে করেন পূজনে॥ স্বযং শ্রীবামন দেব হৈযা তুষ্টমন। গ্রহণ করেণ হস্তকরি প্রসারণ॥ এইমত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য বৈভব। হইবেক আমার সম্পদ আদি সব॥ তাহে শ্রীবামন দেবে সাদরে পূজিব। স্নেহেতে লক্ষ্মীশ তাহা গ্রহণ করিব॥ এইমত কৃপা কি করিবে ভগবান। এইরূপ কামনা করিয়া অনুমান॥ করিয়া সঙ্কল্প ইষ্ট মন্ত্র আপনার থাকিয়া তথায জপ করি অনুবার॥ এক মুনিবরের প্রিয যে ইন্দ্র রাজ। গোপনে দূষিযা তারে পাইলেন লাজ॥ শাপভয়ে

পদ্মের মৃণাল মধ্যে গিয়া। লুকায়িত থাকিলেন গোপিত হইয়া॥ দেবতা সকলে করি বহু অন্বেষণ। ইন্দ্রে না পাইলেন কুত্রাপি দর্শন॥ অরাজক হেতু অসুরাদির উৎপাতে। ত্রিলোকের মধ্যে হৈল অনেক ব্যাঘাতে॥ পরে শ্রীউপেন্দ্র মহাশয়ের আজ্ঞায়। শচী অদিতি আদির অনুমতি হয়॥ দেবগণ শ্রীগুরুর আজ্ঞা অনুসারে। ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিল আমারে॥ ইন্দ্রত্ব পাইলুঁ পদ তথাপি আমার। লঘুবাদি মত নাহি হৈল অহঙ্কার॥ শচী অদিতি শ্রীগুরু আর বিপ্রগণে। করিতাম আমি নিত্য পূজা সম্মাননে॥ নববিধ বিষ্ণুভক্তি ত্রিলোক ভিতর। সযত্নেতে প্রবর্ত্তন করি নিরন্তর॥ স্বর্গ রাজ্য পাইয়াও ভক্তির প্রভাবে। থাকিলাম পূর্ব্বমত অকিঞ্চন ভাবে॥ নিরন্তর বাস করি নন্দনাখ্য বনে। নিজ জপ ত্যাগ নাহি করি কদাচনে॥ বাঞ্ছাসিদ্ধ হৈলে ত্যাগ করিলে সাধন। হয় অকৃতজ্ঞত্ব এহেতু সে জপন॥ শ্রীমদন গোপালের করিয়া স্মরণ। তাঁর ক্রীড় মাধুর্য্যাদ্যে সদা মগ্নমন। সেই হেতু এই ব্রজ ভূমি কদাচন। শক্ত নাহি হইলাম হৈতে বিস্মরণ॥ ব্রজের বিচ্ছেদে শোক দুঃখে অতিশয়। অনুতাপ করি শুষ্ক বদন তা হয়॥ শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর তাহাতে দেখিয়া। আমা প্রতি বারম্বার কৃপা প্রকাশিয়া॥ কর পদ্ম স্পর্শ আর অমৃত বচন। নানামত কহিয়া করেণ সংতোষণ॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ সম্বন্ধের যেই আচরণ। গৌরবাদি ব্যবহার হয়ত করণ॥ সেইমত করি মম তোষের কারণ। মদ্দত্ত সামগ্রী লৈয়া করেণ ভোজন॥ তাহে ব্রজ বিরহজ দুঃখ বিস্মরণ। অপূর্ব্ব প্রকারে তাঁর করিয়া পূজন

স্নেহভাবে শ্রীবামনে কণিষ্ঠের ন্যায। যত্ন পূর্ব্ব করিতাম লালন তাঁহায।। এইমতে স্বাস্থ্য চিত্ত করিয়া আমায। নিজ-স্থান বৈকুণ্ঠাদ্যে গেলেন কোথায।। লক্ষ্মীর সহিত হইলেন অন্তর্দ্ধান। নিরন্তর নাহি পাই দর্শন বিধান।। তাঁর অদর্শনে হয় শোক অতিশয়। তাহাতে মনেতে হয় সর্ব্বদা আশয়। পৃথিবীতে আসি নীলাচলে জগন্নাথ। বলরাম শুভদ্রা শ্রীলক্ষ্মী দেবী সাথ। দেখিবারে ইচ্ছা আমি করি মনে২। তাহাতে দুঃখিত চিত্ত হয সর্ব্বক্ষণে।। মধ্যে২ প্রাদুর্ভব হৈয়া শ্রীবামন। কৃপা প্রকাশিয়া পূজা করেণ গ্রহণ।। তাহে সর্ব্ব মনঃপীড়া বিনাশিত হয। পুনঃ প্রাপ্তীচ্ছায বিরহজ দুঃখক্ষয়।। এমত প্রকারে স্বর্গে নিবাস করিয়া। ত্রিলোক পালনাদি ইন্দ্রত্ব আচরিয়া।। দেবমানে গণনেতে এক সম্বত্সর। গত হৈল তথাকারে অতিসুখ ভর।। অকস্মাত্ ভৃগু আদি মহাঋষিগণ মহর্লোক হৈতে করিতেছেন গমন।। পৃথিবীতে গঙ্গাদিক তীর্থ যে রযেন। মহাপাতকির স্পর্শে মালিন্য হযেন। তাঁহা দিগে পাদস্পর্শে পবিত্রী করিতে। কৃপাকরি গমন করেণ পৃথিবীতে। গতিক্রমে স্বর্গে হইলেনউপস্থিত। দেখিযা সকলে হৈলা সসম্ভ্রমান্বিত।। সর্ব্ব দেবঋষিগণ গুরুর সহিত। অভ্যুত্থান করি বসাইলেন ত্বরিত।। শ্রীব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণু যাঁদিগে আদর। করেণ তাঁদিগে দেখি চমত্কার ভর।। নূতন আগত আমি মহাঋষিগণে। নাহি জানি কিবা দেবঋষি কোনজনে। বিষ্ণুসেবানন্দে হত আমার অন্তর। কোনদিগে নাহিছিল সন্ধান বিস্তর।। সেহেতু প্রথমে আমিপূজিতে নারিল। পরে

গুরু আদি মুখে শুনিয়া পূজিল ॥ শুভাশীর্ব্বাদে তাঁরা করি অভিনন্দন। যথা সুখে করিলেন পৃথ্বীতে গমন ॥ তাঁহাদের মহিমা শুনিতে হৈল চিত। কিন্তু বিষ্ণু অগ্রে অন্য বার্ত্তা অনচিত ॥ পরে শ্রীউপেন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান। দেবগণে প্রশ্ন ভাব করিলুঁ আখ্যান ॥ মনুষ্য লোকের পূজ্য হন দেবগণ দেবতার পূজ্য ইহাঁরা বা কোনজন ॥ মহাতে জোময নিবসেন কোন স্থানে। কীদৃশ মহাত্ম্য কহ বিশেষ আখ্যানে ॥ শুনেতে হইল এই মানস বিধান। ইহাঁদের বাসস্থান হৈলেপরে জ্ঞান ॥ তথাকার পূজ্য যেই শ্রীঈশ্বরবর। দর্শনার্থে তাহার করিব যত্নতর ॥ কিন্তু মম প্রশ্ন বাক্য করিয়া শ্রবণ। সাহজিক মহা অভিমানি দেবগণ ॥ মৎসরতা যুক্তচিত্ত হইলা তখন। পরের উৎকর্ষা বাক্যে নিজাপকর্ষণ ॥ বৃত্তান্ত নাকহিলেন লজ্জাযুক্ত চিতে। তবে গুরু কৃপাকরি লাগিলা কহিতে স্বর্গোপরি মহর্লোক বিদ্যমান রয। ত্রিলোক বিনাশে তার নাশ নাহি হয ॥ বিমুক্তির অধিকারি গণের সেস্থান। ব্রহ্মার আয়ুপর্য্যন্ত থাকে বিদ্যমান। স্বর্গের প্রাপকপুণ্য হইতে অধিক। যাগযোগশুদ্ধকর্ম্মযেইসশ্রদ্ধিক॥ করযে তাহারপ্রাপ্য সেই লোক হয। ভমি স্বর্গ হৈতে স্থান অতি সুখময ॥ সকল পৃথ্বীর রাজ্য সুখ হৈতে হয। কোটিগুণে অধিক ইন্দ্রত্ব সুখ চয ॥ তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখ সে স্থানের। প্রজাপতি ভৃগু আদি মহর্ষিগণের ॥ সেই সুখে মহর্লোকে সদা নিবসেন কোথাও কোন কারণে গমন করেণ ॥ সাক্ষাৎ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর। তথাকারে স্থানে২ প্রকঠিত হর ॥ সেইস্ত

প্রভুরে ভৃগু আদি মুনিগণ ॥ মহা২ যজ্ঞে নিত্য করেণ পূজন
এতেক গরুর উক্ত শুনিয়া বচন। হইল ইন্দ্রত্ব পদে বিরক্তি
তখন ॥ মনুষ্য লোকের পূজ্য হন দেবগণ। তাহাদের পূজ্য
ভৃগু আদি ঋষিজন ॥ তাঁহারা পূজেন যেই মহাপ্রভুবরে।
তাঁরে দেখিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে ॥ মর্ত্যে পূজ্যমান বিষ্ণু
হইতে স্বর্গেতে। মধুর বৈভব দেখিলাম প্রত্যক্ষেতে ॥ স্বর্গে
পূজ্যমান বিষ্ণু হৈতে এইমত। মহর্লোকে থাকিবে মাহাত্ম্য
বিশেষত ॥ তথায় যাইয়া দেখিবারে যোগ্যহয়ে। আরম্ভিলু
জপ এই সঙ্কল্প নিশ্চয়ে ॥ অচির কালেতে হবে চড়িয়া বিমা
নে। উপস্থিত হৈলু উর্দ্ধ মহর্লোক স্থানে ॥ তাবত শ্রীভৃগু
আদি ঋষিগণ যত। তীর্থ হৈতে হইলেন ভবনে আগত ॥
ভৃগুর আশ্রমে তবেকরিয়া গমন। অপরূপমহর্লোকে করিলু
দর্শন ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যেই সুখ নাই। সেই সুখ বৈ
ভব ভজন তথাপাই ॥ হইলে ব্রহ্মার রাত্রি ত্রিলোকের নাশে
তথাকার সুখাদির নাহয় উদাসে ॥ স্পর্দ্ধাদি রহিত কেন্ত
অদুঃখ করণ। আছয়ে এমত সুখ বৈভব ভজন ॥ সেইসব
নির্বচন করা নাহি যায়। এমত ভজন সুখ বৈভব তথায় ॥
ভৃগু আদি মহাঋষিগণ ভক্তি পর। মহাযজ্ঞ সহস্র শঃকরেণ
বিস্তর ॥ যজ্ঞাগ্নি মধ্যেতে প্রভু হইলা উত্থিত। যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ-
ভাগ ভোক্তা ক্রীড়ান্বিত ॥ বিরাজিত যজ্ঞাগ্নি হইতে তেজো
ময়। যজ্ঞ মূর্ত্তি রবিকোটি জিনি তেজশ্চয় ॥ জগতের মনো
হারি সুসুন্দর কায়। হস্ত প্রসারিয়া চরু লয়েন তথায় ॥ সন্ত
ষ্টহইয়া প্রিয়তর বরগণে। প্রদানকরেণ সে যাজ্ঞিক বিপ্রসনে

তাহার দর্শনে হৈল সম্ভ্রম বিস্তর। হর্ষে নমস্কার করিলাম ততঃপর॥ যজ্ঞেশ্বর আমাপ্রতি হৈয়া দয়াবান্। মিষ্টবাক্যে করিলেন নিকটে আহ্বান॥ আপন উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আ-মারে। স্বহস্তে দিলেন প্রভু করুণা প্রচারে॥ তাহাতে পরমা নন্দ অপূর্ব্ব পাইল। ত্রিভুবন মধ্যে যাহা না অনুভবিল॥ প্রভুর করুণা অতিশয়ের কারণ। সংসিদ্ধ হইল মম অশেষ বাঞ্ছন॥ দয়ালু মহর্ষিগণ সহবাস করি। মহর্লোকে স্থানে২ ভ্রমণ আচরি॥ শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর করিয়া দর্শন। কৃতার্থের পরিপাক মানিলত খন॥ নিবাস করিয়ে সদাআনন্দ সংযুক্ত কহিলেন ভৃগু আদি মহর্ষি প্রভৃত॥ গোরক্ষক বৈশ্য পুত্র শুনহ বিষয়। মহর্লোক স্বভাবেতে বিপ্রত্ব জন্ময॥ আমরা দিতেছি হবে বিপ্রত্ব তোমার। অতি শীঘ্র তাহা তুমি করহ স্বীকার॥ মহর্ষি সকল মধ্যে হৈয়া একজন। আমাদের সঙ্গে করি যজ্ঞ আচরণ॥ করতুমি এই জগদীশের পূজন। যাঁরে দেখিবারে তব বাঞ্ছা সর্ব্বক্ষণ॥ এতেক শুনিয়া চিন্ত করিলাম সার। বৈশ্যরূপে মহাসুখহইবে আমার॥ যজ্ঞেশ্বর রূপি জগদীশের সেবন। তাঁরভক্ত এ বিপ্রগণের উপাসন॥ বৈশ্যত্বে যেমত হবে ব্রাহ্মণত্বে নয়। অতএব বৈশ্যত্ব আমার শ্রেয়ো হয়॥ সদা ক্রূর উদ্দেশিত মম মন্ত্রবর। সত্ফল যাহার দেখিতেছি বহুতর॥ কেনমন্ত্র জপে মান্দ্য হইবে আমার। এবিপ্র গণের সহ ঐক্য হৈলে আর॥ এবিপ্রগণের নিষ্ঠা যেন যজ্ঞে সার। হইবেক তেমতি আমার ব্যবহার॥ তাহে আবশ্যক নিজ মন্ত্রের জপনে। শৈথিল্য হইবে মম সেইত কারণে॥ এ

বিচারে বিপ্রত্ব না করি অঙ্গীকার। করিলাম তাঁহা দিগে নমস্কার ইহার॥ স্বতোজাত পূর্ব্বোক্ত সকল সুখভরে। বাস করিলাম সেই মহর্লোক পরে॥ স্পর্দ্ধা মত্সরতা কাম ক্রোধাদিক দোষ। শত্রু হৈতে পরাজয় শোক দেহশোষ॥ তিনলোক নাশে পতনাদিশঙ্কা ভয়। কিছু নাহি তথাকারে বিদ্যমান হয়॥ যজ্ঞেশের প্রীতে যজ্ঞউত্সবব্যতীত। সেইলোকে অন্য কর্ম্ম নাহিক কিঞ্চিৎ॥ কিন্তু যজ্ঞসমাপন হৈলে সেসময় প্রভু অন্তর্দ্ধান হন তাহে দুঃখ হয়॥ পুনর্য্যজ্ঞান্তরে প্রভু হৈলে প্রাদুর্ভূত। সুখ হয় কিন্তু থাকে মন দুঃখযুত॥ সত্যত্রেতা দ্বাপর কলি এ চতুষ্টয়। যুগের সহস্র মানে ব্রাহ্ম্য দিন হয় মহর্লোকে সেইমত দিবস গণন। ব্রহ্মার দিনান্তে হয় ত্রিলোক দাহন॥ তাহাতে উত্তাপ মহর্লোকে হয় জ্ঞান। সেইকালে জনোলোকে ভৃগুআদি যান॥ রজনীর ন্যায় হৈলে যজ্ঞ নির্ব্বাণ। জনোলোকে যজ্ঞেশের হয় অদর্শন॥ সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নিতে ত্রিলোক দহয়। তাহা হৈতে সেই দুঃখ দহে অতিশয়॥ সেই হেতু অক্ষয় বটের ছায়ান্বিতে। ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবা ত্বরিতে॥ শ্রীযুক্ত শ্রীজগন্নাথ করিয়ে দর্শন। এইমনে অভিরুচি হয় সর্ব্বক্ষণ॥ মহর্লোকে থাকিতেহ স্বমন্ত্র জপনে। এই শ্রীমথুরা ভূমি হইযাত মনে॥ নীলাচলপতি প্রিয় বিলাসের স্থান। মাথুর শ্রীব্রজভূমিমনোহরাখ্যান॥ তাহারদর্শনইচ্ছা হইযা আমার। পূর্ব্বমত শোক মনে জন্মাযে অপার॥ যদ্যপি শ্রীভগবান্ দয়ার নিধান। প্রাদুর্ভূত আমাহৈতে হৈযা পূজ্যমান॥ প্রীতিদ্বারা আমারেত করিয়া আহ্বান॥ মমদত্ত

ভোগদ্রব্য কৃপাকরি খান॥ তবেত আমার সর্ব্বদুঃখনাশ হয়ে। যেন অন্ধকার ক্ষয় পায় সূর্য্যোদয়ে॥ দিবাতে প্রভুর সন্দর্শন পূজোত্সব। তাঁহার করুণা সব করি অনুভব॥ তত্রাপি গমনে শক্তি ইচ্ছাও নাহয়ে। রাত্রিতেও যজ্ঞেশের পূজাদি বিষয়ে॥ আশারূপ রজ্জুতে হইয়া বদ্ধমন। কোথাও গমনে শক্তি নাহয় তখন॥ মহর্লোক জনোলোক দুইত সমান। কিঞ্চিত বিশেষ মাত্র হইল আখ্যান। ত্রিলোক দহনে তাপ মহর্লোকে হয়। জনোলোক পরি সেইতাপ নাহি রয়॥ তাহা অনুভবিলাম রাত্রেতথা গিয়া। পুনর্দিনে মহর্লোকেথাকিলু আসিয়া সেইস্থলে একদিন এক দিগম্বর। মহত্তেজঃপুঞ্জ রূপ মৃদু কলেবর॥ পঞ্চ ষষ্ঠবৎসরের বালক সমান। কত জন সঙ্গে উদ্ধ হৈতে উপস্থান॥ মহাঋষিগণ যজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগ করি। ভক্তিতে উঠিয়া প্রণমিলেন আদরি॥ যজ্ঞেশ্বর তুল্য তাঁহাদিগে পূজিলেন তাঁরাধ্যান নিষ্ঠবাক্য নাহি কহিলেন॥ যথা অভিলাস তাঁরা করিলে গমন। মহর্ষিগণেরে করিলাম জিজ্ঞাসন॥ কোথায় থাকেন বা হয়েন কোনজন। তেজঃপুঞ্জ বয়ঃক্রমবালক যেমন দেবতার পূজ্য আপনারা মহাশয়। প্রত্যক্ষ শ্রীজজ্ঞেশ্বর পূজহ নিশ্চয়॥ যজ্ঞেশ্বর পূজা কার্য্যকরিয়া ত্যজন। আপনারা কিকারণে করিলা পূজন॥ মহাঋষিগণ তবে কহেন বিস্তার নাম সনত্কুমার সে হয়ত প্রচার॥ আমরা সকল যেই ব্রহ্মার নন্দন। আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহত্তম হন॥ আত্মারাম আপ্তকাম যেইসব জন। তাহাদের আদ্যাচার্য্য মার্গ প্রদর্শন॥ সুনৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠ ব্রতধর। সূর্য্যের সমান

তেজঃপুঞ্জ কলেবর ॥ ইহার উপরে আছে যেই জনালোক। তাহার উপরি আছে নামে তপোলোক ॥ এই সনৎকুমার থাকেন সেই ঠাঁই। সনকসনন্দ সনাতন তিনভাই ॥ সহ নিবসেন আরো তুল্য আপনার। যোগীশ্বর কবির্হরিঃ অন্তরিক্ষ আর ॥ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন প্রভৃতি তথায়। বৃহদ্ব্রতধর যোগীশ্বর যাহাপায় ॥ ঊর্দ্ধরেতাগণ যোগ্য সুখ যত্র হয়। নিরন্তর মঙ্গল যাহাতে নিবসয় ॥ মহর্জনো লোকে প্রজাপতিগণ যত তাঁহাদের অনুভব সুখ যেইমত ॥ তাহা হৈতে কোটিগুণে সুখাধিক হয় ॥ সেই তপোলোকে নিরন্তর ক্ষেমরয় ॥ এই সনৎকুমার পরম ভাগবত। পরমেশ্বরের অবতার অভিমত অতএব বিষ্ণুর যেমত পূজাহয়। সেইমত পূজিবারে সদা যোগ্যাশ্রয় ॥ আবশ্যক নিজ কৃত্য করিয়া ত্যজম। গৃহস্থের মত যোগ্য করিতে পূজন ॥ এতেক শুনিয়া করিলাম আমি মনে তথায় আশ্চর্য্য সুখহয়বা কেমনে ॥ ইহাঁরসমান বা আছেন কতজন। ইহাঁদের পূজ্য বিষ্ণু কীদৃশবা হন ॥ এতচিন্তি সেই সব দর্শন আশায়। ধ্যাননিষ্ঠ হৈয়া জপ করিলাম তায় ॥ পরমতেজস্বী আমি হৈয়াসে কারণ। সেই তপোলোকে শীঘ্র করিলুঁ গমন ॥ দেখিলাম শ্রীমান সনক সনন্দন। আর সনৎকুমার চতুর্থ সনাতন ॥ তাঁহাদের তুল্য তপোলোক যতজন। মান্যমান অত্যন্ত করেণ আচরণ ॥ সুখে ইষ্টগোষ্ঠী তাঁরা করেণ বিস্তার। আমাদের বোধগম্য নাহয় যাহার ॥ অতএব বিবেচিয়া বুঝ সমুদায়। মুক্তিভক্তিআদি জ্ঞান নাহিক তথায় ॥ যদ্যপিহ তপোলোকে সনকাদি চারি। হয়েন

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি বেশ ধারী ॥ ব্যক্ত ভগবানের যে হয়ত লক্ষণ। পরমেশ্বরত্ব চতুর্ভুজাদি গণন ॥ নাহি অসাধারণ তথাপি সন্দর্শনে। মহোন্মাদ জন্মিল আমার হৃতোমনে ॥ তপোলোকে দর্শনে আনন্দ হৈল যত। মহলোকে তাঁরে দেখি না হইল তত ॥ সেই তপোলোকের মাহাত্ম্যে ইহা হয়। দেশ কাল অধিকারী সর্ব্বত্র যোজয় ॥ ততঃপর ধ্যান নিষ্ঠ সেই ঋষিগণ। করিলেন নিজ২ স্থানেতে গমন ॥ কোথাও আছেন বিষ্ণু করিয়া ভাবন। জিজ্ঞাসিতে অবসর নাপাইয়া তখন ॥ করিলাম সেইলোকে সর্ব্বত্র ভ্রমণ। ইতস্তত কোনস্থানে নহিল দর্শন ॥ তবে মহামুনিগণে করিলু জিজ্ঞাসা। কোথায় শ্রীজগদীশ কহ সত্য ভাষা ॥ করিলাম অগ্রে বহু প্রণামস্তবন তথাপি না করিলেন তাঁরা অবলোকন ॥ প্রায়সবে নিরন্তর সমাধিতে রত। ঊর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক করেণ সদাব্রত ॥ পূর্ণকাম অন্যোন্য করেণ সবে রতি। সেবে অনিমাদি সিদ্ধিগণ মূর্ত্তিমতী ॥ ভগবদ্দর্শনআশা সুমহতী যেই। তথায় ফলিতা নাহইল মম সেই ॥ কিন্তু আত্মারাম গণ সঙ্গ স্বভাবেতে। সেই আশা হৈল মম বিরাম ন্যায়েতে ॥ তথাপি সে স্থানে আমি কৈলু নিবসন। তাঁদের প্রভাবে সব দর্শন কারণ ॥ গৌরব করিয়া নিজ গুরুর বচন। আর তার সার ফল হৈয়াছে দর্শন ॥ এই হেতু নিজ মন্ত্রজপ না ত্যজিয়া। থাকি কিন্তু পূর্ব্ব তুল্য প্রীতি না করিয়া ॥ স্থানের স্বভাবহেতু হইল সে জাত। চিত্তের প্রশম তায় আনন্দ সম্প্রাপ্ত ॥ সেকারণে সম্ভ্রম অধিক জপ করি। বিষ্ণুদর্শনেচ্ছা মম বাড়িল বিস্তরি ॥ জগন্নাথ দেব

নীলাচলে বিরাজিত। তাঁর দর্শনেচ্ছা সদা হয়ত নিশ্চিত।। এমত বুঝিয়া নব য়োগেন্দ্র প্রধান। ঋষভ দেবের পুত্র মহা-মতিমান।। করিয়া করুণা কিছু আমারে তখন। কহিতে লাগিলা পিপ্যালায়ন বচন।। প্রাজাপত্য সুখ কোটিগুণ সুখ হয়। সম্পদ হেতুক শ্রেষ্ঠ এই স্থান হয়।। উর্দ্ধরেতা য়োগীন্দ্র গণের এই স্থান। ছাড়িয়া অন্যত্র কেন য়াতে্য ইচ্ছাবান।। নেত্রাদির অগোচর সে পরমেশ্বর। দেখিবারে তাঁরে কেন ভ্রম নিরন্তর।। সমাধিতে যুক্ত কর আপনার মন। অনায়াসে পাইবে সে তাঁহার দর্শন।। য়েমত দর্পণ অতি করিলে মার্জন। সুখে প্রতিবিম্বে মুখ হয় নিরীক্ষণ।। অন্তর্বাহ্য সদা সর্ব্বত্র সাক্ষাত্কার। দেখিযে ভ্রমণ মিথ্যা কর অনিবার।। পরমাত্মা বাসুদেব চিত্তে অধিষ্ঠাতা। বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ সর্ব্বফল দাতা।। নিতান্ত শোধিত চিত্তে অবশ্য স্ফুরয়। পরব্রহ্মগন ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত হয়।। চিত্তে ভগবান স্ফূর্ত্তি হইবেয় খন। না থাকিবে অন্যবৃত্তি তাহাতে কখন।। সুসিদ্ধ হইবে তবে মানসে দর্শন। নেত্রের দর্শন হৈতে অতি সুশোভন।। মনের হইলে সুখ আপনা হইতে। সর্ব্বেন্দ্রিয় গণ সুখ পায় সুবিদিতে।। চক্ষুঃশ্রবণাদির য়েসব বৃত্তি হয়। মনোবৃত্তি মধ্যবর্ত্তি সেসব নিশ্চয়।। ইন্দ্রিয় সবার বৃত্তি হয় য়েসকল। মনোবৃত্তিবিনা তাহা নিতান্ত নিষ্ফল য়দ্যপি ইন্দ্রিয়গণ করয়ে বাসনা। চিত্তবৃত্তি বিনা তাহা বিফল কামনা।। ভক্ত বাত্সল্য হেতুক য়দি কদাচিত। হযেন চক্ষুর প্রভু গোচর বিহিত।। সেহ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা দর্শন নিশ্চয়। পরিচ্ছিন্নেন্দ্রিয়ে তাঁর গ্রহণ না হয় ।। চক্ষুদ্বারা করিলাম প্রভুর দর্শন

এই অভিমান মাত্র করে জীবজন।। তাহার করুণা শক্তি অত্যন্ত প্রবর। তথাহি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং॥

তাহে যদি হন চর্ম্ম চক্ষুর গোচর॥ তথাপি দর্শনানন্দ হৃদয়ে জন্ময। যাহে সুখদুঃখ জন্ম স্থানহৃদি হয়॥ নেত্রজ্ঞানেন্দ্রিয় দর্শনজ সুখতায। কিন্তু সে পর্য্যবসান মনোমধ্যে পায়॥ যেমত নৃপের মহাপাত্র যেই নর। দ্রব্য বিশেষের উপযুক্ত সে প্রবর॥ সেইমত সব সুখ গ্রহণে উচিত। মহাপাত্র হন মন জানিহ নিশ্চিত॥ মনোপরিচ্ছিন্ন সুখ কিমতে বিস্তর। ইহা যদি কহ তার শুনহউত্তর॥ শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা হইলে উদয়। যত পরিমাণ সুখ বিবর্দ্ধিত হয়॥ সূক্ষ্ম রূপে আত্মার আকার হেতু মন। তত পরিমাণে বাড়িবারে শক্ত হন॥ অন্তরেতে ধ্যান যোগে দেখিলে প্রভুরে। সাক্ষাত্‌ দর্শন তুল্যকরুণা প্রচুরে॥ কারণ তাহার প্রতিবিশেষ প্রকার। পদ্মযোনি ব্রহ্মাহন প্রমাণ ইহার॥ নাভিপদ্ম মধ্যে ব্রহ্মা জন্মযা সত্বর। আজ্ঞা মতে করিলেন সমাধি বিস্তর॥ পরি তুষ্ট হৈয়া তবে দেব ভগবান। দিয়া নিজ দর্শন করিল বরদান॥ সাক্ষাতদর্শনে ভক্তগণ সুখী হয়। কংস দুর্য্যোধনাদির ভয় দোষচয়॥ শ্রীনন্দনন্দন মুখ চন্দ্রের দর্শনে। নন্দাদির প্রেমরস হইল বর্দ্ধনে॥ সেই রঙ্গ মধ্যে কংস করি আলোকন। ভয় ক্রোধ তাপে পূর্ণ হৈল তার মন॥ কৌরব সভায় কৃষ্ণে করিয়া দর্শন। ভীষ্ম বিদুরাদি হৈলা অতি সন্তোষণ॥ সেই কুরুবংশ জাত রাজা দুর্য্যোধন। হৃদয়ের তাপে পূর্ণ হইল তখন॥ শ্রীমদ্ভা

রায়ণ রূপ যুক্ত শোভাচয়। ঘনীভূত পরম আনন্দ পূর্ণময় সর্ব্বেন্দ্রিয় গণে গুণে করেণ রঞ্জন। এমত আশ্চর্য্য রূপ করিয়া দর্শন ॥ মধুকৈটভাদি যত দুরাত্মাগণের। অপগত না হইল দুষ্টতা মনের ॥ সে দুষ্টতা সকল পীড়ার আকর। আর সর্ব্ব জগতের হয় পীড়াকর ॥ শ্রীমন্নারায়ণ দেব পরম ঈশ্বর। দুর্বিতর্ক্য অত্যন্ত বিচিত্র শক্তিধর ॥ আনন্দ স্বভাব ভক্তে করিতে হর্ষিত। আর দেখাবারে ভক্তি মাহাত্ম্য নিশ্চিত ॥ দুর্ঘট যে কার্য্য নাহি ঘটে কদাচন। তাহাও করেণ প্রভু নিশ্চয় কথন নববিধা ভক্তি যেই হয়ত প্রধান। কীর্ত্তনাদ্যে চাহি সদা মনের প্রদান ॥ সকল ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ হয় যেই মন। তার বৃত্তি সমর্পণে কহিয়ে স্মরণ ॥ অতএব সর্ব্বভক্তি মধ্যেতে স্মরণ। শ্রেষ্ঠতম ইহাতে নাহিক সংশয়ণ ॥ জ্ঞান বৈরাগ্যাদি অন্তরঙ্গ যে সাধন। তাহা হৈতে অন্তরঙ্গ প্রেমভক্তি হন ॥ সমাহিত হৈলে মন সেই প্রেম ভক্তি। রুচি অনুসারে নরে পায় অভিব্যক্তি ॥ পদার্থ প্রেম সংজ্ঞক অতি সুখময়। অশেষ সাধনে দ্বারা সাধ্য বস্তু হয় ॥ চতুর্ব্বর্গ হৈতে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু উপাসন। তারফল রূপ হেতু অধিক সে হন ॥ ভগবানে বশীকার করণে সমর্থ। অদ্বিতীয় সুগাঢ় উপায় এই অর্থ ॥ তাঁর মুখ্য প্রসন্ন হৈতে লাভ হয়। ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ মহানিধিময় ॥ বিচিত্র পরমানন্দ গণে যে মাধুর্য্য। অতিশয়েতে তাহার পূরিত প্রাচুর্য্য ॥ পরিচ্ছিন্ন রহিত মহত্ অনির্ব্বাচ্য। মাহাত্ম্য পরমরস রহস্য বিবাচ্য ॥ চিত্তের বৃত্তির পরিণাম বিশেষেতে। সেই প্রেমপ্রকাশিত হয় উদয়েতে ॥ ইহাতে তাত্পর্য্য হৈল মন সমাধানে

সর্ব্বত্র দর্শন পায় শ্রীল ভগবানে॥ মন সমাধান যদি মানব দুষ্কর। নেত্রের সাফল্য কামে দর্শনেচ্ছা কর॥ তবেত ভারত বর্ষে যাহ সেইস্থান। আমাদের ঈশ্বর তথায় রাজমান॥ গন্ধমাদনপর্ব্বতে শ্রীমন্নারায়ণ। নরসখ দেবে তত্র করহ দর্শন আমরা সকলে সমাধিতে পরায়ণ। অন্তরে বাহ্যেতে তাঁরে করিযে দর্শন॥ অতএব বিচ্ছেদের দুঃখ নাহি হয়। এইকেত্ত তথা গেলা প্রভু মহাশয়॥ ধনুর্বিদ্যা গুরু কোদণ্ড মণ্ডিত কর ব্রহ্মচারি বেশ মস্তকেতে জটাধর॥ লোক সকলেরে তপ- শ্চর্য্যা শিক্ষাদ্বারে। করেণ তথায় মহা তপস্যা আচারে॥ এতেক শুনিয়া গন্ধ মাদনে যাইতে। হইলাম উদ্যত আমিহ ত্বরান্বিতে॥ তবে সনকাদি মহাঋষি চারিজন। তাঁরে দেখ এখানে কহিয়া এবচন॥ শ্রীল ভগবানের মূর্ত্তির বহুরূপ। আ মারে দর্শন করাইলেন স্বরূপ॥ একজন হৈলা নারায়ণ অন্য নর। কেহ হৈলা উপেন্দ্র বিষ্ণুর মূর্ত্তিধর। মহর্লোকে যজ্ঞে শ্বর যে কৈলুঁ দর্শন। কেহ সেইরূপ তথা করিলা ধারণ॥ নৃ সিংহ বামন আদি বহু অবতার। হইলেন ক্রমে২ সেসব আ কার॥ এতদেখি হইলাম ভয়ে কম্পমান। প্রণমিয়া কর যোড়ে কহিল বিস্তান॥ দৃঢ় অপরাধ আমি করিলাম ইবে হে দীনবৎসল সব দয়ায় ক্ষমিবে॥ মম মস্তকেতে স্পর্শ করি লা কৃপায়। চিত্তের একাগ্রতা সমাধি পায্য তায়॥ স্বর্গা দিতে দৃষ্ট ভগবানের যে রূপ। সমাধিতে দেখিলাম সাক্ষাত স্বরূপ॥ বহির্দৃষ্টে সমাধি ভঙ্গেতে কদাচিত। ধ্যান-বেগে সমীপে দেখিযে প্রত্যক্ষিত॥ সমাধিতে আর বিষ্ণু দর্শন কা

রণে। সুখে মম জপে নিষ্ঠা স্বতো হৈল মনে ॥ জপের কালেতে মনেকরিতেস্মরণ। মনেহৈযাএই নিত্যসুখবৃন্দাবন ॥ এই ব্রজ ভূমির মাধুরী সুবিপুল। আমার মানস অতি হইল ব্যাকুল ॥ সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি লোপ সমাধির দশা। কদাচিত নিদ্রাসম করযেবিবশা ॥ তাহাহৈতেহয মম জপে অন্তরায। আর বিষ্ণু মূর্ত্তির দর্শনে বিঘ্নতায ॥ তাহে আমি বিলাপ করিযে অবিরত। অহো মম কি দৌভাগ্য উপদ্রব যুত ॥ তাহাতে কামনা মম হয নিরন্তরে। নীলাচলে জগন্নাথ দেখিবারতরে এতদেখি তত্রবাসি সকলে আমারে। জিজ্ঞাসিল সে বৃত্তান্ত সান্ত্বনা আচারে ॥ শোকের সহিত দশা সকল কহিল। শুনি সনকাদি সবে মোরে প্রশংসিল ॥ আশ্চর্য্য ইহার এইমত সে হইল। পরমদুর্লভ দশা বিশুদ্ধা জন্মিল ॥ আমি তাহাদের ভাব নাকরিলু জ্ঞান। কেবলনিশ্চয দুঃখহয অনুমান ॥ অভ্যাস বলেতে দেখি বাহিরে অন্তরে। প্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত রূপ শ্রীজগদীশ্বরে ॥ কদাচিত সনকাদি ধ্যান পরাযণ॥ ভাব অনুরূপ রূপ করেণ ধারণ ॥ চিত্তাভি নিবেশে সদা করিযা চিন্তন। তথাহি ॥

কীটঃপেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যাযাং তমনুস্মরন্। সংরম্ভ ভয যোগেন প্রাপ্যতে তত্স্বরূপতাং ॥

সেই২ স্বরূপ হযেন ততঃক্ষণ ॥ সেই সব রূপ আমি করিযা দর্শন। পরম আহ্লাদ যুক্ত হইতাম মন ॥ সে রূপ দর্শনের রহিত কালে প্রায। বিষন্ন নহিতুঁ পুন দর্শন আশায ॥ এইরূপে চিরদিনে সুখেতে তথায। থাকিলাম কোনদিন

দুঃখ মনে ভায়॥ একদিন চতুর্ম্মুখ কৃপাকরি চিতে। পুষ্কর দ্বীপে স্বভক্তগণেরে দেখিতে॥ গমন করিয়া ছিলা হংস আরোহণে। সেই তপোলোকে করিলেন আগমনে॥ সেই বৃদ্ধ পরম ঐশ্বর্য্যেতে সম্পন্ন। দেখি সনকাদি সবে হইলা প্রপন্ন ভক্তিতে হইয়া সকলেতে নম্রমান। সসম্ভ্রমে প্রণমি পূজিলা সুবিধান॥ আশীর্ব্বাদে সকলেরে করিয়া বর্দ্ধন। স্নেহেতে আঘ্রাণ শিরেকরিলা তখন॥ বিষ্ণুভক্তিরহস্য শিক্ষাযা্যাবার বার। পুষ্কর দ্বীপেতে বেগে করিলা প্রসার॥ না জানিয়া আমি তাঁর তত্ত্ব বিবরণ। সনকাদি সবারে করিলুঁ জিজ্ঞাসন॥ বিশেষেহাসিয়া তাঁরা কহিলা বচন। করিয়াছ এতকাল এথা আগমন॥ পরম প্রসিদ্ধ হন এই মহাশয়। ওহে গোপবালক নাজানহ বিষয়॥ প্রজাপতি ভৃগু আদি যতেক আছেন। তাঁহাদের পালক জনাকাসেহয়েন॥ এঁহ আমাদের পিতা বিশ্বসৃষ্টিকারী। পরমেষ্ঠি শ্রেয়সতম পদঅধিকারী॥ স্বয়ম্ভু শ্রীবিষ্ণু নাভিপদ্মেতেজনন। জগতের করেণপালন সংহারণ॥ বেদ প্রবর্ত্তনেধর্ম্ম শিক্ষায় শাসন। করেণ বৃত্ত্যাদি দানেজগত পালন সর্ব্বলোক আরএই লোকের উপরি। বৈসেনসত্যাখ্য লোকে এঁহনিরন্তরি॥ শতজন্মকৃতশুদ্ধ স্বধর্ম্মেরবলে। সেইলোকলাভ হয় মানব বিরলে॥ সেই লোকে বৈকুণ্ঠ নামেতে লোক হয় যাহাতে সহস্রশীর্ষা সেইমহাশয়॥ শ্রীযুক্তজগদীশ্বর অনির্ব্বচনীয়। সদা মহাপুরুষথাকেন শোভনীয়॥ তাঁর পুত্রতুল্যব্রহ্মা করিযে শ্রবণ। কিন্তু ভেদ জ্ঞান কিছু নাজানি করণ॥ লীলায় ব্রহ্মাই তথাধরি দুই মূর্ত্তি। বিরাজেন আমাদের মত এই

স্ফূর্ত্তি।। এত শুনি আমি সেই লোকে যাইবারে। আর সেই মহা পুরুষরে দেখিবারে।। জপ করি তপোলোকে হইয়া নিবিষ্ট। সমাধিতে অন্তর্মন করি সমাবিষ্ট।। মুহূর্ত্ত অন্তরে চক্ষু করি উন্মীলন। আপনারে ব্রহ্মলোকে কৈল আলোকন।। শ্রীস্তুক্ত জগদীশ্বর বর যে তাঁহারে। করিলাম দর্শন আমি হুস্থাকারে।। শ্রীমন্ত সহস্র ভুজ শীর্ষ পদ আর। নীল মেঘ আভা বৃহৎ প্রমাণ আকার।। অঙ্গ অনুরূপ বিভূষণেতে অন্বিত তেজোনিধি নাভি হৈতে কমল উত্থিত।। অনন্ত দেবের ভোগে করিয়া শয়ন। অভিরাম অখিল জনের চক্ষুমন।। করেণ শ্রীলক্ষ্মী দেবী পদ সম্বাহন। বদ্ধাঞ্জলি গরুড়ে করেণ আলোকন।। আপন বৈভবে বিধি ভক্তি যুক্ত মন। পৌনঃপুন্য স্তবেতে করেণ পূজন।। শ্রীকর কমল স্পর্শে করিয়া তাঁহারে। করিছেন লাসন সুবহুত প্রকারে।। নারদের প্রণয় সংযুক্ত নৃত্যগীতে। হর্ষান্বিত হইয়া তাহাতে দত্তচিতে।। নিজ ভক্তি মার্গ বেদার্থের তত্ত্বসার। কমলাসনেরে প্রভু করিয়া বিস্তার।। মহা রহস্যত্বক অতি অল্পস্বরে। উপদেশ দেন প্রভু অতি স্নেহভরে আলয় গণের শ্রেষ্ঠ নিজ সুশোভিত। তার মধ্যে লীলা ক্রমে প্রভু বিরাজিত।। ততঃপরে ব্রহ্মা শুনি সেই তত্ত্ব সার। প্রমোদ সম্পাদে হৈয়া বিবশ আকার।। অল্পে২ কহি তাহা অনুমোদমান। চরণ বন্দন বহু করেণ সম্মান।। এতেক দর্শন করি প্রমোদ বেগেতে। চেতন রহিত হৈয়া পড়িনু আগেতে।। দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মী আগ্রে করি আগমন। নিজ শিশু ন্যায় বহু করিয়া লালন।। কর স্পর্শাদিতে সচেতন করিলেন। আপন ভর্ত্তার পাশে

তবে আনিলেন॥ মুহুর্মুহুঃ ভগবানে করিয়া দর্শনে। প্রণমিয়া কহিলাম তবে নিজমনে॥ অদ্যপাল্যে নিজাভিলাসের অন্ত্য স্থল। স্থির হৈয়া হর্ষ তুমি হওত নিশ্চল॥ সত্যলোক নামে শ্রেষ্ঠ হয় এইস্থান। নানা শোক ত্রাস দুঃখহীন শোভমান॥ পরম বিভূতি আর পরম আনন্দে। ব্যাপ্ত যার পূজা করে জগতের বৃন্দে॥ ওহে মন জগদীশে উচিত যাদৃশ। এইস্থানে সুপ্রকাশ আছেন তাদৃশ॥ আকৃতি সৌন্দর্য্য গুণ বৈভবাদি যেই। নানা মহত্ত্বের সীমা প্রাপ্তব্যক্ত সেই॥ চৈতন্য প্রাপণ লালনাদিরূপ সব। শ্রীলক্ষ্মী দেবীর স্নেহ কর অনুভব॥ তপোলোকাদিতে দেখিযাছ যেই ঈশ। তাহে বিলক্ষণ নেত্রে দেখ জগদীশ॥ মাথুর শ্রীবৃন্দাবন ভূমির বিরহ। ত্যজ শোক লীলা চলে গমেচ্ছা ত্যজহ॥ ব্রহ্মত্বাধিকার প্রাপ্তে্য ব্রহ্মার উপরে। জগদীশ্বরের যেন অনুগ্রহ ভরে॥ সেইমত লালন যদ্যপি ইচ্ছাকর। তবেত আমার বাক্য ওহে মনধর॥ সেই মহাপারুষের আদিষ্টমন্ত্রের। শক্তি দ্বারা ফলিবেক ইতে নাহি ফের॥ নিদ্রালীলা অবলম্ব কৈলা প্রভুপরে। যদ্যপি চিন্ময় রূপে নিদ্রা দূরতরে॥ প্রভুর নাভিজলোক পদ্মে ব্রহ্মা ভবে। তদ্দ্বারা সৃষ্টির বিধি শিক্ষা করি সবে॥ ব্রহ্মাণ্ডের চর্য্যা নিজাবশ্য প্রযোজনে। তথা হৈতে বাহ্যে ব্রহ্মা কৈলা আগমনে॥ আমি সে প্রভুর মহাদ্ভুত রূপ সার। পরম মহত্তাতে প্রসিদ্ধ দেখি তার॥ নাভিপদ্মে চতুর্দ্দশ ভুবন জগত। সূক্ষ্ম রূপে হেরিলাম একদা একতঃ॥ গূঢ় ভক্তি রহস্যের যেই উপদেশ কহিলেন ভগবান ব্রহ্মারে বিশেষ॥ তাহা শুনি ব্রহ্মার যে প্রে

ষের প্রবাহ। দেখিয়া সুখেতে বাস করিলু তথাহ।। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এচারি গণি। তাহার সহস্রে দিন তেমত রজনী ব্রহ্মার দিবস রাত্রি এইমত হয়। প্রভাতে করেণ সৃষ্টি সন্ধ্যা কালে লয়।। ব্রহ্মার দিনান্তে যবে তিন লোক নাশে। জল-ময় হয় সব একার্ণবে ভাসে।। শেষোপরি ভগবান ব্রহ্মার স হিত। শয়ন করিয়া প্রভু থাকেন নিশ্চিত।। জনঃ তপঃ সত্য লোক বাসি ঋষিগণ। বিচিত্র বাক্যে বিষ্ণুর করেণ স্তবন।। ব্রহ্মলোক প্রভাবেতে আমিথাকি তথা। সেইমহা কৌতুক দে খিয়ে সুখ যথা।। অন্তর্দ্ধান হইয়া যদ্যপি ভগবান। কদাচিত গমন করেণ কোন স্থান।। শোক হয় পুনঃ প্রভুকৈলে আগ-মন। মূলের সহিত ক্ষয়পায় ততঃক্ষণ।। এইমতে ব্রহ্মার কত কদিন গত। প্রাতঃকালে একদিন ব্রহ্মা কৌতুকতঃ।। মহা প্রলয়ার্ণবেতে ফেণ পুঞ্জ জাত। স্পর্শ করিলেন ব্রহ্মা তথনি সাক্ষাত।। তাহে মহাবলী এক জন্মিল অসুর। ব্রহ্মারে মারি তে যায় সেই দুষ্ট ক্রূর।। লুকাইলা ব্রহ্মা কোন স্থানে তার ভয়ে। ভগবান করিলেন সেই দৈত্য ক্ষয়ে।। তবু ভয়ে বিধি নাকরিলা আগমন।। ব্রহ্মত্বে আমারে প্রভু কৈলা নিয়োজন আমি ভগবানের ভক্তির বৃদ্ধি হেতু। সৃজিলাম বৈষ্ণব সকল ধর্ম্ম সেতু।। তবেত সর্ব্বত্রেতে বৈষ্ণব সবাকারে। করিলাম নিযুক্ত সকল অধিকারে।। অশ্বমেধ আদি মহাযজ্ঞে ইতস্ততঃ জগদীশ্বরের পূজা করিয়ে সন্মত।। সমূহ আহ্লাদ আর চিত্ত সন্তোষণে। করিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রপূরণে।। মূর্ত্তিধর বেদ যজ্ঞ আগম পুরাণ। ইতিহাস তীর্থ মহাঋষিগণাখ্যান।।

বৃদ্ধঋষিগণ বহু স্তব মম করে। তাতে মহা মত্ততায় ব্যাপ্ত কলেবরে ॥ সর্ব্বইহতে মহত্তম ব্রহ্মত্বাধিকার। হৈল সে পরম ঐশ্বর্য্য যদ্যপি আমার ॥ নিজ অকিঞ্চনতা নাত্যজি কদাচন। তথাপি ব্রহ্মার যেই করণীয গণ ॥ তদ্রূপ সমুদ্র যেই অনন্ত গভীর! তাহার তরঙ্গে মগ্ন হইলু অস্থির ॥ তদনু সন্ধ্যা নেতে ব্যাকুল হৈল মন। পূর্ব্বমত ভক্তি সুখ নাহয প্রাপণ দ্বিপরার্দ্ধ আয়ু নিজ করিলে শ্রবণ। কাল হইতে ভযাতুর হয নিজ মন ॥ নিজমন্ত্র জপি যদি নাশিবারে ভয। এই ব্রজ ভূমির বিরহে দুঃখ হয ॥ শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরপুত্রের সমান। করেণ লালন মম মহাসুখ দান ॥ তাহা অনুভব করি আমার নিশ্চয চিত্তের বৈকল্যতা সকল নাশ হয ॥ পিতৃবুদ্ধে করিতাম আমি যে সেবন। অত্যন্ত নৈকট্য তাহে হইযা কারণ ॥ কদাপিও অপরাধ জন্মযে আমার। ক্ষমেণ করিযা কৃপা প্রভু দোষ তার তথাপি অন্তরে হয মহোদ্বেগ তার। মহালক্ষ্মী দেবী করি কৃপাত প্রচার ॥ জননী সমান স্নেহ করেণ প্রকাশ। তাকে হৃষ্ট হৈযা কৈনু চিরকাল বাস ॥ একদিন মুক্তি প্রাপ্ত দেখি কোনজনে। সত্যলোক বাসি সবে করে প্রশংসনে ॥ আমি তাহা শুনি মানি পরম অদ্ভুত। জিজ্ঞাসিলু কিবা মুক্তি কহত প্রস্তুত ॥ মুক্তি অতি উত্কৃষ্ট দুর্লভ তর বর। তাঁহাদের মুখে আমি হইযা গোচর ॥ সর্ব্বজ্ঞ সকলকে সে মুক্তি প্রাপ্তীচ্ছায প্রশ্ন করিলাম মুক্তি সাধন উপায ॥ বহু উপনিষত্ শ্রুতি স্মৃতি সে কহয। অদ্বয জ্ঞানেতে মুক্তি সাধ্য সুনিশ্চয ॥ কিন্তু ভক্তি প্রবর্ত্তনে চতুর পুরাণ। পঞ্চরাত্র্যাদি আগম হৈযা এক-

তান ॥ অক্ষোভত্বগাম্ভীর্য্য সহিত ভবেকন। মোক্ষজ্ঞানসাধ্য য়েই কহিলা বচন ॥ সত্য কিন্তু সেই অতিশয় দুঃখ সাধ্য বিষ্ণু ভক্তি দ্বারা তাহা সুখে হয় বাধ্য ॥ কিম্বা সেই ভক্তিয়দি নিষ্কামে নিঃসঙ্গে। অনুষ্ঠয়ে তবে মোক্ষ সুলভ প্রসঙ্গে॥ কোন২ শ্রুতি স্মৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রগণ। বিষ্ণুপর য়াকাদের তাত্পর্য্য বচন। উক্ত বাক্যে করিলেন তাঁহারা সম্মতি। অর্থাত্তাৎপর্য্য বৃত্ত্যে ভক্তিঃসুসিদ্ধ্যতি ॥ য়থাপাদ্মে॥

অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ। সুখানি স্বর্গ মোক্ষৌচনদূরেহরিভক্তিতঃ ॥ নদূরে ভবন্তি অপিতু নিকটএব ইতিতাত্পর্য্যোক্তিঃ ॥

এতেক শুনিয়া তবে হৈয়া ক্রোধ ভর। মহোপনিষদ বিষ্ণু মাহাত্ম্য তত্পর ॥ আপনার অনুবর্ত্তি আগম পুরাণ। সহিতে কহিতে তবে লাগিলা আখ্যান ॥ কেবল শ্রীবিষ্ণু ভক্তি করিলে সাধন। মোক্ষ হয় সুলভ এ সুব্যক্ত বচন ॥ য়থা বৃহন্নারদীয়ে।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ। হরি ভক্তি পরাণাংযৈসংপদ্যন্তে ন সংশয়ঃ॥ শ্রীবিষ্ণু পুরাণেচ ভগবত্স্তুতৌ। ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিংতস্যমুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। সমস্ত জগতাংমূলে য়স্যভক্তিঃ স্থিরা ত্বযি ॥ ইতি ॥

কোন উপনিষদ্গণ বিষ্ণু ভক্তিপর। পরম রহস্যরূপ সুদুর্লভতর ॥ কোন২ গূঢ় মহাগমের সহিত। সাত্বত সিদ্ধান্ত তন্ত্র দৈক্ষ্য নিশ্চিত ॥ ভাগবত আদি মহা পুরাণ সংহতি।

তাঁহারা সকলে ঈষত্ হাসিলেন অতি ॥ পরম আশ্চর্য বিষ্ণু মায়ার বৈভব। ব্যক্ত তত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞেরো নহে অনুভব ॥ যেই শ্রীভক্তির হয় মহিমা অপার। মুক্তি দাতৃত্ব মাহাত্ম্য জানিতেছে সার ॥ অতএব অসদৃশ এইসব হয়। ইহাদের সহিত কথন যোগ্য নয় ॥ আর ভক্তি তত্ত্ব সুরহস্য সে কথন। যোগ্য নহে সভামধ্যে তার নিরূপণ ॥ এতেক বিচার তাঁরা করি মনে মন। মৌনে রহিলেন কিছু না কহি কথন ॥ মোক্ষের সুসিদ্ধ বিষ্ণু মন্ত্রের জপনে। হয় কি না হয় এই সংশয় বচনে ॥ কোন বেদ ধর্ম্ম শাস্ত্র পুরাণেতি হাস। সহিত বিবাদ আগমাদিতে বিকাশ ॥ উত্কট হইল তাহে বচনা বচন। কলহ লাগিল দুই দলেতে তখন ॥ উপরোক্ত সন্দেহ না সহিতে পারিয়া। শ্রীমদ্ভাগবতাদিকে ত্বরায় উঠিয়া ॥ গূঢোপনিষদ সহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া সভা হৈতে বাহিরেতে গেলেন চলিয়া ॥ তবে মহাপুরাণোপনিষদের গণ। মধ্যস্থ স্বরূপে করিলেন বিচারণ ॥ বিষ্ণু মন্ত্র জপমাত্রে মোক্ষ হয় সিদ্ধ। সুষ্ঠুরূপে এই পক্ষ হইল সুসিদ্ধ আগম গণের তাহে হইল সে জয়। তাহা মন্ত্রজপপর মম প্রিয় হয় ॥ তবে আমি ঈষদ্ধাস্য গাম্ভীর্য্যের ভাব। গূঢ় অভিপ্রায় সব করি অনুভাব ॥ ভাগবত সাত্বত সিদ্ধান্ত আদিচয়ে। সভা মধ্যে আনিলাম করি অনুনয়ে ॥ স্তব পাঠে বশীভূত তাঁহাদিগে করি। জিজ্ঞাসিনু সাদরেতে শুনিতে বিবরি ॥ ঈষদ্ধাস্যে থাকি কেন মৌনাবলম্বনে। কর্ণ আচ্ছাদিয়া কেন করিলে গমনে ॥ মোক্ষের যাথার্থ্য তত্ত্ব কিবা মত হয়। কৃপা করি কহ মোরে সব মহাশয় ॥ এতশুনি সাত্বত সিদ্ধান্তাগন পদ

সহ শ্রুতি শিরোধার্য্য গূঢ়োপনিষদ॥ আমাপ্রতি অনুগ্রহ ভবে প্রকাশিলা। ভক্তিশাস্ত্রগণ পরে কহিতে লাগিলা॥ জন্ম বুদ্ধাধিকার হে জিজ্ঞাসিলে যাহা। মহানিধি হইতেও মহা-গোপ্য তাহা॥ বুদ্ধারেত্ত ইহ কহিবারে নায় যায়ে। কহিব তোমার প্রতি কিবা অভিপ্রায়ে॥ তবভক্তি শীলতাদি সদা প্রণ সঞ্চয়ে। চঞ্চল হইয়া কহি শুন মহাশয়ে॥ বিষ্ণুভক্তি তত্পর আমরা সব হই। মোক্ষ নিরূপণ কথা আমরা নাকই কুচিত্ নিন্দি বিশেষেতে জ্ঞানের সহিত। ত্যাগ করাইতে মোক্ষ করি নিরূপিত॥ কোনস্থানে মোক্ষের করিযে প্রশংসন। শ্রবণ করহ কহি তাহার কারণ॥ প্রথমত মোক্ষের প্রশংসা করি চয়। এমত পরমোত্কৃষ্ট মোক্ষ সুখ হয়॥ তাহা হৈতে কোটিগুণে মহাসুখ ময়। বিষ্ণুভক্তি সুখ ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ অন্য নিদর্শনাভাবে নহেনিরূপণ। এ হেতু মোক্ষের কিছু করিযে বর্ণন॥ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকারি যেজন হইবে তাদের মতানুসারে ইহাও জানিবে॥ সাধ্যফলরূপে নাহি কহি সেকথন। সুখগন্ধ মোক্ষেতে নাহিক যে কারণ॥ অরোগিতে রোগাভাব যেন সুখহয়। সুষুপ্তিতে নিদ্রাভাব দুঃখ নাহি রয়॥ সেইমত মোক্ষে সর্ব্বশূন্য রূপময়। জন্ম মরণাদি দুঃখহীন সুখহয়॥ কেবল অজ্ঞানসংজ্ঞত্বয়তবাচক। অনভিজ্ঞ সকলের সুরুচি কারক॥ তথাপি তাহার কিবা হয়ত সাধন। ইহাযদি জিজ্ঞাসহ করহ শ্রবণ॥ ভগবন্নামের যেবা থাকক তাবত। নামের আভাস প্রতি বিশ্বশব্দমত॥ যদি পরিহাসে অবহেলনে সঙ্কেতে। একবার কোনমতে কহযে মুখেতে॥

কিম্বা কোনমন্তেয়দিকর্ণেপ্রবেশয়। অনায়াসে সেজনের মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ য়থা ষষ্ঠস্কন্ধে।

বিক্রুশ্য পত্র মঘবান য়দজামিলোপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায মুক্তিমিতি ॥

এ মুক্তিকে মুক্তি বাঞ্ছা কারি য়তজন। পরম পুরুষার্থ বলি করেণ গণন ॥ কিন্তুচাতুর্য্যভা ভিন্ন কৈলেবিচারণ। মনো হর হয় কর এ অবধারণ ॥ মোক্ষের প্রধান্য য়েই বেদ পুরাণেতে। হয়ত প্রমাণ সেই মোক্ষ মহাত্ম্যেতে ॥ এক বিংশতি প্রকার দুঃখের বিনাশ। নৈয়ায়িক মতে মোক্ষ হয়ত প্রকাশ।

তদুক্তং নৈয়ায়িকৈঃ। আত্যেন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি মুক্তিরিত্যাদি ॥

কর্ম্ম আর অবিদ্যার ক্ষয় মোক্ষ হয়। কোন বেদান্তিক দেশীয়ের মতে কয় ॥ মায়া দ্বারা কৃত য়েই অন্যথা স্বরূপ সংসারিত্ব কিবা তার ভেদ অনুরূপ ॥ ত্যজি আত্ম স্বরূপ ব্রহ্মানুভব য়েই। বিবর্ত্তবাদি বেদান্তি মুখ্যমত সেই ॥ য়থা দ্বিতীয় স্কন্ধে ॥

মুক্তির্হিত্বাহন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি রিতি।

তাতে আদ্য পক্ষদ্বয়ে মোক্ষের বিস্তার। দুঃখাভাব তাহার কারণাভাব আর ॥ তাহাদের মতে সিদ্ধ হৈল এইমত সুখনাই মোক্ষে ইহা বুঝহৈয় রত ॥ আত্মস্বরূপানুভবে তুচ্ছ সুখ হয়। বিবর্ত্তবাদির মতে এইত সাধয় ॥ জীব য়াঁর স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ঘন। স্বয়ং ভগবান সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হন ॥ তাঁহার পাদার বিন্দ হৈলে অনুভব। ভক্তিসুখ সাগর য়েলাভ হয়নব

তদপেক্ষা মোক্ষেতে অত্যল্প সুখ হয়। দুঃখাভাব কেবল মোক্ষেতে সুনিশ্চয়॥ য়দিকহ ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন শূন্য কয়। তদনুভবে অপরিচ্ছিন্ন সুখ হয়। তাহার উত্তর কহি করহ শ্রবণ শুদ্ধ পরমাত্মা তত্ত্ববস্তু য়েইহন॥ তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে তত্ত্ববেত্তা জন। ক রূপ্যাদি গুণহীন সেই ব্রহ্ম হন॥ নিরন্তর ভক্তজন সঙ্গাদিরহিত। চিত্তার্দ্রতা আদিনাহি বিকারক চিত্ত॥ বিচিত্র শ্রীমূর্ত্তি বৈভবাদি বিরহিত। বিচিত্র মধুর লীলা হীন য়ে নিশ্চিত॥ এবং ভগবত্তাভাবে অনুভবে তাঁর। সুখো সেইমত অল্প হয়ত প্রচার॥ য়দ্যপি বলহ শান্দ সুখ অনুভবে। হইবেক কি প্রকারে শুন কহি তবে॥ ভগবদ্ভক্তিতে হয় সম্পন্ন তাহার। সেইবাক্য কহি শুন করিয়া বিস্তার॥ সাক্ষাত পরব্রহ্ম ভগবান য়িঁহ। সর্ব্বজীব অন্তর্য়ামী পরমাত্মা তিঁহ ব্রহ্মাদিরো নিয়ন্তা শ্রীবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতা। পরম পরমেশ্বর সর্ব্ব ফল দাতা॥ সুঘন সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি। অচিন্ত্য আশ্চর্য্য মহিমা সাগরপূর্ত্তি॥ সগুণত্ব অগুণত্ব আদিবিরোধাহ। তাঁহাতে প্রবেশে য়েন সমুদ্রে প্রবাহ॥ নিঃসঙ্গিসঙ্গিত্ব নির্ব্বিকার সবিকার। নিরীহত্ব ইহাবত্ত্ব নির্বিশেষ আর॥ বিশেষত্ব আদি য়ত বিরোধ বিশেষ। তাঁহাতে সকল য়াই করয়ে প্রবেশ॥ ব্রহ্মত্ব হেতুক নির্গুণত্বাদি সকল। তাঁহাতে বৈসয়ে বুঝহ হইয়া নিশ্চল পরমাত্মা পরমেশ্বরত্বের কারণ। সগুণত্বাদিক তাঁহে কর বিবেচন॥ অনাম অরূপত্বাদি য়েকর শ্রবণ। তাহার বিশেষ আছে নিশ্চয় বচন॥ তথাহি।

অপ্রসিদ্ধে সদ্গুণত্বাদ নামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ। অপ্রাকৃতত্বা দ্রূপস্যাপ্য রূপোয় উদীর্য়্যতে॥

নির্গুণ যে ব্রহ্ম উপাশয়ে যোগীগণ। ভক্ত ভগবানের করয়ে উপাসন॥ সেই দুই পৃথক না জান কদাচিত। শ্রীবিষ্ণুর তেজ সেই হয়ত নিশ্চিত॥ ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাবিভূতি ইহাঁর ব্রহ্ম ভগবানেরত ভেদ এপ্রকার॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং। যস্যপ্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতি ভিন্নং। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কল
মনন্তমশেষ ভূতং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহংভজামি।

তাথে ভগবানের শ্রীপাদাম্বুজ দ্বয়। শ্রীপরম শোভাযুক্ত ঘন সুখময়॥ ভক্তিদ্বারা অনুভব যেইকরে মনে। নিশ্চয় নিবিড় সুখ পায় সেইজনে॥ যথা বিষ্ণু পুরাণে।

একদেশ স্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃশক্তি স্তথেদ মখিলং জগৎ॥ গীতায়াঞ্চ।
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যা ব্যয়স্যচ। শাশ্বতস্যচ
ধর্ম্মস্য সুখস্যৈ কান্তিকস্যচ॥

শ্রীকৃষ্ণ চরণ দ্বন্দ্ব সুখের আধার। সুখরূপ শর্করার পিণ্ডের আকার॥ ব্রহ্ম সুখ কেবল নহেত সুখাধার। শ্রীকৃষ্ণ রূপের তেজ হয় ব্রহ্মাকার॥ জীব স্বরূপ নিশ্চয় যেই বস্তু হয় সেই যদি পরংব্রহ্ম হয়ত নিশ্চয়॥ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ঘন ভগবান। তাঁহারি স্বরূপ তাহা জানিহ আখ্যান॥ যথা প্রথম স্কন্ধে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

এপ্রকার হইলেও জীবের স্বরূপ। সেই পরম ব্রহ্মর হয়

অংশরূপ ।। পরাশর আদি তত্ত্ববেত্তা মুনিচয়। তাঁহাদের এই মত জানিবে নিশ্চয় ।। ঘন তেজঃসমূহ আদিত্য যেইমত তেজঃসব তাঁর অংশ হয় প্রকাশত ।। মায়া দ্বারা জীবতত্ত্বভিন্নানেক হন। মোক্ষ হইলে মায়া গেলে অভেদ তখন ।। এমত নাহয় শুন তাহার উত্তর। তত্ত্ববাদি মতানুসারেতে বাক্যবর পরব্রহ্ম হৈতে জীব অংশত্বে প্রসিদ্ধ। অতএব ভেদ প্রাপ্ত হয় নিত্যসিদ্ধ ।। মায়াদ্বারা ভ্রমেতে নহেত উত্পাদিত। তাহাতে দৃষ্টান্ত শুন কহিযে বিদিত। সূর্য্যের কিরণ যেন হৈয়া সমবেত। ভিন্নত্বেত নিত্যসিদ্ধ খ্যাত বিশেষেত ।। আর যেইমত হয় স্ফুলিঙ্গ অগ্নির। তরঙ্গ সকল যেন হয় বারিধির ।। মায়া বিনা সদা ভেদ নহেত সম্ভব। এমত না কহ শুন বিবরণ সব বিষ্ণুর যে শক্তি মহাযোগমায়া নাম। চিদ্বিলাস স্বরূপা অনাদি সিদ্ধ কাম ।। তাঁহাদ্বারা জীব সদা হয়ত ভেদিত। অর্থাদংশরূপে পৃথক্‌ত সুবিদিত ।। তাথে জীবস্বরূপের অনাদি সিদ্ধত্ব। নিশ্চয় জানিবে এই কহিলাম তত্ত্ব ।। এইহেতু পরব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন নয়। ভিন্ন হইয়া ও এই সাধুমত হয় ।। সচ্চিদানন্দত্ব ব্রহ্ম সাধর্ম্মে অভিন্ন। রবির কিরণ মত অংশত্বেতভিন্ন মুক্ত হইলেও এইমত ভেদপ্রায়। থাকযে নিশ্চয় দৃঢ় বুঝিবে তাহায় ।। যথা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বচনং।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তীতি

যথাচ মহাপুরাণ বচনং। মুক্তানা মপি সিদ্ধানাং নারায়ণঃ পরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপিমহামুনে ।।

অন্যথা মুক্তিতে ঐক্য হৈলে ব্রহ্মেলযে। লীলায় বিগ্রহ

করা কিরূপেতে হয়ে॥ নারায়ণ পরায়ণ কেমতেবা হয়। যে হেতুক মোক্ষে যদি পৃথকত্ব নারয়॥ না বলিহ এবচন জীবন্মুক্ত পর। শ্রবণ করহ কহি তাহার উত্তর॥ জীবন্মুক্তদের দেহ থাকে বিদ্যমান। সংগত নাহয দেহ করণ ব্যাখ্যান॥ কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে আছে শ্রীপদ্মপুরাণে। শ্রুত মহামুনি হৈয়া লয ভগবানে॥ পুন হৈল নারায়ণ রূপে প্রাদুর্ভাব। তথা বৃহন্ন রসিংহে কর অনুভাব॥ নরসিংহ চতুর্দ্দশীব্রতে কথিত। আছয়ে সংক্ষেপ তার কহিয়ে বিদিত॥ বেশ্যা সহ বিপ্রকরি সুসাধন চয। নিজকর্ম্ম ফলে হৈল ভগবানে লয॥ পূনর্ব্বার ভার্য্যা সহ প্রহ্লাদ রূপেতে। আবির্ভাব হইলেন ভক্ত প্রকারেতে॥ এই অভিপ্রায়ে প্রায পদ শ্লোকেদান। কভূ রিষ্টি ছায়া পায সায়ুজ্য নির্ব্বাণ॥ যদি কহ মুক্তিতেও ভেদ যদি রয়ে। তবে বহু জন্ম কৃত প্রযাস নিচয়ে। সাধামানা মুক্তি হৈতে হৈল কিবা ফল। তাহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চল॥ শ্রীকৃষ্ণ মাযায অনাদি অবিদ্যা হয। তাহাতে সচ্চিদানন্দ রূপ জীব চয॥ পরম ব্রহ্মের অংশভূত নিজ তত্ত্ব। বিস্মৃতি সন্ধানহীন হয বিশেষত্ব॥ তাতে সংসারিত্ব রূপ ভ্রম উপজয। ইহার যাথার্থ্য এই হয মহাশয॥ অবিদ্যা হেতুতে যেই সংসারিত্ব হয। ভ্রমাত্মক কেবল সে জানিবে নিশ্চয॥ মুক্তি হৈলে নিজ তত্ত্ব জ্ঞান যবে হয। মাযা নাশ পাইলে তভ্রম নিরর্ত্তয। ঘনানন্দ ব্রহ্মাংশ যে আত্মার স্বরূপ। বিশেষত হয তার অনুভব রূপ॥ মুক্তিতে সুখাংশ প্রাপ্তি সিদ্ধ এই হৈল। ভক্তগণে ঈদৃশ স্বরূপ যদি কৈল॥ তথাপিহ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ভজনে

অনুভব হয় সদা তাঁহার চরণে।। তাহে ভক্তি সুখ প্রাপ্তি নিত্যানন্দ ময়। মুক্তি হৈতে বিশেষ ভক্তির এ নিশ্চয়। যেমত সাধন করে সদৃশ তাহার। ইহ পরলোকে ফল সিদ্ধ হয় তার যথা।।

নহি সত্পরশুনা সাধ্যং কর্ত্তরিকয় সিদ্ধ্যেত্।।

সেহেতু ব্রহ্মাংশভূত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানে। সাধ্য মোক্ষে অল্প সুখ জান পরিমাণে।। কেন তবে মোক্ষে সুখ পরাকাষ্ঠা হয় কেহ২ কহে তার শুনহ বিষয়।। জন্ম মরণাদি যেই দুঃখত সংসার। তার যাতনাতে চিত্ত উদ্বিগ্ন যাহার। রস তার চিত্তার্দ্র কারক দ্রব্যহীন। মুক্তিবাঞ্ছা করি মৃত হৈয়া অতিদীন তাঁহারা করেণ স্তব অতি সুখ ময়। মোক্ষ ইত্যাদিক কহি বচন নিচয়।। স্বর্গ কামীজন যেন স্বর্গ স্তব করে। পতনাদি ভয় তাহে যদ্যপি বিহরে।। পরাকাষ্ঠা সুখের ভক্তিতে সুনিশ্চয়। আপনা হইতে সিদ্ধ অনায়াসে হয়।। সুখ পরাকাষ্ঠা ময় শ্রীকৃষ্ণ চরণ। সেবা দ্বারা অনুভব করে যেইজন।। তাহার সাধনোচিত সুখ প্রাপ্ত হয়। যাদৃশ সাধন সাধ্য তাদৃশ ফলয়।। পরমাতিশয় প্রাপ্ত যে মহত্ত্ব হয়। তাহার বোধনজন্য পরাকাষ্ঠা কয়।। তাহে অনন্তসুখের সীমা কভু নাই। যতেক সাধয়ে তত সুখ সদা পাই।। প্রতীক্ষণ নূতন মধুর শ্রীচরণ। ভক্তি দ্বারায় করিলে অনুভবন।। অনন্ত ভক্তিজ সুখ পরম মহত। নিরন্তর বৃদ্ধি পায় নাহি সীমা তত।। মুক্তি প্রাপ্ত ব্রহ্ম সুখ বৃদ্ধি নাহি পায়। যেহেতুক সীমাযুক্ত আছয়ে তাহায়।। ইথে পরব্রহ্ম আর পরমাত্মা গত। সজাতীয় ভেদ আছে নাকহ এমত

সর্ব্ব জীব অন্তর্যামী পরমাত্মা যিনি। নিশ্চয জানিবে পরব্রহ্ম রূপ তিনি ॥ তিনিই হযেন পরমেশ্বর নিশ্চয। গুণলীলা ভেদে বহু রূপ তাঁর হয ॥ পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের আর তাঁহা হইতে প্রকাশিতাবতারের ॥ ভিন্নত্বপ্রত্যযে ঐক্য হেতু ভেদ নয। অতএব সজাতীয ভেদ নষ্ট কয ॥ পরিচ্ছিন্ন ত্বাদি ভেদ যে বিজাতীয়ত্ব। তাহাপ্রাপ্ত জীব সকলেরো ব্রহ্ম তত্ত্ব ॥ ব্রহ্মাংশ হেতুক অংশি সহ ভেদ নয। ইথে বিজাতীয রূপ ভেদ নষ্ট হয ॥ এই উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত বিশেষতে। বিষ্ণু ভক্তি পর আমাদের সুসম্মতে ॥ বিচারেতে ব্যাখ্যা দ্বারা হৈলে প্রকাশিত। উক্তানুক্ত সর্ব্ব ভক্তি মার্গ বিষযিত ॥ ব্যাখ্যা সব নির্গত নির্দোষ তাহে হয। যেহেতু সন্দেহগণমাত্র নিরসয তথাহি।

এবমেব ব্রহ্মণ এবোত্পদ্যন্তে তস্মিন্নেব লীযন্তে ॥

ইহাতে ব্রহ্মের সহ অভেদ জীবের। যে কেহ মানযে দেখ মতে তাহাদের ॥ ব্রহ্মের অশেষ স্বরূপানুভবাভাবে। মুক্তিতেও অল্প সুখ সিদ্ধ অনুভাবে ॥ যেন সমুদ্রের একদেশ হৈতে হয। তরঙ্গ সকল পুন একদেশে লয ॥ জলময হেতু সিন্ধু হইতে অভিন্ন। রত্ন গাম্ভীর্য্যাদি গুণাভাবে হয ভিন্ন ॥ সিন্ধু জলে লয হেতু পৃথক নাহি রয। ঐক্য হৈযা সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত ইহা কয ॥ তেন স্বকারণে ব্রহ্মাংশেতে জীবগণ। মোক্ষ লযে ব্রহ্মে ঐক্যগত ইহা কন ॥ কিন্তু স্বভাবেতে জীব পরিচ্ছিন্ন হয। ব্রহ্ম সে অপরিচ্ছিন্ন সুখ ঘন ময ॥ জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি কখন নাহয। তাতে ব্রহ্ম হৈতে জীব ভিন্ন সদা রয ॥ যথা শঙ্করাচার্য্যেণোক্তং।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্তং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃক্বচন সমুদ্রোনতারঙ্গঃ॥

মায়াকৃত জীবত্বের ভেদ নষ্টহয়। তদীয়ত্ব রূপে পুনর্ব্বার ভেদরয়॥ যদি কহ ঐক্যাপত্তি হয়অতিশয়। তবেনাথ তবাহং এবাক্য নাহি রয়॥ যেন নদী প্রবাহাদি সমুদ্রে মিলায়। বহির্বিদ্যমানত্ব নদীর তাহে যায়॥ বিচিত্র অপরিচ্ছিন্ন সুরত্নাদি ময়। সমুদ্রত্ব নদীদের কদাপি নাহয়॥ এমত বিচারে মোক্ষে কেবল অভাব। দীপ্ত নির্ব্বাণের ন্যায় কর অনুভাব মুক্তি হইলেহ ভেদ থাকে পরিমাণ। পূর্ব্বমত একদেশে করে অবস্থান॥ আত্যন্তিক প্রলযেতে এমত প্রকার। মোক্ষ হয় জীব পুনঃ সৃষ্টিতে প্রচার॥ মোক্ষে সুখ অতি ভক্তি পরায়ণ মত। এরূপ নাকহ শুন উভয়াভিমত॥ সর্ব্বদা প্রমাণ ভূত জানা যে হই। শ্রীমদ্ভাগবতাদিক শাস্ত্রগণকই॥ যথা।

আত্মারামাশ্চ মুনযো নির্গ্রন্থা অপুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ॥ ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরিয়সী॥ নারায়ণপরা সর্ব্বেনকুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ॥ ইত্যাদী নিরন্তুনিসন্তি॥

মহত শ্রীনারদ প্রহ্লাদ হনুমান। চতুঃসনব্যাসশুক আদি সমাখ্যান॥ তাঁহা দের বাক্য বহু আছয়ে প্রমাণ। যথা।

ভববন্দচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তযে ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

ভক্তির অগ্রেতে মুক্তিঅতি তুচ্ছাখ্যান॥ মুক্তোহপ্যুপাদিতি বেদান্তচ॥ সেইমত সাংখ্যের দেখ বচ

হায়। ভগবান মুক্তিদিলে নাকরে স্বীকার॥ অতএব এই সব ইহাতে প্রমাণ।অন্য প্রমাণাপেক্ষা নাহিকপরিমাণ॥ মোক্ষাধিক ভক্তির মাহাত্ম্য নিরূপণে। অনুকূল পুরাবৃত্ত আছে অগণনে॥ দ্বারকানিবাসি ব্রাহ্মণের পুত্রগণ। মুক্তি প্রাপ্ত হৈয়াছিল ত্যজিয়া জীবন॥ কিন্তু বিপ্র আকুল হইয়া শোকে তার। কৃষ্ণ পার্থের নিন্দা করিল বিস্তার॥ অর্জুন হইয়া তাহে বিষাদিত মন। স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কৈল অন্বেষণ॥ কোথাও নাপায়ে ্যা অতি বিষণ্ণবদন। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসি কহিল কথন॥ শ্রীকৃষ্ণ আপনি লৈয়া অর্জ্জুনেতখন। উত্তর দিশাতে প্রভু করিলা গমন॥ সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু অতিক্রমকরি স্বর্ণময়ী আর অন্ধকার ময়ী হরি॥ পশ্চাতে রাখিয়া কারুণার্ণবের তীরে। উপস্থিত হৈয়া ঝাঁপ দিলেন সেনীরে। অর্জ্জুন জলের মধ্যে পাড়িয়া তখন। অপরূপ স্থান এক করিল দর্শন অনন্ত শয্যায় হরি আছেন শয়নে। লক্ষ্মী করিতেছেন শ্রীপদসম্বাহনে॥ বহুতর স্তব তবে তাঁহারকরিল। জিজ্ঞাসানুসারে পার্থ সকল কহিল॥ বিপ্রসুত মুক্ত হৈয়া সুদেহ ধারণে। প্রভুকে করিতেছিল চামর ব্যজনে॥ অর্জ্জুনের স্তবে প্রভু হৈয়া সন্তোষণ। বিপ্রসুতে লৈয়া যাত্যে কৈলা আজ্ঞার্পণ॥ তাঁরে লৈয়া পুন ভগবানের সহিত। দ্বারকায় আসি বিপ্রে করিলা অর্পিত॥ মুক্ত বিপ্রসুত আসি পুন দ্বারকায়। ভক্তি আচরণ বহুকরিলা তথায়। ইত্যাদিঅনেকআছেবৃত্তপুরাতন। পাদ্মে মহাপুরাণ করিলেত শ্রবণ॥ সেই হেতু ইহাতে সঙ্গত নাহি হয়। অর্থবাদত্ব কল্পনা শুন মহাশয়॥ অর্থবাদ কল্পনা্লে

য়েকরে আচার। য়াহাহৈতে নাস্তিকত্ব হয়ত বিস্তার।। কল্পনা কর্ত্তা মানব হয়সে পতিত। দুস্তর নরক ঘোরে জানিহ নিশ্চিত।। অতএব স্বতর্ক কর্কশ মিথ্যাচয়। প্রৌঢ়িবাদ আদি ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়।। মোক্ষ হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ। এইপক্ষ করিবেক স্বীকার নিঃশেষ।। অন্যথা নরক পাত অবশ্য হইবে। এইকথা সুসিদ্ধান্ত নিশ্চয় জানিবে মোক্ষ কোন প্রকারেতে শ্লাঘ্য নাহি হয়। অসুরগণেরো দেখিয়েছি মুক্তিচয়।। গোবিপ্রাদি ঘাতি কংসাদিক দৈত্যগণ মুক্তিপর শাস্ত্রেকরে তাদের নিন্দন।। সেই সব অসুর শ্রীকৃষ্ণ হস্তেমরি। মুক্তিপদপাইলেক আয়াসনাকরি।। সাধুত্ব শ্রীকৃষ্ণ পাদে ভক্তির আচার। অসুরত্ব নিরন্তর দ্বেষকরে তাঁর।। গুণ কর্ম্ম প্রভৃতিক অশেষ প্রকারে। বৈপরীত্য নিরন্তর দুইতে প্রচারে।। অতএবতাহাদেরসাধ্যসাধনেতে। বৈপরীত্যনিশ্চিত উচিতবিধানেতে। সাধুদেরকৃষ্ণপাদোপাসনসাধন। দৈত্যদের অদ্বৈতাত্ম তত্ত্বজ্ঞানেমন।। সাধুসকলের সাধ্য প্রেমভক্তি হয় দৈত্যদের তার বিপরীত মুক্তি কয়।। ভগবানে দ্বেষাদি করিলে আচরণ সমফলএকত্রে য়ে আছয়েগণন।। যথা সপ্তমস্কন্ধে।

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাইত্যাদি।।

সে কেবল জন্মমরণাদিকসংসার। প্রবাহের অভাবেতেসমতা আকার।। জ্ঞান বৈরাগ্যাদি গৌণ সাধুত্বনিশ্চয়। পরমসাধুত্ব কৃষ্ণভক্তি দ্বারা হয়।। য়েহেতুক সেইভক্তি পরম সাধন। শ্রীকৃষ্ণ চরণ দ্বন্দ প্রাপ্তির কারণ।। তত্যারম্ভে কর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি

সব। তদঙ্গ হেতুক গৌণ হযত সম্ভব।। অতএব তাহে সাধ্য পরম সুফল। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র চরণ যুগল।। পরম পুরুষার্থ মোক্ষ ফলত্ব উচিত। ইহা নাকহিয শুন উত্তর বিদিত শ্রীকৃষ্ণ পদাব্জ দ্বন্দ্বে যেই ভক্তি হয। তাহাতে রসিক যেই সেই মহাশয়।। কৃষ্ণভক্তি স্বরূপ সমগ্র হয জ্ঞান। তাঁহাদের সাধ্যফল রূপা ভক্তি জান।। শ্রীকৃষ্ণ পদার বিন্দ দ্বন্দ মকরন্দ সারভূত মধুগন্ধি রস পরানন্দ।। তদাকারা সেই ভক্তি হয সুনিশ্চয। ইহার তাত্পর্য্য কহি শুন মহাশয।। শ্রীলভগবানের সাক্ষাৎকার হয। দর্শনমাত্রে যাদৃশ সুখ উপজয।। তাহার অধিকাধিকতদীয সেবায। সুখ প্রাপ্তি আর ভক্তিনিত্য ফল পায।। আত্মারাম জীবমুক্ত সিদ্ধ যতজন। মুক্ত সহ দুঃখাভাব মাত্র প্রাপ্ত হন।। শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠগত হয কিবা পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারী হয।। তাহাদের আনন্দসুখ বিশেষানুভব। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে হয সব।। স্বধর্ম্মাচরণ আদি কর্ম্মেতে আখ্যান। আত্ম অনাত্মের তত্ত্ব বোধহযজ্ঞান বিষযেতে বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য কহযে। ইহাসবে অপেক্ষা আশক্তি যার হযে।। তাহার সে ভক্তি কভু সিদ্ধ নাহি হয শ্রীকৃষ্ণের কৃপায কেবল সুসিদ্ধয।। ভক্তিমাত্রাপেক্ষক যেজন সুনিশ্চিত। সেই কৃপা তার প্রতি হয প্রকাশিত।। অতএব ভক্তির বিরুদ্ধ কর্ম্মাদিক। ভক্তিপর জন ত্যজিবেক সার্ব্বাদিক ভক্তি বিক্ষাপক কর্ম্ম হয সর্ব্বক্ষণ। নানা ব্যাপার শতেতে করযে চালন।। বৈরাগ্য তদ্বিষয়ক রসের শোষক। অর্থান্তৎ সম্বন্ধীয রাগ নিবারক।। ভগবত্ সেবায হয নির্বিঘ্নতা তায

বৈরাগ্যেতে এই সব দোষ ব্যক্ত পায়॥ জ্ঞান হয় সেইত ভক্তির হানিকর। তাহে ভক্তি ক্ষীণতা পাযেন নিরন্তর॥ আত্মতত্ত্বাদিক বোধ হইযা বিস্তীর্ণ। ভক্তিতে প্রবৃত্তি অতিশয় করে শীর্ণ॥ সেই কর্ম্মাদিক যদি হয় ভক্তিপর। তবেত সার্থক কিছু করিযে গোচর॥ কর্ম্ম করি তার ফল করি নিরসন। কেবল ভগবৎ-প্রীতে করে তদর্পণ॥ বৈরাগ্যেতে মোক্ষেতেহ বিতৃষ্ণা করিযা। কৃষ্ণ সেবা রাগে থাকে সে অনুবর্ত্তিযা॥ জ্ঞানেতে অদ্বৈত তত্ত্ব বোধ ত্যাগ করি। কেবল ভগবদীয আত্ম মানে ধরি॥ এই রূপে কর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্য যদিত। তত্তন্মল হীন হৈযা হযত শোধিত॥ তবেত ভক্তির হয অনুবর্ত্তমান। অর্থাৎ প্রথম সাধনাঙ্গতা বিধান॥ আত্মারাম গণ হৈযা কৃষ্ণানুগৃহীত। ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মনিষ্ঠা করিযা ত্যজিত॥ কৃষ্ণ গুণ মাহাত্ম্যেতে আকৃষ্ট হইযা। ভজযে বহুধা ভক্তি মার্গে প্রবেশিযা॥ প্রাপ্তে মোক্ষ ব্রহ্ম লয নাহি কলেবর। কিমতে ভজযে তার শুনহ উত্তর॥ যোগমাযা বিষ্ণু শক্তি দ্বারা মুক্ত সব। পাইযা সচ্চিদানন্দ মায় দেহ তব॥ পরমাকর্ষক গুণ শ্রীল ভগবানে তাদৃশ ইন্দ্রিয দ্বারা ভজযে নানানে॥ ভক্তি বিনা কিছু মাত্র নাহি সিদ্ধ হয। ভক্তিপর সকলের মত এনিশ্চয॥ ব্রহ্মলোকাদিক মহা বিভূতির চয। প্রাপ্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ আত্মারামত্ব যে হয ভক্তি বিনা তাহা সিদ্ধ কি প্রকারে হয। ভক্তিদ্বারা হয যদি কহ মহাশয॥ তবে উপপন্ন নাহি হয কদাচন। আত্মারাম ভক্ত হৈযা ভজে এবচন॥ যেহেতু তাদের ভক্তিপূর্ব্ব হৈতে হয ভক্ত হৈযা এবচন উপপন্ন নয॥ যদি কহ ভক্তি হৈতে হয

সিদ্ধগতা। পরম পুরুষার্থরূপ যে আত্মারামতা॥ তাহাতে ও বিষয়ের বাসনার ন্যায়। ভক্তির বাসনা তথা নিবর্ত্ত না পায়॥ তাহাতেহ ভক্তির প্রকৃত ফলাভাব। সেইহেতু পুনর্ব্বার প্রবৃত্তি সম্ভাব॥ বাসনা স্বভাবে ঘটে অনুবৃত্তি তাঁর। কৃষ্ণগুণ মহিমার এই চমৎকার॥ আত্মারামত্ব ভক্তের ফল মাত্র নয়। মুক্তিও ভক্তির অবান্তর ফল হয়॥ শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে প্রেমের সম্পত্তি। এই মুখ্যফল দান করেণ সে ভক্তি মহ, আরামতা তাহে বিরুদ্ধ প্রচার। ইহা আশঙ্কিয়া করিছেন পরিহার॥ অহঙ্কার ত্যাগ মাত্রে সে আত্মারামত্ব। সিদ্ধহয় ভক্তির নাহিক অপেক্ষত্ব॥ সেই অহঙ্কার ত্যাগ হয়ত সুকর। তত্ত্ববেদি সব ইহা কহেন বিস্তর॥ তথাচ বাশিষ্ঠে।

অপিপুষ্পাবদলনা দপিনেত্র নিমীলনাৎ। সুকরোহহং কৃতি ত্যাগোমত তত্ত্ববেদিভিঃ॥

সকল কর্ম্মের মূল হয় অহঙ্কার। তক্ষাতে ভক্তি প্রবৃত্তিহয় কিপ্রকার। এমত নাকহ শুন তাহার সিদ্ধান্ত। যাহাতে সন্দেহ দূর হইবে নিতান্ত॥ কৃষ্ণশক্তি বিশেষে সচ্চিদানন্দ ময় দেহযুক্ত হয় ভক্ত নাহিক সংশয়॥ শ্রীকৃষ্ণের দাস এ সচ্চিদানন্দ ময়। অহঙ্কার বিশেষের উপলব্ধি হয়॥ তাহাহইতে সুতরাং ভক্তি সিদ্ধ হয়। এই সুসিদ্ধান্ত ইথে জানিহ নিশ্চয়॥ আত্মারামত্ব ভক্তের আছে কিবা নয়। এই জিজ্ঞাসায শুন উত্তর যে হয়॥ মোক্ষ আত্মারাম যোগ সিদ্ধি জ্ঞানাদিক। অবান্তর ফল সে ভক্তির নিরূপিক॥ রন্ধনার্থে প্রজ্বলিত অগ্নিতে যেমত। শীত অন্ধকার আদি হযত বিহত॥ তেমত

ভক্তির অবান্তর ফল হয়। মোক্ষাদিক এই তত্ত্ব জানিহ নিশ্চয় তথাপি আত্মারামত্ব ভক্ত গ্রাহ্য নয়। যেহেতুক প্রেমের বিরোধি সেই হয়॥ ভক্তির পরম ফল প্রেম সর্ব্বদায়। তৃপ্তির অভাব হয় স্বভাব যাহায়॥ অতএব প্রেমেআর আত্মরাম তায়। অত্যন্ত বিরোধ ব্যক্ত বুঝহ ইহায়॥ অবান্তর ফল সব মধ্যেতে নিশ্চিত। অতি হেয় হয় আত্মারামত্ব বিদিত॥ অতি পরি হরণীয় সেইত সতত। সাধুভক্তি রসিক গণের এই মত ভক্তি থাকিলে আত্মারামত্ব সিদ্ধিতে। মন অসন্তোষ নাহি হয়ত নিশ্চিতে॥ দোষাভাব বরং মহাগুণযুক্ত সেই। শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবেন্দ্র গণের মত এই॥ ভক্তি বিনা আত্মারাম তার সিদ্ধ নয়। এইকথা অযুক্ত সর্ব্বতে ভাবেহয়॥ মহারত্ন বিনা প্রাপ্তি নহে তুষকণ। পণ্ডিতের অসম্মত সদা এবচন॥ তবে ভক্তি ব্যতিরেক কিছু সিদ্ধ নয়। কোনো বৈষ্ণবের মত এহো সত্যহয়॥ তাহার সিদ্ধান্ত শুন করি নিবেদন। চিত্তশুদ্ধি আত্মারামত্বের সেকারণ॥ সেই চিত্তশুদ্ধি হয় স্বধর্ম্মাচরণে। আত্মারামত্বের প্রতি প্রবল সাধনে॥ সধর্ম্মাচরণে আজ্ঞা কৈলা ভগবান। তৎপরিপালনে হয় ভক্তিতে আখ্যান॥ স্বধর্ম্মাচরণ রূপ অল্প ভক্তি তায়। আত্মারামত্বক অতি তুচ্ছ ফলপায়॥ শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ ভক্তি আনন্তর্য্য। পরোত্কৃষ্ট ফল প্রেম সম্পত্তি প্রাচর্য্য॥ হৈলে আত্মরামত্বের সিদ্ধ যেই জন। কৃষ্ণ কৃপা হেতু তাহা করিয়া ত্যাজন॥ কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব করে ভক্তিতে ভজন। নির্বিঘ্নেতে মহাসুখ সিদ্ধ সেইক্ষণ॥ কেহ কহে ভক্তি করিবারে আচরণ। উত্তমাধিকারি হয় আত্মা

ধর্ম্মি গণ।। তাহা নহে ভক্তিতে সকলে অধিকারী। যেমত গ ঙ্গার স্নানে নাহিক বিচারি।। বর্ণাশ্রমাচার প্রভৃতির কোন রীতে। অপেক্ষা নাহিক সেই ভক্তি আচরিতে।। আমাদের মতে যেই জনের উপর। কৃষ্ণ২ ভক্ত কৃপা হয় বহুতর।। শ্রীকৃষ্ণ পদার বিন্দ মাত্রাপেক্ষা করে। সুখেতে সম্পন্ন ভক্তি হয় সেই নরে।। তত্র ভক্তি সুখানুভাবক ভক্তগণ। আর অনুভবনীয় শ্রীকৃষ্ণ চরণ।। অনুভব ক্রিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাধন। বহুমতে প্রকর্ষেতে হয়ত স্ফুরণ।। অহং দাস সেবাকারী ইত্যাদি প্রকার। অনুভাবকের স্ফূর্ত্তি বহুধা বিস্তার।। বিচিত্র মধুর রূপ মধুর বিলাস। অনুভবনীয় স্ফূর্ত্তি এআদি প্রকাশ।। শ্রবণ কীর্ত্তনাদিক স্ফূর্ত্তি ইন্দ্রিয়ের। তাহাতে বৈচিত্র্য স্ফূর্ত্তি অনুভূতিযের সমাধিতে চিন্তাদিক ইন্দ্রিয় সবার। বৃত্তির অভাব হয় শূন্যতা আকার।। সেহেতু কেবল একরূপ সুখ হয়। ইন্দ্রিয়ের বৃত্ত্যভাবে বিস্মৃত সে নয়।। সেইত অস্ফুট হয় শূন্যের সমান। অনুভবাভাবহেতু সর্ব্ব শূন্যাখ্যান।। ভক্তিতে ইন্দ্রিয়গণে বাহ্যান্তঃকরণে। কোটি চিত্র বৃত্তি বর্ত্তমান অনুক্ষণে।। বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য সুখ সবিশেষ। স্বয়ং সম্পন্ন তাহাতে হয়ত অশেষ।। সমাধিতে যেই সুখ অস্ফুট আকার। সেইত ভক্তিতে হৈলে বৃত্তি সত্ত্বাকার।। স্ফূর্ত্তি পায় অধিক হইয়া দীপ্তমান তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ সাক্ষাৎ প্রমাণ।। সূর্য্যাদির তেজ যেন আকাশ মণ্ডলে। ততোধিক দীপ্তমান স্ফাটিক অচলে।। অতএব সমাধিতে অনুভূয়মান। যত সুখ হয় আত্মতত্ত্ব কেলে জ্ঞান।। ততোধিকাধিক সুনিবিড় সুখময়। শ্রীচরণ পদ্ম দ্বন্দ্ব

ভজনে নিশ্চয়॥ প্রতিক্ষণ নূতন বিচিত্র বাহ্যান্তরে। স্ফূর্ত্তি হয় সে পদার বিন্দ নিরন্তরে॥ সেহেতু অধিকাধিক সর্ব্বানন্দ ময়। সম্পন্ন পরম সুখ নিরন্তর হয়॥ সমাধিজ মোক্ষ সুখ হৈতে এপ্রকারে। পরম মহত্ সুখ ভক্তির আচারে॥ কৃষ্ণের ভক্ত বাত্সল্য কৃপার মাধুর্য্য। হইতে বর্দ্ধিত সদা সে সুখ প্রাচুর্য্য॥ পরব্রহ্ম রূপ হেতু সদা একরূপ। কৃষ্ণৈশ্বর্য্য বিশেষ অদ্ভুত বহুরূপ॥ বিশিষ্টা সাযুজ্য রূপা যেই মুক্তি হয়। তার সুখ হৈতে বিপরীত আচরয়॥ মোক্ষ সুখ একরূপ বহুরূপ ইহ। তার সীমা আছে সীমা রহিত এনিহ॥ পরিপূর্ণ হেতু তৃপ্তি জনক সেহয়। তৃপ্তি নিরাশক এই তৃপ্তি কভু নয়॥ শ্রীহরির মহাভক্তি বিলাস মাধুরী। তার অতিশয়াত্মক এই সুখপুরী॥ ভক্তি বিলাস মাধুরী সুখ যেনা জানে। তাহাদের তর্কের গোচর নহে জ্ঞানে॥ সদা একরূপ হইয়াও বিষ্ণুতার অতর্ক্যের দুর্বিতর্ক স্বশক্তি ন যায়॥ আপনার তথা নিজ ভক্তের সে আর। অনুক্ষণ নব নব বিচিত্র প্রকার॥ শত২ মাধুর্য্য করেণ প্রকটন। ভকতি দ্বার কৃত মত সেই রূপ হন॥ নব২ বিচিত্র মাধুর্য্য অনুক্ষণ। জনন হেতুক পার বক্ষ্য নিরূপণ॥ মধুর২ রূপ বিলাস বৈভব। পরমেশ্বরতা যেই সেই এই সব॥ ভক্তসব প্রতি যেই করুণা প্রবর। তাহার লীলার অন্ত্য প্রকটন তর ভকতদের নিবিড় মধুর যে আনন্দ। তার সমূহের অনুভব সুখ স্কন্দ॥ তাহার চরম সীমা স্বভাব কথিত। ব্রহ্মানুভবিক সুখ যাহাতে তুচ্ছিত॥ স্বভক্ত গণের পরমা নির্বচনীয়। বিবিধ মধুর আনন্দের লহরীয়॥ তার নিরন্তর সম্পত্তির সে কারণ

বস্তুতত্ত্ব বিশেষকরেণ বিস্তারণ ॥ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বে সর্ব্ব ভক্তগণ। একরূপ হয় তবু আছে বিশেষণ ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতির পরায়ণে। ভক্তেদের বহুভেদ হয় বিস্তারণে ॥ নানা বিশেষ স্বভাব রহিত আপনে। নিত্য একরূপ কার্য্যে হন বিস্তারণে ॥ সেইমত ভক্তেদের বিচিত্র অনেক। ইন্দ্রিয় বৃত্তি বিভব হয়বিস্তরেক ॥ নিত্যাদ্বৈত্য ব্রহ্মরূপকৃষ্ণ কৃপাময়। নিত্য নানা বিশেষ সৌন্দর্য্য গুণালয় ॥ নিত্যৈশ্বর্য্য নিত্যশ্রীক নিত্য ভক্তিময়। নিত্য ভৃত্য সহ সঙ্গ প্রকৃষ্ট অব্যয় ॥ নিত্য য়ার লোক কভু নাহিক অপায়। ভক্তি বিঘ্ন হৈতে রক্ষা করুণ তোমায় ॥ এই বিষ্ণুভক্তি রূপ মহারস হয়। অতি সুকোমল তাহে পণ্ডিত নিচয় ॥ কর্কশ তর্ক কণ্টক যোগ নাহি করে। অন্যথা মূর্খতা পুনঃ হয়ত বিস্তরে ॥ তথাপি নির্ব্বাণরত য়তেক নরের। প্রবৃত্তি নিমিত্তে ইথে হেতু বিস্তারের ॥ দৃঢ় যুক্তি বিনা মুক্তি ত্যাগ নাকরয়ে। ভক্তি মার্গে তাহাদের প্রবেশ নাহয়ে ॥ কণ্টকে কণ্টক বিদ্ধ করয়ে নির্গত। কহিনু কিঞ্চিত্ তর্ক ইথে সেইমত ॥ হৃদয়ে মুক্তি কণ্টক লাগিয়াছে য়ার এই তর্ক বিচারিলে হয়ত উদ্ধার ॥ আর য়ত নবীন শ্রীবিষ্ণুভক্তজন। অর্থাৎ অপ্রাপ্ত নিষ্ঠা য়াহাদের মন ॥ মুক্তি হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবিশেষ। শুনি তাঁহাদের হবে আহ্লাদ অশেষ আপনি য়দ্যপি মনে বিচারিয় সব। মোক্ষ অতিতুচ্ছ ইহা করি অনুভব ॥ বিশুদ্ধ প্রেম লক্ষণা য়েই বিষ্ণুভক্তি। তার নিষ্ঠা সম্পত্তি ইচ্ছহ আনুরক্তি ॥ তবে তব গুরুর আদিষ্ট মন্ত্রবর নিজোপাস্য ভজন করহ নিরন্তর ॥ সেই মোক্ষে এই মহা

নিগূঢ় বচন। ভক্তের হৃদয়ঙ্গম করহ শ্রবণ ॥ এইত ব্রহ্মাণ্ড কোটি পঞ্চাশ যোজন। তাহার বাহ্যেতে আছে অষ্ট আবরণ ॥ মহী, জল তেজ বায়ু আকাশ। অহঙ্কার। মহত্ প্রধান অষ্ট কারণ-প্রকার ॥ অতিক্রম করি শেষ অষ্ট আবরণ। কার্য্য-কারণাদি সব করি বিলোপন ॥ মহাকাল পুর নাম নির্ব্বাণের স্থান। প্রপঞ্চাতিরিক্ত অনশ্বর তাহা পান ॥ ঈশ্বর স্বরূপ নহে বাক্যের গোচর। কেবল জ্ঞানেতে যুত পণ্ডিত প্রবর ॥ কোন প্রকারেতে করে বর্ণন তাঁহার। কেহত সাকার কেহ কহে নিরাকার। কিন্তু পরব্রহ্ম হন পুরুষআকার। সুন্দরশরীরকোটি সূর্য্যতেজঃসার ॥ ভক্তিদ্বারা ভক্তদের নিভয লোচন। সেইত স্বরূপ সুখে করে নিরীক্ষণ। শুষ্ক জ্ঞানীগণ সেইতেজে অন্ধহয আকার না দেখি তারা নিরাকার কয ॥ ভগবত্ সেবকগণ আপনইচ্ছায। সেইপদে গমন করিযা সুখাশায ॥ ঘনীভূতব্রহ্ম রূপ মনোহরাকার। সাক্ষাত্ দর্শন করে কেবলতাহার ॥ অতএব সে স্থানে নিশ্চয আপনার। দীর্ঘবাঞ্ছা যেই আছে কৃষ্ণ দেখিবার ॥ তার মহাফল হবেসাক্ষাত্ সম্পন্ন। স্বীযমহামন্ত্র প্রভাবেতে সুনিষ্পন্ন ॥ এই ব্রহ্ম লোকগত রাগিযুত জন। হয সেই সকলের পুনরাবর্ত্তন। বিরক্ত সবার মহাপ্রলয সমযে দ্বিপরার্দ্ধপরে ব্রহ্ম সহমুক্তি হযে ॥ বহুকাল বিলম্ব হইবে এ প্রকার। নাকর যদ্যপি তুমি অপেক্ষা তাহার ॥ তবে শ্রীমথুরা মধ্যেঅতিমনোহর। নিজপ্রিয ব্রজভূমি গমন সেকর ॥ ভক্তির মাহাত্ম্য প্রতি পাদক বচন। তাহাদের এই সব করিযা শ্রবণ প্রভু পাদ পদ্মে ভক্তি হৈল বৃদ্ধিগত। হৃদযেতে বিচার জন্মিল

এইমত ॥ ঈদৃশী মুক্তি দাসিকা ভক্তি হয় যাঁর। সাক্ষাত পাইলু সেই প্রভু পিতা আকার ॥ তারে পরিত্যাগ আমি করি এই ক্ষণে। অন্যত্র যাইব আমি হাহা কি কারণে ॥ এইমত উদ্বিগ্ন দেখিয়া মোর মন। সেই ভগবান কৃপাকারী তৎক্ষণ ॥ সকলের অন্তরাত্মা বৃত্তিজ্ঞ আপনে। সমাদেশ করিলেন শ্রীমুখ বচনে॥ অনির্বচনীয় মম পরম ক্রীড়ন। রাসাদিক লীলা তার স্থলী শ্রেণিগণ ॥ তাহে বিভূষিতা নিজ প্রিয়তমা অতি। মাথুরিক বৃজ ভূমে তুমি কর গতি ॥ যেই স্থানে বৃক্ষা তৃণ জন্ম বাঞ্ছা করে। বৃক্ষাপদ হৈতে তথা বান প্রিয় তরে ॥ করিয়াছ পূর্ব্বে তুমি যাদৃশ দর্শন। বহুকাল গতেও তাদৃশ ধাম হন আমার পরম প্রিয় নিজ গুরু বরে। পাবে পুনর্ব্বার সেই বৃন্দাবনান্তরে ॥ তাঁহার কৃপায় তুমি সর্ব্ব তত্ত্বসার। নিশ্চয় জানিবে বৎস তথা সবিস্তার ॥ মহাকাল পুরে মুক্তিপদে ততঃক্ষণ। আমারে সম্যক শীঘ্র করিবে দর্শন ॥ এইস্থান হৈতে অতি আনন্দ উত্তম। পাইবে চিত্ত পূরক নিজ মনোরম ॥ আমার প্রসাদ প্রভ বেতে যথা কাম। অষ্ট আবরণ মুক্তি পদে অবিরাম ॥ শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকাদিতে করিবে ভ্রমণ। অনুভবিবে পরমাশ্চর্য্য শত গণ। কতক কালেতে পুত্র শ্রীগোলোকধামে শ্রীমদন গোপালের দর্শনাভিরামে ॥ পরিপূর্ণা সর্ব্ব বাঞ্ছা হৈয়া বৃন্দাবনে। আমাসহ ক্রীড়িবে নিজ ইচ্ছা মনে॥ এইত প্রকার শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞায়। হইলাম হর্ষশোকে আবিষ্ট তথায় ॥ তাঁর সহক্রীড়া আশে হৈল হর্ষমন। তদ্বিরহ জাত শোকে হরল চেতন ॥ তবে এই শোভায়ুক্ত শ্রীমদ্বিন্দাবনে

মনোবেগতুল্য আইলাম সেই ক্ষণে ।। প্রণমিয়া শ্রীল সনাতনের চরণ। দ্বিতীয় অধ্যায় ভাষা কৈল সমাপন।। শ্রীগুরু শ্রীপাদ পদ্ম সদা অভিলাস। ভক্তিমাগে শ্রীজয় গোবিন্দ বসু দাস।। ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক মাহাত্ম্য খণ্ডে জ্ঞান নাম. দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাবরণতো মুক্তি পদে প্রাপ্তে শিবাগ্রতঃ। বৈকুণ্ঠ পাষদৈরুক্তং তৃতীযে ভক্তি লক্ষণং ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়। জয়২ নিত্যানন্দ সদয় হৃদয়।। জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য করুণার সার। যাঁহা হৈতে অবনীতে চৈতন্যাবতার।। জয়২ শ্রীগুরু পদার বিন্দসার। তৃতীয় অধ্যায় কথা কহিবে বিস্তার।। মাথুর ব্রাহ্মণে তবে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিলা গোপকুমার তখন।। ব্রহ্মলোক হৈতে এই পৃথ্বীতে আসিয়া। দেখিলু আশ্চর্য্য সব দগ নেহারিয়া।। পূর্ব্বে২ মনুষ্যাদি যে স্থানে যে ছিল। কোথাও তাহার গন্ধমাত্র না দেখিল। কেবল শ্রীমথুরা সে পূর্ব্বের সমান। তরুগুল্মলতা গিরি আদি বিদ্যমান।। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কালিন্দী পুলিন। পশুপক্ষি মনুষ্যাদি কানন প্রবীণ।। পূর্ব্বে যেই স্থানে যাহা ছিল যে প্রকার। সেইরূপ বিরাজিত নহে অন্যাকার।। শ্রীমদ্ভগবদাজ্ঞা করিয়া সুস্মরণ। বৃন্দাবন মধ্যে আমি করিয়া ভ্রমণ।। অন্বেষণ করি এই কুঞ্জেতে আইলু। প্রেমেতে মূর্চ্ছিত নিজ গুরুরে দেখিলু।। জল সেচনাদি বহু প্রযাস করিয়া। সুস্থ করিলাম তাঁরে বহুত সেবিয়া।। প্রণত দেখি আমারে কৈলা আলিঙ্গন। মম বাঞ্ছা বুঝিলেন সর্ব্বজ্ঞ

তখন॥ নির্ভর প্রেমাবির্ভাবে শ্লেষ্ম অশ্রুজল। ব্যাপ্ত ছিল কলেবরে দেখিলা সকল॥ যমুনাতে স্নান করি হৈলা পরিষ্কার। আমারে করিয়া তবে করুণার সার॥ স্বদত্ত মন্ত্রের ধ্যান ন্যাস মুদ্রাদিক॥ উদ্দেশ দিলেন যথা বিধি বিশেষিক॥ মুখেতে কিঞ্চিৎ কিছু সঙ্কেত দ্বারায়। শিক্ষা করাইলেন সকল সদুপায়॥ কহিলেন নিজ এই সর্ব্ব উপকরণ। প্রিয়তম তুমি তাহে দিলাম এক্ষণ॥ ইহার প্রভাবে আরো অনুক্ত সকল জানিবে পাইবে ইথে মনোমত ফল॥ মহাহর্ষে আমি তাঁর পড়িলু চরণে। অন্তর্দ্ধান হইয়া কোথায় সেইক্ষণে॥ গেলেন শ্রীগুরুদেব হৈয়া অলক্ষিত। তাঁহার বিচ্ছেদে মন হইল পীড়িত॥ যত্নে স্থির করি মন প্রভু আজ্ঞামত। স্বমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হৈলু আদরতঃ॥ মন্ত্রের প্রভাবে হৈল অতিক্রম সার। পাঞ্চভৌতিকতা হৈতে শরীর আমার॥ অর্থাৎ শরীর ত্যাগ বিনা ততঃক্ষণে। চিন্ময় পাইয়া দেহ মন্ত্রের জপনে। মুক্তি দ্বার রবির মণ্ডল নির্ভেদিয়া। চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিলু ঊর্দ্ধে গিয়া॥ সকল ভুবন বহু দোষেতে দূষিত॥ বিনা পরমার্থ সুখাভাসেতে ভূষিত॥ মায়াময় মনোরথে স্বপ্নে দৃষ্ট যেন বিশেষ অনিত্য সব দেখিলাম তেন॥ পূর্ব্বে বহুকালে ক্রমে, আয়াস করিয়া। সংপ্রাপ্ত হইল যেই লোক সব গিয়া॥ এক্ষণে মনের বেগ সমানগমনে। একেবারে নিমেষে সকল উল্লঙ্ঘনে॥ তৎপরে পাইলাম আবরণ গণ। ব্রহ্ম লোক হৈতে সুখে কোটিগুণ হন॥ দশ২ গুণাধিক উত্তর উত্তরে। সেই মন্ত্র বৈভবেতে হয় মহত্তরে॥ কায়েন্দ্রিয় উপাধি অতিক্রম যে করিল

ক্রমে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি যাহার হইল॥ সেই জীব জীবত্বের উপাধি কারণ। লিঙ্গ দেহ অতিক্রম করিতে তখন॥ পৃথিব্যাদি আবরণ রূপে প্রবেশয়। যথা অভিলাস তত্তত্স্থানে ভোগ হয়॥ পৃথিবী আদিতে যত দ্রব্য উপজয়। তার সংপূর্ণ সুখ সবার সারময়॥ কহিলু সামান্যে এই আবরণ গণ। ইবে শুন বিশেষেতে কহিয়ে কথন॥ সেইসব আবরণ মধ্যেতে প্রথমে। পৃথিব্যা বরণে আমি গেলামঅশ্রমে। শ্রীমহাশূকর রূপী প্রভু ভগবানে। দেখিলাম আমি বিরাজিত সেইস্থানে তাঁর প্রতি লোমে ভ্রমে ব্রহ্মাণ্ড বৈভব। চতুর্দ্দশ ভুবনেতে যুক্ত যেইসব॥ তথাকার। ঐশ্বর্য্যাধিকারিণী ধরণী। মূর্ত্তিমতী শ্রেষ্ঠ দ্রব্যে করেণ পূজনী॥ এই সব কারণেতে বুঝহ নিশ্চয়। ব্রহ্মলোক হৈতে সর্ব্ব মতেতেবিশেষ॥ তথাকারণ স্বরূপ সেই ধরণীতে। কার্য্যরূপ এজগত আছয়ে প্রণীতে ঘটের মৃত্তিকায়েন কারণোপাদান। দেখিলাম সকল তথায়· স্ফূর্ত্তিমান॥ পূজা ভগবানের করিয়া সমাপণ। করিলেন আতিথ্যে আমারে সংমানন॥ কহিলেন কত দিন থাকি এইস্থানে॥ চিত্তের সুখেতে কর ভোগ সুবিধানে॥ কিন্তু আমারে যেমন আকর্ষণ করে। মুক্তি পদ প্রাপক সাধন শীঘ্র তরে॥ সেই হেতু ধরণীর অনুজ্ঞা লইয়া। পৃথিব্যাবরণ তবে অতীত হইয়া॥ পাইলাম ক্রমেং ছয় আবরণ। মহারূপা ধর বারি তেজঃ সমারণ॥ গগহঙ্কার মহত্ এই আবরণ। তাতে ছয় বিষ্ণু মূর্ত্তি পূজ্যমান হন॥ মত্স্য সূর্য্য প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ। বাসুদেব ক্রমে এইছয়ের অর্চ্চন॥ পূজ্য মত্স্যাদিক

আর জলাদি পূজক। ভোগ শ্রীমহত্ত্ব সর্ব্ব সুখের ব্যঞ্জক।। তাহে পূর্ব্ব২ হৈতে উত্তর২। অধিক২ সুখ সুবিশিষ্ট তর।। পূর্ব্বমত আতিথ্য ভোগাদিক সত্কার। সর্ব্বআবরণে মোরে দিলেন বিস্তার।। থাকিতে কহিলা সবে কিন্তু না থাকিয়া। ক্রমেতে গেলাম সর্ব্ব অনুজ্ঞা লইয়া।। ক্রমে অতিক্রম আমি করিয়া তখনে। উপস্থিত হৈলু যাম্য প্রকৃত্যাবরণে।। পরমা বরকের ভারিকা যে প্রকৃতি। তার পরিণাম রূপ তমোময় অতি। সুনিবিঢ় শ্যাম কান্তি স্বরূপেতে তাঁর। নেত্র মনো- হরণ করিল যে আমার।। শ্রীমদন গোপালের যেইশ্যাম ধাম তার তুল্য বর্ণ তথা দেখি অভিরাম।। অত্যন্ত হইয়া হৃষ্ট তথাহৈতে আর। গমন করিতে ইচ্ছা নাহয় আমার।। শ্রীমো হিনী মূর্ত্তিধর ঈশ্বর আপন। করিলা প্রকৃতি তাঁর পূজ সমা পন।। সু ক্রুষ্ট মূর্ত্তি তিঁহ আমার গমনে। অর্ঘাদিক হস্তে দেবী আইলা তখনে।। অনিমাদি মহাসিদ্ধি করি আনয়ন আমার অগ্রেতে তবে দিয়া উপায়ন।। পৃথিব্যাদি ন্যায় দেবী মম অবস্থিতি। করিলেন প্রার্থনা তখন যথা রীতি।। স্নেহের সহিত কথা কহিল তখন। যদ্যপি করহ তুমি মুক্তির ইচ্ছন।। তবে তাঁর দ্বার রক্ষাকারিণী আমারে। অনুগ্রহকর এই কহিলু বিস্তারে। যবে আমি পরিত্যাগ করিব তোমারে তবেত প্রবেশ শীঘ্র হবে মুক্তি দ্বারে।। শ্রীবিষ্ণুর দাসী আমি তদধীনা আর। যশোদা গর্ভজা হেতু ভগিনী তাঁহার।। শক্তি রূপা ভক্তি দাত্রী আমারে ভজন। করহ কৃপায় ভক্তি বঞ্ছ যা এখন।। এতেক শুনিয়া তার উক্ত বাক্যগণ। আর উপানীত

দ্রব্য না করি গ্রহণ।। বিষ্ণুশক্তি তিঁহ এই বুদ্ধিতে তখন। নমস্কার করিলাম করি আদরণ।। প্রাকৃতাবরণ সেই বর্ণ মনোহর দেখিবারে ইতস্তত ভ্রমিলু বিস্তর।। হেতু রূপা প্রকৃতি ময়ায়ে জীবগণ। তাহারা ভজয়ে অতি মনোরম হন।। স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্য আর কারণ হইতে। সর্ব্ব মাহাত্ম্যাধিক্যেত স্বয়ং বিলসিতে বহুরূপ দুর্বিভাব্য অচিন্ত্য প্রচার। মহা মোহ কারিণী সে বিভূতি যাহার।। যদ্যপি নাহিক তাঁর স্বয়ং প্রকাশিতা। আবরিকা রূপে তথা হয়েন শোভিতা।। পরম সুন্দর বর্ণ দেখিয়া তাঁহার। অতিক্রমে ইচ্ছা নাহি ছিল সে আমার।। তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায দুস্তরাতি ঘন। করিলাম প্রকৃতিজ তম উল্লঙ্ঘন ততঃপরে দেখিলাম তেজঃপুঞ্জ ঘন। যাহার দর্শনে চক্ষু হয নিমীলন।। পরমভক্তিতে যত্ন করিয়া তখন। করিলাম অগ্রে আমি দৃষ্টি প্রসারণ।। তথায পরমেশ্বর করিলু দর্শন। কোটি সূর্য্য সম দীপ্তি রূপ বিলক্ষণ।। মনো নয়নের হর্ষ বিশেষ বাড়ান। বিচিত্র মাধুর্য্য বিভুষণ ব্যাপ্যমান।। দ্বাত্রিংশত যেই মহ পুরুষ লক্ষণ। তাহাতে অন্বিত বিভুর্ব্যাপক সেহন।। মায়া আবরণাভাবে সদা দীপ্যমান। পরব্রহ্ম ময মাদ্ভুত ভগবান পরব্রহ্ম হেতু প্রাকৃতিজ গুণাতীত। ভক্ত বাৎসল্যাদি অতি সদ্গুণে অন্বিত।। প্রাকৃত আকার তাঁর রহিত সতত। লোক মনোরমাকৃতি হয অভিমত।। প্রকৃত্যধিষ্ঠান রূপে বিলাসি অদ্ভুত। প্রাকৃত সম্বন্ধ স্পর্শ বিহীন অচ্যুত।। এরূপ দেখিয়া হৈলু বিবশ পারতে। মহা সম্ভ্রম সংত্রাস প্রমোদ ভরেতে।। কি করিব সেইকালে কর্ত্তব্য তাহা জানিতে নারিলু কোন

প্রকারেতে তাহা ॥ যদ্যপি পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত। সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি হইতে অতীত॥ তথাপি তাঁহার করুণার প্রভাবেতে। দেখাদেন সৌন্দর্য্যাদি প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে॥ নিশ্চয় করিতে ইহা নারিলু তখন। চক্ষুদ্বারা কিম্বা চিত্তে করিয়ে দর্শন॥ কিম্বা বাহ্যান্তর যত ইন্দ্রিয় সকল। তার বৃত্তি অতিক্রম করিয়া বিরল॥ কোন অনির্ব্বচনীয় চেষ্টা বিশেষে। দর্শন করিয়ে এহো ভাবিমনে শেষে॥ অতি তেজোময় হেতু বিশেষ গ্রহণ। নাহি হয় কিন্তু মুক্তিপদস্বভাবন॥ নিরাকার মত তাঁরে ক্ষণেক দেখিয়ে। নীলাচলনাথ কৃপাস্মরণ করিয়ে॥ ক্ষণপরে মহাতেজঃপুঞ্জ পূর্ব্বমত। সাকার দেখিয়া হর্ষ হৈল অবিরত॥ সেই স্থান স্বভাবেতে আমিহ কখন। সেই তেজঃপুঞ্জে লীন হই সেইক্ষণ॥ কভু নিজ পাদ পদ্ম নখের কিরণ। স্পর্শ হেতু প্রভু করি কৃপা বিতরণ॥ পূর্ব্বমত শরীর সহিতে আমাপ্রতি। করেণ অবলোকন কৃপায় সংপ্রীতি॥ কদাপি সংসিদ্ধ মুক্তি যত জীবগণ। তদংশ কারণে ভিন্ন অভিন্ন কথন॥ মুক্তি হেতুব্যক্ত রূপে অপৃথগ্দর্শন। হেতু সূক্ষ্ম মূর্ত্তি যেন সূর্য্যের কিরণ॥ ভক্তগণ তুল্য তাঁর চতুর্দিগেবৃত। কদাপি দেখিয়া হয় মনঃপ্রীতি কৃত॥ সেবাদিক নাহি সেই মুক্তিপদ স্থানে। সূর্য্যতেজোমত মাত্র আছে বিদ্যমান॥ এ প্রকারে আনন্দের সমূহ সাগরে। নিমগ্না হইয়া বুদ্ধি থাকিলাম পরে॥ আত্মারাম ন্যায় কিবা পূর্ণকাম ন্যায়। হইলাম সে প্রভুর দর্শন বিধায়॥ তর্কেতে আশ্রিত করি সমস্ত বিচার। জানিলাম এই মহাকাল পুরসার॥ পরংপদ অন্ত্য সীমাপ্রাপ্ত ইহা

হয়। অন্তেতে পরম ফল মানিলু নিশ্চয়।। শ্রীমদন গোপাল দেবের উপাসক। জানিয়াছ সৌন্দর্য্য শ্রীমূর্ত্তি বিষয়ক।। এতা দৃশ হৈল কেন কহত নিতান্ত। এমত পুছহ যদি শুনহ বৃত্তান্ত স্থান স্বাভাবিক যেই আনন্দ তরঙ্গ। তার ক্ষোভে বিভূষিত চিত্ত অনুষঙ্গ।। তাহে সেই স্থান কিবে ঈশ্বর হইতে। অন্য কিছু নিজ প্রাপ্য আছযে পাইতে।। সেই জ্ঞান আমার হইল অন্তর্দ্ধান। কিন্তু মম শরীরের রহিল সংস্থান।। শ্রীমন্মহাভাগ বত গুরু উপদেশে। সন্মন্ত্রের সেবা বল তাহাতে বিশেষে।। নিজ পূজ্য দেবতা শ্রীমদন গোপাল। তাঁহার শ্রীপাদ পদ্ম অতি সুরসাল।। তাহার সাক্ষাৎ অবলোকন লালসা। লীলা নাহি হৈল কভু জাগি অন্তর্দ্দশা।। মুক্তিপদ অধিষ্ঠাতা সেইতে জোমযে। পুরুষের চিরকাল অবলোকাশ্রযে।। নিজেষ্ট দেবতা শ্রীমন্মদন গোপালে। সাক্ষাৎ দর্শনে যেই লোভ চিরকালে।। বরং তাহা বিশেষেতে হইল বর্দ্ধিত। প্রকর্ষেতে স্মৃতি পথ যেন হৈল নীত।। তেকারণে সেই মুক্তি পদাধিষ্ঠাতায় সাকার রূপেতে ব্যক্ত দেখিয়া তথায়।। তথাপিহ পূর্ব্বমত প্রীতি নাহিপায়। অর্থাৎ পূর্ব্বেতে যেন দেখিয়া তাঁহায় নিজেষ্ট দেব স্মরণে যেন হৈত প্রীত। ইদানী তেমত নাহি হয় কদাচিত।। সে স্থান স্বভাবে পাছে নিজ লয় হয়। এই আশঙ্কায় হৈল বিষন্ন নিশ্চয়।। অতএব এই ব্রজ ভূমিতে আসিযে স্ব বাঞ্ছিত ইষ্ট দেব দর্শন সাধিযে।। এইমত মনে বিচারিয়া সমুদয়। কিছু অগ্রে গিয়া মহাপুরুষ আজ্ঞায়।। গীত বাদ্যা দির ধ্বনি অদ্ভুত সেস্থানে। শুনিলাম হেন কভু না শুনিযে

কানে।। চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত করিতে তখন। দেখিলাম কোন বৃষারূঢ় বিলক্ষণ।। উপরিস্থিত প্রদেশ হইতে তখন। সেই মুক্তি পদে করিছেন আগমন।। কর্পূরের সম শ্বেত দেব সুললিত। দিগম্বর অর্দ্ধচন্দ্র মস্তকে ভূষিত।। গঙ্গাজলে অম্লান যে জটার আবলি। করেণ ধারণ শিরোপরি স্তম্ভহলী।। ত্রিশূলী অঙ্গেতে ভস্ম আছে বিলেপিত। মৃত বৈষ্ণব শিরের মালাতে ভূষিত।। গৌরী তাঁর ক্রোড়াশ্রিতা তাহে সুশোভিত। দিব্য হৈতে দিব্য চামরাদিতে কলিত।। নিরূপম সেই সব পরিচ্ছদ হয়। উপযুক্ত তাঁর মস্তকাদির নিশ্চয়।। মনোহর আকার চেষ্টিত সুলক্ষণ। হেন পরিবারগণ করেণ সেবন।। তাঁরে দেখি পাইলাম পরম বিস্ময়। হইল হর্ষান্ত চিত্তে এই চিন্তাশয় কেবা এঁহ নিজ পরিবারেতে অন্বিত। মুক্তি পদোপরি যে আছেন বিরাজিত।। জগদ্বিলক্ষণ নিরূপ ঐশ্বর্য্যাদিক। মুক্ত বর্গ সব হৈতে হয়েন অধিক।। দিগম্বর হইয়াও প্রিয়া আলিঙ্গনে। অতি ক্রান্ত সদাচার হয়ত লক্ষণে।। মহাবিষয়েতে যুক্ত ন্যায়ত সাক্ষাতে। বিচিত্র বিভূতিমান দেখি যে যাহাতে।। ধর্ম্মপরি পালক যে পরম ঈশ্বর। পরম মুক্ত স্বভাব সুবিদিততর।। তাহার বিষয় ভোগ করিয়া দর্শনে। বিতর্ক হইল নানা বিধ মম মনে।। সেই গৌরী পতিকে করিয়া আলোকন। পরম আনন্দ ভরাক্রান্ত হৈল মন।। সহ পরিবার তাঁর কৈলু নমস্কার। কৃপায় করিলা অবলোকন আমার।। সে গৌরী পতির গণাধ্যক্ষ নন্দীশ্বর। নিকটে গেলাম হর্ষ বেগে শীঘ্রতর।। করিলাম জিজ্ঞাসা কহিবে সমুদায়। কে এঁহ থাকেন কোথা

য়াযেন কোথায় ।। হাস্যকরি কহিলেন ইঁহ বিশেষক। গো
পালোপাসনাপর হে গোপ বালক ।। শ্রীশিব জগদীশ্বরে
তুমিহ না জান। তাহে সদাচার ত্যাগে দোষ নাহি মান ।।
ভোগ মুক্তি দাতা কৃষ্ণে ভক্তি বিবর্দ্ধন। মুক্তগণ পূজ্য বৈষ্ণ-
বের প্রিয় হন।। শিব কৃষ্ণে অপৃথক দৃষ্টিভক্তি যেই। তাহে লভ্য
নিজ লোক উপযুক্ত সেই ।। তাহা হৈতে সখা হবেরের বশী
ভূত। এই নিজ প্রিয়তমা পার্ব্বতী সংযুত ।। অল্প পিষ পরি
বার লইয়া সংহতি। কৈলাস পর্ব্বতে য়াইতেছেন সংপ্রতি
এতশুনি হইলাম অত্যন্ত হর্ষিত। কোন প্রসন্নতা তাঁর য়াহা
মনোনীত।। সেই মহেশ্বর হৈতে ইচ্ছা পাইবারে। কহিলু মা
নসে সে অভেদ জ্ঞান দ্বারে।। সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি জানি মহে
শ্বর। করিলেন আদেশ সে নন্দীশ্বর পর।। নন্দীশ্বর আমারে
দিলেন উপদেশ। তাহাতে সুখেতে স্বয়ংস্ফূরিল বিশেষ
শ্রীমন্মদন গোপাল স্ব প্রাণেষ্ট দেব। তাহাতে নহেন ভিন্ন এই
মহাদেব।। শ্রীমদন গোপালের যুগলচরণে। বিশেষে কারণ
এঁহ ভক্তি বিবর্দ্ধনে ।। শিবগণমধ্যে সুখে হইয়া প্রবিষ্ট। শেষ
সব সহ হৈলু অতি হৃষ্ট নিষ্ট ।। শ্রীনন্দি হইতে তথা করিলু
শ্রবণ। কথ্যমান বৃত্তান্ত সকল বিলক্ষণ ।। শিবভগবান সদা
এক রূপ হন। নিজ লোকে প্রকট করেণ নিবসন ।। শিবলোক
বাসে তুষ্ট য়ত প্রিয়জন। তদেকনিষ্ঠ সকলে করযে দর্শন
শ্রীমদ্ভগবানের সে ভক্ত অবতার। বটেন শ্রীশিব তাহে নহে
ভিন্নাকার ।। তাহে নিজ হইতে অভিন্ন ভগবান। তাঁর ভক্তি
বিষযক রসিকতা মান ।। আপনার ভক্তগণে করাণ গ্রহণ

কৃষ্ণ নামগীত নৃত্যাদিতে অনুক্ষণ ॥ শেষ মূর্ত্তি ভগবান সঙ্কর্ষণ বদন। তম অধিষ্ঠাতা হেতু নিজপ্রিয় হন ॥ হইযাও জগতের ঈশ্বর আপনে। প্রেমে দাস মত নিত্য করেণ অর্চ্চনে এমত শিব লোকের মাহাত্ম্য অশেষ। সর্ব্ব হৈতে অধিক শুনিয়া সবিশেষ॥ পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইলু তখন। কিন্তু পূর্ণ নাহইল তাহে মম মন॥ তাহার নিদান নাহিবুঝিয়া তখনে পরামর্শ করিলাম আপনার মনে ॥ শ্রীমদ্গুরু প্রসাদেতে প্রাপ্ত দশাক্ষরি। মহামন্ত্র তার সেবা প্রভাবে সত্বরি ॥ সেই ক্ষণে পারিলাম আমি জানিবারে। যেই হেতু হৃষ্ট নহে মন বারেং॥ শ্রীমন্মদন গোপাল বৃজেন্দ্র নন্দন। পাদপদ্ম দ্বয়ের যে সব লীলাগণ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদির যেই অনুভব। তাহার অভাব মোরে পীড়া দেয় সব॥ মম মন বুঝি করিলেন শ্রীমহেশে। লীলা বিশেষ বৈচিত্রী স্বমূর্ত্তি বিশেষে॥ প্রবোধ দিলেন বহু আমারে তখন। তাহাতেও স্বাস্থ্য নাহি হৈল মম মন॥ এইমত যখন আমিহ দেখিলাম। আপনার চিত্ত প্রতি তবে কহিলাম॥ যদি করিতেছ এই শিবে অনুভব। তাঁর গুণ লীলা মাধুর্য্য প্রভৃতি সব॥ তথাপি ত্বরায দীর্ঘবাঞ্ছাতে তোমার। সিদ্ধ হইবেক অনুগ্রহেতে ইহাঁর ॥ ওহে মন মান ইহা কহিলূ নিঃশেষ। যেহেতুক তোমাপ্রতি প্রসাদবিশেষ॥ এমত প্রবোধেহইলামতুষ্ট মন। তবে কোন কারণেতেমহেশ তখন সেই মুক্তিপদে করিলেন বিশ্রামণ। তাঁর পার্শ্বে সুখে থাকিলাম এককক্ষণ॥ সেইক্ষণে দূরে কোন সব মহাত্মার। অত্যন্ত মধুর সংকীর্ত্তন ধ্বনি যার॥ আবির্ভাব হৈলমহেশ্বর শুনিলেন

পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। মহাপ্রেম বিকারেতে হৈয়া বশীভূত। নাচিতে প্রবৃত্ত স্বয়ং হইলা অদ্ভুত ॥ পতিব্রতোত্তমা সেই দেবী ভগবতী। নন্দ্যাদির সহ উঠিলেন ত্বরাবতী বাদ্য সঙ্কীর্ত্তন আদি করিয়া তখন। করিলেন প্রভুর সে উত্সাহ বর্দ্ধন ॥ সেইক্ষণে সেইস্থানে কৈলা আগমন। চারু চতুর্ভুজগণ করিলু দর্শন ॥ শ্রীযুক্ত কৈশোরমূর্ত্তি অতি সুশোভিত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিভবেতে বিভূষিত ॥ অলঙ্কার বিভূষিত গাত্রের কিরণে। আচ্ছাদিত করিলেন সব শৈবগণে ॥ নিজেশ্বর বৈকুণ্ঠ নাথের মহাকীর্ত্তি। গানানন্দ রসে মগ্ন নাহি পরিচ্ছিত্তি ॥ অনির্ব্বাচ্যতম রূপ গুণাদিক সব। চিত্তহারি সর্ব্ববস্ত্রালঙ্কার বিভব ॥ পূর্ব্বে তপে লোকে যাঁরে করিলু দর্শন। সনকাদি চারি ঋষি সহিত মিলন ॥ তাহাঁদের দর্শন হৈতে উত্থিত। প্রকৃষ্ট হর্ষেতে মনো হইল হর্ষিত ॥ অহো বাক্যে কিছু অন্য নিজ প্রিয় আর। নাহি হইলাম তাহে শক্ত জানিবার ক্ষণকাল পরে তবে পাইয়া চেতন। মনেতেও তাঁহাদের দাসত্ব যাচন ॥ করিতে নারিলু ভয় লজ্জার কারণ। সদুর্ঘট সেই পদ হয় সর্ব্বক্ষণ ॥ উচ্চপদ প্রার্থন নীচের যোগ্য নয়। তাকে অপরাধে ভয় লজ্জা সম্ভবয় ॥ আমি দাস্য প্রার্থনে অশক্ত দীন মন ॥ নিশ্চয় এলাল সাবাধযে অনুক্ষণ ॥ শিবের কৃপায় এই চতুর্ভুজগণ। একবার করিবে কি মম সম্ভাষণ ॥ কোথায় থাকেন কেবা হযেন ইহাঁরা। কৃপাপাঙ্গে বুক্ষ মোরে করিবে কি পারা ॥ ইহাঁরা পরম মহত্তম কোনজন। হইবেন নিশ্চয় সে জানিলু তখন ॥ যাহাঁদিগে আলিঙ্গন করি অতিশয়

হইলেন রুদ্র দেব প্রেম মূর্চ্ছাময়।। ইত্যাদি আমার মনোবৃত্ত য়েই ছিল। শিবানুবর্ত্তিনী উমাদেবী সে জানিল।। সঙ্কেত গণেশ প্রতি দেবী করিলেন। অতএব আমারে গণপতি কহিলেন।। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথের। পার্ষদ ইহাঁরা হন বসি নিকটের।। তাঁহার সমান রূপ হইলা প্রাপণে। নিশ্চিত বৈকুণ্ঠ হৈতে কৈলা আগমনে।। দেখহ করেণ এই পার্ষদের গণ। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেতে গমন।। তাহাতে দ্বিগুণ অষ্ট মুখ ব্রহ্মা স্থান। শত কোটি য়োজন ব্রহ্মাণ্ড পরিমাণ।। তাহে ঐ পার্ষদগণ যান বেগবান। তাহার দ্বিগুণ ষোল মুখ ব্রহ্মা স্থান।। তাহে ঐ পার্ষদগণ করেণ গমন। এইমতে কোটি২ ব্রহ্মা অগণন।। কোটি২ মুখ পদ্ম অতি গুরুতর। তাদৃশ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদিগের বিস্তর।। সেই২ ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ সবিভব। মনো নেত্র হরণ করেণ রূপে সব।। সকলে গমন করিতেছেন লীলায় গণেশ অনেক দেখাইলেন আশায়।। এসব পার্ষদগণ আপন ইচ্ছায়। ভ্রমেণ সর্ব্বত্র পরতন্ত্রতা নাভায়।। মৃত্যু কালেতেও নিহতপ্রেত জনার। শ্রীকৃষ্ণের নামাভাষ হয়ত উচ্চার কিম্বা কোন প্রকারেতে য়দি একবার। শ্রবণে প্রবিষ্ট হয় কৃষ্ণ নাম য়ার।। সর্ব্ব বিঘ্ন ভয় হৈতে সেই ভক্ত গণে। করেণ পার্ষদ সব সর্ব্বথা রক্ষণে।। উজ্জ্বলা বিশুদ্ধা ভক্তি করেণ বিস্তার। য়ে কেবল ভক্তি এক প্রিয়া এসবার।। সনকাদি এইচারি নৈষ্ঠিক উত্তম। বৈকুণ্ঠ নাথের ভক্ত অবতারাগম।। অতএব শ্রীপতির পার্ষদের ন্যায়। লোকের হিতার্থে মাত্র ভ্রমেণ সদায়।। তপো লোকে উর্দ্ধরেতা য়োগিগণ য়ত। শ্রীমন্নারায়ণ বিনা অন্যথের

মত॥ তাহাদের মঙ্গলার্থে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন। করি তপোলোকে বাস করেণ কখন॥ সম্প্রতিক বৈকুণ্ঠেতেকরি যাগমন। তথা সর্ব্বাকর্ষক সম্পূর্ণ নারায়ণ॥ ভগবানে দেখি যেই আনন্দ অপার। মোক্ষ বিষয়কানন্দে করয়ে ধিক্কার॥ তাহা পাসরিয়া করিয়া আত্মার সংযোজন। হরিভক্তি মহা রস পিয়ে অনুক্ষণ তদীয় কীর্ত্তন গাথামৃত রস পানে। ভক্তগণসহ আছিলেন এই স্থানে॥ বৈকুণ্ঠ লোকের সে কহিব কি মহিমা। শক্ত নাহি হই যার কহিবারে সীমা॥ নিত্য পরিচ্ছিন্ন হীন মহাসুখ যেই তার অন্ত্য পরিপাক বিশিষ্টতা সেই॥ সে প্রকার পরিচ্ছদ আর পরিবার। গণনার হত নিত্য বৈভব যাহার॥ সাক্ষাৎ শ্রীরমানাথ পদ পঙ্কজের। ক্রোড়াভরে সদা বিভূষিত অঙ্গের শ্রীরমানাথের যেজন প্রেমভক্ত। তাহার সুলভ সেইলোক অতি ব্যক্ত॥ আত্মসহ ভগবানে অভেদ বাসনা। নিশ্চয় জানিহ সেই হয় দূর্ব্বাসনা॥ তাহার দ্বারায় যেই মুক্তির বাঞ্ছন সুবিদ্ধ সর্ব্বদা হয় যাহাদের মন॥ তাহাদের অন্যেরো দুর্লভ সেইস্থান। মনোরথে তুওশক্তনহেত প্রয়াণ॥ যথা বাশিষ্টে।

অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যোবদেত্। মহা নরক জালেষু তেনৈব বিনিয়োজিতঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। বিষয় স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যোবদেত্। কল্প কোটি সহস্রাণি নরকে সত্তপচ্যতে॥

যদি তোমাপ্রতি এই আমার পিতার। আত্যন্তিত করুণাত হয়ত বিস্তার॥ তবেত বৈকুণ্ঠে হবেগমন তোমার। অনুভবিবে তথায় মহিমা তাহার॥ গণেশের মুখে শুনি এসব

কথন। ওহে দ্বিজ শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির কারণ।। মহতী লালসাতে জন্মিল অতিশয়। সেহেতু চিন্তা সাগরে অপার যেইহয়।। তাহার তরঙ্গ রূপ যেইরঙ্গ স্থলী। তাহাতে নর্ত্তিত আমি হইলু একলী।। মনেতে বিচারতথা বহুকরিলাম। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিতে নিজ যোগ্য দেখিলাম।। শোকের বেগেতে উচ্চ করিয়া রোদন। মোহপ্রাপ্ত হৈয়া পড়িলাম সেইক্ষণ।। তবে মহাদেব মহা দয়ালু ঈশ্বর। পর দুঃখাসহী বৈষ্ণবৈক প্রিয়বর।। উঠাইয়া আমারে করিয়া আশ্বাসন। কহিতে লাগিলা কিছু করুণা বচন।। ওহে শ্রীবৈষ্ণব শুন কহিযে প্রকাশ। সেই বৈকুণ্ঠ লোকেতে সর্ব্বদা নিবাস।। আমিও তোমার মত পার্ব্বতী সহিত করিযে কামনা ইহা জানিহ নিশ্চিত।। সেই লোক বৈকুণ্ঠ দুর্লভ অতিশয়। মুক্ত সকলের প্রার্থনীয সুনিশ্চয়।। ভৃগু আদি ব্রহ্ম পুত্র সাধনা করেণ। তথাপিহ তাহাদের সাধিত নহেন ব্রহ্মা আর আমার সে লোক সাধ্যহয়। বিশেষ কহিযে তত্ত্ব শুনহ নিশ্চয়।। নিষ্কাম বিশুদ্ধ স্বীয ধর্ম্মে যেই নর। নিষ্ঠাপরিপাক প্রাপ্ত হয বহুতর।। শ্রীহরির যত কৃপা তার প্রতি হয। তার শতগুণ হৈলে ব্রহ্মত্ব লভয।। তার শত গুণ কৃপা হয যদি নরে। তবে মমভাব সে শিবত্ব প্রাপ্তি করে।। আমার উপরেতে যাদৃশ পরিমাণ। অনুগ্রহ প্রকাশ করেণ ভগবান তার শতগুণা কৃপা হয যদি নরে। তবেত বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয পরে।। হে বৈষ্ণব তুমি বট মথুরেশ ভক্ত। মদন গোপাল দেব মন্ত্রেতে তাশক্ত।। তাঁর একাভক্তি প্রিযতমযার হয। হেন ব্রাহ্মণের শিষ্য তুমি মহাশয।। গোবর্দ্ধনে গোপ পুত্র কহিলু

তোমারে। তথাপিত তুমি যোগ্য হও পারিবারে॥ সালোক্য সাষ্টি সারূপ্য সাযুজ্য লিখয়। এই চতুর্বিধ মুক্তি জানিহ নিশ্চয়॥ সাযুজ্যের স্থান এই পায় যতিগণে। অদ্বৈত ব্রহ্ম ভাবনা ভাবে যারা মনে॥ মহাসংসারের দুঃখ অগ্নি জ্বালা চয়ে। অতিশয় শুষ্ক চিত্ত তাদের আছয়ে॥ অন্তরেতে সারাসার বিবেক রহিত। অসার গ্রাহি সেসব জানিবে নিশ্চিত॥ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আমিহ সুনিশ্চিত। তাহাদিগে ভবার্ণবে করিলু পতিত॥ তদুক্তংতে নৈবপদ্ম পুরাণোত্তর খণ্ডে।

মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ মুচ্যতে। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবী কলৌ ব্রাহ্মণ রূপিণা॥ ব্রহ্মণশ্চ পরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্ব জগতোপ্যস্য মোহনার্থং কলৌযুগে॥ তথাচ। স্বাগমৈঃকল্পিতৈস্ত্বং জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। ইত্যাদি॥

যেহেতুক নিজপাদাম্বুজ প্রেমভক্তি। সংগোপনে শ্রীকৃষ্ণের ছিল আনুরক্তি॥ তাহে আজ্ঞা করিয়াছিলেন আমা প্রতি। সেহেতু অদ্বৈত মার্গে পাড়িলাম যতি॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজনানন্দ অমৃত রসের। এক মাত্র অপেক্ষা আছয়ে যে দাসের॥ তাঁহাদের উপেক্ষিত হয় এই স্থান। ভক্তি বিঘ্ন তল্য ত্যাগকর হে সুজ্ঞান॥ দ্বারকা নিবাসি বিপ্র ইহাতে প্রমাণ। কৃষ্ণভক্তি রসাশ্রী পরমভক্তি মান॥ স্বচাতুর্য্য বিশেষ করিয়া প্রকাশন এথা হৈতে দ্বারকায় নৈল পুত্রগণ॥ তোমাপ্রতি সদা কৃষ্ণের কৃপা যে আছয়। শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে ইচ্ছা ভাব তাহে হয় তাহে এই মুক্তিপদে করিলা দর্শন। সুন্দর আকার ভগবানে

স্বনয়নে ॥ এইরূপ শঙ্করের প্রসাদ কারণ। পাইলাম পরা-নন্দ ভর সেইক্ষণ ॥ ইচ্ছিয়া পার্ষদগণ সহ সম্ভাষণ। লজ্জায় কহিতে কিছু নারিলুঁ কথন ॥ বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ শ্রীউমাপ-তির। কথিত বচন সব শুনিয়া সুস্থির ॥ কৃষ্ণ প্রেম বিশেষা-বির্ভাবের কারণ। শোকাকুল দেখিয়া শ্রীশিবে ততঃক্ষণ ॥ সাদরে প্রণাম প্রীতে করিতে শান্তন। বিনয় সহিত বাক্য ক হেন তখন। বৈকুণ্ঠ নাথের সহ ওহে ভগবান। নাহিক তো মার কিছু ভেদ বিদ্যমান ॥ লক্ষ্মীসহ গৌরীর সেমত ভেদনাই তাঁদের ভক্তাবতার তোমরা দুঁহাই ॥ অতএব সেইলোকেবাস আপনার। যুক্ত হয় সুনিশ্চয় দেবী সহকার ॥ শ্রীভগবা-নের আপনি প্রিয়তর। মহাব্যবহার তাঁর কি কব বিস্তর ॥ কহিলেন তথাপি এক্ষণে যে কিঞ্চিৎ। কৃষ্ণপ্রিয় তমত্বের স্ব ভাব উচিত ॥ তাঁর ভক্তিরস সমূহের প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবগণের স্তুত ভক্তি প্রচারক ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের যত অবতার। সব হৈতে মহিমা অধিক সে তোমার ॥ শুনি মহাদেব নিজ স্তুতি এইমত। তুষ্ণী হৈয়া থাকিলেন প্রভু লজ্জাগত ॥ তবে ভগ বানের সে পার্ষদের গণ। নির্হেতুক কৃপাকারি মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন কৃপা প্রকাশিয়া দিয়া সবে আলিঙ্গন। কহিতে লাগিলা আ মাপ্রতি সুবচন ॥ আমাদের ঈশ্বরের তন্মন্ত্রোপাসক। ওহে উমাপতি প্রিয় হে গোপ বালক ॥ ভক্ত সাম্প্রদায়িকের মধ্যে আপনারে। গণিয়ে আমরা জান নিশ্চয় ইহারে ॥ গঙ্গাতটে জন্ম গৌড় উত্তম ব্রাহ্মণ। মাথুর জয়ন্ত নামে খ্যাত যিঁহ হন ॥ হয়েন কৃষ্ণচন্দ্রের সহ অবতার। তিঁহত তোমার গুরু জানি

যে প্রচার॥ সত্যজ্ঞান এইস্থানে তোমার কারণ। করিলাম আমরা সকলে আগমন॥ শুন কহি তব নিজ কৃত্য যেই হিত বৈকুণ্ঠে যদ্যপি ইচ্ছা করহ নিশ্চিত॥ মন্ত্র জপাদি আশক্তি পরিত্যজি সব। কেবল মন্ত্র জপে সে লাভ অসম্ভব॥ প্রেমের সহিত ভক্তি যে নব প্রকার। কর শ্রদ্ধা যুক্ত হৈয়া অনুষ্ঠান তার তাহার জ্ঞাপক ভজ শাস্ত্র ভাগবত। লীলা কথা কৃষ্ণের শুনহ নিত্যতত॥ কর্ণপথে প্রণযেতে প্রবেশি সেসব। সদ্য হরি পদ দিতে হযত প্রভব॥ যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশে। সংসার সিন্ধু মতি দুস্তর মুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলা কথা রস নিষেবণ মন্তরেণ পুংসোভবে দ্বিবিধ দুঃখ দবার্দ্দিতস্য॥ দ্বিতীয়েপি। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণ পুটেষু সম্ভৃতং। পুনন্তিতে বিষয বিদূষিতা শযং ব্রজন্তি তচ্চরণ সরোরুহান্তিকং॥ সে নব প্রকার মধ্যে একই প্রকার। সমুদায সাধনের মধ্যে হয সার॥ তাহা হৈতে সুসিদ্ধ হযেত অভিরাম। সাধ্যের সত্তম সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥ ফল ব্রতাদি অপর অনেক আছয। মহত্তম রূপে খ্যাতি তাহাদের হয॥ কিন্তু বিচারেতে সেইসব তুচ্ছ হয। মহদ্ভক্তগণ সে সবে না আদরয॥ এক বিধ ভক্তি আচরণের আশ্রযে। যদ্যপিহ শ্রীবৈকুণ্ঠে লোক সিদ্ধহযে॥ তথাপি সেসব ভক্তি রসজ্ঞ যেজন। শ্রবণ কীর্ত্তন আদি যেবহু গণন॥ তার রস মাধুর্য্যের প্রাপ্তির কারণ। সাঙ্গ নববিধা ভক্তিকরে আচরণ॥ অনির্ব্বাচ্য মহারস সুবিশেষ মযী। সেই নববিধ ভক্তি জানিহ নিশ্চযী। তথাহি মূলং।

তেষাং কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতে সতি। স্বয়মাবির্ভবেত্ প্রেমা শ্রীমৎকৃষ্ণপদাব্জয়োঃ ॥

তার মধ্যে কোন এক প্রকার শ্রদ্ধায়। অনুষ্ঠান করিলে সে বিশ্বাস দ্বারায় ॥ শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাদপদ্ম দ্বয়ে। স্বয়ং প্রেমা তারচিত্তে আবির্ভাব হয়ে ॥ তথাপিহ ফলান্তরে যেই কাম হয়। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির প্রতি বিরোধী নিশ্চয় ॥ হৃদয়েরু রোগরূপ ত্যাগ লাগি তার। প্রেমদ্বারা সাধিবেক সেই ভক্তি সার ॥ যদ্যপি সপ্রেম ভক্তি যেনব প্রকার। যেই২ স্থানে হয় উপপন্ন তার ॥ সেই২স্থান হয় বৈকুণ্ঠনিশ্চয়। শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ তত্র তত্র নিবসয় ॥ তথাপি সৌন্দর্য্যগুণ লীলাদিকময়। অন্যত্র সাক্ষাৎ শ্রীশ দৃষ্ট নাহি হয় ॥ এই হেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক সনিশ্চয়। অবশ্যত ভক্তগণ অপেক্ষা করয় ॥ বৈকুণ্ঠ লোকীয় ভক্তি সর্ব্ব প্রকারিকা। কিম্বা প্রেম পরিপাক যুক্তা বিশেষিকা ॥ ভক্তি নিষ্ঠ বহু সহ নির্বিঘ্নে সদায়। অন্যস্থানে কোন রূপে সম্পন্ন নাপায় ॥ বৈকুণ্ঠেতে কালাদির কৃত বিঘ্ন নাই। সাহজিক প্রেমভক্তি রসিক সদাই ॥ বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ নিত্যসবগণ। সম্পন্ন তাদৃশ ভক্তি হয় প্রতিক্ষণ ॥ অতএব বৈকুণ্ঠের অপেক্ষা সতত। অবশ্য করয়েইহা জানিহ সমস্ত ॥ কায়িকাদি চেষ্টা রূপা নাজান তাহারে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে লইবারে নাহিপারে ॥ নিত্য সত্য ঘনানন্দ রূপা সেই হয়। সত্ব রজঃ তমো গুণাতীত সুনিশ্চয় ॥ কৃষ্ণ প্রসাদেতে যেই শুদ্ধ জীব তত্ত্ব। নির্গুণ সচ্চিদানন্দ রূপে হয় সত্ত্ব ॥ তাহাতে স্ফুরিয়া বিলসয়ে সে সতত। স্বসেবক গণের হর্ষার্থে বহুমত

বিচারেতে জীবতত্ত্ব হৈলে বিশুদ্ধিত। দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে রহিত॥ তবে অপ্রাকৃত হরি স্থানে প্রাপ্তি হয়। তার হৃদে নানাবিধ ভক্তিবিলসয়॥ অন্যথা যদ্যপি প্রাকৃতত্ত্বের কারণ। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের রূপ ভক্তি হন॥ তবে কায়েন্দ্রিয়াত্মার চেষ্টাত হইতে। জ্ঞান বিবেকেতে আত্মা হইলে শোধিতে॥ ইতর কর্ম্মের মত নাহয় সঙ্গত। অকর্ত্তৃত্ব জ্ঞানে প্রাপ্ত বিশেষতঃ॥ বিষ্ণুভক্তি বিষয়েতে কর্ম্ম আছে যত। সে সকল হইতে ইতর কর্ম্ম মত॥ বিবিক্ত হইলে নাহি শ্রীবৈকুণ্ঠ যায়। নৈষ্কর্ম্ম হেতুক কিন্তু মুক্তি পদ পায়॥ ইহাতে তাৎপর্য্য এই হইলে নিশ্চয়। বিষ্ণুভক্তি নিরন্তর অপ্রাকৃতা হয়॥ ইতর কর্ম্মের মত ভক্তির কর্ম্মত্ব। নামানিহ কহিলাম এইসার তত্ত্ব॥ দেহশব্দে ভক্তের সচ্চিদানন্দ কায়। আর প্রাকৃত শরীর তাহাতে বুঝায়॥ মণি শব্দে চিন্তামণি কাচমণি আর। দুইকে বুঝায় যেন বিভিন্ন প্রকার॥ সেই স্বধর্ম্মাচরণাদিক সব আর। কর্ম্মও ভক্তিশব্দেতে হয়ত প্রচার বহির্দৃষ্টে কথনবা করয়েজল্পন। কিন্তু বিচারেতে ভক্তি কর্ম্ম নাহি হন॥ বৈকুণ্ঠে অন্যত্র বর্ত্তমান যতহন। বৈকুণ্ঠ নিবাসি আর অন্য ভক্তগণ॥ তাহাদের অঙ্গেন্দ্রিয় আত্মা আদি যত নিবিড় সচ্চিদানন্দ রূপ অভিমত॥ তাদৃশ ভক্তিসদৃশ হন ভক্তগণ॥ স্বত হয় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ঘটন॥ পঞ্চভূত ময় দেহীয়েই ভক্তগণ। তাহাদেরো শ্রীভক্তির স্ফূর্ত্তির কারণ॥ সচ্চিদানন্দ রূপেতে সুপর্য্যবসান। হয় এই জানিহ বিশেষ সমাধান॥ ভক্তির কারণ শক্তি বিশেষদ্বারায়। কর্ণাদিতে শ্রবণাদি ভক্তি

স্ফূর্ত্তি পায় ।। কিম্বা ভক্তি স্ফূর্ত্তি যার হয়ত আত্মায়। অঙ্গা-দিক সচ্চিদানন্দ রূপতা পায় ।। ভক্তির অপ্রাকৃতত্বে আমরা প্রমাণ। বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ সবিশেষ জ্ঞান ।। প্রাকৃতের গুণ স্পর্শ নাহিক কথন। বহুবিধ ভক্তি বিস্তারিয়ে সর্ব্বক্ষণ ।। সেইভক্তি নবীন সেবকের মনন। প্রীতি পূর্ব্ব সমুদয় প্রবৃত্তি কারণ।। নিজেন্দ্রিয় ব্যাপারের মত দীপ্তি পায়। অন্যথা তাহাতে পাছে ঔদাসীন্যভায় ।। ভক্তি নিষ্ঠ সাধু সুমহান্ত যতজন। ভক্তিকে স্বাধীনা কভু নাকরে মানন ।। প্রভুর মহাপ্রসাদ রূপা গ্রহ হন। এইমত অনুভব করে সর্ব্বক্ষণ ।। শিবলোক প্রাপ্তি পারে মহেশ কৃপায়। শ্রীবৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তি ক্রমে যদি ভায় তথাপি তোমার মনে বৈকুণ্ঠ লোকনে। ত্বরা যদি বিদ্যমান আছয়ে এক্ষণে ।। তবে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদা শ্রেষ্ঠা ব্রজ ভূমি। শ্রীবিশিষ্টা তাহাতে গমন কর তুমি ।। সদা শ্রীমত্পাদ পদ্ম দ্বয়ের সঙ্গতি। করহ কামনা যদি কর অবগতি ।। জ্ঞান কর্ম্মাদির অসংমিশ্র ভক্তি যেই। নাম সংকীর্ত্তন প্রায়া আচরহ সেই তাহা দ্বারা তাদৃশীক প্রেমের সম্পত্তি। অতিশীঘ্র হইবেক হৃদয়ে উত্পত্তি।। যাহা দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। সাথেতে হইবে তব পুলকিত মন ।। তপোলোকে পিপ্পলায়-নাদি যতগণ। যোগীন্দ্র সকল এই প্রকার সেকন ।। স্মরণ প্রেমের অন্তরঙ্গ সুনিশ্চয়। সাধন উত্তম পুনঃকীর্ত্তন নাহয় ।। সর্ব্বেন্দ্রিয় মধ্যে জিহ্বা রূপেন্দ্রিয় যেই। কায়েন্দ্রিয় হেতু হয় অচেতন সেই ।। তাহাতে কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি অনায়াসে শীঘ্র স্ফূর্ত্তি হয় সেই হেতু অল্পভাসে ।। স্মরণ রূপাসে ভক্তি

সংকৃষ্ট হয়। তাহার কারণ শুন কহিয়ে নিশ্চয়॥ সর্ব্বেন্দ্রিয় মধ্যে অধিপতি হয় মন। অনর্থোৎপাদক হেতু ভয়ানক হন পরম দুর্ব্বশ হেতু বলিষ্ঠ সেহয়। পরম চঞ্চল মন জানিয়ে নিশ্চয়॥ প্রযাসেতে বশ করি হৈলে বিশোধিত। স্মরণ তাহাতে পায় দীপ্তি সুশোভিত॥ তাহে আমাদের মত করহ শ্রবণ সর্ব্ব ভক্তি হৈতে মানিয়ে কীর্ত্তন॥ চঞ্চল স্বভাব এক হৃদয়ে স্ফুরণ। যে স্মরণ তাহা হৈতে সন্তম কীর্ত্তন॥ বাক্য আর তাহে যুক্ত মনে দীপ্তি পায়। আর কর্ণেন্দ্রিয় মধ্যে প্রবেশে সদায়॥ যেই সব শুনে কীর্ত্তনের ধ্বনি সার। সেবকের মতকরে তাহে উপকার॥ ইহাতে স্মরণ হৈতে অধিক কীর্ত্তন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

ধ্যান যাগ পূজা ফল কীর্ত্তনে ঘটন॥ যে কেহবা শ্রীভগবদ্ধ্যানেতে রসিক। কীর্ত্তনের ফল ধ্যান করে মানসিক॥ তাহাদের মত কহি চাতুর্য্য বিচারে। অঙ্গীকার করি তারে করে পরিহারে॥ অন্তর্বহ্যেন্দ্রিয় ক্ষোভ কারী বাক্যেন্দ্রিয় কীর্ত্তনের সহ যদি মিলে সদাপ্রিয়॥ তবে চিত্ত স্থির হৈয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে। প্রবর্ত্তয়ে তাহে স্মৃতি ফলত কীর্ত্তনে॥ ধ্যান রত গণের সেমত এপ্রকার। বুদ্ধিদ্বারা তাহে বিবেচনীয় এসার আকেশ পাদান্ত শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব। তাহার মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যাদি অনুভব॥ তার পরিস্ফুরণে সাক্ষাৎকার মত। চিত্তে প্রকাশ তার পরিপাক গত॥ তার নাম ধ্যান পুনঃশুনহ

স্মরণ। মনের সম্বন্ধমাত্র হয়ত লক্ষণ।। দাসোস্মীতি প্রভৃতি প্রকার ভগবানে। মনেতে সম্পর্ক মাত্র স্মৃতির আখ্যানে।। সঙ্কীর্ত্তন দর্শন স্পর্শনাদিক যত। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সব হয় অভিমত।। ধ্যানের প্রাবল্য হেতু সেসব নিশ্চয়। চিত্ত বৃত্তি মধ্যে সদা অন্তর্ভাব হয়।। ধ্যানে কীর্ত্তনাদি হয় সম্পন্ন অন্তরে। তাহাতে কীর্ত্তন হৈতে ধ্যান হয় বরে।। যদি কহ ধ্যানে নাহি হয়ত উৎপত্তি। সঙ্কীর্ত্তন স্পর্শনাদিরূপা মনো বৃত্তি।। কেবল শ্রীমূর্ত্তে চিত্ত বৃত্তির বিস্তার। কীর্ত্তনাদ্যে ইচ্ছা হৈলে কিকরি তাহার। উত্তর কহিয়ে শুন হৈয় একমন। যাহাতে রসিক চিত্ত হয় যেইজন।। যাতে প্রীতি তার সুখ হয় সমুদয়। প্রিয়তম সে সাধন তাহারে নিশ্চয়।। সুখৈ সেব্য বরং সাধ্য রূপসে তাহার। সাধু সকলের মত এইত প্রকার।। সঙ্কীর্ত্তন হৈতে ধ্যান সুখ বিবর্দ্ধন। ধ্যান হৈতে সুখের মাধুরী সঙ্কীর্ত্তন।। পরস্পর সম্বর্দ্ধক পরিপোষকত্ব। অনুভব আমরা করিয়ে এই তত্ত্ব।। সেই হেতু সঙ্কীর্ত্তন ধ্যান এই দ্বয়ে। একই কর্ত্তব্য মনঃপ্রীতি যাতে হয়ে।। সঙ্কীর্ত্তনে যেই মত সুখ প্রাপ্তি হয় ধ্যানেতেও সেই সুখ পায় সুনিশ্চয়।। যেহেতুক এক বস্তু অভীষ্টতরের। চিত্তে অনুভব দ্বারা ইচ্ছানুসারের।। তার এক প্রাপ্তে চিত্ত আশক্ত যাদের। হয়ত উদ্ভব সুখ সব তাহাদের যেন জ্বর রোগেতে পীড়িত যার কায়। শীতল অমৃত তুল্য জল যদি পায়।। মনে পান করিলেও বৈকল্য তৃষ্ণার। ঘ্রাণ পায় তাহাতেও সুখ হয় তার।। সেই২ প্রিয়তম বস্তুর কীর্ত্তনে। সেইমত শান্তি যদি শক্ত সে করণে।। যথা ! নিবেদ্য

দুঃখং সুখিনোভবন্তীতি॥ মানসিক অখিলার্থ যেহয় উদ্ভব বাক্য শব্দে সেইসব গ্রহণাসম্ভব॥ যত্ন বিশেষেও যদি শক্ত হয় তায়। তথাপি পরম গোপ্য অর্থঘটনায়॥ কোন ভক্ত একাকীও স্বচ্ছন্দ কীর্ত্তনে। বিরলেও লজ্জা পান যত সাধুজনে এইরূপ ধ্যানের করিয়া প্রশংসন। নিজ পরম সম্মত যে নাম কীর্ত্তন॥ তার সর্ব্বোত্কৃষ্ট হয় মাহাত্ম্য অতিশয়। কহিতে লাগিলা তবে করি ক্রমানুয়॥ একাকিত্বে নির্জন প্রদেশেতে নিশ্চয়। ধ্যান সিদ্ধ হয় ইথে অন্যথা নাহয়॥ নির্জন প্রদেশে আর বহুর সঙ্গেতে। সিদ্ধ হয় সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বত্র রঙ্গেতে বেদপুরাণাদি পাঠ স্তুতি কথা গীত। কৃষ্ণের কীর্ত্তন হয় বহুবিধ স্থিত॥ তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তন। শীঘ্র প্রেম সম্পত্তিজননে শক্ত হন॥ অতএব শ্রেষ্ঠতম নাম সঙ্কীর্ত্তন। সুমুখ্য সাধন এই মত বিলক্ষণ॥ প্রেমের হৃদয়ঙ্গম কৃষ্ণ নামামৃত। যাহা রসাস্বাদনের ভঙ্গি পূর্ব্বকৃত॥ জিহ্বা দ্বারা অবিরাম করে যে সেবন। তার মাহাত্ম্য অতুল কেকরে জল্পন॥ যদ্যপিহ সব কৃষ্ণনামের মহিমা। সমান প্রত্যেকে নাহি ন্যূনাতি গরিমা তথাপি আপন প্রিয় নামে শীঘ্রতর। স্বীয় অর্থ সিদ্ধি সুখ হয় অতবিস্তর॥ এক স্পর্শ মণিতেই কার্য্য সিদ্ধ পায়। বহু স্পর্শমণি ব্যর্থ বহন তাহায়॥ যেমত শ্রীরাম নাম প্রিয় মহাশয়। তথা। সহস্র নামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ উমাপতি কহিলেন এই বাক্যচয়। রুচির বৈচিত্র্য হেতু কোনো নামে কার। কারো নামদ্বয়ে কারো নামত্রয়ে আর॥ প্রিয়তা সকল নামে ক্রমেতে জন্ময়। এমতে সকল নাম প্রিয়

তম হয়॥ একেন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত নামামৃত হয়। নিজরসমধুরে প্লাবয়ে অঙ্গচয়॥ বর্ণময় হেতু তার জিহ্বে সুখোদয়। বক্তৃ শ্রোতৃগণের হর্ষেদ সুনিশ্চয়॥ এই সব হেতু ধ্যান হইতে নিশ্চয়। প্রভুর শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ হয়॥ তথাহি।

নাম সংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেম সম্পাদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ মন্ত্রবত্॥

সর্ব্বোত্কর্ষের অন্তসীমা প্রাপ্ত ফল। সংকীর্ত্তন হৈতে হয় জানিহ নিশ্চল॥ কৃষ্ণের প্রেম সম্পাদে নাম সঙ্কীর্ত্তন। বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন নিশ্চিত কথন॥ পরমাকর্ষ মন্ত্র দুর্লভ প্রযোজন। দূরে হৈতে আকর্ষিয়া ঘটায় যেমন॥ সেইমত জানিহ শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণেরে বলদ্বারা করে আকর্ষণ সাধন ভক্তির যত আছয়ে প্রকার। সকলের প্রেম ফল অভিপ্রেত সার॥ নাম সংকীর্ত্তনে প্রেম আবশ্যক হয়। এহেতু কীর্ত্তন সাধনের ফল কয়॥ কৃষ্ণ প্রেম সম্পত্তি সুসম্পন্ন হইলে অবশ্য সর্ব্বদা নাম সঙ্কীর্ত্তন মিলে॥ নাম সঙ্কীর্ত্তনেতে বুদ্ধি যত জন। কহে সাধনের ফল নামসংকীর্ত্তন॥ কৃষ্ণপ্রেম ভরের সে উত্কৃষ্ট লক্ষণ। কোন২ রসজ্ঞ কহেন এ কথন॥ যেহেতুক প্রেম ভরে স্ফুটার্ত্তি কারণ। স্ফুরয়ে আপন ইষ্ট নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ মেঘ বিনা বর্ষাকালে চাতকের গণ। আর্ত্তস্বরে প্রিয়২ করে আক্রোশন॥ চক্রবাকীগণ যেন বিরহে পতির। রাত্রি-কালে আর্ত্তনাদ করয়ে অস্থির॥ সুররীবর্গ্ত পতি বিরহিত হয়ে। রাত্রে আক্রোশন আর্ত্তনাদেতে করয়ে॥ সেইমত আর্ত্তির গৌরবের কারণ। নাম সঙ্কীর্ত্তন হয় জানিহ লক্ষণ

ইথে পরম আস্তিতে সংযোগ হইয়া। বিচিত্র মধুর গাথা প্রবন্ধ করিয়া॥ করিবেক শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন। এইত তাৎপর্য্য ইথে বুঝ করিমন॥ যথা।

সিদ্ধস্যলক্ষণং যত্স্যাত্সাধনং সাধকস্য তদিতি ন্যায়াত্॥

বিচিত্র লীলারসের সাগর প্রভুর। বিচিত্র প্রসাদ যদি হয়ত প্রচুর॥ সঙ্কীর্ত্তন বিচিত্রমাধুরী সে স্ফুরয়ে। স্বীয় যত্নে কিছু নাহি সাধু সিদ্ধ হয়ে॥ যেই সদা করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ভোগোন্মুখ পাপোক্ষয় হয় ততঃক্ষণ॥ ইচ্ছাধীন হেতুপুণ্য থাকয়ে তাহার। যে কারণ শুভক্ষণ তাহাতে প্রচার॥ সংকীর্ত্তন উপাসক গণের ইচ্ছায়।কর্ম্ম থাকা আর নাশ জানিহ সদায়॥ যথোক্তং হরিভক্তি সুধোদয়ে।

কর্ম্মচক্রন্তু যৎপ্রোক্ত মবিলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ। ত্বদ্ভক্তি শ্রবণৈর্মর্ত্ত্যৈ র্বিদ্ধি লঙ্ঘিত মেবতত্॥

উপাসক ব্যতিরিক্ত জন কদাচিত। নাম সঙ্কীর্ত্তন যদি করে সবিহিত॥ সব নাশ হয় প্রারব্ধ মাত্র থাকয়ে। তা অবশ্য ভোগিবার ভোগে যায় ক্ষয়ে॥ উপাসক ভরত আদির ভোগপরে। কর্ম্মাক্ষয় দেখি তার শুনহ উত্তরে॥ পরম গম্ভীর ভাব যেই মহাশয়। হরিনাম নিরন্তর সেবনে নিশ্চয়॥ তাঁহারাও সুগোপ্য শ্রীভক্তি মহানিধি। প্রকাশের ভয়ে ভঙ্গি করি বহুবিধি॥ হরিণ বালক পোষণাদিব্যবহারে। দুঃসঙ্গাদি দোষ দুঃখ দেখান সবারে॥ পরম রহস্য রূপ কৃষ্ণভক্তি হয়। তার আচ্ছাদন হেতু তাদৃশ করয়॥ সর্ব্ব লোক নিস্তারার্থ ভক্তি প্রকাশন। উচিত যদ্যপি কহ করহ শ্রবণ॥ কেবল শ্রীহরি

নাম করিলে কীর্ত্তন। শ্রীহরি চরণেভক্ত হৈয়া সবজন॥ বিনা শিক্ত দুঃখ দোষ যদ্যপিহ হয়। তথাপিহ কৃপাদ্বিলকাহারো হৃদয়॥ দুঃসঙ্গ দি পরিহার রূপ সদাচার। লোকে শিক্ষাদেন নিজে করিয়া প্রচার॥ নৃপতি ভরত মুনি সৌভরি প্রভৃতি। দুঃসঙ্গের দোষ দেখাইলেন আকৃতি॥ যুধিষ্ঠির নল আদি নৃপতি বিখ্যাত। দুষ্ট দ্যুত দোষ দেখাইলেন সাক্ষাৎ॥ নৃগ আদি ব্রহ্মস্বের ভয় দেখাইলা। বস্তুত সেমল হৈতে শুদ্ধ তাঁরা ছিলা॥ যদি কহ বিঘ্নাঙ্গল হেতুককীর্ত্তনে। নিষ্ঠানাহি হবে তবে কর শ্রবণে॥ সমুদায় জন্মিতেছে যে ভক্তি প্রভাব তাহাতে বিচার সব হৈতেছে সদ্ভাব॥ সেহেতু বিঘ্নাতি বিঘ্ন সকল নিশ্চয়। অনায়াসে তুমি সব করিবে সে জয়॥ অন্যত্র সর্ব্বত্রনিরন্তর সর্ব্বদায়। আমরা তোমার অতিআছিযেসহায় শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের মহা অনুকম্পাচয়। তোমাপ্রতি স্থির তর আছেসমুদয়॥ করিয়াছি আমরাত এ অবধারণ। ব্যক্তকরি কহি শুন তাহার কারণ॥ তপোলোক বাসি পিপ্পলায়ন তোমারে। কহিল সাক্ষাৎ দর্শনের পরিহারে॥ চিত্তেরদর্শন প্রশংসিল তাহে সব। সাক্ষাৎ দর্শন ইচ্ছা নাহি গেল তব॥ পিপ্পলায়নের বাক্য পূর্ব্বের কথিত। কহিছেন অনুবাদ করিয়া কিঞ্চিৎ॥ নিবিড় সচ্চিদানন্দ সত্যের স্বরূপ। শ্রীভগবানের নিশ্চিত নিত্যরূপ॥ ইন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দ রূপ যোগ্য যেই। তাহার গ্রহণ যোগ্য হয় রূপ সেই॥ তাঁহার কারুণ্য শক্তি দ্বারা কিবা আর। সদ্যোলব্ধ জ্ঞানশক্তি হইলেপ্রচার॥ নেত্রদ্বয়ব্যাপারেতে তবেতঘটয়ে॥ তাঁহার দর্শন শুদ্ধমাংস

চক্ষুদ্বয়ে ॥ জ্ঞান চক্ষুদ্বারা ভগবানের দর্শন। হৃদয়ের মধ্য-দেশে জন্ময় যখন ॥ এই অভিমান হয় মনেতে যখন। চক্ষু দ্বারা করিতেছি আমিহ দর্শন ॥ সেই অভিমান হর্ষ বৃদ্ধি নিমিত্তক। কৃষ্ণকৃপা প্রভাবের বিশেষ জ্ঞাপক ॥ প্রভুর কৃপা সমূহ বলে কিবা আর। ভক্তির প্রভাবে হয় দর্শন তাঁহার ॥ এই হেতু পরিচ্ছিন্ন চক্ষুর দ্বারায়। সিদ্ধ হয় কিন্তু তাতে আছে অন্তরায় ॥ যখন শ্রীভগবান হন অন্তর্দ্ধান। নেত্রের দর্শনে হয় ব্যবধান ॥ সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্যাদিক গ্রহণ পূর্ব্বক। মনেতে দর্শন হয় নির্বিঘ্নে সম্যক্ ॥ করুণা বিশেষ ভক্তি প্রভাবেতে আর। এ দুইতে যদি নহে দর্শন তাঁহার। তবে স্বয়ংপ্রকাশিত ঈশ্বর দর্শন। মনেতেও সম্ভব না হয় কদাচন ॥ যেহেতুক পরম স্বতন্ত্র মহাশয়। মনোবৃত্তি সকলের নাহন বিষয় ॥ স্বয়ং ঘন সুখ আত্ম সুখে বিরাজিত। মনোধ্যানাদি প্রকারে হন উপাসিত ॥ ঘন সুখ দেন ভক্তগণে সুনিশ্চয়। ইত্যাদি পিপ্পলায়ন উক্ত বাক্য হয় ॥ কিন্তু ধ্যানে দর্শন হইতে সমুদয়। সাক্ষাদ্দর্শনে ফল বিশেষ নিশ্চয় ॥ কর্দ্দমাত্রি ধ্রুব আদি সাধু ভক্তজন। চক্ষুর্দ্বারা প্রভুর করিয়া বিলোকন ॥ প্রভুর প্রসাদ শ্রেণী অনেক পাইল। সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ ইহা ঈক্ষণ করিল ॥ সমাধি বিষয়ে ব্রহ্মা পাইয়া দর্শন। প্রসন্নতা প্রভুর পাইল ততঃক্ষণ ॥ কহিলা পিপ্পলায়ন এই যে বচন। তাহা ব্রহ্মা প্রতি নহে প্রায়িক কথন ॥ নেত্রে দৃষ্টে সর্ব্বাধিক ঘন সুখ পায়। সাধ্য তাহা শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারায় ॥ অতএব ধ্যান ধারণাদি মানসিক। ভক্তির সাক্ষাৎ দৃষ্টি ফল বিশেষিক ॥ সব সাধনের হয় সংকল নিশ্চয়

শ্রীমদ্ভগবানের সাক্ষাৎকারোদয়।। তৎকালেতে ভগবানে প্রেম বৃদ্ধি পায়। তাহাহৈতে আমূলত মায়া নাশ হায়।। ভগবদ্বিস্মৃতি মূল মায়া সেপর্য্যন্ত; মায়ানাশ পায় এই পর্য্যন্ত না অন্ত।। প্রহ্লাদাদি প্রভুরে দেখিয়া ও হৃদয়ে। নেত্রে দখিবারে ইচ্ছা সর্ব্বদা নিশ্চয়ে। ইহাই প্রমাণ তথ দর্শনানন্তর। প্রেম ভর বিশেষের লাভ শ্রেষ্ঠতর।। কোন ভক্ত গণের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে। চক্ষুয় নিমীলন হয় সে তাহাতে।। ধ্যান সেই নহে কিন্তু হর্ষভর সার। অশ্রু কম্পাদির মত প্রেমের বিকার অতএব যে কেন্তুক ধ্যানের সমান। ধ্যান কহে যাথার্থতে নহে সেইধ্যান।। এই প্রকারে প্রভুর যে সাক্ষাৎকার। পরম ফলত্ব তার হইল বিস্তার।। থাকুক সাক্ষাৎকার ধ্যানের ন্যূনতা। সঙ্কীর্ত্তন হৈতে আছে বুঝ প্রকৃততা।। পারোক্ষেতে ধ্যান নহে প্রভুর সাক্ষাতে। পরোক্ষাপরোক্ষে যুক্ত সংকীর্ত্তন যাতে।। যথা দশমে রাস ক্রীড়ায়াং।

গায়ন্ত্যস্তং তড়িতইবতা মেঘচক্রে বিরেজুর্দিতি।

বিষ্ণুপুরাণেচ। কৃষ্ণঃশরচ্চন্দ্রমসংকৌমুদী কুমুদাকরং। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনামপুনঃ২।। পরোক্ষে কীর্ত্তনং গোপীগীতাদৌজয়তিতেঽধিকমিত্যাদিক প্রসিদ্ধমেব।।

।।বৈষ্ণবেশ্বর প্রভু শ্রীয় ভুক্তীনাথ। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিহতে অতি প্রেয়ধাম।। অধিকারী অনধিক রীনাদিবিচারি। উচ্চরণমাত্র জগতের হিতকারি।। জিহ্বাগ্রে উচ্চায্য কেত্তসুখোপাস্য হয় সরস সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময়।। নামের সমান নাম নিরুক্ত

পম তায়। নমস্কার তাঁহারে করি যে সর্ব্বদায়॥ উক্ত ন্যায় হেতু আর শিবাজ্ঞা মানিয়া। মুক্তিপদ হৈতে যাহ সত্বর করিয়া॥ কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীমন্মথুরা মণ্ডলে। যাইব তোমারে লইয়া তত্তস্থলে॥ পার্ষদ গণের এই সকল বচন। মন কর্ণ রসায়ন করিয়া শ্রবণ॥ প্রমোদ ভাবেতে পূর্ণ হইয়া তখন। পার্ষদ গণেরে করিলাম প্রণমন॥ শিবা আর শিবে তবে অষ্টাঙ্গ হই য়া। প্রণমিলু সবাকারে আদর করিয়া॥ তত্কালে পার্ষদগণ শীঘ্র হইলেন। এই ব্রজ ভূমি মম প্রাপ্তা করিলেন॥ আমার হইল তাহে অত্যন্ত বিস্ময়। মন্দ বুদ্ধি হইলাম না করি নিশ্চয় করিতেছিলাম অষ্টাঙ্গেতে নমস্কার। চক্ষুর নিমেষে আই- লাম এথাকার॥ তৃতীয় অধ্যায় কথা হৈল সমাপন। নম- স্করি শ্রীল সনাতনের চরণ॥ অষ্টাঙ্গে প্রণমি শ্রীগুরু পদার বিন্দ। তাহে ভক্তিরস মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ॥ ইতি শ্রীভাগ বতামৃতে গোলোক মাহাত্ম্য খণ্ডে ভজন নামা তৃতী য়োঽধ্যায়ঃ॥

তুর্য্যে বৈকুণ্ঠবর্গাণাং কৃপাদে স্তত্ত্বমুচ্যতে। প্রতিমা

মহিমা পূর্য্যর্দ্ধেঽয়োধ্যাতো দ্বারকাগমং॥ জয়২ শ্রীচৈত ন্য গুণধাম। জয়২ শ্রীমন্নিত্যানন্দরাম॥ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পাদে নমস্কার। যাঁহা হৈতে শ্রীচৈতন্য অবতার॥ শ্রীচৈতন্য প্রিয় শ্রীচন্দ্রশেখর। আচার্য্য সকল ভক্তি তত্ত্বধর॥ তাঁর বংশো দ্ভব সর্ব্বগুণময়। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ মহাশয়॥ গোস্বামী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতার। শ্রীসচ্চিদানন্দ ময় দেহ যাঁর॥ মম প্রভু তিঁহ করুণ করিয়া। মূঢ়ে উদ্ধারিলা পদরজ দিয়া॥

কোটিং শ্রীচরণে নমস্কার। ত্রিভুবনে মমগতি নাহি আর॥ শুন ভক্তগণ হৈয়া একমন। চতুর্থ অধ্যায় কথা রসায়ন॥ শ্রীগোপ কুমার কহেন তখন। অতঃপর বিপ্র শুনহ কথন॥ একাকী এথায় করিতে ভ্রমণ। দেখিলাম বৃন্দাবনের শোভন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাহিরে স্থানে। হেন শোভা না দেখিনু কোনস্থানে॥ এহেতু প্রমোদী হৈয়া বহুতর। বনমধ্যে বাস করি নিরন্তর॥ পার্ষদোক্ত বৈকুণ্ঠ লোক সাধন। মুক্তমত সব কৈল বিস্মরণ॥ ক্রীড়ায় ভ্রমণ ক্রমেতে গমন। শ্রীমন্মথপরে করিয়া তখন॥ মথুর ব্রাহ্মণ মুখেভাগবত। আদিভ শাস্ত্র শুনিলামযত॥ তাহে নববিধ ভক্তি সমুদয়। সাধ্য সাধনাদি সেই রূপ হয়॥ অনুকূল প্রতিকূল হেয় আর। উপাদেয় আদি বিবেচনা সার॥ জানিয়া বিশেষে আমি এইবনে। করিলাম সেইক্ষণে আগমনে॥ এইস্থানে তবে সহসাসত্বরে। দেখিলাম নিজ শ্রীমদ্গুরুবরে॥ এইব্রজে বিরাজিত পূর্ব্বমত। হর্ষান্বিত দেখি আমারে প্রণত॥ আশি র্ব্বাদ সহ করি আলিঙ্গন। অতিকৃপা কৈলা সর্ব্বজ্ঞ তখন॥ পরম রহস্য ভক্তি তত্ত্ব যত। উপদেশ করিলেন বিস্তারতঃ মহাগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশক। তাহার প্রসাদ পাইয়া সম্যক নিত্যভক্তি যোগ আমি সাধিবারে। প্রবৃত্ত হইনু আজ্ঞা অনু সারে॥ বিশেষে জন্মিল শীঘ্র প্রেমপূর। তাহাতেবিবশ হইয়া প্রচুর॥ পূজাদিক কিছু নারি করিবারে। কেবল কীর্ত্তন করি যে তাঁহারে॥ তৎকীর্ত্তনং যথা।

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ গোবিন্দ হে নন্দ কিশোর কৃষ্ণ। হা শ্রীযশোদা তনয় প্রসীদ শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ

এইমতে করি সুস্বরেতে গান। করিযে তাঁহারে বহুত আহ্বান
কোথা আছ ওহে ব্রজেন্দ্র নন্দন। দেখাদিয মম রাখহ জীবন
ইহাবলি প্রকর্ষেতে নাচিক্ষণে। ক্ষণ উচ্চস্বরে করিযে রোদনে
দেহ দৈহিকাদি সকল আপন। উন্মত্তের মত হৈল বিস্মরণ
যথা অভিলাষ আমি ইতস্তত। ভ্রমণ করিযে মাত্র বাহ্যহত
একদিন নিজ প্রাণনাথে যেন। দেখিলু অগ্রেতে দাঁড়াযা
আছেন॥ ধাযা ধরিবারে হৈযা মোহগত। পড়িলাম প্রেমে
বিভুল ভাবত॥ সে পার্ষদ গণ আসিযা আমারে। শ্রীবৈকুণ্ঠ
লোকে লৈযা যাইবারে॥ করাইল বিমানেতে আরোহণ। আমি
উঠি তবে প্রসারি নযন॥ সর্ব্ব স্থানাদিক দেখিলাম অন্য
নিজ ব্রজ ভুমি ব্যতিরিক্ত গণ্য। বিস্মিত হৈয়া সুস্থ হইলাম
আপনার পার্শ্বে তবে দেখিলাম॥ পূর্ব্ব পরিচিত পার্ষদের
গণ। যাঁরা মমপ্রিয কৈল আচরণ॥ মহাতেজস্বি শ্রীসূর্য্যদিক
যত। তাঁহাদের তেজোহরেণ নিযত॥ যোগ্য শ্রেষ্ঠ অনুপম
যে বিমান। তাহে আরোহিত সুশোভিত মান॥ সংভ্রমেতে
করিলাম প্রণমন। কৃপায তাঁহারা দিলা আলিঙ্গন॥ মুহু
র্মুহু বহু করি আশ্বাসন। দেখাইযা শতং যুক্তিগণ॥ চন্দ্র-
ভূজাদিক যুক্ত রূপ যেই। আমারে দিবারে ইচ্ছিলেন সেই
করিলাম আমি তাহা অস্বীকার। গোবর্দ্ধন ভব বপু রাখি
আর॥ তাঁদের প্রভাবে হইল প্রাপণ। গুণ কান্ত্যাদিক তাদৃশ
তখন॥ তবে দুর্বিতর্ক পথ যেই হয। পরম আনন্দ যুক্ত সুনি
শ্চয॥ জগতের বিলক্ষণা সাধারণ। সুউৎকৃষ্টতর নাহয বর্ণন
সে পথে পার্ষদগণের সহিত। শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামগমনে বিনীত

স্বর্গাদিক লোকে বাহ্যে আর তার। অষ্ট আবরণ সর্ব্বতঃ প্রকার। মুক্তিপদে আরোহণের সময়ে। মানিলাম পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে॥ এক্ষণে সে সবে করি দৃষ্টিপাত। তুচ্ছ জ্ঞানে লজ্জা হইল সে জাত॥ মুক্তি অতি তুচ্ছ হৈল তবে জ্ঞান। অতিশয় ঘৃণা হৈয়া অবধান॥ তবে ইন্দ্র আদি লোক পালয়ত। অঞ্জলি মস্তকে ধরিয়া সংযত॥ ঊর্দ্ধমুখে অতি বেগেতে তখন পুষ্প লাজা আদি করিযা বর্ষণ॥ লাগিলেন সবে পূজা করিবারে। জয় শব্দে স্তব করেণ আমারে॥ যেইং স্থানে করিয়ে গমন। সেইত পদের অধিকারিগণ॥ স্তব প্রণামাদি করে আচরণ। বহুতর আর করয়ে পূজন॥ অগ্রে মুক্তিপদ হইল দর্শন। করিলাম তুচ্ছরূপে আলোচন॥ তবে সেই মুক্তি পদের উপরে। পাইলু শ্রীশিব লোক ততঃপরে॥ সেই স্থানে শিবে উমার সহিতে। হর্ষে করিলাম প্রণাম বিহিতে॥ তাঁর প্রেমাদর সুমিষ্ট বচনে। হইল আমার আনন্দিত মনে॥ তবে শ্রীবৈকুণ্ঠে করিলুঁ গমন। যে মহিমা নাহি জানে বাক্য মন কহিলা আমারে পার্ষদেরগণ। বহির্দেশে তুমি থাক একক্ষণ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরে করি বিজ্ঞাপন। করিব পুরীর মধ্যে প্রবেশন অদৃষ্ট অশ্রুত আশ্চর্য্য যেসব। তার সমুদ্রের তরঙ্গ বিভব সুস্থির হইযা করহ গণনে। কৃষ্ণভক্তি দীপ্ত যুক্ত দুনয়নে এতকহি সেই পার্ষদেরগণ। পুরের মধ্যেতে কৈলা প্রবেশন দেখিলাম একজনে সেইক্ষণে। শ্রীবৈকুণ্ঠমধ্যে করে প্রবেশনে শত ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যে অন্বিত। এমত বিমানে আছে আরোহিত॥ গীতসংকীর্ত্তন সহিতবিনযে। হর্ষেতে আবিষ্ট আছে

অতিশয়ে। শ্যামবর্ণ অবয়ব অলঙ্কারে। প্রভুর সদৃশ দেখিয়া তাহারে॥ মানি হরি করি তারে নমস্কার। পাহি নাথ কহিলাম বহুবার॥ এতশুনি তিঁহ কর্ণ আচ্ছাদিয়া। কহিলেন শঙ্কেতেতে নিবারিয়া॥ দাসোস্মিং দাস দাসোস্মীতি। কহি পুরমধ্যে করিলা প্রস্থিতি॥ পুন তাঁহা হৈতে বৈভবে মহত্ত একজন হইলেন সমাগত॥ তারে দেখি আমিসর্ব্বথা মানিল জগদীশ এিঁহনিশ্চয়জানিল॥ লীলায় কোথায়করিলা গমনে আগমন পুরে করিলা এক্ষণে॥ এতভাবি প্রণমিলাম সম্ভ্রমে স্তুতিবাদ বহুকরিলাম ক্রমে॥ সেহ পূর্ব্বমত সে স্নেহেকহিয়া গেলেন পুরেতে প্রবেশ করিয়া॥ কেহ এক অন্যে দুই সমাশ্রয়। অপারে অনেক জন তাঁরা কয়॥ পূর্ব্ব পূর্ব্বাধিক শ্রীরূ ক্তাতিশয়। পুরেরমধ্যেতেপ্রবেশন চয়॥ তাহাদিগে দেখি২ পূর্ব্বমত। নমস্কার স্তবকরি সম্ভ্রমতঃ॥ স্নেহযুক্ত বাক্যামৃতে নিবারণ। করি করিলেন পুরে প্রবেশন॥ তারমধ্যে কেহ স্ব সেবা সম্বন্ধি। সামগ্রী গ্রহণকরি পরিসন্ধি॥ অগ্রেধায় ছত্র চামরাদি লৈয়া। কেহ ভক্তি সুধারসে মত্ত হৈয়া॥ উক্ত প্রকারেতে আপন২। করণীয় সেবা য়াহার য়েহন॥ তাহে ব্যগ্র অন্তঃকরণ প্রভৃতি। ইন্দ্রিয় সকল য়াদের প্রকৃতি॥ বিচিত্র ভজন আনন্দ প্রভব। বিনোদাতিশয়ে বিভূষিত সব॥ ভূষার ভূষণ সর্ব্বাঙ্গ ফলেতে। নিজ প্রভুবরোচিত সকলেতে॥ শ্যাম চতুর্ভুজ লাবন্য পূরিত। সৌন্দর্য্যাতিশয় কাম উর্দ্ধরিত প্রণাম স্তবন নর্ত্তন কীর্ত্তন। বিচিত্র চেষ্টিত কারে সর্ব্বজন জগৎপতি য়েই চক্রবর্ত্তী ন্যায়। মহালীলা কৌতুকাদি বিস্তা

রায়॥ সে ভগবানের পাদ পদ্ম রস। দেখিবার লাগি সবার মানস॥ কেহবা বৈকুণ্ঠনাথ সেবাকার। সহপুত্র কলত্রাদি পরিবার॥ ছত্রচামরাস্ত্রআরতবাহন। পরিচ্ছদসহকোনহজন কেহ নিজ পরিচ্ছদপরিবার। পুরীরবাহিরেরাখিয়া বিস্তার কেহনা বিলাপ করয়ে বিস্তর। আপন সকল পরিকর পর আকিঞ্চন মতএকাকি হইয়া। ধ্যান রসে মন নিমগ্ন করিয়া পশুপক্ষি বৃক্ষ প্রভৃতি আকার। কেহ ধরিধরি পুনঃপুনর্ব্বার বিচিত্র ভূষণ আকার বিস্তর। মনোহর তর ধারণ কাহার কেহ নর বানরাদি দৈত্যদেব। ঋষি বর্ণাশ্রমাচার দীক্ষাসেব ইন্দ্র চন্দ্রাদির সম কোনজন। ত্রিনয়ন কেহবা চতুরানন চতুরষ্ট ভুজ সহস্র বদন। পুরীর মধ্যেতে করে প্রবেশন ইন্দ্র চন্দ্রাদিক যতেক আকার। শ্রীভগবানের নহে অবতার রূপ সাম্যমাত্রেতাহার সমান। বৈকুণ্ঠবাসির হইল আখ্যান বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দ দেহ সব। নরাদি আকার হয় অসম্ভব তথাপি প্রভুর হর্ষের কারণ। বিচিত্র শরীর করেণ ধারণ এসব পরম বৈচিত্র্য কারণ। অগ্রে নারদোক্তে হইবে কথন বানরাদি দেহ সৌন্দর্য্য বিরহ। যুক্ত কথা নহে কেননাহিকহ কৃষ্ণ ভক্তি রসাস্বাদ বানগণে। কি বান সুন্দর হযত দর্শনে মায়িক সকল বস্তুর অতীত। বৈকুণ্ঠনিবাসি গণ সুনিশ্চিত বৈকুণ্ঠ লোকেরভাবনাযকের। প্রপঞ্চাতিরিক্ত মাহাত্ম্যার্পকের প্রপঞ্চ ন্তর্গত দৃষ্টান্তে কহিতে। শক্ত উপযুক্ত নাহয়নিশ্চিতে তথাপি তোমারপ্রপঞ্চান্তর্গতাদৃব্য দৃষ্টচিত্ত আছে অভিমত অতএব সে দৃষ্টান্ত সমুদয়ে। সুখেতে প্রবোধ দিবার আশয়ে

শুহে দ্বিজ কহি সেই মত করি। ক্ষমাকর সেই অপরাধ করি বৈকুণ্ঠ নিবাসি গণে নিরন্তর। সমতা সবার হয় পরস্পর অপ্প বৈভবাদি প্রকট কারণ। তার তম্য পুন হয়ত লক্ষণ কিন্তু তথাপিহ বিরোধকাহার। নাহি আছে অত্রকহিলাম সার মাত্‌সর্য্য অসূয়াস্পর্দ্ধা তিরস্কার। দোষনাহি তথ্য মধ্যেতে কাহার। সহসুহ স্বভাবিকগুণ। নিত্য সত্য আছেতাঁহাদের পুনঃ॥ প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগপরায়ণ। বিষযি সকল আছয়ে যেমন॥ সেইমত বহির্দৃষ্টির দ্বার য। শ্রীবৈকুণ্ঠবাসি গণেরে দেখায়॥ কিন্তু নিরন্তর তাঁদের চরণ। মুক্ত ব্রহ্ম নিষ্ঠ করেণ সেবন॥ নির্ব্বিকার তার প্রান্ত সীমা তাঁরা। পায্যাছেন প্রভু লীলা অনুসারা॥ শ্রীযুক্ত প্রভুর সন্তোষ কারণ। বিচিত্র রূপাদি করেণ ধারণ॥ এই হেতু শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসিগণ। ব্রহ্ম ঘনজন্য একরূপ হন॥ শ্রীভগবানেরলীলা অনুসারে। হযেন তাঁহারা পৃথক প্রকারে॥ বিমান সমূহ সহ সেই স্থান। তত্র স্থিত সব এই মত জ্ঞান॥ কদাচিত স্বর্ণ রত্নাদিক ময়। ধাম বিমানাদি প্রতীতি সেহয়॥ ঘনীভূত চন্দ্র জ্যোত্স্না কঠিনতা। সমান প্রবোধ হয় কখনতা॥ কথঞ্চিত সে স্থানের করুণার। প্রভাবে বিশেষ জ্ঞান হয় তার॥ অন্যথা তাঁদের রূপের গ্রহণে মানসের শক্তি নহে কদাচনে॥ বিনা নিজ সদা নিষ্ঠা অনুভব বুঝিবারে কেহ নাহয় প্রভব॥ অনাযাসে এইমাত্র নিরূপণ করিবারে শক্ত হয় কোন জন॥ ব্রহ্মানুভবেতে সুখ যেই হয় বৈকুণ্ঠাদি দর্শনেতে সমুদয়॥ সুন্দর তুচ্ছতা পাইয়া আপনি লজ্জাতেবিরামপায সে তখনি॥ আত্মারামপূর্ণকামজনচয়

সর্ব্বাপেক্ষা হৈতে বিবর্জ্জিত হয়॥ বৈষ্ণবের সঙ্গ হেতু সারাসার বিচার সকল পাইয়া প্রচার॥ আত্মারামত্বাদি ব্রহ্ম সুখ যত য্যাকে আছে অনুভূত অবগত॥ সব ত্যজি ভক্তিমার্গে সর্ব্বক্ষণ প্রবেশ করেণ তাঁরা য়েকারণ॥ সেহেতু তথায় গিয়া সে আমার। হৈল নিশ্চয়েতে অনুভব তার॥ পুরীতে গমন আর নিঃসরণ। পরায়ণ দেখি সেবকের গণ॥ মনে চিন্তিয়ার সেবক ঈদৃশ। সে প্রভু বা পুনঃ হয়েন কীদৃশ॥ এই মত হর্ষ প্রহর্ষ আখ্যানে। পুরীদ্বারে বসি আছি বর্ত্তমানে আসিয়া বেগেতে পার্ষদের গণ। পুরীমধ্যে করাইল প্রবেশন তদ্ভুত হইতে অদ্ভুত য়ে সব। তথায় হইল দৃষ্টির প্রভব দ্বিপরার্দ্ধ কালে সহস্র বদন। বলিতে নহেন ক্ষম কদাচন দ্বারে২ দ্বারপাল গণ নীয়া। নিজ নিজাধ্যক্ষে জ্ঞাপন করিয়া প্রবেশ করাণ লইয়া আমারে। এইমতেয়া প্রত্যেক সেদ্বারে সেই২ দ্বারে অধ্যক্ষ য়ে হয়। য়ত দ্বারিগণ তারে প্রণময় দেখিতারে২ আমি সে নিশ্চয়। মানিলাম এই জগদীশ হয় পূর্ব্বমত সম্ভ্রমাবেশেতে তাঁরে। প্রণাম স্তবন করি বারেবারে তদনন্তরে সে পার্ষদের গণ। স্বভাবেতে অতি স্নিগ্ধ তাঁরা হন অসাধারণ য়ে প্রভুর লক্ষণ। করিলেন আমারেত বিজ্ঞাপন প্রণামান্তর আপন নয়নে। রাখিয়া প্রভুর যুগল চরণে॥ এক পার্শ্বে থাকি হইয়া নিশ্চল। স্তব করা বান্ধি অঞ্জলি প্রবল এই সব রীতি পার্ষদের গণ। শিক্ষাদিলা করি করুণা লক্ষণ মহামহা চিত্র বিচিত্র রচিত। গৃহ দ্বার সব প্রদেশ বিদিত ক্রমে২ সব করিয়া লঙ্ঘন। অতি বেগে তবে করিয়া গমন

পরম উত্তম এক অন্তঃপুরে। তাহে অতিশয় শোভিত প্রচুরে পাইলাম এক মন্দির উত্তম। চতুর্দ্দিকে বহু মন্দির সুষম পরম মহত্তা সমূহেবিশিষ্ট। কোটি সূর্য্য চন্দ্র তুল্য কান্তিনিষ্ঠ মনো নয়নের বৃত্তি চুরি করে। অন্যত্র প্রবৃত্তি আরনাহি ধরে তারমধ্যেরত্ন শ্রেষ্ঠ শ্রেণিযুত। স্বর্ণ সিংহাসনবিরাজে অদ্ভুত তারোপরে হংসতূলিকা সুন্দর। অতিসুকোমলা নির্ম্মলাবিস্তর তাহে চন্দ্রাকৃতি মৃদুউপধান। বামকক্ষতলেকরিয়া আধান সুখে উপবিষ্ট শ্রীমদ্ভগবান। শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ বিরাজিত মান দূরেহৈতে অগ্রে করিনু দর্শন। নবযৌবনেশ নিত্য সম হন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় অঙ্গ কান্তি। নবমেঘ শোভা হরে যে অভ্রান্তি। দীপ্তিময় স্বর্ণরত্নে বিরচিত। কিরীটাদি অলঙ্কারে বিভূষিত॥ বনমালা পীতাম্বর পরিধান। ভূষণের ভূষা অঙ্গ শোভমান॥ চতুর্ভুজ স্থূল কিবা বিলসয়ে। কঙ্কণ অঙ্গদে বিভূষিত হয়ে॥ পীত পট্ট বস্ত্র দ্বয়েতে সেবিত। চারুকুণ্ডলেতে কপোল শোভিত॥ পীনবক্ষঃস্থলে কৌস্তুভাভরণ। কম্বুকণ্ঠে ধৃত মুক্তাবলিগণ॥ মুখচন্দ্র স্মিত অমৃতে সহিত। নেত্রপদ্ম দৃষ্টিভঙ্গ্য উল্লসিত॥ কৃপাভরোদ্যত শ্রেষ্ঠ ভ্রূ দ্বয়। নত ধনুকের আকার নাচয়। নিজ বাম পার্শ্বে মহালক্ষ্মী স্থিতা। আত্ম যোগ্যা সদা উপমা রহিতা॥ তিঁহ দিতেছেন তাম্বুল উত্তমে। লইয়া খাযেন লীলায় বিভ্রমে॥ সে তাম্বুল রাগে অরুণিত তর। হইযাছে কিবা শোভা বিম্বাধর॥ কুন্দ পুষ্প জিনি অতি সুনির্ম্মল। দন্ত পাঁওক্তি দ্বয় শোভয়ে বিরল॥ তাহার দীপ্তিতে হয়সুপ্রকাশ। উজ্জ্বল সুন্দর মুখেক্রীড়াহাস

কৌশলের উক্তি ভঙ্গির দ্বারায়। আকর্ষয়ে ভক্তগণ চিত্তায় ধরণী নায়িকা য়েদ্বিতীয় প্রিয়া। করেপতদ্গ্রাহ ধারণকরিয়া কটাক্ষ ভঙ্গির দ্বারায় তখন। বারম্বার যত্নে করেণ সেবন সুদর্শন গদাশঙ্খাদি য়েসব। মূর্ত্তিমান শিরে চিহ্ন সুপ্রভব চত্তুদিগে সবে করয়ে সেবন। স্তুতি নতি অতি বিনতি ক্ষণ ভক্তিতে সেবয়ে সেবকের গণ। প্রভুর সমান আকারাদি হন চামর ব্যজন পাদুকাদি য়াহা। শ্রীবিশিষ্ট পরিচ্ছদ গণ তাহা করেতে করিয়া আছে দাঁড়াইয়া। চত্তুর্দিগে সব আবৃত হইয়া শেষ খগরাজবিষ্বকসেন আদি। পার্ষদ বর্গেয়ে মুখ্যঅনুবাদি তথাচাষ্টম স্কন্ধে॥

নন্দঃসুনন্দোথ জয়ো বিজয়ঃ সুবলোবলঃ। কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বকসেন,পতত্রিরাট্। জয়ন্তঃ শ্রুতদে বশ্চ পুষ্পদন্তোথ সাত্বক ইতি॥

এই সব য়ত গণাধ্যক্ষগণ। ভক্তিতে আনত হই সর্ব্বক্ষণ মস্তকে অঞ্জলি করিয়াতসবে। প্রভুর অগ্রেতেদণ্ডাইয়া তবে নানাবিধ চিত্র বিচিত্র বচনে। করেণ প্রভুর সকলে স্তবনে নারদ করেণ অদ্ভুত নর্ত্তন। বীণাগীত আদি ভঙ্গি প্রকটন সে চাতুরী শুনি লক্ষ্মী ধরণীর। সহিত হাসেন উচ্চে কভু স্থির স্বভক্তে য়াহার নিজ শ্রীচরণে। চিত্ত আছে প্রসারণ সমর্পণে তাদের আনন্দ বিশেষ বর্দ্ধন। হেতু কভু নিজ য়ুগ্ম শ্রীচরণ প্রসারণান্তর করি সমর্পণ। অদ্ভুত বিলাস করেণ কখন এপ্রকার করি প্রভুরে দর্শন। আনন্দ ভরেতে হৈয়া মগ্ন মন মোরে লৈয়াগেলা য়ে পার্ষদগণ। তাঁহাদের শিক্ষা করি কিন্তু

দ্ধণ।। হে গোপাল হে জীবিত মম এই। বাক্য বারম্বার বলি তথাতেই।। আমি করিবারে তাঁরে আলিঙ্গন। ধাইলাম বাহু করি প্রসারণ।। পৃষ্ঠেস্থিত সেই বিজ্ঞবরগণ। ধরিলেন আমা দীনেরে তখন।। করিয়া অত্যন্ত বিনযবিকৃত। হইলাম অতি প্রেমে বশীকৃত।। অতিশয মোহপ্রাপ্ত হইলাম। শ্রীভগবা-নের অগ্রে পড়িলাম।।

তবে সে পার্ষদগণ বলে উঠাইলা। বহুক্ষণে প্রণযেতে বোধ জন্মাইলা।। দর্শনের বিঘ্ন নেত্রে অশ্রু ছিল। তাহা মাজি আমি নেত্র প্রকাশ করিল। তবেত দযালু শ্রেষ্ঠ স্নেহে বিল-ক্ষণ। গম্ভীর মৃদুস্বরেতে বলিলা বচন।। সুস্থ হও শীঘ্র আস্যো হেবত্স এখন। সম্ভ্রমাদি ত্যজ আমাসহ আলাপন।। এতেক শুনিযা আনন্দের অন্ত সীমা। পাইলাম যাহাহৈতে নাহিক গরিমা।। মহোম্মাদ গ্রস্থন্যায নৃত্য বারম্বার। করিযা পতিত হইলাম পুনর্ব্বার।। সে পার্ষদগণ বহুপ্রযাসের দ্বারে। স্থৈর্য্য আর বোধযুক্ত করিলা আমারে।। করিতে সুস্থতা ধরি অতি-থি বিধান। কহিলেন পরম দযালু ভগবান।। স্বাগতংস্বাগতং বত্স মঙ্গল২। তব দর্শনার্থে ছিল উত্কণ্ঠা প্রবল।। এইক্ষণে তোমাসহ হইল মিলন। শুনহ বিস্তারি কহি উত্কণ্ঠা কারণ হে অঙ্গ হেসখে বহুজন্ম গোঁযাইলা। আভিমুখ্য আমাতে কিছুই না করিলা।। এই২ বর্ত্তমান জন্মে এইজন। আমাতে উন্মুখ হইবেক সহমন।। অত্যন্ত তোমার এই প্রকার আ-শায। বহুকাল নর্ত্তিত আছিযে অজ্ঞপ্রায।। মন্নাম কীর্ত্তন আদি ছল কোনো এক। কিঞ্চিত না পাইলাম দেখিযা

প্রত্যেক॥ যাহা দ্বারা স্বকৃত নির্ব্বন্ধ পুরাতন। পালিয়া বৈকুণ্ঠে তোমা করি আনয়ন॥ আমাতে উপেক্ষা রূপ অকৃপা দেখিয়া। ব্যগ্র অনুগ্রহে আমি কাতর হইয়া॥ অনাদি নিবন্ধ সেতু করি উলঙ্ঘন। নিজপ্রিয়তম যেই শ্রীমদ্গোবর্দ্ধন॥ তাহাতে তোমার এই জন্ম করাইলুঁ। জয়ন্তাখ্য তব গুরু আপনি হইলুঁ॥ ইথে করিলাম বহু তব উপকার। বাঞ্ছা চিরকালের পূরাহ সে আমার॥ তোমার আমার সুখ করিয়া বিস্তার। করবাস বৈকুণ্ঠে সুস্থিরে অনিবার॥ কহিলা যে নারায়ণ এতেক বচন। তাহার তাত্পর্য্য শুন কহি বিবরণ॥ কৃপা হয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাহার। সেইত তাঁহারে পায় জানিহ এসার॥ কৃষ্ণ কৃপা হওনের সম্ভাবনা যারে। সর্ব্বাত্মাতে সে জন শরণ লয় তাঁরে॥ প্রভুর এবাক্য রূপ মহামধুপানে। হইলাম মত্ত বিস্মরণ সব জ্ঞানে॥ যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে॥

যেষাং সএব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনা শ্রিত পদোয়দি নির্ব্যলীকং। তে দুস্তরা মাতত্তরন্তিচ দেব মায়ানৈষাং মমাহমিতিধীঃশ্বসৃগালভক্ষ্যে॥

ভগবানে স্তব করিবারে না পারিলুঁ। কিছুই করিতে আর জানিতে নারিলুঁ॥ তাঁহার অগ্রেতে আছিলেন কতজন। বেণু প্রবাদক আমা সদৃশ যেহন॥ গোপবালকের বেশ স্নিগ্ধতরমন। আমায় সান্ত্বনা সুস্থ করিয়া তখন॥ করিয়া উত্পন্ন সখ্য মোরে আকর্ষিয়া। বেণু বাদনে দিলেন প্রবর্ত্ত করিয়া॥ এই মম করস্থিতা নিজ বংশী যেই। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রভবা হয় এই॥ অতএব মহাপ্রেম তমাত আমার। নিনা

দন করিলাম বহুধা ইহার ।। শ্রীমাধব মহাবৈদগ্ধ্যসিন্ধু সগণ কৃপানিধি পাইলেন তাহে সন্তোষণ ।। তবেবহির্গমনের হই লে সময়। মহাশ্রীযুক্ত বাহিরে আল্যাসমুদয় ।। নির্গমে আ মার ইচ্ছা যদ্যপি নাছিল। তথাপিশ্রীমহালক্ষ্মীআজ্ঞা প্রকা শিল ।। ভোজনাদি কালে মহালক্ষ্মী বিনা আর। অন্যের উ চিত নহে স্থিতি তথাকার ।। এই হেতু তাঁরা বহু যুক্তির দ্বা রায। আনিলেন সেইকালে বাহিরে আমায ।। অন্য বৈকুণ্ঠ বাসিতে স্বযংরূপ স্থিতা ।।মহাবিভূতীসর্ব্বদা আছেন ব্যাপি তা ।। তাঁহারে করিযা আমি দূরে পরিহার। গ্রহণ না করি- লাম আমি একবার ।। শ্রীবৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তিস্বভাবেতে যেই মহাবিভূতী আমাতে বর্ত্তমানা সেই ।। প্রকাশ নাকরি গোপ বালক রূপেতে। অকিঞ্চন থাকিলাম সেই বৈকুণ্ঠেতে ।। তথা সর্ব্ব বিভূতি সচ্চিদানন্দাকার। স্বাধীন প্রকাশহয নিজে চ্ছানুসার ।। এপ্রকার বিভূতির স্বভাবেত সার। বৈভব ঘটযে পুন বৈভবেত আর ।। অকিঞ্চনত্ব ঘটযে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয। শ্রীবৈকুণ্ঠ স্থানের স্বভাব এইহয ।। তথাপিহ পূর্ব্বাভ্যাস যেই মনছিল। নিষ্কিঞ্চন রূপে স্থিতিঅতি নিরবিল। তারা বলেদীন রূপে প্রভুর ভজন। সদাসুখ নিশ্চিত মানিযে সর্ব্বক্ষণ ।। তবে হৃদে ইহা কৈলুঁ সর্ব্বতো নিশ্চিত। স্বকীয অখিল জন্ম কর্ম্ম যে বিহিত ।। তার লভ্য শ্রেষ্ঠফল সংপূর্ণের সীমা। পালুঁ প্রভু কৃপাভর হইতে মহিমা ।। অহো বৈকুণ্ঠে যে সুখ অনুভবমান কারত্তল্য অর্থাৎতাহ কাহারো সমান ।। অশক্য যেমন দ্বারা তর্ক করিবারে। পরমানির্বচনীয জানিলাম সারে ।। অহো

মহত্তম এই বৈকুণ্ঠাখ্যস্থান। কীদৃশ অর্থাত্ নাহি য়ারতুল্যা খ্যান।। অহো মহাশ্চর্য্যতর শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর। কীদৃশ তেমত তাঁর কৃপাশ্চর্য্যতর।। তবেত নিযুক্ত হৈলুঁ প্রভুর কৃপায় চামর বীজন রূপ সমীপ সেবায়।। নিজ বংশী বাদন করিয়া নিরন্তর। পাইলাম তাঁহার দর্শনে হর্ষ ভর।। পূর্ব্বাভ্যাসবশে করি কখন কীর্ত্তন। হে কৃষ্ণ গোপাল বারম্বার অনুক্ষণ।। এই প্রভু গোকুলে যে কৈলা আচরণ। বাল্য লীলাদিক মহামাহাত্ম্য দর্শন।। পরম উত্কর্ষ সঙ্কীর্ত্তন রূপে তাঁর। সাক্ষাৎ করিয়ে গাণ সদা অনিবার।। এত শুনি প্রভুর সেবক য়ত সব। বৈকুণ্ঠ নিবাসি হাসি করিয়া প্রভব।। বাহিরে আসিয়া হাসি স্নেহার্দ্র হৃদয়। শিক্ষকের তুল্য তবে আমারে কহয়ে।। ব্রহ্মাদি আছেন য়ত জগতে ঈশ্বর। তাঁদের ঈশ্বর এঁহ শ্রীপরমেশ্বর। সাক্ষাতে অয়োগ্য নাম এঁহার গ্রহণ। হে কৃষ্ণ কহিয়া নাহি কর সম্বোধন।। তথা ব্রজ কৃত বাল্য লীলাদি প্রকারে। সঙ্কীর্ত্তন নাহি কর এথা অনুবারে।। কিন্তু চিত্ত চমত্কার হইতে অদ্ভুত। অনন্ত মাহাত্ম্য শ্লোক দ্বারা কর স্তুত।। দুষ্ট পূতনাদি সব করিতে সংহার। শিষ্ট বসুদেবাদির পালন নিস্তার করিবারে কংসের বঞ্চনা সে মায়ায়। গোপত্ব স্বীকার প্রভু করিলা লীলায়।। এই পরমেশ্বরের মায়ার বর্ণন। ভক্তগণ নাহিক কারণ আদরণ।। য়দিকহ ব্রহ্ম বাক্যে আছেত প্রমাণ। য়থা।।

মায়াং বর্ণয়তো মুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ। শৃণতঃ শ্রদ্ধয়ানিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি।।

ভক্তগণ শুক্র তিঁহ ইথে কিবা আন॥ ইহার উত্তর শুন আ ব্রহ্মে ভক্তির। উপযুক্ত হয় তাঁর মায়ার উক্তির॥ ভক্তিফল রূপ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈলে প্রাপ্ত। উপযুক্ত নহে মায়া বর্ণন স সম্প্রাপ্ত॥ অতএব সেই মায়াবর্ণন দ্বারায়। কিম্বা গোকুল চ রিত সঙ্কীর্ত্তনে তায়॥ প্রভুশ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরে স্তবকরাময়। এই তত্ত্ব তোমারেকহিলসমুদয়॥ তারমধ্যে কেহ২কহিলা কথন গোপালন আদি কোনো লীলা তাঁরহন॥ পাঞ্চভৌতিকের য়েই হয়ত নির্ম্মাণ। এইলীলা নহে সেই মায়ার সমান॥ যদি কহ কণ্টকারণ্যেতে ভ্রমণাদি। কিবা সুখ যাহে লীলা হৈবে অনুবাদী॥ তাহে শুন দুর্ব্বোধা চরণ হয় তাঁর। তাহার কার ণ কেবা শক্ত বুঝিবার॥ তিঁহত পরমেশ্বর জানিহ কথনে। অতএব দোষ নাহি মায়ার কীর্ত্তনে॥ কেনহ২ মহত্তম মুখ্য গোবিজন। সেই সকলেরে স্তবে করি নিবারণ। ক্রোধে কহি- লেন আহ কি অবোধমত। কহিতেছ তোমরা এ সকল না- ক্ষ্যাত॥ ভক্ত বাৎসল্যতাহেতুকত্তলীলাচয়। মায়াকৃতআর নিরর্থক নাহি হয়॥ য়থোক্তং ভগবতা॥

মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো য়দ্যপি দানবান্। মদ্ভ ক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥

সে সবার সঙ্কীর্ত্তনে মহাগুণ হয়। শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথের তোষণ সুনিশ্চয়॥ তাহাদের এতাদৃশ বাক্যের শ্রবণে। প্রথম সিদ্ধা ন্তে লজ্জা জন্মিল তখনে॥ শেষের সিদ্ধান্তে তৃপ্তি হৈল কিন্তু মন। অন্তরে নাহৈল তৃপ্ত সর্ব্ব প্রকারণ॥ নিজেষ্ট দেবতা শ্রীন ন্দন গোপাল। চরণপদ্মের অসাধারণ বিশাল॥ রূপবিনোদ

বিহার ক্রিড়া পরিবার। পরিচ্ছদ করুনাসে বিশেষ প্রকার
সেই সব তথা না দেখিয়া মম মন। দীন মত সেই স্থানে থা
কে সর্ব্বক্ষণ। সেই কালে প্রভু সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি। মম মনো
দুঃখ সবজানিলা আপনি॥ তবে দেখি বৈকুণ্ঠনাথে নন্দনন্দ
লক্ষ্মীরে রাধিকা রূপা করি আলোকন॥ চন্দ্রাবলীর স্বরূপ
ধরারে দেখিযে। তাঁর সবগণে ব্রজবালক হেরিযে॥ এপ্রকা
র দেখিলেহ এই বৃন্দাবনে। করেণ সপরিবার যেন বিহরণে
সেপ্রকার বৈকুণ্ঠে নাকরি আলোকন। খেদযুক্ত মম মন হয
সর্ব্বক্ষণ॥ কখন গোগণে ব্যাপ্ত বৈকুণ্ঠ পবনে। দেখি গো
পালন লীলা করে বিহরণে॥ কখন বা লক্ষ্মী ধরা আদির স
হিত। দেখি সিংহাসনে প্রভু পূর্ব্বমত স্থিত॥ স্বপ্রভু শ্রীমদন
গোপাল দেবাকারে। কখনো দেখিযে তাঁরে সকল প্রকারে
তথাপি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথেরে অনুক্ষণ। পরমেশ চিত্ত এই বো
ধের কারণ॥ আর বৈকুণ্ঠ লোকেতে নিজ আগমন। স্মরণ
হেতুক জান্ম যেই আদরণ॥ তদ্যুক্ত গৌরবে সেই প্রেমহানি
হয। তেকারণে মম মন তৃপ্তকভু নয়॥ গোপাল দেবের কৃপা
বিশেষ সন্ধানে। আলিঙ্গন চুম্বনাদি পাইলুঁ যে ধ্যানে॥ বৈ
কুণ্ঠেশ হৈতে তাহা ইচ্ছা করি মনে। নাপাইযা অবশন্ন হই
ক্ষণেক্ষণে॥ কখন ঈশ্বর যান নিভৃতে বিহিত। অভ্যন্তর বর্ত্তি
শেষ আদির সহিত॥ সে কালে কারেণ বৈকুণ্ঠ বাসি সব
প্রভুর দর্শনাভাবে শোক অনুভব॥ প্রভু দর্শনাভাবের বৃত্তান্ত
যাহারে। জিজ্ঞাসা করিযে অতি গৌরব প্রকারে॥ পরম রহ
স্য ন্যায করি সঙ্গোপন। কেহ নাহি কহে ব্যক্ত করি উদঘাটন॥

আমার প্রভুর গোপনীয় লীলা য়েই। অয়োগ্য তার প্রকাশ কহে মাত্র এই॥ কিন্তু সে লীলা প্রকাশে বৈকুণ্ঠের বাসে। না রবে আদর এই হেতু নাহি ভাষে॥ য়ান য়েইকালে প্রভু পুনঃ সে সময়ে। হয়েন জগদীশ্বর সে স্থানে উদয়ে॥ সূক্ষ্ম হৈতে অতি সূক্ষ্ম সে কালতথায়। মর্ত্যলোকে বহুকাল তারমধ্যে য়ায়॥ ভবেত তাঁহারে দেখি সন্তাপ নাশয়ে। হর্ষসিন্ধুবাড়ে য়েন চন্দ্রের উদয়ে॥ মনের স্বভাবে জাত বিকলতা চয়। য়ত তত পরিমাণ উত্পন্ন সে হয়॥ বৈকুণ্ঠ লোকের মহিমার উদ্রেকেতে। ক্ষয় হয় য়েন তমঃ সূর্য্য উদয়েতে॥ শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হৈতে আপন অশেষ। প্রাপ্য সিদ্ধ হইলেক য়েমত বিশেষ নিজ ইষ্ট অসিদ্ধিতে বিষন্নতা হয়। তেমত য়েকালে কভু আমার হৃদয়॥ পূর্ব্বং মত ব্যথা পায় সে সময়। ইচ্ছায় পূর্ণ তাভাব রোগ য়েই হয়॥ তাহার উত্পন্নের কারণ বিশেষতঃ। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধিক প্রাপ্তি স্থানান্যতঃ॥ লাভেচ্ছা স্বরূপ সব বুঝিয়া আপনি; আপন হইতে করি নিরাসতখনি অনির্বাচ্য শ্রীবৈকুণ্ঠ বাস হৈতে অন্য। কিছু প্রাপ্য নাহি ইহা সুনিশ্চিত মন্য॥ এসিদ্ধান্তে সন্দেহ নাকর অল্প মন অন্য ইহা হৈতে কিবা কর জিজ্ঞাসন॥ রে চঞ্চল চিত্ত তাহে বিচার করিয়া। এখনো স্বভাব দূরে দেহত্যাগিয়া॥ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাস হইতে অপর। উৎকৃষ্ট নাহিক ফল এই সর্ব্বোপর॥ সেইহেতু শতং করিয়া বিচার। শ্রেষ্ঠ উপশম প্রাপ্ত হও এইবার॥ এইমতে নিজমনে করি প্রবোধন। বৈকুণ্ঠ লোকেতে য়েই প্রভুর ভজন॥ সে হেতু সচ্চিদানন্দ ময় আপ-

সারে। করি বিলোকন আপনি সে সাক্ষাৎকারে ॥ তার যে পরম সুখ বিচিত্র প্রকারে। তাহাও আপনি করি মন মধ্যে সারে ॥ শ্রীযুক্ত শ্রীমদন গোপাল দেবেমন। আকর্ষিত হৈলে যায় বিচার যখন ॥ তখনি বিষণ্ণ মন হয়ত আপনি। ইহাও হইল ব্যক্ত উক্তবাক্যে ধ্বনি ॥ এইত প্রকারে হই উদ্বিগ্ন কখন কখনবা হর্ষযুক্ত হয় মম মন ॥ বৈকুণ্ঠে নিবসি একদিন মুনি জনে। শ্রীনারদ গোস্বামিরে করিলুঁ দর্শনে ॥ মহাপ্রিয় কৃষ্ণের দয়ালু চূড়ামণি। কৃষ্ণ ভক্তিরস সিন্ধু নারদ আপনি ॥ বীনা যুক্ত হস্তে মম মস্তক স্পর্শিয়া। কহিতে লাগিলা শুভাশিষে হর্ষ দিয়া॥ হে গোপ নন্দন কহি শুন দিয়া চিত্ত। তুমি বৈকুণ্ঠেশ্বরের সদানুগৃহীত ॥ মুখ ম্লান শূন্য দৃষ্টি শ্বাসাদি লক্ষণে দীন মত শোকী তোমা করিয়ে দর্শনে ॥ শোক আর দুঃখের প্রবেশ এইস্থানে। কিপ্রকারে হয় কহ তাহার নিদানে ॥ যে হেতু এথায় শোক দুঃখ প্রবেশন। কাহারো সম্বন্ধে না করিলাম দর্শন ॥ অতএব মম অতি কৌতূহল হবে। এমত বচন তাঁর শুনি আমি তবে ॥ নির্হেতুক কৃপা করি আছে যতজন তারমধ্যে শ্রেষ্ঠ ইথে সুহৃচ্ছ্রেষ্ঠ হন ॥ পরমাপ্ত নিজগুরু তুল্য পাইয়া তাঁরে। নিজ মনঃকথা সব কহিলুঁ বিস্তারে ॥ আমার কথিত এত বৃত্তান্ত শুনিলা। আপনিও তাঁহার অপ্রাপ্তে দীন ছিলা॥ বিশেষত এক্ষণেতে তাহার স্মরণে। শোকেতে নিশ্বাস কিছু করিয়া ত্যজনে ॥ মম শোক বৃদ্ধি ভয়ে আপনার শোক সম্বরি সকল দিক করিয়া বিলোক ॥ গূঢ়কথা ব্যক্ত ভয়ে পাশেতে আনিলা। অল্পস্বরে সকরুণে কহিতে লাগিলা ॥ এই

শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতে অপর—প্রাপ্য ফল কিছু আর নাহি অন্যতর॥ মানিতেছ যেই যুক্তি শ্রেণির দ্বারায়। সে সত্য নিশ্চিত নাহি অন্যথা ইহায়॥ কিন্তু নিজ ইষ্ট, শ্রীমন্মদন গোপাল। দেবের বিনোদ লীলা বিশেষ বিশাল॥ ধ্যানে যে মিলিত তাহা সাক্ষাত দর্শনে। সর্ব্বথা প্রকারে ইচ্ছা কর যেই মনে॥ সেইত বিনোদ কৃষ্ণ সুখ প্রদায়ক। মনোহারী প্রীতি বিশেষের গোচরক॥ আমাদের সুলভ কখন তাহা নয়। তাঁহারি নিগূঢ় মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই হয়॥ কিন্তু প্রসিদ্ধ মহিমা যেই ব্রজজন। তাঁহাদের মত মহাপ্রেমে লভ্য হন॥ প্রপঞ্চ প্রপঞ্চাতীত যত লোকচয়। তাহাদের উপরেতে কোনোলোক হয় তাহাতে প্রসিদ্ধ সেই লীলা বিরাজিত। নিজ ভক্তগণে লোভ দিয় সুবিহিত॥ অতএব জগদীশ বুদ্ধ্যে করি ভক্তি। বৈকুণ্ঠে আসিয়া তাহা দেখিতে কি শক্তি॥ অতি প্রিয়তম বুদ্ধ্যে যে প্রেম বিশেষ। তার সম্পাদনে সেই লোক সর্ব্বশেষ॥ পাইয়া পরম গোপ্য বিনোদ সেসব। অনায়াসে হবে সে সাক্ষাৎ অনুভব॥ পরম ঐশ্বর্য্য প্রান্ত সীমা যে নিশ্চিত। তাহা ভগবানের এলোকে প্রকাশিত॥ মহা গোপনীয় সুরহস্য লীলা যেই। এবৈকুণ্ঠে কিপ্রকারে ব্যক্ত হবে সেই॥ সকলমনের শোক করিয়া ত্যজন। শ্রীযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ নায়কে করিমন॥ নিজইষ্ট দেব বুদ্ধ্যে করহ দর্শন। উভয়েতে ভেদ নাহি কর আশ্রয়ণ অভেদ দর্শনে সুখ মন তৃপ্তকর। অনির্বচনীয় বর্দ্ধমান নিরন্তর॥ পরম মহত পরিচ্ছেদ নাই যার। হেন সুখ এখানেও পাইবে বিস্তার॥ তবে শ্রীনারদের উক্তিরূপটুতায়। মনেতে

আশ্বাস মত পাইলাম তায় ।। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মহারত্ন প্রকাশেন। অশেষ সংশয় উপদ্রব বিনাশনে ।। মানস করিয়া কোনো সিদ্ধান্ত নিচয়। যেসকল নিজ বুদ্ধি গোচর আছয় ।। বৈষ্ণব বৃন্দের প্রিয় সেসব শুনিতে। শ্রবণ ইন্দ্রিয় হঠে করিল প্রেরিতে ।। ইচ্ছিলাম নারদের মুখে শুনি তারে। অন্যথা শ্রবণ সুখ নাহয় প্রচারে ।। তাঁহার গৌরব হেতু লজ্জার কারণে। নাহি পারি তাঁরে সেই সব জিজ্ঞাসনে ।। সর্ব্বজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সেই ভাগবতোত্তম। অভিপ্রায়ে জানিলেন সব মনোগম ।। আপন জিহ্বার কর্ণদ্বয়ের আমার। সুখ হেতু মম হৃদি স্থিত যেই সার ।। সকল সিদ্ধান্তে ব্যক্ত সংক্ষেপের দ্বারে। শ্রীনারদ মুনি লাগিলেন কহিবারে ।। গো ঘোটক গজ আদি যত পশুগণ। পারাবত কোকিলাদি পক্ষি যে গণন ।। মন্দার কুন্দাদি বৃক্ষ লতা গুল্ম তৃণ। কীট আদি এ বৈকুণ্ঠে যে দেখ নয়ন ।। তমো যোনি গত পৃথিবীতে জাত মত। নাযাহ এসকলে শুনহ সন্মত ।। এসব সচ্চিদানন্দরূপসু নিশ্চয় ।। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইহারা পার্ষদ হয় ।। বিচিত্র সেবাতে হর্ষ দিবার কারণে। পশুপক্ষি আদি রূপ করেণ ধারণে ।। এই ভগবানের যেরূপ যে আকার যেং বর্ণ নিজ প্রিয়তম হেতু সার। ভাবনা করিয়া যেই ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ নাথের করিয়াছেন ভজন ।। তাঁর স্বাদৃশাকার বর্ণ স্বরূপতা। পাইয়াছে নানাবিধ শোভা আকারতা ।। শ্রীল রঘুনাথাদির ভজন করিল। তাঁদের সারূপ্য প্রাপ্তে মনুষ্য হইল শ্রীকপিল দেবাদির যে ভক্তি করিল। মুনিরূপ সারূপ্য বৈকুণ্ঠে সে পাইল ।। মনন্তরাবতার শ্রীবিভু সত্যসেন। তাঁকে

সারূপ্যে হৈল দেবাকার যেন ॥ পরশুরামাদি সারূপ্যেতে ঋষিরূপ। মৎস্য কচ্ছপাদির সারূপ্যে তৎস্বরূপ ॥ বরাহ নৃসিংহ আরবামন দেবের। সারূপ্যেতে সেই২আকার সবের শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র শেষ সূর্য্য চন্দ্র আর। বায়ু বহ্নি আদি ঈশ্বরের অবতার ॥ ইহাজানি যেইজন করয়ে ভজন। তাঁদের সারূপ্যে সেই২ মূর্ত্তিহন ॥ মহাপুরুষ বিগ্রহ প্রথমাবতার। তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্তে হয় তদাকার ॥ অর্থাৎ সহস্র বাহু সহস্র চরণ। সহস্র মস্তক নেত্র যুক্ত দেহ হন ॥ চতুর্ভুজাদির সাদৃশ্যেতে সে আকার। সমুচিত মত ধরে বেশ অলঙ্কার ॥ যদি কহ প্রভুর যেন হে অবতার। কারে কেন দেখি কপি দৈত্যাদি আকার ॥ তাহেশুন যে২ জন সংসারের শেষে। যে২ রস ভাব বেশ আকার বিশেষে ॥ সেবি কৃষ্ণ পাদ পদ্ম বৈকুণ্ঠে আইল। প্রভুর প্রিয় সেসব রসাদি হইল ॥ শ্রীযুক্ত সে রসাদিক সেই সব জনে। কৃষ্ণ প্রিয় হেতু হয় প্রকৃষ্ট রোচনে ॥ অতএব নিজ২ অন্ত দেহস্থিত। দেহাদির করে অনুকরণ বিহীত ॥ নিরন্তর সেই২ মত দৃষ্ট হয়। ইথে এই সিদ্ধান্ত জানিহ সুনিশ্চয় শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ ঈশ্বরে তাহারা। যুক্ত হৈয়া নিজ প্রিয় বেশাদিআকারা ॥ আপনউপাস্য দেবতার তুল্যরূপ। দেখে মনোহর নব দেহাদি স্বরূপ ॥ পূর্ব্বের চরম দেহ মত নব২। অসীম ভজনানন্দ প্রাপ্ত হয় সব ॥ এই বৈকুণ্ঠেতে একাণেতে বিশেষত। কোন২ বিশেষেতে পায় অধিকত ॥ যাঁরা ইষ্টদেবে পূর্ব্বকার উপাসিতে। আত্মমনোরম অসাধারণ বিদিতে সর্ব্বপরিবারে যুক্ত দেখি প্রভুবরে। পূর্ব্বমত ইচ্ছয়ে সেবিতে

নিরন্তরে ॥ তাহারা প্রভুতে যে অত্যন্ত নিষ্ঠা হয়। তাহার চরম সীমাপ্রাপ্ত মহাশয় ॥ নিজ২ উপাস্য যে প্রভু আছিলেন যেই২ ধামে তিঁহ বাস করিলেন ॥ তাহার সমান স্থানে বৈকুণ্ঠ প্রদেশে। যুক্ত নিজ পরিবার আদি সবিশেষে ॥ নিজনাথে পার্ষদ করিয়া ভজন। তাহারাত সুখ বিস্তারয়ে সদাক্ষণ একরূপ প্রীতে যার নিষ্ঠা নাহি হয়। বিশেষ আকার আদ্যে আগ্রহ না রয় ॥ অর্থাৎ প্রভুর সব অবতার রূপে। সে সবার মধ্যে এক কোন বা স্বরূপে ॥ উপাসনা করিলে তাহার প্রাপ্তি হয়। এই বিবেচনা করি মনেতে নিশ্চয় ॥ এক দুই তিন কিম্বা বহুরূপ তাঁর। সেবা করে যেই সব ছেয়া নিষ্ঠাচার ॥ আর যারা শ্রীলক্ষ্মী পতির মন্ত্রের। অষ্টাক্ষর পঞ্চাক্ষর দ্বাদশ অক্ষর ॥ উপাসনা করে তারা সবে দেহশেষে। এই বৈকুণ্ঠে আশ্রয় করয়ে বিশেষে ॥ যথা অভিলাস সুখ পায় তারা সব। পূর্ব্বোক্ত অধিক২ সুবিভব ॥ তাহাদের নিজ২ অনৈক্য রসের। শ্রবণ কীর্ত্তনাদিক ভাব বিশেষের ॥ তাহাতে আছয়ে তার তম্য পরস্পর। তাহাতেও নিজ২ রস অনুসর ॥ সে রস জাতীয় সুখ সবার যথেষ্ট। তাতে হয় তাকে সবে তুল্য সবে শ্রেষ্ঠ ॥ যেমন ধরার আলম্বন রত্নরূপ। নর নারায়ণ আর দত্তের স্বরূপ জামদগ্নি কপিলাদি কৌস্তুকেতে আর। ইলাবৃতে শঙ্কর্ষণ আদি অবতার ॥ ক্ষেত্রপুরে রঙ্গনাথ আদি সুভূষিত। প্রতিমা স্বরূপ সব ইহাঁরা নিশ্চিত ॥ স্বর্গ লোকাদিতে বর্ত্তমান যে ভুবনে। বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর আদি করিলে দর্শনে ॥ এক মহামীন সমুদ্রান্তে অবতরিলা। মহাপ্রলয় সাগরে বেদ উদ্ধারিলা ॥ অন্য

মীন মায়িক অকাণ্ডের প্রলয়ে। সত্যব্রতে কৃপা হেতু অবতার হয়ে॥ এক কূর্ম্ম সমুদ্রেতে অমৃত মন্থনে। মন্দার পর্ব্বত পৃষ্ঠে করিলা ধারণে॥ অন্য কূর্ম্ম সদা ক্ষিতি বহেন তদ্ধ্রুমে। এমত বরাহ এক সৃষ্টির প্রথমে॥ ব্রহ্মার নাশিকা হৈতে হৈয়া আবির্ভূত। পৃথিবী উদ্ধারি জলে হন অন্তর্ভূত॥ অন্য শ্রীবরাহ সিন্ধু অকাণ্ড প্রলয়ে। নিমগ্না পৃথ্বীর উদ্ধারণের আশয়ে॥ আবির্ভূত হৈয়া হিরণ্যাক্ষে ক্ষয় করি। আপনার লোকে গত হয়েন শ্রীহরি॥ অন্য কূর্ম্ম যজ্ঞাঙ্গ যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিলা। ধরণীর প্রতি তিঁহ পুরাণ কহিলা॥ যোগধারণাথে হইলেন অন্তর্ধান অন্য কূর্ম্ম পৃথিবীরে করিতে সমান॥ অবতীর্ণ হৈয়া নিজ দন্তের আঘাতে। চূর্ণ করিলেন যত পর্ব্বত পশ্চাতে॥ বরাহ রূপ ধারিণী ধরার সহিত। পুত্র জন্মাইল করি রমণ বিহিত॥ পশ্চাৎ নৃসিংহ দেহে লীন সে হইলা। অন্য কূর্ম্ম পৃথিবীরে নিম্নোত করিলা॥ নৃসিংহ দেবেরো মাতৃচক্র প্রথমন। আর হিরণ্যক শিপু দেহ বিদারণ॥ মার্জ্জার আকার ধারণাদি বহুরূপ। বৃহৎ সহস্র নামাদ্যে প্রসিদ্ধ স্বরূপ॥ করিবারে ধ্রুব আর বলির ছলন। বারদ্বয় অবতীর্ণ হৈলা বামন॥ হয় গ্রীব হংস দেব এমত প্রকার। অবতীর্ণ হইলেন দুই২ বার॥ এইমত হয়েন অনেক অবতারে। তাঁহাদের প্রত্যেকেতে ভেদ চেষ্টাদ্বারে তাঁহারা সকলে শ্রীসচ্চিদানন্দঘন। নানা হইয়াও একরূপ সদা হন॥ যেমত যথার্থ জীব এক বস্তু হয়। অবিদ্যা উপাধি ভেদে নানাত্ব দর্শয়॥ অথবা মায়িক দেহ বিদ্যমানমত। নানা হৈয়া জীব রূপে ব্রহ্ম সবে গত॥ তেমত ভগবদ্রূপ সবার নি-

শ্চয। নানাত্ব মায়িক কভু নাকর প্রত্যয ॥ কিন্তু ভগবানের সে চিদ্বিলাসময। শক্তি দ্বারা প্রকটিত নানা রূপ হয ॥ নানা বিধ উপাসক য়তেক আছয। তাহাদের ভাব সব নানাবিধ হয ॥ সই ভাবে দর্শনের উৎকণ্ঠা জন্মযে। সেকালে সেরূপে প্রভু আবির্ভাব হযে ॥ অতএব য়ত অবতার নিত্য সবে। মাযা সম্বন্ধ রহিত সুসত্য বৈভবে॥ এইহেতু বিম্ব প্রতি বিম্ব ভেদ ন্যায। সব অবতারের নানাত্ব নাহি ভায ॥ জলে আর দর্পণাদ্যে রবির য়েমত। বিম্ব প্রতিবিম্ব হয সে মাযা সম্মত ॥ তেমত নহেন কিন্তু গগণেতে স্থিত। এক সূর্য্য দেব য়েন হন উদযিত॥ নিজ২ স্থানে সর্ব্ব উপাসক গণ। কেহ ভাবমত দেখে সূর্য্যে তেজোঘন ॥ কেহ দেখে চতুর্ভুজ রক্তবর্ণরূপ। কেহ দুই বাহুপদ দেখযে স্বরূপ ॥ সেইমত নানামত দেখে ভক্তজন নাহয মাযিক নিত্য সত্য সর্ব্বক্ষণ ॥ য়দ্যপিহ সবার পৃথক জ্ঞান হয সুখ ও পৃথক অনুভবেত নিশ্চয ॥ তথাপি য়েহেতু জ্ঞান সুখ ব্রহ্মরূপ সেহেতু দুইর ঐক্য সুসিদ্ধ স্বরূপ ॥ এই উক্ত প্রকারেতে নানা দেশ স্থানে ॥ স্বপ্ন মনোরথাদিতে হয দৃশ্যমানে ॥ শ্রীকৃষ্ণ রূপের আর তাঁহার স্থানের। আর শেষ গরুড়াদি পার্শ্বদগণের হইয়াও একত্ব সে অনেকত্ব ময। সবার সত্যত্ব সদা সুসঙ্গত হয ॥ শ্রীকৃষ্ণের একরূপ করিলে তোষিত। তুষ্টহয সব রূপ তাঁর সুনিশ্চিত ॥ একের ভজনে সকলের প্রীতি হয। পরস্পর প্রীতি ভক্তগণেরো জন্মায ॥ এক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই২ স্থানে নারদাদি স্বভক্তের করি দর্শদানে ॥ নর নারাযণ আদি রূপে

তে বৈসেন। নিজভক্ত গণেরে কৃপায় দেখাদেন ॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সখা শিশু বৎসগণ। ব্রহ্মা হবে করিলেন সকল হরণ॥ শিশু বৎস রূপ সব শ্রীকৃষ্ণ তখন। গোপ্যাদির হর্ষ হেতু করিল ধরণ ॥ বর্ষান্তে আসিয়া পুনঃ ব্রহ্মা মহাশয়। দুই স্থানে শিশু বৎস দেখি সবিস্ময় ॥ ক্ষণপরে সেই বৎস পালাদি সকলে। দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ অবিকলে ॥ মহিষী বিবাহ কালে আমি দ্বারকায়। ভ্রমণ করিয়া সব মন্দিরে তথায় এককালে কৃষ্ণ ষোল সহস্র হইয়া। করেণ বিবাহ সব কন্যারে লইয়া ॥ দেখিলাম সমুদায় সত্য সেইসব। মায়ার প্রপঞ্চ তাহা নহে অনুভব ॥ সৌভরী আদির শক্তি তাদৃশ যে হয় পরমেশ্বরেতে ইহা নহেত বিস্ময় ॥ পারমেশ্বরী সে শক্তি অতএ তা নিশ্চয়। ঋষিগণেরো দুর্বিতর্ক্য সদাশয় ॥ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে একান্ত ভক্তগণে ॥ গোপনীয় নাহি কিছু করে প্রকাশনে ॥ শ্রীরাধা প্রভৃতি রুক্মিণ্যাদি কিবা হয়। পত্নী সহস্রের দত্ত যেইদ্রব্যচয় ॥ এককৃষ্ণ যেইকালে করেণ ভোজন। তাঁহারা সকলে দেবেকরেণদর্শন ॥ মম দত্ত দ্রব্য অগ্রেকরিয়া গ্রহণ ভোজন করেণ প্রভু অদ্ভুত করণ ॥ কভু কোন জীবে তাঁর শক্তির প্রবেশে। আবেশাবতার হয় তেমত বিশেষে ॥ এসব নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী প্রকটন। শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রায় সুব্যক্ত যেমন পরমাবতারী তিঁহ জানো দৃঢ়তর। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহিমা বিশেষ নিরন্তর ॥ যাদৃশ শ্রীযুক্ত প্রভু কৃষ্ণভগবান। মহালক্ষ্মীও হয়েন তাদৃশ ব্যাখ্যান ॥ দৈত্যেন্দ্রের বিষ্ণু আদি অবতার

মহত্তম হেতু মহাবিষ্ণু সঙ্গাতার ॥ তেমত লক্ষ্মীর মহালক্ষ্মী আদি নাম। বৈকুণ্ঠেশ্বরের নিত্য প্রিয়া অভিরাম ॥ নিবিড় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁহার। প্রভুর সে বক্ষঃস্থলে বাস অনিবার ॥ স্বর্গাদিতে বামন আদির সন্নিধানে। অপারা যে লক্ষ্মী সব সেই২ স্থানে ॥ তাঁহারাও হন এলক্ষ্মীর অবতার ॥ যেন নানা অবতার কৃষ্ণের প্রচার ॥ মীন কূর্ম্মাদিক যত২ অবতার তাঁহার সদৃশ সব অভিন্ন প্রকার ॥ কিন্তু ভগবত্তা প্রকটনেতার তম্যে। তারতম্য হয় সব অবতারেগম্যে ॥ সেইমত শ্রীলক্ষ্মী দেবীর অবতার। তারতম্য ঐশ্বর্য্য প্রকাশেতে বিস্তর ॥ কিন্তু মুক্ত ভক্তাদির উপেক্ষা যে হয়। তাহার বৃত্তান্ত শুন ন্যূনতা সে নয়॥ মহালক্ষ্মীর সকল মূর্ত্তির ভিতরে। অনিমাদি মহাসিদ্ধি বর্ত্তে যাঁরপরে ॥ বহুবিধ সব সম্পদের অধীশ্বরী। ঐশ্বর্য্য দায়িনী তিনি অধিষ্ঠাত্রীপরি ॥ মুক্তির ইচ্ছুক মুক্তভক্ত গণ আর। উপেক্ষা করেণ সেই লক্ষ্মীর সুসার ॥ যে চঞ্চলা লক্ষ্মী হৈতে সর্ব্বত্রত প্রায়। নবভক্তগণে কৃষ্ণ প্রিয়তাধিকায় দুর্ব্বাসার শাপাদির ছলে ইতস্ততঃ। তিরোভাব আবির্ভাব তাঁহারি হয়ত ॥ কিন্তু মহালক্ষ্মীর তিঁহ সে অবতার। প্রভুর গৃহীতা বক্ষস্থলে বাস তাঁর ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা মহালক্ষ্মী দেবী। সদা তাঁর বক্ষঃস্থল বাস পদসেবী ॥ অতি স্থিরতরা ভগবানের সমান। তাঁরে আরাধয়ে ভক্তগণ সদা জান ॥ কোন প্রকারেতে কদাচিত সে তাঁহার। উপেক্ষা সম্ভব নহে কহিলাম সার ॥ ধরণীও এইরূপ জানবিশেষিয়া। অন্যা সরস্বতী আদি

শ্রীপ্রভুর প্রিয়া।। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহা নিত্য পার্শ্বস্থিতা। প্রভুর শক্তি সেরূপ জানিহ নিশ্চিতা।। মহাবিভূতিশব্দেতে যোগ শব্দে আর। কোন স্থলে যোগ মায়া শব্দেতে প্রচার।। প্রকৃতি শক্তি শব্দ প্রভৃতিতে যাহারে। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র বহে ব্যক্ত দ্বারে।। নিবিড় সচ্চিদানন্দবিলাস বৈভব। যাঁর আত্মা তিঁহ নিত্যা সত্যা সবিভব।। অনাদ্যা অনন্তা নিজস্বরূপেতে রহে। যাঁর শক্তিসব কহিবারে শক্য নহে।। প্রভুর ভক্ত্যানন্দ বৈচিত্র্যগণেন। তার মাধুর্য্যের আবির্ভাবার্থেন।। নানা বিধ বিশেষ প্রভুরপ্রকাশেন। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য একত্বাদি বিশেষেণ।। ভক্ত আর ভক্তির শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের। আর ভগবানের আচরণ সবের।। অনির্বচনীয় বিশেষের বিচিত্রতা। যাঁর শক্তি হৈতে হয় নিত্য সম্পন্নতা।। শ্রীলক্ষ্মী দেবীর চেষ্টা অনির্বচনীয়া। বিশুদ্ধ ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তের জানীয়া।। নীরস দুস্তর্ক জ্ঞান মিলিত মনের। তর্কিবারে শক্তি নাহি সে চেষ্টাগণের পরাপর শক্তিদ্বয় মধ্যে পরাশক্তি। মহালক্ষ্মী দেবী হন পুরাণাদ্যে ব্যক্তি।। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ স্তবে।। সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন যাশক্তিরপরাতব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায় সুরেশ্বর।। যাতীত গোচরা বাচাং মনসাঞ্চ বিশেষণা। জ্ঞানে জ্ঞান পরিচ্ছেদ্যা বন্দেতামীশ্বরীং পরামিতি।। অপরা মায়াখ্যা জড়রূপাশক্তি হয়। পরাশক্তি মহালক্ষ্মী দেবী শাস্ত্রে কয়।। স্বাভাবিকী শক্তি সেই প্রভুর সে হয়। পৌরাণিক গণে তাঁরে প্রকৃতিও কয়।। ভক্তি ভক্ত ভজনীয় ভেদের কারণ।। সে পরাখ্য শক্তির অনেক অংশ হন।। মায়া শক্তি প্রতিচ্ছায়া

রূপা সে তাঁহারি। সত্ত্ব রজঃ তমো গুণময়ী সুপ্রচারি॥ মিথ্যা প্রপঞ্চ কার্য্যকারণের জননী। মিথ্যাভ্রান্তি তমোময়ী মায়া সে আপনি॥ এইমত এই মায়া নির্দ্দেশ না হয়। অ-নিত্যা যেহেতু জ্ঞানোদয়ে পায়লয়॥ চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা হেতু আদ্যা তিনি। জীব সকলের সদা সংসার কারিণী। যিঁহ অষ্টমাবরণের অধিকারিণী। মূর্ত্তিমতী সতী প্রকৃতি হয়েন তিনি॥ কার্য্যরূপ বিকারের অপ্রাপ্তি তাঁহায়। এই হেতু প্রকৃতি তাঁহারে কহায়ায়॥ যেই মায়া অতিক্রম করি-লে নিশ্চয়। মুক্তি আর ভক্তি সিদ্ধ হয় সুবিদিত॥ তিঁহ এই বিশ্বেরে করেণ উৎপাদিত। মিথ্যা ইন্দ্রজালে যেন দ্রব্যাদি দর্শিত॥ সামর্থ্যের দ্বারা যেই বস্তু উপজয়। তাহারেও চির স্থায়ি সতঃ দৃষ্টহয়॥ কর্দ্দমের তপোযোগে কাম্য বিমান সৌভরির দিব্য অট্টালিকাদিনির্ম্মান॥ ইচ্ছামতে উপভোগ করেণ তাঁহারা। সেইসব নিত্যসত্য দেখি দৃষ্ট দ্বারা॥ জীবের তপেতে কৃত স্থির সত্য রয়। পরমেশ্বরের কৃতে কি আছে বিস্ময়॥ নিঃশেষ সৎকর্ম্ম ফলদাতা যে অদ্বয়। যোগী শ্বর গণ যাঁর পাদাব্জ পূজয়॥ এমত কৃষ্ণের চিদ্বিলাস মহা শক্তি। তাদ্বারা জন্মে যেই দ্রব্য সব ব্যক্তি॥ তারা সেই শক্তি ন্যায় কিম্বা কৃষ্ণ ন্যায়। পরং নত্য পরংসত্য হয় সমু দায়॥ এইমতে প্রসঙ্গের কথা সমাপিয়া। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান শুন বিবরিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ গোলকনাথ সর্ব্ব অবতারী। স্বয়ং ভগবান আর অবতার তাঁরি॥ অতএব যতেক আছেন অব তার। সবে কৃষ্ণতুল্য নিত্য সত্য জানো সার॥ অভিন্ন হেতু

লেও সিদ্ধ পরমোৎকর্ষতা। অবতারী হেতু শ্রীকৃষ্ণের সে নিত্যতা॥ স্বযং অবতার সূক্ষ্মরূপে দেহেরয। সর্ব্বাবতারের বীজ এক কৃষ্ণহয ॥ বিবিধ মহত্ত্ব সর্ব্ব শ্রেষ্ঠানন্তাখ্যান। জযতি গোলকনাথ কৃষ্ণ ভগবান ॥ যদিকহ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারাযণ। অবতারী এইকথা করিযে শ্রবণ ॥ তাঁহা হৈতে কৃষ্ণের মহিমাধিক তর। কেমতেত হয তার শুনহ উত্তর॥ নারাযণ হইতেও অবতার ভাবে। মনোহর মধুর মাহাত্ম্য অনুধাবে॥ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দ্বারা আর্দ্র যে হৃদয। সেইজানি বারে পারে অন্য বেদ্য নয॥ নিরন্তর ব্যক্তহয যে মাহাত্ম্য অতি। তাহাতে বহু বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে: জযতি॥ নর নারাযণ আদি অবতার গণ। অবতারী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারাযণ॥ কৃষ্ণ চন্দ্র অবতার এবং অবতারী। অবতারে বিবিধ লীলা মাধুর্য্য তাঁরি॥ অবতারি রূপে পরমৈশ্বর্য্য প্রকার। স্বযং ভগবান কৃষ্ণ কিকহিব আর॥ সেসব অবতারের সেবক যে সব। নিজ নিজ প্রিয সেবা রস অনুভব॥ পরম মহত সুখ যাথে লাভ হয। ভাবমত রসজাতি হর্ষ উপজয॥ উপাসনামত ফলদেন মহাশয। নিজসাধ্য লাভেত অপরিতোষ নয॥ বিচিত্র লীলা বিভব শ্রীকৃষ্ণের হয। কোটি সমুদ্র হইতে গহন আশয॥ বিচিত্র রুচি দায়ক তাঁর লীলা সবে। তাহা বুঝিবারে শক্ত কোন জন হবে॥ যদি কহ ভক্ত সুখ তারতম্য তায। পরম দযালুতা কিরূপে সিদ্ধপায॥ যাথে শুন ফলদেন রুচি অনুসারে। ইথে কৃপার মহিমা পরম বিস্তারে॥ সুখগত তারতম্য হইলেও স্থিত। নিজ স্বভাবতে স্পর্দ্ধাদি বিরহিত॥

ভক্তির স্বভাবে পরস্পর প্রীতিময়। সেবাসুখ অন্তঃসীমা রথ্যা রুচিপায়॥ যদিকহ ন্যূন সুখে পূর্ণ বৃদ্ধিপায়। অজ্ঞানের হেতু ঘটে শুন কহিতায়॥ বিষয় লম্পট যেই সংসারিক চয় তুচ্ছ বিষয়ের সুখে বহুমতি হয়॥ কিবা সন্ন্যাসিগণে স্বরূপ মাত্র জ্ঞানে। মোক্ষ প্রাপ্তে তুচ্ছ সুখ হয়ত বিধানে॥ কেমতে সচ্চিদানন্দ ঘন ভক্তগণ। ন্যূন সুখে পূর্ণ বৃদ্ধি নাকরে মনন॥ ন্যূন সুখ প্রাপ্তি ও নাহয় কদাচনে। যেহেতু আনন্দ ঘন সেই ভক্তগণে॥ স্বস্ব সেবা অনুসারে রস সজাতীয়। মনদা সুখা-পেক্ষা তারতম্য হয় স্বীয়॥ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিক ভক্তির প্রকার পাদ সম্বাহন কেশ সংস্কার সেবার॥ স্বয় রুচি অনুসারে সাধন করয়। সিদ্ধ প্রাপ্তে সুখ লাভে তারতম্য হয়॥ বৈকুণ্ঠ নিবাসি শেষ গরুড় প্রভৃতি। হয়েন নিত্য পার্ষদ সেবক প্রকৃতি॥ জয়বিজয় প্রিয় বক্তাদিক সাধিয়া। বৈকুণ্ঠে আই-ল কৃষ্ণ কৃপাত পাইয়া॥ নিত্য আর আধুনিক এদুই প্রকার পার্ষদগণের ভজনানন্দ বিস্তার॥ সম হইলেও স্বল্প ভেদ আছে তায়। নাহ্য অন্তরীণ দৃষ্ট পার্শ্বস্থতায়॥ কারো মতে থাকুক বা সেবাদির ভেদে। ফলভেদ তথাপি অত্যন্ত নাহি ছেদে॥ প্রভু যবে করেণ জগতে অবতার। নিত্য পার্ষদের গণ যায় সঙ্গে তাঁর॥ এমতে সাধন করি পার্ষদ যেহয়। সেই সব আধুনিক সহ ভেদ রয়॥ শেষ গরুড়াদি যে নিত্য পার্ষদ গণ। যদ্যপি ও প্রভু নহ সম তাঁরা হন॥ স্বভাবত নিত্য সত্যা সেব্যতা প্রভুর। শেষাদির সেবকতা তেমত প্রচুর॥ নিবিড় সচ্চিদানন্দ ঘন ভগবান। হইলেও শেষাদিক তাঁহার সমান

ভজনানন্দ মাধুর্য্য বিদ্যা আকর্ষক। অনির্বচনীয় কৃষ্ণে বশী
ত্ব কারক।। তাতে অতর্ক্য নানা মাধুর্য্যের সাগরে। কৃষ্ণ পা
দাব্জে ঘটে দাসত্ব নিরন্তরে।। সচ্চিদানন্দ ঘন অশেষ অব-
তার। নারায়ণ আদি যত সহিত তাঁহার।। শ্রীকৃষ্ণ গোলো
ক নাথ দেবের সমতা। থাকিলেও মাধুর্য্য মহত্ত্বে বিশেষতা
অবতারিত্ব শ্রীকৃষ্ণ দেবের যেহয়। অবতারগণ হৈতে শ্রেষ্ঠ
খ্যাত রয়।। অতএব সেসবার যে পার্ষদ চয়। তাহা হৈতে
ভগবত্তা বিশেষ নিশ্চয়।। মধুর২ সৌন্দর্য্যাদির কারণ। ঘট-
যে মহাবিশেষ তাহে সর্ব্বক্ষণ।। অন্যেতে কহয়ে শ্রীল কৃষ্ণ
ভগবান। শোভন সচ্চিদানন্দ ঘন দেহা খ্যান।। তিঁহ পরং
ব্রহ্ম আর পার্ষদ তাঁহার। ব্রহ্ম স্বরূপ সকলে বিমুক্ত সুসার।
ভক্তি রূপ আনন্দ বিশেষের কারণ। লীলাতে বিগ্রহ তাঁরা
করেণ ধারণ।। চিদ্বিলাস স্বরূপা প্রভুর শক্তি যিঁহ। বিগ্রহ
ধারণ প্রতি কারণ সে তিঁহ।। কহে গোপ কুমার করিযা শ্রে-
বণ। পুনঃ শ্রীনারদে করিলাম জিজ্ঞাসন।। ওহে ভগবান শ্রীনা
রদ ধরাতলে। শ্রীমহাপ্রভুর যতপ্রতিমা অচলে।। সকল সচ্চি
দানন্দ ঘন মূর্ত্তিহন। নীলাচল নাথ পুরুষোত্তম যেমন।। আ
পনি কহিলে এক শ্রীল ভগবান। নিবিড় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ
বিধান।। জগন্নাথ দেব কিবা কৃষ্ণ দেব আর। নীলাচল বর্য
পুরী আদিতে প্রচার।। নিজভক্তজন প্রতি অনুগ্রহ করি।
লীলায় আছেন সেই২ রূপ ধরি।। উদাসীন হৈয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম
যোগাদিতে। কিবা দোষ সেই সব প্রতিমা পূজিতে।। বরং

কোন প্রকারেতে করিলে পূজনে। মহালাভ হয় এই বোধ মম মনে॥ একস্থানে অশেষত ভক্তির প্রকারে। সিদ্ধি হয় এইগুণ বুঝিয়ে বিচারে॥ যদি লাভ মাত্র হয়তবে কি কারণে পুরাণ সকলে শুনি সে সব বচনে॥ তথাহি।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। নতদ্ভক্তেষ্‌চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতইতি॥ যোমাং সর্ব্বেষুভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাংভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতিস ইত্যাদি॥

এইসব উক্তি নাহি হয় অপ্রমাণ। মহতের মুখ হইতে নির্গত আখ্যান॥ শ্বেত দ্বীপাদিতে সঙ্কর্ষণ আদিকরি। ভারতবর্ষে রঙ্গনাথ আদিহরি॥ যদ্যপিতাঁদেরপূজা করিবে শ্রদ্ধায় তাহাতে বিরতি নাহি আছে অভিপ্রায়॥ তথাপি পূর্ব্বের উক্ত সকল বচনে। প্রতিমা পূজন শব্দ আছয়ে শ্রবণে॥ তাঁহারাও লীলা হেতু প্রতিমা সমান। প্রতিমা বর্গের মধ্যে হয় অনুমান॥ তাঁহাদের পূজনেও হয়ত সংশয়। এহেতু সামান্য প্রশ্ন করিলুঁ নিশ্চয়॥ আমার কথিত এইসব বাক্যগুলি প্রভুর পূজার পথে আদিগুরু মুনি॥ পরমানন্দেতে উঠি করি আলিঙ্গন। কহিতে লাগিলা এই উত্তর তখন॥ আছেন প্রতিমা যত ক্ষেত্র আদি স্থানে। কহিলাম সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের সমানে॥ তাঁহাদের পূজনের মাহাত্ম্য ভাবত। সুদূরেতে থাকুক কিকব বিশেষত॥ পুরাতনী কিম্বা সংপ্রতিক প্রকাশিত প্রভুর প্রতিমা যেবা আপন নির্ম্মিত॥ স্বয়ং ভগবান ঞিহ এই বুদ্ধি করি। স্বধর্ম্ম প্রভৃতিতে আশক্তি পরিহরি॥ যেজন পূজ

যে তার ধর্ম্ম ত্যাগাদিতে। পাতিত্যাদি দোষ নাহি হয় কদাচিতে॥ যথা।

মত্‌কর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়া লোপো ভবেদ্‌যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয ইতি॥

ভক্তিতে প্রবৃত্ত যেই২ জন হয়। তাহাদের কর্ম্মে অধিকার নাহি রয়॥ ভক্তি সাধনেতে প্রবৃত্তের পূর্ব্বকাল। কর্ম্মের পর্য্যন্ত সেই জানিহ এ ভাল॥ কৃষ্ণ প্রতিমা পূজনে মহাগুণ হয়। সেই সে উত্তম ভক্তি ভক্ত সব কয়॥ ভক্তি শাব্দের মুখ্যার্থ সেবা শাস্ত্রে গায়। অশেষ ভক্তি প্রকার অনুবৃত্তি তায়॥ যেই ভক্তি পরম মহত ফল মত। চতুর্ব্বর্গ হইতে অধিক বিশেষত অন্তর্য্যামি রূপে কৃষ্ণ আছেন ইহায়। এই জ্ঞানে ক্ষণে যদি করে মাননায়॥ আর কৃষ্ণ নামাভাস এক বার কয়। কিম্বা শুনে তাদের সর্ব্বার্থ প্রাপ্ত হয়॥ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের যেই প্রতিমা আকার আবাহন আদি মন্ত্রে কৃত সংস্কার॥ কৃষ্ণ সমাকার হেতু স্মারক তাঁহারা। শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি পদ সারা। সেবনে সর্ব্বাঙ্গ ভক্তি সিদ্ধ সর্ব্বদায়। তাহাতে সে দোষাদির বিচার কোথায় যদি কহ বৈষ্ণব অপরাধে পূজাফল। নাহি পায় শুন তার উত্তর নিশ্চল॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমা পূজা করে যেই সবে। কভু বৈষ্ণবেতে অনাদর না সম্ভবে। যেহেতুক ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ। বৈষ্ণবের সহ প্রীতি হয় উপজন॥ কৃষ্ণ প্রতিমা পূজনে আশক্তি কারণ। যদি অনাদর কভু হয়ত ঘটন॥ বৈষ্ণব সে অপরাধ না করি গ্রহণ। পূজায আসক্তি হেতু করেণ শাসন॥ যদি কহ দোষ শ্রুতি যে সব বচনে। কোন বিষয়ক তাহা শুন সে কথনে

হরির প্রতিমা এই স্বয়ংহরিনয়। এইরূপ ভেদদৃষ্টে যেবা পূজয় ॥ কিম্বা শৈল দারু লৌহ আদির নির্ম্মিত। এই বুদ্ধ্যে যেই সব পূজয়ে নিশ্চিত ॥ কৃষ্ণভক্তগণে সংমানন নাকরয়। প্রাণি সকলের অবমান কর্ত্তা হয়। পূজা গর্ব্বে স্বধর্ম্মাদিক্রিয়া ত্যজন। প্রভুর বেদাজ্ঞা যেবা করয়ে লঙ্ঘন ॥ সেইসব জন অতিশয় ন্যূনহয়। নির্গুণ সগুণ ভক্ত হইতে নিশ্চয় ॥ সেই সব মন্দবুদ্ধি শাস্ত্রোক্তানুসারে। পূজাফল নাহিপায় নিশ্চিত বিচারে ॥ যদি জিজ্ঞাসহ ভগবানের পূজন। বিফলহইতে যোগ্য কিমতেতে হন ॥ সফল হইলে বা কিমতে নিন্দা হয়। তাহার উত্তর শুন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ॥ উক্তমতে যেই সব প্রতিমা পূজয় নির্দ্দোষ মহাবিষয় ভোগফল হয় ॥ অশেষ সত্কর্ম্ম ফল হৈতে গুরুতর। আপনা হইতে ফলে সেইত সত্বর ॥ স্বর্গ ভোগাদি বিষয় দোষ বিরহিত। উত্তম মহাবিষয় ভোগ সে নিশ্চিত ॥ কিন্তু কৃষ্ণভক্তি যোগ্য যেইফল চয়। প্রেম সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণ চরণ বিষয় ॥ তাঁর ধাম লাভ সদা তাঁহার দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ সহিত নিত্য বিহার করণ ॥ এফল নাজন্মে সে পূজায় একারণ। সাধুর নিন্দে পুরাণেতে সে পূজন ॥ অতএব সেই সব পুরাণ বচন। প্রতিমা পূজকের ন্যূনতা সংপাদন ॥ উক্ত রূপ প্রতিমা পূজক প্রতি সেই। সকল পূজক পর নহে মানো এই ॥ পূর্ব্বোক্ত সকলে যদি সেরূপ পূজন। সর্ব্বথা নিশ্চিত যদি না করে ত্যজন ॥ তবে তাহাদের নিষ্ঠা পূজাতে জন্ময়। নিষ্ঠা হৈতে চিত্তের শোধন ক্রমে হয় ॥ গুণ দর্শি কৃষ্ণভক্ত গণের কৃপায়। অভিমান আদিদোষ সবক্ষীণপায় ॥ কিছু কালমধ্যে

তারা পরম উত্তম। শুদ্ধ ভক্তিমন্ত সব হযেন সত্তম॥ তাঁহার দৃষ্টান্তে দেখ কামি ভক্তগণ। উচ্চফল ভোগকরি বাঞ্ছায আপন॥ ভক্তির প্রভাবে কালান্তরে তারা সব। পায কৃষ্ণভক্তি যোগ্য ফল অনুভব॥ ভক্তি যোগ্য সত্ফল তৎকাল নাহি হয এহেতু নিষ্কামি ভক্ত তাহা নিন্দয॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্ম সদা সন্দর্শন। ক্রীড়ানন্দ বিশেষানুগ্রহের প্রাপণ॥ এই সব সত্ফল ভক্তির যোগ্য হয। শুদ্ধভক্তিমন্ত গণ মানেন নিশ্চয॥ প্রেম ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে। না সহেন একক্ষণমাত্র বিলম্বনে॥ ভগবানো সেই সব প্রেমভক্তগণে। অল্পকালো নাপারেণ করিতে ত্যজনে॥ অতএব অন্য সর্ব্ব কামফলযুত। সবত্তচ্ছ মুক্তিও নিশ্চয ভচ্ছামত॥ সেসব শ্রীকৃষ্ণহৈতে সুলভ নিশ্চয। ভক্তি প্রেম লক্ষণা সলভ কভু নয। সেই প্রেম ভক্তির প্রসাদে ভগবান। ভক্তের অধীন হন শুনহ ব্যাখ্যান॥ এই হেতু পরাধীন লাগি মাহশ্বর। সেই প্রেমভক্তি নাহি দেন নিরন্তর॥ ইহা পরমত কিন্তু আমি মানি এই। মহাপ্রিযত্বের অধীন কৃষ্ণ সেই॥ কোনো দুঃখ দোষ নাহি করেণ বিধান। অর্থাৎ ভক্তের মনে নাহয ব্যাখ্যান॥ কৃষ্ণ পরাধীন তাঁর কি ঐশ্বর্য্য হয। এভভাবি দুঃখ দোষ কদাচিত নয॥ কিন্তু মহাশ্রেষ্ঠ জনাধীনতা তাঁহার। লোকের প্রমোদ সদা করেণ বিস্তার॥ আর নিজ ভক্ত বত্সলতা দিলক্ষণ। মহাকীর্ত্তিরূপ গুণ করে বিস্তারণ॥ বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাগর শেখর। ভক্তাধীনতা তাঁহার অতিপ্রিযতর॥ শ্রীমদ্ভগবত্তা স্বভাবের সীমা যেই। তাহায় অন্তের পরিপাক রূপা সেই॥ আত্মারাম পূর্ণকাম

মহাযোগেশ্বর। এইসব গুণ হৈতে শ্রেষ্ঠ্য নিরন্তর ॥ বিরহ অগ্নিতে সুবৈক্লব্য মহাভাব। তাহার সম্পত্তি সে অনির্বাচ্য প্রভাব ॥ সপ্রেম ভক্তির পরীপাকে তাহা হয়। পরমার্থ বিচারেতে তিঁহ সে নিশ্চয় ॥ মহাপ্রহর্ষের য়েই সার্ব্বভৌম হয়। তাহার মস্তকোপরি সর্ব্বদা নাচয়। য়দ্যপি এরূপহর্ষ তাহাতে আছয়। তথাপি স্বভাব হেতু মহা আর্ত্তিচয় ॥ শোক সন্তাপাদি চিহ্ন বাহ্যে বিস্তারয়। মনে তাহা নহে য়াহে নিত্যানন্দ ময় ॥ সে বাহ্যদশাও প্রিয়তমের কথন। সহিতেনারেণ কৃষ্ণ য়াতে প্রিয়জন ॥ সেইভাব প্রেম ভক্তি পরিণামে জাত। মূর্খ সকলের ভ্রম জন্ময়ে তাহাত ॥ অতিদুঃখময় কিবা অতি সুখময়। বহির্দৃষ্টিপর লোক হেন বিলোকয় ॥ বুঝিতে না পারি তত্ব সেইভক্তগণে। করে পরীহাস ভক্তিতে অনিচ্ছামনে ॥ এইহেতু ভগবান সেইসব জনে। প্রেম সহ ভক্তি নাহি দেন কদাচনে ॥ প্রেমের সহিত ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। স্বর্গাদির ভোগ আর মুক্তি ও সুলভ ॥ চিন্তামণিরত্ন সর্ব্বজন নাহি পায়। কাচ আদি কিম্বা স্বর্ণ কভু প্রাপ্ত তায় ॥ স্বর্গাদির ভোগ হয় কাচাদি উপম। মুক্তি তাহা হইতে দুর্লভ স্বর্ণময় কদাচিত কোনজন স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়। চিন্তামণি পরম দুর্লভ লভ্য নয় ॥ সেইমত প্রেমভক্তি জানিহ নিশ্চয়। কদাচিত কোন জন পায় ভাগ্যদয় ॥ একপ্রেম ভক্তিরূপে স্পৃহা য়ার হয়। লোকাতীতরীতি য়েই অতিমহাশয় ॥ হেন কোনজনে কদাচিত ভগবান। প্রেমের সহিত ভক্তি করেণ প্রদান ॥ প্রেম পরীপাকে য়েভাব জন্ময়। তার তত্ব নিরূপণে শক্তি নাহি

হয়।। যোগ্যও নহেত যেন সাধুশাস্ত্র বর। যে সব প্রভুর ভক্তি প্রবৃত্যর্থ পর।। তাহে অজ্ঞ জনের বিরুদ্ধ ভল্য হয়। প্রেমের স্বভাব শুনি ভয় উপজয়।। তাহে প্রেম ভক্তিতে অজ্ঞের মতি নয়। দুঃখাভাব জ্ঞানে মোক্ষে প্রবৃত্তি জন্ময়।। সে ভাবের উৎকর্ষ মাধুর্য্য জানে সেই। সেই ভাব রূপ রস সেবা করে যেই তুমি ও শ্রীগোকুল নাথের প্রসাদেতে। ত্বরায় জানিবে যাহে জন্ম গোকুলেতে।। তথাচ গ্রন্থ কারো নারদং প্রনমতি। গূঢ়

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মণি মঞ্জরিকা হঠাৎ। স্ফুট মুদ্ঘাটিতা যেন তং প্রপন্নোস্মি নারদং।।

শ্রীগোপ কুমার তবে কহেন বচন। এপ্রকার বাক্য তাঁর করিয়া শ্রবণ।। নিজেষ্ট দেবতা শ্রীগোপাল শ্রীচরণে। অত্যন্ত দর্শনোৎকণ্ঠা বাড়িল তখনে।। প্রেমভক্তি জাতভাব বিশেষে তৎক্ষণে। আশাবায়ূ সমূহ জন্মিল মম মনে।। এই দুয়ে শোকার্ণবে পতিত আমারে। দেখিয়া কহেন মুনি সান্ত করিবারে যদ্যপিহ এই মহা গোপন বচন। উপযুক্ত নহে এই বৈকুণ্ঠে কথন।। তথাপি তোমারে অতি কাতর দেখিয়া। হইলাম বাচাল কহিযে এলাগিয়া।। শ্রীমন্নারায়ণের পুরীর অদূরেতে আছে শ্রীরামের পুরী অয়োধ্যানামেতে।। তাহার অদূরে আছে পুরী দ্বারাবতী। শ্রীযুক্ত মথুর মধুপুরী তুল্য অতি।। শ্রীযদুপতির প্রিয়া তুমি সেইস্থানে। গিয়া নিজইষ্টদেবেদেখ সন্নিধানে।। শ্রীরাম চন্দ্রের পাদ পদ্মের সেবায়। রসিকের সম্মত যে হয় সদুপায়।। উত্তম প্রকার যেই অয়োধ্যা গমনে। প্রথমত কহি তাহা করহ শ্রবণে।। শ্রীকৃষ্ণ গোলোক নাথ বৃহ্

লীলা কারী। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান সর্ব্ব অবতারী।। প্রকট পর মৈশ্বর্য্য যুক্ত সে অশেষ। তাঁর চরণের উপাসনার বিশেষ। শ্রীমদন গোপাল দৈবত্য দশাক্ষর। মন্ত্ররাজো শ্রবণের দ্বারা নিরন্তর।। রঘুনাথ পাদ পদ্মাদিক সম্পদয়। যদ্যপি সাক্ষাৎ লাভ হয় সুনিশ্চয়।। তথাপিহ শ্রীরঘুবীরের শ্রীচরণ। সরোজ যেহয় অত্যন্ত অসাধারণ।। তাকে রস বিশেষের লাভের কারণ। উপদেশ কহি যত্নে করহ শ্রবণ।। অর্থাৎ যদ্যপি আদি সর্ব্ব অবতারে। শ্রীমদন গোপাল দেবের ভক্তি দ্বারে।। তথাপিহ অবতার যতেক অশেষ। তাহাতে শ্রীরঘুনাথ কিঞ্চিৎ বিশেষ।। তাঁর ভক্তি বিশেষ না করিলে আশ্রয়। তদগত রস বিশেষ লাভ নাহি হয়।। এই হেতু উপদেশ বিশেষ করয়ে ওহে গোপ কুমার শুনহ মন দিয়ে।। তথাচ।।

সীতাপতে শ্রীরঘুনাথ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ প্রভো শ্রীহনুমৎ প্রিয়েশ্বর। ইত্যাদিকং কীর্ত্তয় বেদ শাস্ত্রতঃ খ্যাতং স্মরংস্তদ্গুণ রূপ বৈভবং।।

সীতাপতে আদি নাম করহ কীর্ত্তন। বেদ শাস্ত্র দ্বারা যাহা খ্যাত সর্ব্বক্ষণ।। তাঁর রূপ গুণ আর বৈভব চরিত। স্মরণ করহ যাহা জানহ নিশ্চিত।। যদি কহ মদন গোপাল দেব মন হরণ করিল অন্য নহেত রোচন।। কেমনে অন্যের প্রেম করিব গ্রহণ। তাহার উত্তর কহি করহ শ্রবণ।। যে প্রকারে নিজইষ্ট দেব লাভ হয়। তার অনুষ্ঠান হয় চাতুর্য্য নিশ্চয়।। তথাচ স্বকার্য্য মুদ্ধারেত প্রাজ্ঞঃ কার্য্য ধ্বংসেন মূর্খতা।। শিবের কৃপায় যেন বিষ্ণুপাদপায়। শ্রীগোপাল প্রাপ্ত তেন রামের কৃপায়

যদি কহ মম এক পত্য বৃত ভঙ্গ। হইবেক তাহে শুন উত্তর প্রসঙ্গ॥ আপন ইষ্ট দেবের যাহাতে সে গন্ধ। অর্থাৎ যে কার্য্যে আছে অল্প ও সম্বন্ধ॥ তাহাতে উত্তমা প্রীতি করে অনুক্ষণ। নিজ এক ইষ্টদেবে নিষ্ঠাপর জন॥ শ্রীরাম পাদাব্জ যুগ করিলে দর্শন। দর্শনোত্কণ্ঠতা যদি নাহযসান্তন॥ তবে রাম কৃপাভরে দ্রবীভূত মন। সুখে দ্বারকায় করিবেন প্রস্থাপন॥ দ্বারকায গমন করিযা যথোদিত। তাঁরনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে নিশ্চিত॥ সুস্বর গাথায উচ্চ নাম উচ্চারণ। গুণকীর্ত্তনাদি গান করিযা স্তবন॥ সুখে দ্বারকায গিযা নিজ প্রিযেশ্বর। যদুগণে বৃত কৃষ্ণ চন্দ্র মনোহর॥ দেখিতে ইচ্ছিত যাঁর যুগল চরণ॥ তাঁহারে অচিরে তুমি করিবে দর্শন॥ অযোধ্যা দ্বারকা পুরুষোত্তম আদিক। এই শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রদেশ বিশেষিক॥ তথায যাইতে বৈকুণ্ঠের ত্যাগ নয। এলাগি প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা নাহয॥ যদিকহ তথাপি অনুজ্ঞা লৈযা তাঁর গমন উচিত শুন উত্তর তাহার॥ সর্ব্ব হৃদ্বৃত্তি দর্শী শ্রীদেব নারাযণ। করিলেন আমারেত প্রভু আজ্ঞার্পণ॥ হে নারদ বৃহস্থলে করিযা গমন। গোপকুমারের কর মানস পূরণ॥ এ আজ্ঞায আইলাম মম বদনেতে। তাঁর আজ্ঞা হৈল জান এঅনুমানেতে॥ এক মহাভক্তে অনুগ্রহ করিবারে। গেলেন শ্রীভগবান স্বযংকোথাকারে॥ আসিতে বিলম্ব তাঁর হবে কতক্ষণ। নাপারিবে তুমি ব্যাজ করিতে সহন॥ এইসেকারণে তব গমন বিষযে। এই অবসর জানিহ নিশ্চযে॥ আজ্ঞা হেতু প্রভু সন্নিধানেতে যাইবে। তাঁহার দর্শনে পুন ত্যজিতে

নারিবে।। অন্যত্র য়াইতে ইচ্ছা নাহবে তোমার। চিরকালা ভীষ্ট সিদ্ধ না হইবে আর।। ইত্যাদিক পরামর্শ করি ভগবান করিলা পূর্ব্বোক্ত মত কর অনুমান।। কহে গোপকুমার শুনি যা এবচন। অতিশয় হর্ষ যুক্ত হৈল মমমন।। শ্রীনারদে বার-ম্বার করি প্রণমন। লৈয়া আশির্ব্বাদ গেলুঁ স্মরিয়া শিক্ষণ।। দূরে হৈতে দেখিলাম বানর সকল। অনির্বাচ্য মাধুর্য্য অত্য ন্ত সুচঞ্চল।। লম্ফাদি যা ইতস্তত করয়ে গমন। রাম ও ইহা বল যে বচন।। শ্রীরামচন্দ্রের অসাদৃশ্য নাসহিয়া। লৈলা মম হস্ত হৈতে বংশী আকর্ষিয়া।। তাঁহাদের সহ অগ্রে করিয়া গমন দেখিলাম মনুষ্য সকল বিলক্ষণ। বৈকুণ্ঠ পার্ষদ য়েই চতুর্ভু-জাকার। তাহা হৈতে সুন্দর রামের সমাকার।। সেই সব নর আর বানরের গণ।। মম প্রণামাদি নাহি করিলা সহন।। পুরী মধ্যে করাইলা মম প্রবেশন। প্রথমে গেলাম বাহ্য প্রকো-ষ্ঠে তখন।। পরম বিনীত মত তাঁদের আচার। মোরে নীতে আসিছিলা আজ্ঞায় তাঁহার।। অন্যথা শ্রীরাম পদ সেবে সর্ব্ব ক্ষণ। দূর গমনেতে নহে সম্ভব কখন।। তবে দেখিলাম অতি মনোহর রীত। সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্বুবানাদি সহিত।। শ্রীমান ভরত সুখে বসিয়া আছেন। বামে তাঁর পত্নী অগ্রে শত্রুঘ্ন রহেন।। নরে যুক্ত দেখি তাঁরে মানি রঘুবর। তাঁর য়োগ্য স্তব তবে করিলুঁ বিস্তর।। মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র জয় জানকী বল্লভ দশবদন বিজয়।। ইত্যাদিক স্তবে কর্ণ আচ্ছা দন করি। আমি দাস বলি মুহু নিষিদ্ধ আচরি।। তাঁর অস-ম্মত কর্ম্মে অপরাধে ভীত। হইলুঁ অঞ্জলিবদ্ধ অগ্রে অবস্থিত

পুরমধ্যবর্ত্তি রঘুনাথ সন্নিধান। হইতে বাহ্যেতে আসি শীঘ্র হনুমান।। ত্বরায় গমন হেতু হস্ত আকর্ষণে। করাইলা অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশনে।। তথায় অদ্ভুত হৈতে অদ্ভুত স্বরূপ দেখিলাম রাম নরবরাকৃতি রূপ।। অখিল মাধুরী ময় মন্দিরে সগণে। মহারাজাধিরাজের যোগ্য সিংহাসনে।। সুখে অধিষ্ঠান করি আছেন বসিয়া। মহাপুরুষ লক্ষণে যুক্ত হইয়া।। কোন প্রকারেতে নারায়ণের সমান। সর্ব্ব প্রকারেতে নহে উপমা আখ্যান।। আকার সৌষ্টব বয়োবর্ণাদি শোভান্ ভূষণাদি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথের সমান।। তাঁহা হইতে ও অতি মধুর বিশেষ। দ্বিভুজ আদি স্বরূপে মনোরমা শেষ।। কোদণ্ড নামেতে ধনু হস্তেতে শোভন। সবিনয় লজ্জায় নমিত আলোকন।। রাজেন্দ্রের ন্যায় প্রজা পালনাদি কর্ম্ম। আশ্রিত সত্কার্য্য করুণাদি কথা ধর্ম্ম।। তাঁহার দর্শনানন্দ ভরেতে মোহিত। দণ্ড প্রণামার্থ অগ্রে হইলুঁ পতিত।। কিন্তু সেই মোহ সর্ব্ব পুরুষার্থে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ভক্তিতে সর্ব্ব সাধন সুশ্রেষ্ঠ।। সে মোহে হইলুঁ দর্শনানন্দে বঞ্চিত। দেখিলুঁ কৃপায় তাঁর হৈয়া উত্থাপিত।। মোরে তথা রাখি নিজ সেবন বিধানে। একলক্ষে হনুমান গেলা সন্নিধানে।। অর্থাৎ শ্রীরাম সহ জানকী লক্ষ্মণ। অগ্রে হনুমান এইরূপ সুশোভন।। ভক্তের হর্ষ বিশেষ হয় সন্দর্শনে। এলাগিয়া হনু শীঘ্র করিলাগমনে।। প্রভু প্রিয়া অনুরূপা জানকী বামেতে। অনুজ লক্ষ্মণ বর শোভে দক্ষিণেতে।। হনু অগ্রে থাকি শুভ চামরে কখন। করেণ বীজন গাই তাঁর গুণগাণ।। কখন বা স্বনির্ম্মিত বিচিত্র স্তবেতে

করেণ প্রভুর স্তবঅঞ্জলি পুটেতে ।। ক্ষণেকে করেণ শ্বেতছত্রের ধারণ । ক্ষণে বা প্রভুর পাদদ্বয় সম্বাহন ।। ক্ষণে একবারে বহু সেবার প্রকার । শ্রীরামে ব্যগ্রতা বিনা করেণ বিস্তার ।। অতি হর্ষভরে আমি হৈয়া পূর্ণাধার । জয়২ কহি প্রণমিলুঁ বারম্বার ভগবান হইয়া কৃপায় স্নিগ্ধ মনে । পরম অদ্ভুত মৃদু অমৃত বচনে ।। করিলেন আপ্যায়িত মোরে অবগম । ওহে গোপ নন্দন আমার সুহৃত্তম ।। তোমাদের প্রতি স্নেহ বিধান দ্বারায় করিলা শুভাগমন এই অয়োধ্যায় ।। সাধু২ অতএব বৈস এই স্থানে । ত্যজি ইতস্তত য়াতায়াতের বিধানে ।। ইহাতেই পরি পূর্ণ হইল সকল । প্রণামাদি বহুতর প্রযাসে বিফল । চিরকাল দুঃখ নাহি দিও তুমি আরে ! আপন বান্ধব জান নিশ্চয় আমারে ।। উত্তিষ্ঠ২ হঙ্গ মঙ্গল তোমার । ত্যজ মম গৌরবের সম্ভ্রম বিস্তার ।। য়েহেতু তোমার প্রেম সমূহে সতত । বশীকৃত আছি সখা নহে অন্যমত ।। তথাপি পরমানন্দভরে বিবশতঃ প্রণাম হইতে নাহি হইলুঁ বিরত ।। প্রভুর আজ্ঞায় তবে আসি হনুমান । করাইয়া ভূমি হৈতে আমারে উত্থান ।। শ্রীযুক্ত চরণ পদ্মপীঠ সন্নিধানে । বল করি লৈয়া গেলা মোরে সেই স্থানে তবে আমি করিলাম আপনার মনে । দীর্ঘ আশা আমার ফলিল এইক্ষণে ।। বাঞ্ছাতীত ফল মম সম্পন্ন এক্ষণ । কোথা এথা হৈতে আর করিব গমন । নিজগোপ বালক বেশেতে পূর্ব্বমত । করি চামরান্দোলন আদি সেবা য়ত ।। কিছুকাল করিলাম নিবাস তথায় । হৈয়া আনন্দভরেতে বশীকৃত প্রায় অনন্তর শ্রীরঘুসিংহের সেই স্থানে । মহারাজাধিরাজত্ব লী-

লার বিধানে ॥ ধর্ম্মানুসারিণী দেখি অনুরূপতার। নাহিভক্ত বাত্সল্যেতে ধর্ম্মত্যাগাচার ॥ ইষ্টদেব মদন গোপাল চরণের। বেণু বাদ্য গোপী মোহনাদি ক্রীড়নের ॥ বিহার মাধুরী অনির্ব্বচনীয় সব। ধ্যানাবেশে স্বয়ং য়াহা হয় অনুভব ॥ সেই সব তথায় নাহয় আলোকন। আলিঙ্গনাদিক কৃপা নাহয় লভন ॥ শ্রীরামের পাদাব্জের মহিমা নিচয়। লজ্জা নম্রতা সরল স্বভাব বিনয় ॥ ইত্যাদিক হনুমান মুখেতে শ্রবণে। দেখি সাক্ষাতে ও শোক ন্যায়প্রাপণে ॥ কৃষ্ণ প্রেম হেতুসেই শোক য়েকারণ। বস্তুতঃ সে শোক নহে পরানন্দ হন ॥ মনো দুঃখ নিবারি শ্রীরামে আরোপণ। ধ্যানে করি নিজেষ্ট দেবের গুণগণ ॥ পূর্ব্বাভ্যাস বশের কারণ য়েসময়। বৃজভূমি আর শ্রীকৃষ্ণের লীলাচয় ॥ আর তাঁর অনুকম্পাবলের দ্বারায়। আমার হৃদয় মধ্যে আক্রমণ পায় ॥ পরম শোকার্ত্তভবে হৈয়া দ্বারকায়। অয়োধ্যা হইতে য়াইবারে ইচ্ছাভায় ॥ মন্ত্রিবর হনূমান সেকালে দেখিয়া। বিচিত্র যুক্তি চাতুর্য্যে রাখে আশ্বাসিয়া ॥ তথাপি আমার শোক হয় পুনর্ব্বার। দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সেদুঃখ বিস্তার ॥ প্রখর করুণা হেতু কোমল হৃদয়। জানেন জগত চিত্ত বৃত্তি সমুদয় ॥ তাহাতেজানিলা তিঁহ আমারহৃদয়। মদন গোপাল দেবোপাসক এহয় ॥ তাঁহার চরণে হয় প্রেম নিষ্ঠ জনে। এ হেতুক য়োগ্য তাঁর সহিত মিলনে ॥ অতএব আনন্দ বিশেষে এথাকার। হনুমান কৃত আশ্বাসের দ্বারা আর ॥ হৃষ্ট নাহইবে অনুতাপ চিত্তে রবে কেবল দ্বারকায়াতে ইচ্ছাবান হবে ॥ ইহা জানি প্রণয়েতে

কোমল বচনে। সুখে দ্বারাবতী য়াও এই আদেশনে ।। শাম্ব ॰ াগমহ জাম্ববানে সঙ্গে দিয়া।। দ্বারকায় শীঘ্র মোরে দিলা পাঠাইয়া।। শ্রীয়ুক্ত শ্রীগুরুদেব পাদ পদ্ম মনে। নিরন্তর সাব ধানে করিয়া চিন্তনে ।। সটীক মূলের অর্থ করি অনুভব। য়থা মতি য়থা সাধ্য আমি লিখি সব ।। তাহাতে য়ে দোষ থাকে করুণা করিয়া। সাধুজন শুদ্ধচিত্ত দিবেন শুধিয়া। বসুচতুর্থ দীনান্ত শ্রীজয় গোবিন্দ। নিবেদয়ে ভাবিমনে শ্রীজয় গোবিন্দ

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে বৈকুণ্ঠনাম চতুর্থোধ্যায়ঃ ।। ৪ ।।

পঞ্চমে দ্বারকা নাথং দৃষ্টব গোলোককীর্তয়ে। ভৌম গোকুল তৎক্রীড়া তল্লোক মহিমোচ্যতে ।। .

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত। জয়২ নিত্যানন্দ পরমঅদ্ভুত ।। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত গণ। কৃপাকরি শুন পঞ্চমাধ্যয় কথন ।। কহেন গোপকুমার তবে দ্বারকায়। গিয়া দেখিলাম যাদবের সংপ্রদায় ।। মাথুর বিপ্রগণের সহ বর্তমান। কুমার বর্গ সহিত আনন্দ বিধান ।। করেণ নিশ্চিন্তে সদা বিচিত্র বিহার। পৃথক২ বর্গে সমূহ বিস্তার ।। পূর্ব্বে আমি সর্ব্ব স্থানে করিয়া ভ্রমণ। কোনস্থানে শ্রীবৈকুণ্ঠ দেবেও কখন ।। য়ে মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা না কৈলুঁ দর্শন। য়াদবগণেতে তাহাকরে বিরাজন ।। তাঁহাদের দর্শনে য়ে আনন্দ হইল। তাথে প্রণামাদি করি সর্ব্বার্থ ভুলিল ।। সর্ব্বজ্ঞ প্রবর তাঁরা সকল জানিল য়ে আমি য়েহেতু য়থা হইতে আইল।। অতএব বলদ্বারা করিয়া গ্রহণ। আমারে য়াদবগণ কৈলা আলিঙ্গন ।। ব্রজে গোব-

ঙ্গন পর্ব্বতের সন্নিধানে। গোপালের পুত্র এই সনিশ্চয় জ্ঞানে
স্নেহ সমূহেতে আর্দ্র তাঁহাদের মন। করে ধরি অন্তঃপুরে
কৈলা প্রবেশন ॥ তবে আমি দূরে হৈতে দেখিলুঁ বিস্তার।
মধ্যেতে সুধর্ম্মা নামে মহত শভার ॥ মণি স্বর্ণময় কৃত আসন
বরেতে। পরম উৎকৃষ্ট তূলিকার উপরেতে ॥ বসিয়া লীলা
নুক্রমে বিরাজিত মান। শ্রীদ্বারকানাথ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ॥ না
রায়ণের বিচিত্র যে মাধুরী সার। শ্রীমুখ লোচনাদি আকার
অলঙ্কার ॥ পূর্ব্বোক্ত সকলেতে হয়েন সুসেবিত। অর্থাৎ কি
ঞ্চিৎ সাম্য ইহার সহিত ॥ কোন অধিকাধিক শোভাতি সমূ
দয়ে। তাঁহা হৈতে শ্রীদ্বারকানাথ যুক্ত হয়ে ॥ কৈশোর শো
ভা মিশ্রিত যৌবনে পূজিত। মনোহর হস্তদ্বয় ভঙ্গে প্রকাশিত
মাধুর্য্য ভঙ্গিতে সেবকের মনোহরে। বোধাতীত মহাশ্চর্য্য
বিনোদ সাগরে ॥ শ্রীদ্বারকানাথের মস্তক উপরিতে। বিস্তা
রিত শ্বেত ছত্র আছে বিরাজিতে ॥ শ্বেত দুই চামর সুবৃহত আ
কার। পার্শ্ব দ্বয়ে বীজনেতে ভ্রমে অনিবার ॥ অগ্রে সুবর্ণ রচি
ত পীঠের উপরে। শ্রীযুক্ত পাদুকা দ্বয় বিরাজেন করে ॥ শ্রীরা
জ রাজেশ্বর শ্রীদ্বারকাধিনাথ। তাঁর অনুরূপ ভূষণাস্ত্রাদিক
সাথ ॥ চতুর্দ্দিগে আছে পরিচারকের গণ। অনুপাম শ্রীভগ
বানের যোগ্য হন ॥ মহাবিভূতি রথাশ্ব নিধি পারিজাত।
গীত নৃত্যাদি সকল বিরাজে বিখ্যাত। নিজ নিজাসনে বসু-
দেব রামাক্রূর। গর্গাদি দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া প্রচুর। বামে
রাজা উগ্রসেনে অগ্রেতে করিয়া। গদ সাত্যকি সুজনে আ-
ছেন বসিয়া ॥ শ্রী বিন্দ্র আছেন তাঁর সন্নিধানে। সেনাপতি

কৃতবৃষ্ণা আদিসর্ব্বজনে।। যাদবের শ্রেষ্ঠ ভোজঅন্ধকাদিআর অন্যনৃপ আদি সব বসিয়া বিস্তার।। হেনই সময়ে সেই না-রদ এস্থানে। কৌশলে বীণার বাদ্যে আর শ্রেষ্ঠগানে।। হাসা ইয়া প্রভুর বিবিধ প্রকারে। শ্লাঘায় আমোদি বারম্বার উঠি-ফেরে।। অগ্রে থাকি শ্রীগরুড় করেণ স্তবন। পুনঃ২ করেণ পাদ পদ্ম সম্বাহন।। রহস্য সুপ্রিয় গোকুলাদির কথায়। আ-পন ঈশ্বরে দেন সন্তোষ উপায়।। সভামধ্যে ব্যক্ত করা অয়ো গ্য সেসব। এহেতু নিকটে থাকি কহেন উদ্ধব। শিষ্য বৃহস্পা তির মন্ত্রিবর হন। শঙ্কেতে কহেন অন্যোন্যাবৃধা কথন।। চির কালীনের দর্শনেচ্ছার বিষয়। দেখিয়া হইলাম প্রেমভর মোহময়।। দূরে পড়িলাম দেখি প্রভু প্রকাশিত। উদ্ভট স্নেহরসেতে হইয়া পূরিত।। আনিবারে আমারে আপন সন্নিধানে। উদ্ধবে আদেশ ক রলেন ভগবানে।। প্রভু পাদ সম্বাহনরত শ্রীউদ্ধব। গোকুল লোক প্রিয় দেখিয়া মম সব।। গোপ কুমারের বেশ লক্ষিয়া আমারে। হর্ষযুক্ত হৈয়া আই লেন শীঘ্রকারে যত্নে উঠাইয়া সচেতনকরিলেন। হস্তদ্বয়ধরি প্রভু পার্শ্বে আনিলেন।। নিজনিকটে আমা করিতে আনয়নে উঠিবার কামনা করিয়াসে আপনে।। ভগবান অতিশয় কৃ পার লক্ষণে। অগ্রেসেই পাদপদ্ম করিলা অর্পণে।। উদ্ধব বালক্তে মম হস্তে আকর্ষিয়া। তাহাতে মস্তক মম দিলেন রা খিয়া।। প্রাণনাথ নিজ করাম্বুজের দ্বারায়। প্রত্যঙ্গ আমার করে মার্জ্জনের ন্যায়।। বস্তুতে ধূলি অভাব গাত্রেতে আমার চাতুর্য্য বিশেষ নেই স্পর্শ করিবার।। মম করহৈতে বংশী

করিয়া গ্রহণ। অনুক্ষণ তাহারে করিয়া বিলোকন॥ দুনয়ন হইতে অশ্রুরূজল ঝরে। মহা আর্ত্ত মত্ত থাকিলেন চুপকরে বাস্তব যদ্যপি মহা আর্ত্ত হইলেন। কিন্তু সভামধ্যে সম্বরণ করিলেন॥ ক্ষণেকে শ্রীহরি জিজ্ঞাসিলেন আমারে। ভাল ত আছহ কিবা ক্ষেম সে তোমারে॥ ব্রজে অমঙ্গল কিবা প্রভুর কিছয় ইহা কহি পাইলেন মোহ দশাচয়॥ পরমার্ত্তি লক্ষণ দেখিয়া সে সত্বর। করিলেন ধৈর্য্যান্বিত তাঁরে মন্ত্রিবর॥ যদ্যপি এ রূপ ভূমিস্থিত দ্বারকায়। থাকিলে সে অমঙ্গল ব্রজমধ্যে ভায় তথাপি দ্বারকাদ্বয়ে অভেদাভিপ্রায়ে। প্রভুর তাদৃশ ভাব অনুবৃত্তি পায়ে॥ ধৈর্য্য করিবারে শ্রীউদ্ধব মহাশয়। দেখাইল। সঙ্কেত দ্বারেতে অগ্রে হয়॥ বসুদেবাদি যাদব ইন্দ্রাদি অমর। ঋষি গর্গাদিক যুধিষ্ঠিরাদি নৃপবর॥ প্রভুর পার্ষদ ইহাঁরা সকলে হন। কৌতুক হেতু তাঁহার সভামধ্যে রণ॥ ভগবান করি পদ্ম নেত্র উন্মীলন। যাদব প্রভৃতি অগ্রে করিয়া দর্শন॥ আপনারে সুস্থির করিয়া প্রযত্নতঃ। অন্তঃপুর যাইবারে হইলা উদ্যত॥ নিজ জীবিতেশ অভীষ্ট দেবে সুচিরে। পাইয়া হইলুঁ মগ্ন হর্ষ সিন্ধু নীরে॥ কি বাক্য কহিব কিম্বা আচরণ। জানিতে নাপারিলাম কিছুই তখন॥ অন্তঃপুরে যাইবেন প্রভু একারণ॥ করিলেন যাদবাদি সকলে গমন॥ তাম্বুল বিলেপন সুবাক্যাদি দ্বারায়। মান্য করি সকলেরে করিয়া বিদায়॥ দক্ষিণ হস্তেতে মম করদ্বয় ধরি। রামোদ্ধব সহ পুরে প্রবেশিলা হরি। তবেত ষোল সহস্র অষ্টোত্তর শত। রুক্মিণী সকল হৈয়া হর্ষিত সম্মত॥ শ্বশ্রু দেবকীরে রোহিণীরে

অগ্রেকরি। সদাশী ভর্ত্তার অগ্রে আইলা সত্বরি ॥ তথাচ।

রুক্মিণী সত্যভামা সা দেবীজাম্ববতী তথা। কালিন্দী মিত্রবিন্দাচ সত্যা ভদ্রাচ লক্ষ্মণা॥

সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই অষ্টজন। ইহাঁদের সহ আল্যা য়ত নারীগণ॥ নরকের গৃহে হৈতে হরিষা আনিলা। রোহিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র আইলা॥ রুক্মিণী প্রভৃতি য়ত মহিষী আখ্যান। সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপগুণ কৃষ্ণের সমান॥ সর্ব্ব প্রকারেতে সবে তাঁহার উচিত। তুল্য দাসীগণে করে সেবা নানা রীতি॥ দেবকী রোহিণী আর মহিষীর গণে। হইলেন আবৃত সলজ্জায় সেক্ষণে॥ প্রদ্যুম্ন শাম্বাদি কুমারেতে সুশোভিত। আপন মন্দিরে হইলেন প্রবেশিত॥ স্নেভাব জন্মিল মনে গোকুল স্মরণে। লুকাইয়া হৃষ্টমত বসিলা আসনে॥ দেবকীরে য়শোদা রোহিণী স্বয়ং আর। মহিষীবর্গকে মানি গোপীর আকার॥ প্রদ্যুম্ন শাম্বাদি য়েই কুমার আখ্যান। তাঁহাদিগে জানি গোপ কুমার সমান॥ মম হস্ত হৈতে বেণু করিয়া গ্রহণ। নিজকর কমলেতে করিলা ধারণ॥ তাহে ধ্যেয মদন গোপাল দেব সম। দেখি সমক্ষে হইল হর্ষে মোহ মম॥ পূর্ব্ব হৈতে বিশেষ কণ্ঠেতে উপবীত। উত্তরীয বস্ত্রে তাহা আছে আচ্ছাদিত॥ শ্রীনন্দ নন্দন ব্রজজনানন্দ কারী। কৃপা অতিশয়েতে ব্যাকুল মনোধারী॥ সম্ভ্রম সহিত স্বয়ং উঠিয়া তখন। বারম্বার অঙ্গসব করিয়া মার্জন॥ নিজকর সারোজের স্পর্শের বলেতে। মোহ ভাঙ্গি প্রবোধ করিলা কৌশলেতে॥ বর্ত্তমান হইলেও ভোজন সময়। গোকুল বিরহে ভোজনেচ্ছা

নাকরয়॥ মাতা সকলের অতি আগ্রহে নিশ্চয়। করিলেন স্নানাদি মধ্যাহ্ন কৃত্যচয়॥ আপনকরেতে সেইদেবকী নন্দন করাইলেন কিঞ্চিৎ আমারে ভোজন॥ পশ্চাত স্বয়ংভোজন লাগিলা করিতে। বাল্যলীলা ক্রমেতে আমারে সন্তোষিতে পূর্ব্বেবৃজে করিতেন ভোজনাভিরামে। সখার মণ্ডলী মধ্যে রাখি বলরামে॥ বলাই নাগোষ্ঠে গেলে শ্রীকৃষ্ণ আপনে। মণ্ডলীর মধ্যে থাকি করিতা ভোজনে॥ সেইমত বালকের মণ্ডলী করিয়া। মধ্যেনিজ অগ্রজেরে যত্নে বসাইয়া॥ নিজে পরিবেশি নানা কৌশলোক্তি দ্বারে। হাস্যলীলা বিস্তারিয়া করিলা আহারে॥ প্রভুর মনেতে এই পরম ঐশ্বর্য্য। বিশেষ প্রকাশ ময় অন্তঃপুর বর্য্য॥ ইথে এ থাকিলে নিজ সুখন্যুন হবে। এবঞ্চ ইহার সুখতাহাতে নারবে॥ অতএব বৃজ প্রিয় উদ্ধব আলয়ে। এই গোপ কুমারের বাস য়োগ্য হয়ে॥ এই ভগবানের জানিয়া অভিপ্রায়। উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ খাইয়া তথায়॥ প্রভুর ইচ্ছায় আর স্বয়ং বল করি। আনিলেন আমারে আপন গৃহে ধরি॥ উদ্ধবের গৃহে গেলে সম্যক প্রকার সংপূর্ণ রূপেতে বোধ জন্মিল আমার॥ তথা অনুভূত সব করয়া ভাবনে। মুহু নৃত্য করি ইহা মানিলাম মনে॥ আহামম মনোরথ য়েসব আছিল। তাহার পরম অন্ত অদ্য সে হইল॥ য়েহেতুক ইষ্টদেব শ্রীবৃজনাগরে। মনে ধ্যায়মান বহু মাধুরী আকরে॥ গোকুল লট্টে অদ্য আমি সাক্ষাতেতে গাই-লাম দেখিলাম সব নয়নেতে॥ অন্য দিন উদ্ধব সাঙ্গতে পুন য়াই। করিবিলোকন নিজ প্রভুরে তথাই। হর্ষের বরণে কিছু

করিতে নারিল। দর্শনাতিরিক্ত কিছু সেবা নাহইল॥ শ্রীযুক্ত শ্রীদ্বারকা নাথের করুণার। বিচিত্রতা অতিশয় পাইয়া বিস্তার॥ দ্বারকায় বসি মহা আনন্দের পূর। যতেক করিয়ে অনুভব সে প্রচুর॥ তার নিরূপণ করিবারে ব্রহ্মজ্ঞানী। দূরেতে থাকুক কিবা কহিবে সে জানি॥ কৃষ্ণ ভক্তিমানেও বাক্য মনে কোন জন। পাইয়া ব্রহ্মার আয়ু পারে কোনক্ষণ॥ মোক্ষেতে সুখের মহত্তম প্রাপ্তি হয়। মুক্তি ইচ্ছুগণ সব এইকথা কয়॥ তাহাহৈতে বৈকুণ্ঠেতে কোটিং গুণ। সুখপ্রাপ্ত ভক্তগণ কহেন নিপুন॥ দুঃখাভাবমাত্র সুখ মুক্তিতে আছয়। পরাকাষ্ঠা সুখের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে হয়॥ তাহাহৈতে সুখপ্রাপ্তি আছে এক প্রায়। বৈকুণ্ঠেতে অল্পসুখ এইদোষ পায়॥ তথাপি পরম একান্তি তায় সেবনে। রসনিষ্ঠা বিশেষেতে সুখ বিশেষণে॥ অয়োধ্যায় বৈকুণ্ঠ হইতে ও অধিক। পরম গম্ভীর যুক্তিদ্বারা এইঠিক॥ দ্বারকায় যত সুখ হয় অনুভব। কোন যুক্তিদ্বারা নিরূপণ হবে সব। যাঁরে চিরকাল দেখিয়া রেত ইচ্ছিয়া। সেই প্রাণনাথ নন্দকিশোরে পাইয়া॥ কৃষ্ণ এক প্রিয় যার অন্যকিছু নয়। তাহার যাদৃশ সুখ অনুভব হয়॥ মনো বচনের কোন বৃত্তির দ্বারায়। গ্রহণ করিতেপারে নিরূপণেতায় সেই সুখ অনুভব করিতে যেপারে॥ সেসুখ গ্রহণ যোগ্য মনে জানে তারে॥ ইহাতে অন্যের অনুভব অসম্ভব। কি প্রকারে নিরূপিয়া কহিবেক সব॥ সেবারস বিশেষ নিষ্ঠায় অয়োধ্যায়। বৈকুণ্ঠ হইতে সুখাধিক যেন পায়॥ তেন দ্বারকায় সৌহৃদরস বিশেষ। নিষ্টায় অযোধ্যা হৈতে সুখাধিকা শেষ

এতাদৃশ সুখ অনুভবি দ্বারকায়। নিবাস করিয়ে আমি তখন আমায়॥ বিশ্বের অন্তর বাহ্য আনন্দ দেখিতে। আদ্য মন যদু গণ লাগিলা কহিতে॥ উৎকৃষ্ট পরমৈশ্বর্য্য সম্পদে পূরিত এইস্থান বৈকুণ্ঠ হইতে প্রভাবিত॥ এথা আসি আছ আমা সবার সহিত। সখে বন্য বেশে অতি দীন মতস্থিত॥ এথায় দুঃখ প্রসঙ্গ নাহি কথঞ্চিৎ। তথাপি দুঃখির ন্যায় দেখি প্রকাশিত॥ কোনমতে মোরা সাধুন মানি ইহায়। আমা-দের চিত্তে কিছু দুঃখমত ভায়॥ আমাদের অনির্ব্বাচ্য আনন্দ বিশেষে। আছয়ে যেমত ভোগ বিলাসাদি বেশে॥ সেরূপ বেশাদি নিজ করহ বিস্তার। স্থান গুণে আপনি হই-বে তব সার॥ এতেক আগ্রহ করিলেন যদুগণ। কিন্তু তাহে না লইল আপনার মন॥ অচ্যুতেরো না হইল অনুমতি তায় তাহে থাকিলাম নীচ আকঞ্চন প্রায়॥ সভামধ্যে ভগবান বৈসেন যখন। মহা ঐশ্বর্য্য সকল সেবয়ে চরণ॥ মম বন্য বেশে তাঁর নিকটে গমনে। লজ্জা আর ভয় হয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে সেইস্থানে শ্রীদ্বারকা নাথেরে কখন। শ্রীরুক্মিণী আদিরে করিতে আনয়ন॥ আর নারদার্জ্জুনাদি সহিত মিলনে। চক্র বাহু যুক্ত দেখি আপন নয়নে॥ ব্রজভূমি কৃত সেই ক্রীড়া গোচারণ। বন বিহারাদি সদা না করি দর্শন॥ কভু দ্বারকায় বিরচিত বৃন্দাবনে। ব্রজলীলা কিছু২ হয় বিলোকনে॥ বৈকু-ণ্ঠেতে দ্বারকা সমীপে বর্ত্তমান। পাণ্ডব সকল প্রিয় বান্ধব অং খ্যান॥ তাঁদিগে দেখিতে যান একাকী কখন। সেকালেতে নাহি হয় তাঁহার দর্শন॥ এই প্রকারেতে চিরকালের অভীষ্ট

সংপূর্ণ নাহই মন ব্যথয়ে গরিষ্ট॥ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তাঁহারে রূপগুণ চয়। দেখিলে মনের ব্যথা উপশম হয়॥ পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্য অমৃতে তাঁহার। য়াহাহৈতে প্রকাশিত হয়ত কৃপার॥ য়ে সুখ বিশেষ মম জন্মযে শ্রবণে। জিহ্ব কি প্রকারে তারে করিবে স্পর্শনে॥ এপ্রকারে উদ্ধবের আলয়ে তখন। কতক দিবস মম হইল য়াপন॥ য়দি শোক হয বৃন্দাবনাদি স্মরণে। আকার গোপনে তাহা করি সম্বরণে॥ এক দিন শ্রীনারদ আইলা তথায। বৈকুণ্ঠেতে উপদেশ য়ে দিলা আমায॥ তাঁরে দেখি প্রণমিয়া হর্ষ বিস্ময়েতে। স্তবকরি কহিলাম এই প্রকারেতে॥ মুনীন্দ্র মত বেশ মহিমা সম্মত। প্রভুর পার্ষদ মধ্যে উত্তম সতত॥ সব স্বর্গলোক মধ্যে বৈকুণ্ঠেতে আরে। এখানেও এইরূপ গুণেতে তোমারে। সর্ব্বত্রত একমত করিয়া দর্শন। অত্যন্ত বিস্ময় য়ুক্ত হযমম মন॥ এত শুনি শ্রীনারদ কহেন তথায। করিবাস বৈকুণ্ঠেতে আর দ্বারকায॥ কৌতুক বিশেষী তুমি হে গোপবালক। তোমাদের কৌতুকতা কি অনিবারক॥ য়েহেতু সিদ্ধান্ত শুনি করি অনুভব। জানিযাও সন্দেহ এ কৌতুক সম্ভব॥ য়দিকহ কৌতুক নাহয এ অজ্ঞানে। জিজ্ঞাসিযে তবে কহি শুন একধ্যানে পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠেতে আমাদের য়তত্ত্ব। সংক্ষেপে কি কহি নাই সকল মহত্ত্ব॥ বহু মূর্ত্তি ধরি য়েন কৃষ্ণ ভগবান। বহু স্থানে হযেন আপনি বর্ত্তমান॥ সেইরূপ আমরা সেবক গণ তাঁর বহু রূপে বহুস্থানে থাকিযে বিস্তার॥ গরুড় অনন্ত হনুমান আদি য়ত। উদ্ধব য়াদব সব হয প্রভুমত॥ পৃথিবীতে কিংপুরু

রুষ বর্ষে হনূমান। আররামচন্দ্র কীর্ত্তি যথা হযগান।। আর দ্বারকা বৈকুণ্ঠে থাকেনসতত। উদ্ধবাদিদ্বারকা নাথের সেই মত।। সকল পার্ষদগণ নিত্য সুনিশ্চয়। প্রভুর ক্রীড়া সুখের অনুরূপ হয়।। আমরা সকলেহই সেবা পরায়ণ। বহুরূপ বিশিষ্ট সকলে নিরূপণ।। কিন্তু একরূপ সবে হইত প্রত্যেক। যেন ভগবান বহু হইযাও এক।। তেন আমি সেবা হেতু অনেক আকার। ইহাতে বিস্ময় নাহি করহ বিস্তার।। চক্র সুদর্শন কৌস্তুভাদি পরিচ্ছদ। নাম লীলা প্রিয মথুরাদি যতপদ।। অনেক হৈয়াও এক নিত্য সত্যজ্ঞান। কৃষ্ণপ্রায সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মান।। তুমিও বৈকুণ্ঠে আসি আমাদের প্রায। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ধরিযা এথায।। গোপ বালকের মত পূর্ব্বের স্বভাব। লীলায বিস্তার কর এ আশ্চর্য্য ভাব।। অন্য মহাশ্চর্য্য অসংপূর্ণ দুখিমন। তোমারে এথাও সদা করি বিলোকন।। এতশুনি আমি তাঁর ধরি পাদ দ্বয। নমস্করিকহিলাম সদৈন্য বিনয।। ওহেভগবান যেহেতুকদুঃখিমন। আপনি সকলজ্ঞান কিকব কথন।। শ্রীনারদ পরম দূর্লভার্থকারণ। আগ্রহ সমূহ মর্ম্ম করি আলোচন।। ঈষত হাসিযা হেরি উদ্ধবআনন। কহিতে লাগিলা তবে সুসত্য বচন।। হে উদ্ধব এইব্যক্তি গোপের তনয। বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে উদ্ধবএহয।। তোমরা সুহৃদ আর মোরা ভক্তগণ। সকলের সুদূর্লভ যেইবস্তু হন।। তাহা অন্বেষণকরি ভ্রমি বহুতরে। প্রসঙ্গ অতীতে আর প্রপঞ্চ ভিতরে।। ব্যগ্রহৈযা চিত্তেলগ্ন শোক পীড়াকরে। কোনস্থানে কোনক্ষণে নাহি পরিহরে।। মথুরা ব্রজলোকেতে কৃপায

কাতর। আপনি হয়েন ইহা সর্ব্বত্র গোচর ॥ পার্শ্বে আসিয়াছে এইজন সেকারণ। প্রতিবোধ কেন নাহি দেন একক্ষণ॥ সেই শ্রীগোলোক নামধাম দূরতর। বৈকুণ্ঠ হইতে পরমোচ্চ স্থানোপর॥ সেই লোকনাথ প্রভু শ্রীনন্দনন্দন তাঁরসহ বিহারাদি তাছে সুখগণ॥ এদুইরসাধনো সকলি সে প্রার্থনে। আমরা পার্ষদ আমাদেরো দুর্ঘটনে॥ শ্রীউদ্ধব নারদের বাক্যেতে সূচিত। আমার ন্যূনত্ব নাহি পারিযে সহিতে॥ মদীয় অভীষ্ট শীঘ্র সিদ্ধের কারণ। নারদের হর্ষহেতু কহেন বচন॥ ব্রজভূমি মধ্যে এই ব্যক্তি সে জন্মিল। সে স্থানে গোপত্ব গোপালনাদি করিল॥ শ্রীমদন গোপালেরমন্ত্র দশাক্ষর। জপ আদি তাঁর উপাসনা নিষ্ঠাপর॥ তদ্ভিন্ন অতৃপ্ত হেতু এই মহাশয়। আমাদের হইতে উত্‌কৃষ্ট সদা হয়॥ এত শুনি শ্রীনারদ সানন্দিত মন। উত্‌সাহ যুক্ত উদ্ধবেকরি আলিঙ্গন॥ কহেন রেমতে এ অভীষ্টলাভ করে। সেইমত উপদেশ করহ সত্বরে॥ কহেন উদ্ধব ওহে মহামুনিবর। ভক্তি পথাদির তুমি হও গুরুতর॥ আমিহ ক্ষত্রিয় জাতি তুমি বর্ত্তমানে নহি অধিকারী উপদেশের প্রদানে॥ নারদ অত্যন্ত উচ্চহাসিয়া তখন। উদ্ধবের প্রতিকিছু কহেন বচন॥ বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দ দেহ হয় সব। জাত্যাদির বিচার এখানে অসম্ভব॥ এখানেও অদ্যাপিহ ক্ষত্রিয়ত্ব মতি। নাগেল তোমার এই সে আশ্চর্য্য অতি॥ ঈষত হাসিয়া তবে কহেন উদ্ধব। সেমতি নাগেল আমাদের কিবা কব॥ আমাদের প্রভুর সে ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞান। নাহি যায় এনিশ্চয় বিস্ময়ের স্থান॥ ভূমি দ্বারকায়

য়েন সদ্ধর্ম্ম পালয। গৃহস্থানুরূপ ব্যবহার শত্রু জয়॥ রাম আদি গুরু বিপ্রগণে সন্মানন। এখানেও সেইমত করেণ এখন নারদ শ্রবণ করি উদ্ধব বচন। হর্ষ সমূহেতে হৈয়া আক্রমিত মন॥ হাসি লম্ফ দিযা২ উচ্চশব্দ করি। সুবিস্মিত হৈয়া ইহা কহেন বিবরি॥ অহো ভগবানের লীলার মাধুরীর। মহিমা আশ্চর্য্য রূপা সদা হয স্থির॥ সেবকগণের কৃষ্ণে একনিষ্ঠারূপ। গাম্ভীর্য্য অদ্ভুত ভগবানের স্বরূপ॥ অহো শ্রেষ্ঠ কৌতুক এক রিয়ে দর্শন। পৃথিবীতে য়েন কৃষ্ণ করেণ ক্রীড়ন॥ সেইমত বৈকুণ্ঠ উপরি দ্বারকায়। বর্ত্তমান থাকি ক্রীড়া করেণ সদায়॥ পরম একান্তি ভক্ত নিজপ্রিয়গণ। কেবল তাঁদের পরিতোষের কারণ॥ য়ে লীলার অনুভব করিযা নিশ্চয়। সর্ব্বজ্ঞ প্রবর আমাদিগে ভ্রম হয॥ বৈকুণ্ঠ দ্বারকায হইয়ে বর্ত্তমান। কিবা ভূমি দ্বারকায নাহি হয জ্ঞান॥ ভক্ত সকলের আর প্রভুর এমত। ব্যবহার উপযুক্ত হযত সতত॥ প্রভুপাদ পদ্মে ভক্তি প্রেমের সহিতা। কেবল ভক্তগণের হয অপেক্ষিতা॥ ভক্ত প্রিয় প্রভুর উত্তম ইচ্ছা এই। ভক্তের কামনা প্রপূরণ মাত্র য়েই॥ এই হেতু বৈকুণ্ঠেতে বাসের উচিত। তোমাদের সচ্চিদানন্দ দেহ ঘটিত॥ ব্যবহার কদাচিত অপেক্ষিত নয। কিবা মর্ত্ত্য লোকে য়েই বাসয়োগ্য হয॥ হেমপাঞ্চ ভৌতিক দেহির সমুচিত। নহে আদরণীয চেষ্টিত কদাচিত॥ প্রভুরো ঐশ্বর্য্য য়োগ্য নহে অপেক্ষিত। কিবা লোক বন্ধুতার য়োগ্য কদাচিত ইহাতে পরম একান্তিতার কারণ। লীলা অনুভবে সুখ পায ভক্তগণ॥ ভক্ত প্রিয ভগবান অনুরূপা তার। নিরন্তর আপনি

করেণ ব্যবহার ।। তাহা মর্ত্ত্য লোকে কি বৈকুণ্ঠে সিদ্ধ হয়। ইহাতে বিশেষ কিছু অপেক্ষিত নয় ।। বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দ দেহ অনুরূপ। ব্যবহার হৈতেমর্ত্ত্য লোকেতে স্বরূপ ।। পাঞ্চ ভৌতিক দেহির ন্যায ব্যবহার। শ্রেষ্ঠ হয় যাহা প্রেমভক্তি পুষ্টিকার ।। প্রভুর তেন লৌকিক বন্ধু ব্যবহার। পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশ হৈতে শ্রেষ্ঠসার ।। তোমরা প্রেম ভক্তিতে অতি নিষ্ঠাকার। তোমাদের দৈন্য দীন মত ব্যবহার ।। সপ্রেম ভক্তির অতি অনুকূলকার। মহাপুষ্টি করে। সেই নিরন্তর সার ।। শ্রীভগবানেরো যেই হয় অবিস্তার। ভোগানুকূল গ্রাম্য জন ন্যায ব্যবহার ।। সে অতি সমর্থ কৃষ্ণে প্রেম প্রকাশনে। পরমানুকূল মহাপুষ্টি প্রেমগণে ।। যদি কহ ইহা ঘট মাযায বঞ্চনে। তাহাশুন নহি২ এমত কথনে ।। প্রেম উদ্রেকের পরীপাকের মহিমা। বর্ণন করিযা কেবা দিবে তার সীমা ।। যাহা ভগবান পরমেশ্বরে সতত। করযে সে লৌকিক পরমবন্ধু মত ।। অতএব শ্রীভগবানের ভক্তগণ। পরস্পর প্রেমোদ্রেক পরীপাকে মন ।। তাহে প্রভু নিজৈশ্বর্য্যাদিক পরীহারে। ভক্তের অভীষ্ট পরিপূর্ণ করিবারে ।। লৌকিক বন্ধুর মত করে ব্যবহার। নহেসে তাদৃশ ভক্তে বঞ্চনা মাযার ।। যদি কহ পরমেশ্বরতার প্রকাশে। তাঁহার মাহাত্ম্য জ্ঞানে প্রেমোদ্রেক ভাষে ।। পুত্রাদি দৃষ্টে লৌকিকবন্ধু ভাবে নয। পরমেশ্বরে তেমত দৃষ্টি দোষহয ।। তাহে শুন আশ্চর্য্য যে লোকানুসারিণী। পরম বান্ধব কৃষ্ণে ভাব সে মোহিনী ।। তারে করি স্তব যাহা হইতে নিশ্চয। গৌরব ভয় বিশ্বাস করি লোপচয়

শ্রীকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট প্রেম করয়ে বিস্তার। গৌরবাদিকৈলে প্রেম হানি জান সার॥ এতকহি নারদ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে॥ হইয়া অত্যন্ত বশীভূত চিত্তপরে॥ কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক। বিকার হইল সব অঙ্গেতে অধিক॥ থাকিলেন কতক্ষণ নিরস্ত হইয়া। ক্ষণ পরে আমারে অশুস্থতা দেখিয়া॥ আপনার উপদেশে সাপেক্ষ জানিয়া। কহিতে লাগিলা মুনি কৃপা প্রকাশিয়া॥ হে গোপাল দেবপ্রিয় হে গোপ নন্দন। শ্রীগোলোক নাম যেই শোভা যুক্ত হন॥ বৈকুণ্ঠেতে আছে দেশ বিদেযাদি যত। তাহাদের চূড়ামণি হযেন সম্মত॥ সর্ব্বধাম উপরে আছেন বর্ত্তমান। এথা হইতে অতিদূরে বিরাজিত বান॥ মাথুরীয শ্রীবিশিষ্ট ব্রজভূমি রূপ। সেই শ্রীগোলোক এই জানিহ স্বরূপ॥ সেই শ্রীগোলোকে দ্যোতমানা মনোহরা। মথূরা নামেতে পুরী অত্যন্ত সুন্দরা॥ বৃন্দাবন ব্রজভূমি মথুরার সারে। তাহাবিনা গোলোক থাকিতে নাহিপারে॥ সেই শ্রীমথুরা গ্রাম বনাদি সহিতা। গোপ্রধান দেশহেতু গোলোক সংজ্ঞিতা॥ রহস্য ক্রীড়ার স্থান হেতু গোপনীয। হইয়াও সর্ব্বত্র স্বনামে বিখ্যাতীয॥ সুপ্রসিদ্ধ ব্রজলোক রাধা আদি করি। তাঁদের শ্রীযুক্ত প্রেম কৃষ্ণে শুদ্ধতরি॥ জ্ঞানাদি গন্ধ রহিত সেইভাব হয। তার অনুবর্ত্তে শ্রীগোলোক লাভোদয॥ ঐঁহ পরমেশ্বর হযেন এইজ্ঞানে। ভয গৌরবাদির সম্ভব সেইস্থানে॥ তাহাতে তাদৃশ প্রেমসর্ব্বদা নিশ্চয। ভগবানে কদাচিত সম্ভব নাহয॥ যতেক ভুবন আর যত আবরণ। তথা বাসিলোক প্রেমহৈতে শ্রেষ্ঠ হন॥ বৈকুণ্ঠেরো উত্তর কেব

ন প্রেম সেই।। লৌকিক প্রাণ বন্ধু বুদ্ধিতে সিদ্ধ যেই ।। শ্রীগো
লোকনাথ আর তথাকার জন। তাঁহাদের পরস্পর প্রিয়তা
লক্ষণ।। লোকানু সারিণী হইয়াও নিরন্তর। লোক স্বভাবাদি
হৈতে অতিক্রান্ত তর ।। যেমত স্মরণ মাত্রেতে যশোদার।
অকালেও স্তন হৈতে ক্ষরে স্তন্যধার।। পিতা শ্রীনন্দের তেন
বহে অশ্রুধার। কৃষ্ণসুখার্থেতে গোপাদির পরিবার।। কোন
বৃদ্ধা যশোদার মত ভাবাচরে। কৃষ্ণপ্রীতে কেহ বধূকন্যাবেশ
করে।। বয়স্য তাঁহার যত গোপের তনয়। বৃক্ষ আড় হইলে
বিরহ নাহি সয়।। শ্রীগোপিকাগণ কৃষ্ণ বিনা নাহি জ্ঞানে। অন্ত
রে বাহ্যেতে সদা কৃষ্ণময় ভান।। সংযোগ কালেতে আর
বিচ্ছেদ সময়ে।। নানা বিধ দশা নানাভাব প্রাপ্ত হয়ে।। অত্য
ন্ত তা মথুরা সে প্রিয়তা নিশ্চয়। ঐশ্বর্য্যেতে লৌকিকত্বে বি
মিশ্রিত ময়।। এইত ঐশ্বর্য্য ভক্ত সকলের হয়। সদা কৃষ্ণলীলা
দেখি আশা পূর্ণা নয়।। লৌকিকত্বে ভোজনাদি শ্রীকৃষ্ণ সহিত
প্রভুরো এই প্রকার দেখহ বিহিত। ঐশ্বর্য্যে পূতনাদির প্রা
ণের শোষণ। লৌকিকত্বে নানালীলা আদি গোচারণ।। শ্রীকৃ
ষ্ণের আর তাঁর ভক্ত সবাকার। লৌকিক বন্ধুর মত যেই ব্যব
হার।। তাহা ভক্ত সকলের শ্রীকৃষ্ণের আর। উভয় প্রেম বাড়া
য় অত্যন্ত বিস্তার।। পরম ঐশ্বর্য্য স্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ হয়। তাহা
তে সেভাব নহে সিদ্ধ সুনিশ্চয়।। অযোধ্যাও বৈকুণ্ঠের জানিহ
সমান। দ্বারকাও তাহা হৈতে অধিক আখ্যান।। অত্যন্ত পর
মৈশ্বর্য্য বিশেষ কারণ। সেই ভাব বৈকুণ্ঠাদ্যে নহে প্রকাশন
অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোলোক নাম স্থান। করিলেন দূরে ব্যবস্থা-

পিত বিধান।। সুখ ক্রীড়া বিশেষ সে অনির্ব্বাচ্য তর। যাহা অনুভব হেতু তুমি বাঞ্ছা কর।। মাধুর্য্যের অন্ত সীমা পাইল নিশ্চয়। গোলোকে উচিত স্থানে তাহা সিদ্ধ হয়।। অহো সুনিশ্চয় ভগবান শ্রীহরির। গোলোকেতে প্রকাশিত রূপ গুণাদির।। মাধুর্য্য প্রভুর গোপ্য ভগবত্তা যেই। সকলের সার প্রকাশন সদা সেই।। রূপ গুণাদি প্রভুর প্রকাশ অশেষ। অতএব গোলোকের মহিমা বিশেষ।। বৈকুণ্ঠের উপরেতে আছে বর্ত্তমান। জগতের এক শিরোমণি সেই স্থান।। শ্রীগোলোক ধামের মহিমা অনুভব। অধিক হৈতে অধিক হয়ত সম্ভব।। মর্ত্ত্য লোক স্থিত যেই মথুরা গোকুল। বৈকুণ্ঠাদি সর্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ সুবিপুল।। আশ্চর্য্য সে ধাম হয় মহিমা তাহার। কোনজন লেশ মাত্র পারে বর্ণিবার।। তথাপি কহিযে সখে কর হ শ্রবণ চপলা জিহ্বা আমার করে কণ্ডুয়ন।। মহামণি মথুরা গোকুলের মহিমা। হৃদয় কৌটায় রাখিয়াছি সগরিমা।। অতি গোপনের ধন তাহারে কখন। কাহার নিকটে না করিলুঁ প্রকাশন।। চিরকাল পরে অদ্য সেই মহাধন। জিহ্বার অধৈর্য্য হেতু করি প্রকাশন।। ব্রাহ্ম্য কল্পে যে হয় সপ্তম মনন্তর। তার অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয দ্বাপর।। তার শেষে শ্রীগোলোক নাথ ভগবান। প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার আখ্যান।। অনির্ব্বচনীয মহা প্রেমের বিহার। কামনায আপনার গণ সহকার পূর্ণ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যাদি শক্ত্যে আপনার। করেণ মথুরা গোকুলেতে অবতার।। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বিষ্ণু আদি অবতার। নানা স্থানে বর্ত্তমান অনেক প্রকার।। সকল আসিয়া মিলে এই অব

ভারে। একেত্ত অদ্বয় হৈয়া সর্ব্বতঃ প্রকারে॥ত্যজিশীঘ্র বৈকু ণ্ঠাদি ধাম আপনার। নিজ নিত্য ভূষণাস্ত্র আসনাদি আর॥ নিজপারমৈশ্বর্য্যয়ে নিত্যআনুবঙ্গী। তাহারেঅতি দূরেতে উপেক্ষিয়া রঙ্গী॥ মহালক্ষ্মী অনন্যা সঙ্গিনী নিরন্তর। তাঁরে সঙ্গে না আনিয়া করি অনাদর॥ আমরা অনন্য গতি ভৃত্যে অনাদরি।মর্ত্যমথুরা গোকুলে য়ান কৃষ্ণ হরি॥ অন্যস্থানে অন্যসহ য়েই সুখচয়। শ্রীকৃষ্ণের কদাচিত লাভনাহি হয়॥ সেই সুখ মথুরা বজবাসি সহিত। য়াঁদের স্বভাবক্রীড়া য়োগ্য বিশেষিত॥ নিজেচ্ছানুসারে বহু করিয়া বিহার। মথুরা ব্রজেতে লাভ করে অনুবার। ইথেশ্রীগোলোক হৈতেকদাচিত্বা শেষ। ভৌমমথুরা ব্রজেরমহিমা বিশেষ॥ অবতার কালে জগ তের মভজন। দৃঢ় ভক্তি ভাগ্য বিশিষ্ট য়াহাঁরা হন॥ তাঁদের সাক্ষাত দৃশ্য হনসুনিশ্চয়ে। অন্যকালে অপ্রকাশ কৃপা সমু দয়ে॥ অতএব ভূমে অবতারের কারণ। বৈকুণ্ঠনাথেরে বৈকু ণ্ঠেতে কদাচন। দর্শন নাপান বৈকুণ্ঠ নিবাসি সব। তুমিও করিলা ইহা তথা অনুভব॥ অতএব কৃষ্ণ সর্ব্ব স্বরূপ সহিত। করেণ শ্রীব্রজে অবতার প্রকাশিত॥ অতএব মন্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষিগণ। আপন২ মতি অনুসারে কন॥ কেহ বৈকুণ্ঠনাথ কেহ সহস্র শির। কেহ নর নারায়ণ কেহ বিষ্ণুস্থির॥ কেহবা ক্ষীরোদ শায়ী কেহবা কেশব। মথুরাতে অবতীর্ণ কহে মুনি সব॥ য়িঁহ হন য়ে লোক বৃত্তান্ত পরায়ণ। সেই লোকনাথে তথা নাকরি দর্শন॥ আপন নির্ণীত নিজ নাথের মহিমা। মাধুর্য্যাদি শ্রীকৃষ্ণেতে দেখিয়া গরিমা॥ সেই লোক নাথ

এই কৃষ্ণচন্দ্র হন। কহেন তাঁহার। অতি সুশরল মন॥ শ্রীভগবানের রূপ আছেন যতেক। তাঁদের মাহাত্ম্য গুণ রূপাদি প্রত্যেক॥ সকল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে হয বিরাজিত। ইথে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা পরম প্রকটিত॥ কিন্তু শ্রীগোলোকনাথ স্বযং সুনিশ্চয। ভূমে নিজস্থান মথুরা ব্রজ যেহয॥ তাহাতে সর্ব্বদা ক্রীড়া বিশেষ প্রকাশে। ভূষিত করেণ অতি সুমহা বিলাসে॥ শ্রীগোলোক নাথের মহিমা এইমত। সুন্দর করিযা ব্যক্ত মুনি কহি যত॥ মথুরা ব্রজেতে ভগবত্তা প্রকাশন। বিস্তারি কহিতে করিলেন আরম্ভন॥ কহেন নারদ এই উদ্ধব আলযে শুনিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হযে॥ মথুরা ব্রজের লোক প্রিয এউদ্ধব। মথুরাব্রজেতে গোবর্দ্ধনে জন্মতব॥ প্রেমভক্তি যুক্ত ভিন্ন এথা কেহ নাই। অতএব গোপ্য কিছু কহিযে এথাই॥ এই শ্রীমথুরাব্রজে প্রকট প্রভুর। ঐশ্বর্য্যের অন্তসীমা আছযে প্রচুর॥ কৃপালতা বিবিধা পরম সুন্দরতা। অশেষ মহিমার মাধুরী প্রকাশতা॥ বিলাসের লক্ষ্মী আর ভক্তের বশ্যতা। বিবিধ প্রকারে সব আছে সুব্যক্ততা। সেই শ্রীনন্দের ব্রজ গুণে আপনার। হৈল মহালক্ষ্মীর বিলাস ভূমি সার॥ তথাচ॥

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্ব সমৃদ্ধিমান্। হরে র্নিবাসাত্ম গুণৈ রমাক্রীড় মভূন্নৃপ ইতি॥

যেই মহালক্ষ্মীর কটাক্ষেতে কেবল। ব্রহ্ম রুদ্রাদি জগতে ঐশ্বর্য্য সকল॥ ব্রহ্মারুদ্রাদি লোকেতে যে বিভূতিস্থিত। তাহা হৈতে ব্রজে হৈল অধিক দর্শিত॥ বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেশ্বরী যিঁহ

ক্ষন। অতএব গৃহ কৃত্য আদিতে কথন॥ বিলাসের শঙ্কোচ বৈকুণ্ঠ ধামে হয়। সদা বিলাস এথায় এ ঐশ্বর্য্য চয়॥ য়েকু ঞ্জের কোনোবৃক্ষ কোনোদ্রব্য দ্বারে। য়াচকগণের দেন বাঞ্ছা বহুবার॥ তবু নিজ প্রভুর বিহার বিঘ্নভয়ে। সে সব ঐশ্বর্য্য সদা নাহি প্রকাশয়ে॥ বালক ঘাতিনী সে রাক্ষসী পূতনারে। সদ্বেশ মাত্রেতে দিলা মাতৃগতি তারে। পুনঃ অঘাসুর আদি তার বন্ধুগণ। য়াহারা সাধুর মন্দ করে অনুক্ষণ॥ পরম মহা মধুর লীলার দ্বারায়। তাহাদিগে মুক্তিপদ দিলেন হেলায় ইথে দেখ শ্রীকৃষ্ণের করুণা অপার। দ্রোহ চেষ্টা করিয়াও হই ল উদ্ধার॥ নবনীত চৌর্য্য হেতু য়শোদা কোপিয়া। য়তেক গো সকলের রজ্জু সব নীয়া॥ শ্রীকৃষ্ণের উদরেতে করিতে ব ন্ধন। রজ্জু দুই অঙ্গুলি না আঁটে কদাচন॥ দেখিয়া মাতা র শ্রম করিলা গ্রহণ। আপন উদরে উদুখলেতে বন্ধন॥ ব্রজ গোপিকার আর বাড়ায়্যা আনন্দ। করেণ আশ্চর্য্য নৃত্যগী তাদি প্রবন্ধ। পুনঃ কৃষ্ণ তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে। আনেন পাদুকা আদি বহি শির দ্বারে॥ ইথে এই দেখাইলা শ্রীনন্দ নন্দন। বশীভূত ভক্তের আপনি সদা হন॥ তাঁহার রূপের য়ে মহিমা সমুদয়। কোনো জন কহিবারে সমর্থ নাহয়॥ ত থাপি য়েমত আছে শক্তি আপনার। কহিয়ে কিঞ্চিৎ তাহে হেতু জানিবার॥ য়েহেতুক সেই ভগবানের বিস্ময়॥ আপনার রূপ সৌন্দর্য্যাদি দেখি হয়॥ য়াদেখি গো মৃগ পক্ষিলতা তরু গণ। পালকাশ্রু আদি ভাব হইল প্রাপণ॥ ওহে তাত সেই রূপ আশ্চর্য্য কথন। গোপিকা গণেরো ধৈর্য্য করেণ হরণ॥

যদি কহ স্ত্রীগণের চাঞ্চল্য স্বভাব। সেহেতু ধৈর্য্য হরণ হয়ত সম্ভাব॥ তাহাতে শুনহ সেই শ্রীগোপিকাগণ। হলন্ত্রী সকলে পূজে যাঁদের চরণ॥ মহালক্ষ্মী হইতে যাঁহারা হৈলা শ্রেষ্ঠ। রূপ শীলগুণ কর্ম্ম লাবন্যে যথেষ্ঠ॥ শ্রীগোপাল দেব প্রিয় সেই গোপীগণ। তাঁহাদের ধৈর্য্য হানি কিকব কথন॥ সেরূপ দেখিয়া যত ইতর জনার। যেইভাব হয় তাহা করহ বিচার তথাহি॥

যদ্দর্শনে পক্ষ্ম কৃতং শপন্তি বিধিং সহস্রাক্ষ মপি স্তুবন্তি। বাঞ্ছন্তি দৃকত্বং সকলেন্দ্রিয়াণাং কাংক্ষ দশাংবান ভজন্তি লোকাঃ॥

বিধাতারে শাপ দেয় যেরূপ দর্শনে। যেহেতু করিল নেত্রে পক্ষের সৃজনে॥ পক্ষের দ্বারায চক্ষু হৈয়া আবরণ। সেরূপ দর্শনে হয় বিঘ্ন যেকারণ॥ সহস্রাক্ষ নানা অপরাধী সেকারণ অথবা গৌতম শাপে বিরূপ লক্ষণ॥ তাহাতে স্তবের যোগ্য সেই নাহি হয়। তথাপি সর্ব্বদা স্তব তাহার করয়। সহস্র নেত্রেতে করে সেরূপ দর্শন। এইলাগি তার স্তব জানিহ কারণ সকল ইন্দ্রিয় হঙ্গ নয়ন আমার। সেই সব দ্বারে দেখি কৃষ্ণ রূপ সার॥ এইমত করে সদা বাঞ্ছা সমুদয়। কোন২ দশা নাহি ভজে লোক চয়॥ মহিমা ব্রজ ভূমির কি করি বর্ণন। অর্থাৎ বর্ণনে শক্তি নহি কদাচন॥ যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রূপ সৌন্দর্য্য আপন। পরম আশ্চর্য্যে করেণ বিস্তারণ॥ যেহেতু ব্রজের তুল্য স্বভাবেতে স্থিত। এমত কৃষ্ণের সহ হইয়া মিলিত ব্রজ ভিন্ন বৈকুণ্ঠ দ্বারকা বাসি জন। ব্রজবাসি তুল্যভাব নাকরে

হন।। শৈশব শোভায় তাঁর বয়স আশ্রিত। সদা তথা যৌবন লীলায় আদরিত।। অতএব মনোহর কৈশোর দশায়। অবস্থিত পঞ্চদশ বর্ষ অবস্থায়।। গুণ কান্তি লাবন্যাদি দ্বারা প্রতিক্ষণ। নূতন হইতে অতিশয় সুনূতন।। যেং কর্ম্ম পূর্ব্ব কভু ব্রহ্মা পঞ্চানন। স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ রঘুনাথাদি কখন।। না করিলা কোন স্থানে কোনই প্রকারে। মহ দৈত্যগণে বধ করণাদি আরে।। ভক্তি বিস্তারাদি যেই দুষ্কর হইল। সুন্দর বাল্য চেষ্টায় বজেতা করিল।। সেইং লীলামৃত সাগর ভিতরে। অবগাহে মম জিহ্বা অতিভয় করে।। সেলীলা মধুর দন্যপ্রিয়া জিহ্বা মম। ভয়পায়তব এইলজ্জাত অসম।। যেহেতুক যেই কর্ম্ম অশক্য নিশ্চয়। কখন তাহাতে লোক প্রবর্ত্তনাহয়।। মম চিত্ত শ্রীহরির লীলামৃত সার। নাকরিল পান কর্ণ পুট এক বার।। তাহে প্রবর্ত্তিতে বাঞ্ছা করে সেকারণ। নিশ্চয় চাঞ্চল্য লজ্জ নাকরে রক্ষণ।। তিনমাসকালে যেইকরিয়া শয়ন। মৃদু পাদে কৈলা স্থূল শকট ভঞ্জন।। এমত পরমৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট যে হয়। স্তন্য হেতু রোদন কি তারে সম্ভবয়।। তথাপি বাল্য লীলায় করেণ রোদনে। পুনঃ স্তন্যপানে আর মৃত্তিকা ভক্ষণে দুইবার মাযে মুখ ভিতরে আপনে। সমস্ত জগত করাইলেন দর্শনে।। তৃণাবর্ত্ত বধে যেই লীলা করিলেন। আর গমনের ভঙ্গি যে আচরিলেন।। আর গোপীগণের তোষণের কারণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণ যে গোরস চোরণ।। সে সব আশ্চর্য্য লীলা মধুরের সারে। শ্রবণজ মোহ হৈতে রক্ষও তোমারে।। গো-পিকার আক্রোশনে জননীর ভয়ে। সাক্ষাৎ মুখাবোলেকে

য়ে চাতুরী হয়ে ॥ মৃত্তিকার ভক্ষণে য়ে কৌতুক করিলা। তান্ হাতে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপ দেখাইলা ॥ মাতার দধি মন্থনে দণ্ডাদি ধারণ। সেই সব লীলা করু আমারে রক্ষণ ॥ প্রসিদ্ধ রোদন দধি ভাণ্ডের ভঞ্জন। শিক্য পাত্র হৈতে নবনীতের চোরণ ॥ মায়ের ভয়েতে য়ে করিলা পলায়ন। ভয়াকুল আলোকন বিশিষ্ট নয়ন ॥ গোপাশেতে জননী য়ে জঠরে বান্ধিলা তাহা সহ উদূখল ক্রমে আকর্ষিল ॥ য়মল অর্জ্জুন দুই বৃক্ষের ভঞ্জন। সে দশায় বর দান হরে মম মন ॥ বৃন্দাবনে বত্স চারণেতে ক্রীড়া করি। বত্স বকাসুরদ্বয়ে মারিলা য়ে হরি ॥ জন্তু সকলের মত করেণরবণ। শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা বনমালা সুভূষণ ॥ বেণু বীণা আদি বাদ্যগণে শুরুহন। করুণ সে কৃষ্ণচন্দ্র আমারে রক্ষণ ॥ প্রাতঃকালে সখা বত্স সহ বৃন্দাবনে। প্রবেশিয়া করিলা য়েসব বিহরণে ॥ অঘাসুর সর্পরূপী মুখ প্রসারিয়া। বালকগণের পথে আছিল সুতিয়া ॥ বত্স বালকেরা তাহা নাহি করি জ্ঞান। অসুরের মুখ মধ্যে করিলা প্রয়ান ॥ কৃষ্ণ দেখি পরামর্শ করিলেন মনে। খল নাশ আর বালকাদির রক্ষণে ॥ কি প্রকারে এই দুই হইবে সাধন। এত ভাবি তার মুখে করি প্রবেশন ॥ বাড়াইলা অপ্রমিত দেহ আপনার। মরিল অসুর তাতে গেল প্রাণ তার ॥ অঘের শরীর হৈতে তেজ নিকশিল। শ্রীকৃষ্ণের চরণ সরোজে প্রবেশিল ॥ মুক্তিদান করিলেন কৃপায় তাহারে। ভজিয়ে সরস সেই সকল বিহারে ॥ পুলিন ভোজনে য়েই করিলা বিহার। অতি আকর্ষয়ে সেই মানস আমার ॥ অদ্ভুত মহিমা তাঁর জানার

কারণে। ব্রহ্মা সব বত্সগণে করিলা হরণে॥ বত্স হেতু উত্কণ্ঠিত হৈলা সখাগণ। তাঁহাদিগে ভোজনেতে করি আশ্বাসন॥ দধি মিশ্রিত অন্ন গ্রাস শোভে বামকরে। বত্স অন্বেষণে প্রভু গেলেন সত্বরে॥ এখানেতে ব্রহ্মা সব বালকে হরিয়া। পর্ব্বত গহ্বরে রাখিলেন মায়া দিয়া। শ্রীকৃষ্ণের যেই বিলাসের মাধুর্য্য। ব্রহ্মাও দেখিয়া হৈলা মোহিত প্রাচুর্য্য॥ কোনজন তাহা বর্ণিবারে যোগ্য হয়। যাহে চিত্ত চমত্কার অত্যন্ত জন্ময়॥ কোথা মুগ্ধ প্রায় সখা বত্স অন্বেষণ। কোথা সেই সকলের স্বরূপ ধারণ॥ অর্থাৎ তাদৃশ পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশে। নাহয় সম্ভব হেন মুগ্ধতা বিলাসে॥ সেই২ শ্রীকৃষ্ণের যতেক বিহার। শ্রীগোকুল ব্রজ হয় আস্পদ তাহার॥ সেব্রজের মহিমজ্ঞ যতেক আছয়ে। সকলের মধ্যে সেই ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ হয়ে॥ যিঁহ ভগবানে স্তুতি করিয়া আদরে। তথাহি।

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোভিষেকং। যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্মুকুন্দ স্ত্বদ্যাপি যত্পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ ইত্যাদি

করিলেন স্তব প্রণিপাতে যোড়করে॥ যেই ভগবান কৃষ্ণ ব্রজের নিশ্চয়। মূর্ত্তিমান মহাপ্রেমরস নিঃসংশয়॥ গোপালনে আর বল রামের মাননে। বৃন্দাবন মধ্যেতে শ্রীলক্ষ্মীর স্তবনে ভ্রমরের গান প্রায় গান সে করণে। শুক কোকিলাদি মত শব্দানুকরণে॥ যে সুন্দর ক্রীড়া করিলেন ভগবান। তাহার ভজনকর হৈয়া শ্রদ্ধাবান॥ তালবনে যেলীলা প্রকাশ করিলেন। জ্ঞাতিসহ ধেনুকাসুরে যে নাশিলেন॥ সায়ংকালে ব্রজনারী

গণের মিলনে। সেই লীলা করিলা আশ্চর্য্য প্রকাশনে ॥ স্তোত্র রূপেও না পারি করিতে বর্ণন। ইথে বাক্যে নমস্করি সেই লীলা গণ ॥ কালিয হ্রদে শ্রীযুক্ত যশোদা তনয। সেইহ করিলেন বিহার নিশ্চয ॥ তাহা শোক হর্ষ বেগে নাপারি স্মরিতে। কি প্রকারে শক্ত হব সেসব কহিতে ॥ কোথা অতি দুষ্ট চেষ্টা খলযে কালিয। তার দণ্ড ক্রোধ ভরে তবে করণীয কোথায নমিত ফণা বর্গ রঙ্গ স্থলে। হর্ষভরে নৃত্যোত্সব তা দৃশ কৌশলে ॥ কোথায শ্রীপাদদ্বয করিযা প্রহার। সকল মস্তক ভঙ্গ নিগ্রহ বিস্তার ॥ কোথা অনুগ্রহ তার মস্তক উপরি। পদরজো দিলেন তাদৃশ নৃত্য করি ॥ যেই অনুগ্রহ শেষ সহস্র বদনে। বর্ণন করিতে নাপারেণ কদাচনে ॥ সেই কালিযেরে আর নাগপত্নী গণে। নমস্করি যে করিল সস্তুতি পূজনে কালিয হ্রদের তীরে আসি দাবানলে। অতিতাপদেয গোপ গোপিকা সকলে ॥ তাহাদিগে করাইযা নযন মুদিত। খাইলেন দাবানল দযায ত্বরিত ॥ পুন মুঞ্জ বনেতে যতেক পশু-গণে। দাবানল পান করি করিলা মোচনে ॥ ভাণ্ডীর তলায যেই করিলা ক্রীড়ন। হারিযা আপনি কৈলা শ্রীদামে বহন ॥ বলরাম হস্তে হৈল প্রলম্ব সংহার। করুক সেসব লীলা মঙ্গল বিস্তার ॥ বর্ষাকালে বৃক্ষ ক্রোড় করিযা আশ্রয। করিলেন সেই মনোহর লীলাচয ॥ তত্কালীন কন্দ মূল ফলাদি ভক্ষণ আর দধি মিশ্রিতান্ন সহ সখাগণ ॥ শরত্কালে বন শোভা-বাড়ে অতিশয। গোপীর কন্দর্পতাপ করযে উদয ॥ পরম অদ্ভুত এই লীলা সমুদয। নিরন্তর বিরাজিত হউক নিশ্চয

মোহিলেন গোপীগণ সব। কহিব এসব কবে সাক্ষাদনুভব॥ অহো কোথা গোপকন্যাগণের বসন। চৌর্য্য রূপোত্সব কৈলা শ্রীনন্দ নন্দন॥ কদম্ব বৃক্ষ মস্তকে করি আরোহণ। অনেক কৌশল করিলেন ততঃক্ষণ॥ অঞ্জলি বন্ধনে করাইয়া নমস্কার। নিজ স্কন্ধ হৈতে বস্ত্র দিলেন সবার॥ সেই যজ্ঞকারি বিপ্রগণের ওদন। করাইলা সখাগণ দ্বারায় যাচন॥ তারা নাহি দিলে তাহাদের পত্নীগণে। অন্নব্যঞ্জনাদি সহ কৈলা আকর্ষণে॥ সে কালেরে ভূষণে করিলা অবস্থিতি। তথাহি।

শ্যামং হিরন্য পরিধিং বন মাল্যবর্হ ধাতু প্রবাল নট বেশ মনব্রতাংসে। বিন্যস্ত হস্ত মিতরেণধুনান মব্জং কর্ণোত্পলালক কপোলমুখাব্জ হাস মিতি॥

বাক্যের প্রসাদ যে করিলা শুভ রীতি॥ সখাগণ সহ অন্ন যে কৈলা ভোজন। সেই সব লীলা স্তব করি অনুক্ষণ॥ নন্দাদির দ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজন। নিজ বাম হস্তে মহা পর্ব্বত ধারণ॥ সন্তোষ দিলেন তাহে যত গোপগণে। ইন্দ্র এত দেখি লজ্জা পাই বহু মনে॥ সুরভিরে আনি ইন্দ্র ভক্তির উদ্রেকে গোবিন্দত্বে করিলেন কৃষ্ণে অভিষেকে॥ ব্রহ্মহৃদ নিকটেতে ব্রজবাসিগণে। করাইলা বৈকুণ্ঠাখ্য স্থানের দর্শনে॥ দ্বাদশীর অল্পতা দেখিয়া নন্দরায়। একাদশী রাত্রে কৈল স্নান যমুনায়॥ তথা হৈতে বরুণের দূতেতে হরিলা। কৃষ্ণ তার লোক হৈতে নন্দেরে আনিল॥ যোগ্য নাহি হই এই সকল কথনে। কেমনে সে বিদগ্ধতা যে বেণুবাদনে॥ তাহাতে মোহিয়া গোপী সকলে আনিয়া। করিলা যে রাসলীলা সানন্দ হইয়া॥

সকল লীলার সেই শেষ সীমা হয়। ভগবত্তা মাধুরী কে কহিতে পারয়॥ সর্ব্বাবতারের লীলা হইতে নিশ্চয়। বিচারে এ ব্রজলীলা শ্রেষ্ঠ অতিশয়॥ যে লীলা সম্বন্ধি বর্ণ শ্রবণে প্রবেশ। স্বভাবেতে প্রেমভর উদয় অশেষে॥ অপেক্ষা না সহে তাহে অর্থের বিচার। অগ্নি যেন স্পর্শ মাত্রে গুণ করে তার॥ সর্ব্বাবতারেতে কৈলা যেই লীলা সব। তাহা হৈতে কৃষ্ণলীলা উত্তম প্রভব॥ ইত্যা যুক্তি দ্বারা যেই করয়ে স্থাপন। সেই ধন্য ভাগ্যবান হয় শ্লাঘ্য জন॥ ব্রজলীলা সকলের ঈষৎ শ্রবণে। যেমত পূতনা মোচনাদির কথনে। আদ্যশব্দ পূতনার শ্রবণে যাহার। প্রেমেপূর্ণ হয় সেইজনে নমস্কার। অহো কৃষ্ণপ্রিয় বংশ বেণু দারুময়। বস্তুরূপ গুণাদিযে বিলক্ষণ হয়॥ শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য সদা হস্ত পদ্মে রয়। অধরামৃত পানাদি করি বিহরয় সে বেণুর মহিমা সে স্পর্শিতে নিশ্চয়। আমার রসনা কভু শক্ত নাহি হয়॥ তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ প্রভাবে। যতেক কহিতে পারি করি অনুভাবে॥ তারমত কহি কিছু মহিমা বংশীর শ্রবণ করহ হৈয়া সাবধান স্থির। শ্রীমুখেতে বেদ বাক্যে অন্য বাক্যামৃতে। উপনিষদ্দ্বারা যাহা না হইল কৃতে॥ তাহা মোহন বংশিকা দারুর নির্ম্মিতা। তাঁর বিম্বাধর যোগে করিল সাধিতা॥ বিমান গামি যতেক দেবগণ ছিলা। বধূসহ বেণু শুনি প্রণয়ে মোহিলা॥ ব্রহ্মা মহাদেব মহেন্দ্র প্রভৃতি আর। তত্ত্ব বিস্মরিয়া হৈল মুগ্ধতা সবার॥ ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারাম যেই মুনিগণ। তাঁহাদের সমাধির হয়ত ভঞ্জন॥ পুলকাশ্রুপাতাদির জন্ম হয় তায়। ইহাও হইতে পারে নিজাধীন যায়॥ সদা

পরাধীন যেই চন্দ্র আদিগণ। কালচক্র ভ্রমণের অনুবর্ত্তি হন নিত্য শীঘ্র গমন তাঁদের নিরন্তর। তাহার নিরোধ হৈল বিস্মিত বিস্তর॥ গোপগণ দেহ দৈহিকাদি আত্মাহিত। পুত্র কলত্রাদি কৈলা কৃষ্ণ সমর্পিত॥ তথাচ।

হরিবংশে শ্রীনন্দপ্রতি গোপানাংবচনং।

অদ্য প্রভৃতি গোপানাংগবাং গোষ্টস্য চানঘ। আপ

ৎস্ শরণং কৃষ্ণঃ প্রভুশ্চায়ত লোচন ইতি॥

ইহাতে গোষ্ঠের প্রভু এই তবচনে। গোপীদেরো প্রভু কৃষ্ণ হইল সূচনে॥ লজ্জাক্রমে গোপগণস্পষ্ট না কহিলা। ইথে নিজব্যবহারে উদাসীন ছিলা॥ ইহপর লোকের যে সাধ্যের সাধন। তাহে নিরপেক্ষ হেতু সমাশ্রিত হন॥ অতএব স্বভার্য্যা রে কারেণ বন্দন। যে হেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হন॥ ভার্য্যা শব্দে গোপিকার কেবল ভরণে। পতি প্রয়োজন তার নহেত কিঞ্চনে॥ সেই গোপগণের বালক গণ যত। শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামত সদা সঙ্গেরত বৃন্দাবন শোভা দর্শনাদি কৌতুহলে। কদাচিত কৃষ্ণচন্দ্র দূরে গেলে ছলে॥ তাঁরে না দেখিয়া হৈয়া দুঃখি সখাগণ। পুন আল্যে শীঘ্র স্পর্শি করেণ ক্রীড়ন॥ শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পরম ভগবতী। শ্রীরুক্মিণী আদি হৈতেহন শ্রেষ্ঠা অতি॥ বেণুবাদ্যে পতি শিশু লোক ধর্ম্ম আর। লজ্জা পরিহার পাইলেন ভাব সার। যেইভাবে সদা কটু মধুর বিকারে। ব্যাকুলা হইয়া সদা মোহিত আকারে॥ বৃক্ষমত স্থাবরত্ব পাইলেন গাত্র। কিছু অনুসন্ধানে নহেন শক্তিবতী॥ যদ্যপিহ ব্রজবাসি গোপ

গোপিকার। ভগবানে প্রেম ভর নিত্য আছে যার॥ তাহা তে কি নাহি ঘটে মোহ নিরন্তর। তথাপি প্রভুর অসাধারণ সম্বর॥ পরম মধুর মহিমা বেণু বাদন। তাহাতে পরম মোহ যুক্তা গোপীগন॥ বেণুর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গেতে একারণ। বর্ণন করিলা এইন জা নির্ধারণ॥ নিশ্চয় আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ। পশুজাতি গোবত্স বৃষভ আদিগণ॥ বন মৃগ বৃক্ষেতে নিবাসি পক্ষি যত। জলচর পক্ষি দূরে থাকে ক্রীড়ারত॥ স্থাবর নদী মেঘাদি জ্ঞানশূন্য হয়। বেণু শুনি নিজ২ স্বভাব ত্যজয়॥ গবাদির কৃষ্ণ সঙ্গে সর্ব্বদা বসতি। তাহাদের হৈতেপারে জ্ঞান শূন্যা গতি॥ হইল তেমত বনবাসি মৃগগণ। অহো তারা গাবী সঙ্গে থাকে কদাচন॥ বৃক্ষবাসি পক্ষিগণ জ্ঞান শূন্য হয় তাহারাও কভু মূলে কৃষ্ণকাছে রয়॥ দূরে থাকে ক্রীড়ারত জল পক্ষিগণে। তাহাদেরো আছে শক্তি নিকটে গমনে॥ তরুলতা নদী আদি অচেতন সব। অহো ব্রজেবাস কেন্তু হয়ত সম্ভব॥ গগণ নিবাসি ধূলি ধূমেতে উদ্ভব। জ্ঞান শূন্য স্বভাব ত্যজিল মেঘ সব॥ বেণু বাদ্যে মোহে গতি শক্তি নারহিল। তাহে চর প্রাণি সব স্থিরত্ব পাইল॥ পত্রের উদ্গম আর কম্পাদি প্রভাবে। স্থির বৃক্ষগণ হৈল চরত্ব স্বভাব॥ যতজ্ঞান ক্রিয়া শক্তি করিল গমন। তাহে সচেতন সব হৈল অচেতন বারম্বার কম্প আদি পত্রের চলনে। অচেতন শিলা আদি হৈল সচেতনে॥ মহাপ্রেমরসে সব হৈয়া নিমজ্জিত। স্বেদ কম্পাদি বিকারে হৈল আক্রমিত॥ বাসলীলা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠা হয়। অনির্ব্বাচ্য পরমঐশ্বর্য্য অতিশয়॥ সর্ব্বস্ব সারের

সেই পরিপাক ময়। উত্‌কৃষ্ণতা মাধুর্য্যের সীমা প্রকা- শয়॥ অতএবকরি মনোরথশত আশ। লক্ষ্মীরো হইল সদা দুর্লভ যে রাস॥ অহো শ্রীকৃষ্ণের হয় বিদগ্ধতা অতি। জগতে নাকর্ষে কোন অভিজ্ঞের মতি॥ সেই প্রকারেতে যত স্বল- নারীগণে। বংশীবাদ্যে বনমধ্যে কৈলা আকর্ষণ॥ সেইক্ষণে বাক্যের চাতুর্য্য যে করিলা। যাহে অতিধৈর্য্যবতী গোপি কা কান্দিলা॥ আকার গোপনে যেই পাণ্ডিত্য করির। অ- র্থাত মনের ভাব নাকারে বাহির॥ তাহার প্রশংসা আমি ত নেত করিত! গোপীর বিনয় সমূহে যদি থাকিত॥ সেইক্ষণে ব্যক্ত করি মন অভিপ্রায়। মোহিত করিয়া কৃষ্ণ সব গোপি- কায়॥ কাম ক্রীড়া সুরতেতে বিদগ্ধতা যেই। রমিলা গোপীর সহ প্রকাশিয়া সেই॥ বিচ্ছেদ লীলায় দক্ষ শ্রীল ভগবান। তাঁর অন্তর্দ্ধান সদা কে নাকরে গান॥ যেই অন্তর্দ্ধানেতে যতেক গোপীগণে। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি সদা যাঁহাদের মনে তাঁহারাও অশ্বথাদি বৃক্ষে জিজ্ঞাসিলা। উন্মত্ততা আদি রূপ অবস্থা পাইলা॥ যাঁর লীলা চেষ্টা অতি দুর্ব্বোধ সে হয়। কেন ভগবান হৈতে আমি করি ভয়॥ কোথা ত্যজি গোপী- গণে নিভৃত লীলায়। সৌভাগ্যের সারাত্‌সার দিলা রাধি- কায়॥ কোথা সদ্য অন্তর্দ্ধানে অনাথা রাধায়। ডুবাইলা রোদন সাগরে একা তাঁয়॥ পরে হৈয়া একত্র আর্ত্তিতে গোপীগণ। গীতপ্রায় সুস্বরেতেকরিলা রোদন॥ তাহে কৃষ্ণ চন্দ্র প্রাদুর্ভাব হইলেন। সমূহ আনন্দ গোপী সবারে দিলেন গোপীকার প্রশ্নে স্বঋণীত্ব স্থাপনায়। যে দিলা উত্তর তিঁহ

ব্রহ্মণ তোমায়॥ সেই মণ্ডলী বন্ধনে প্রভুর চাতুরী। সেই নৃত্য গীতাদি বিদ্যায় দক্ষ্য ভূরি॥ সেই পূর্ব্ব শোভা হৈতে অধিক শোভন। সব বিশ্ব মোহিনী হরয়ে মম মন॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম মধুপানে মত্ত য়েই। সেরস ভোক্তির সুমহত্ত্ব জানে সেই॥ ব্রহ্মা আর এইত উদ্ধব দুহেঁ তত্ত্ব। গোকুল জাতসবার জানেন মহত্ত্ব॥ য়েহেতু ইহাঁরা গোপীগণের চরণ। ধূলি অভিষেক সদা করেণ প্রার্থন॥ তথা।

বৃহ্মণা প্রার্থিতং। তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যট ব্যাং য়দ্গোকুলেপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোভিষেক মিত্যাদি॥ উদ্ধবেনচ। আসামহো চরণরেণুজুষা মহংস্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনা মিত্যাদি॥

য়াহাদের সে বস্তুতে লোভ প্রকাশয়। সে বস্তু য়ুক্তের ভাগ্য বল সে জানয়॥ কৃষ্ণের অধর পানে লুব্ধ গোপীগণ। বংশীর সৌভাগ্য ভর গান সর্ব্বক্ষণ॥ মাথুর ব্রজের লোকে সদা প্রেম ভরে। কৃষ্ণের আসক্তি মহা অদ্ভুত বিহরে॥ য়ে লাগি ব্রহ্মারে দেখিতে অনিচ্ছা তাঁর। য়দ্যপি আসিযা কৈলা স্তব নমস্কার॥ কৃষ্ণ পাদ পদ্ম মাত্র আমাদের গতি। কদাচিতনহে অন্য আশ্রয়েতে মতি॥ আমাদিগে সম্ভাষিতে শ্রীকৃষ্ণ কথন। উত্সাহী নাহন কি করিবেন মানন॥ বৃন্দাবন বাসি গোপ গোপী সবয়ত। বিচিত্র ঔষধি মন্ত্র জানেন সন্মত॥ তাহাতে নিশ্চয় গোষ্ঠ নাগর মোহিত। ইথে বিদগ্ধতা ভাব হইল সুচিত॥ ব্রজবাসি সকলেরসর্ব্বদা আসক্তি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপরা য়েই অনুরক্তি॥ তাহা কহিবারে শক্ত নাহয বচন। য়াঁহার শ্রীভগবানে প্রেমের কারণ॥ নন্দগোপের কুমার সতত

ানেন। পরমেশ্বরত্ব রূপে কভু নামানেন॥ প্রেমে বহু সেবা রি তবু নিরন্তরে। করেণ কাল যাপন মহা আর্ত্তি ভরে॥ বহুতর জ্ঞান যুক্ত হইত আমারা। আমাদেরো পূজন যহু যেন তাঁহারা॥ বৈকুণ্ঠে আনন্দ বহু যত যদুগণ। তাঁহাদেরো পূজনীয় কালাতীত হন॥ কৃষ্ণ নাপারিলা ব্রজ জ্ঞানে মোহি বারে। বিশেষে মোহিলা ব্রজবাসিসব তাঁরে॥ এইকথা সত্য২ দেখিলুঁ নিশ্চয়॥ বিস্মরিত হৈলে কৃষ্ণ দেবকার্য্যচয়॥ অংমি রাষ্যা স্তুতি পরিপাটী আদি দ্বারে। স্মরণ দিলাম কংস বধাদিক তাঁরে॥ যদি কহ তবে কৃষ্ণ কেন মথুরায়। গমন করিলা শুন বৃত্তান্ত তাহায়॥ পরম চতুর শ্রেষ্ঠ হয়েন অক্রূর। শ্রীনন্দ নন্দনে ব্রজে হৈতে মধুপুর॥ লৈয়াগেলা কষ্ট শ্রেষ্ঠ বহু বল করি। যদু সকলের হিত কামনা আচরি॥ কৃষ্ণ সেই ব্রজবাসি জনে কদাচন। ত্যাগ করিবারে শক্তিবান নাহি হন॥ যদুকুল সকলের হিতের কারণ। বারবার মধুপুরে করে আগমন॥ পুনর্ব্বার বারম্বার করেণ গমন। ব্রজপুরে যেহেতু তাঁহারা প্রিয় হন॥ যদি কহ মধ্যেতে বিচ্ছেদ তবে হয়। তাহার সিদ্ধান্ত শুন কহিযে নিশ্চয়॥ সেইব্রজে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন নিরন্তর করেণ অনেক মত ক্রীড় বহুতর॥ প্রকটা প্রকট দুই রূপেতে নিশ্চয়। নিত্য লীলা করে কৃষ্ণ নাহিক সংশয়॥ যদিকহ ব্রজবাসিদের কি কারণ। বিরহেতে দুঃখাদিক করিয়ে শ্রবণ ইহা সত্য কিন্তু সেই ক্রীড়ার কৌতুক। তাহা বিস্তারিয়া কহি শুন সহেতুক॥ বিরহেতে জন্মে যেই ভাবের তরঙ্গ। তাহে শ্রেষ্ঠ ব্রজের বিবিধ চেষ্টা রঙ্গ॥ নিজ মনোরম তাহা করিতে

ঈক্ষণ। পরম কৌতুক যুক্ত শ্রীনন্দ নন্দন॥ ব্রজনিবাসির দৃষ্টি হইতে কখন। ছল প্রকাশি কেবল করে পলায়ন॥ যেমত বি বিধ লীলা দ্বারে কদাচন। নিজস্থ স্থহরে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হন যদি কহ তথাপিহ বিরহের লেশ। সহিতে নাপারে ব্রজজন এই ক্লেশ॥ তাহাদিগে হেন ব্যবহার যোগ্য নয়। তাহাতে ক হিযে শুন সিদ্ধান্ত যেহয॥ সুদুর্লভ বস্তু যে পরম প্রেম হয। অতি গোপনীয দ্রব্য সেইত নিশ্চয॥ তাহা অতি প্রিয়তম ব্রজবাসি জনে। শ্রীনন্দ নন্দন যে করেণ সমর্পণে॥ দাতাশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার। কিন্তু তাহা বিরহেতে হযত প্রচার॥ বিরহে পরম প্রেম বিশেষ সে জানি। সেই লাগি অন্তর্দ্ধান আমি এই মানি॥ মথুরা ব্রজ ভূমিতে যেন বিহরেণ॥ তেমত গোলোকে লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেণ॥ উর্দ্ধ ভাগে গোলোক অধো তে বৃন্দাবন। এইমাত্র উভযের ভেদের কথন। কিন্তু সেই ব্রজে নন্দ প্রভৃতি সংহতি। যদ্যপি সর্ব্বদা কৃষ্ণচন্দ্র বিহরত॥ তথাপিহ কোন দ্বাপর যুগের শেষে। সকলেতে দর্শন করযে সবিশেষে॥ অন্যকালে পরম একান্ত ভক্ত যেই। কদাচিত দর্শন করযে সুখে সেই॥ গোলোকে সর্ব্বদা তত্রগত সর্ব্বজন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা করেণ দর্শন॥ গরুড় প্রভৃতি নিত্য পার্ষদ যেমন। বৈকুণ্ঠলোকে প্রভুর নিকটেতে রন॥ তেমত গোলোকে সে নন্দাদি সমুদয। নিত্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সুনিশ্চয॥ মথুরা গোকুলে আর উর্দ্ধে গোলোকেতে। দুইতে অভেদ রূপ ধামের ঐক্যেতে॥ নন্দাদি যতেক ভৌম গোকুল নিবাসি। নিজ প্রাণনাথ কৃষ্ণ সহিত বিলাসি। উক্ত দুই ধামে

ভগবানের সংহতি। যদৃচ্ছা ক্রমেতে নানামতে বিহরতি ॥ সাধক সকল করি যেমত উপায়। গোলোক পাইতে যোগ্য হয়সর্ব্বদায় ॥ তাদৃশ উপ যে ভৌম গোকুলমণ্ডলে। শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে শক্ত হয়তসকলে ॥ ইহাতে বিশেষআছে যদিকোন জন। কভু বুজ কোনমতে করযে দর্শন ॥ তবু সব পরিবার সহ ক্রীড়ারত। দেখিতে নাপায এই শুন সাধুমত ॥ সেইমত ক্রীড়াকারী কৃষ্ণ কদাচিত। যদ্যপি দর্শন করে কেহ ভাগ্যো দিত ॥ কিন্তু তাঁর নিত্য পরিবারের ভিতরে। প্রেবেশি যাহা তে যথা ইচ্ছায বিহরে ॥ কেন প্রসাদ বিশেষ লাভ নাহি হয কহিলাম মন মত তোমারে নিশ্চয ॥ ওহে ভাতভাদৃশ শ্রীগো পাল দেবের। পাদ সরোজের লীলা মাধুরী ভাবের ॥ অনির্ব্ব-চনীয সব ভূমি কি প্রকারে। কহিতেছ উত্সুক বিশিষ্ট দেখি-বারে ॥ যদি কহ আপনারা হযেন মহত। তোমাদের অনগ্রে কে কিনাসিদ্ধি গত ॥ তাহে শুনওরে ভাই ইহা সত্য জান। শ্রীগোলোক প্রাপ্তে অতি দুর্ঘট ব্যাখ্যান ॥ প্রাপ্তির উপায তার দুর্ঘটাতিশয। এইত আমার হয পরম নিশ্চয ॥ পশু পক্ষি কীট আদি যত প্রাণিগণ। প্রায নাহি সবে হিতাহিত বিবেচন ॥ সেইপ্রাণিগণ মধ্যে মনুষ্য সকল। হিতাহিত বিবে চনা বিশিষ্ট কেবল ॥ সে সব মনুষ্য মধ্যে কতক জনার। আছযে যথোক্ত মত আচার বিচার ॥ হযত তাহারা অর্থকাম পরাযণ। ধন ভোগে রত ধর্ম্মপর নাহি হন ॥ কোন২ যদিধর্ম্ম পরাযণ হয। তাহা যশঃপ্রাপ্তি হেতু স্বর্গ হেতুনয ॥ অতি অল্প লোক স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ। নিশ্চিত করয়ে বিদুধর্ম্ম

আচরণ।। তাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মে কতজনরত। নিষ্কামিগণের মধ্যে অরাগি কেহত।। অন্তরে বৈরাগ্যযুক্ত মুক্তি ইচ্ছু তারা। ইহাতেবিশেষ কিছু বুঝহবিস্তারা।। নিষ্কাম কর্ম্মেতে রত হৈলে অরাগিত্ব। সিদ্ধ হয় তবু কাম সাক্ষাৎ ত্যাগিত্ব।। অতি মহাফল হয় এইসে কারণ। রাগ শূন্য মন জন পৃথক কথন।। তার মধ্যে হংস নামা হয় কতজন।। যোগাভ্যাসে নিষ্ঠা যাহাদের সর্ব্বক্ষণ।। তাহাদের মধ্যেতে পরম হংস কেহ। পাইয়াছে আত্মতত্ত্ব যারা নিঃসন্দেহ।। তাহারা নিশ্চয় কেহ২ মুক্ত হন। তাহাদের মধ্যে জীবন্মুক্ত কোনজন।। তাহাতে কেহবা হয় সিদ্ধইহা জান। সিদ্ধমুক্তগণ মধ্যে বিশেষত মান।। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে কেহযেন তৎপর। তাঁর ভক্তি বিনা অন্য নাবাঞ্ছে অন্তর।। যেহেতুক মহাশয়গভীরাভিপ্রায় মোক্ষে তুচ্ছ করেণ সে সূক্ষ্ম বুদ্ধি তায়।। ভক্তিরত যতজন তাহার ভিতরে। শ্রীমন্মদন গোপাল পাদপদ্ম বরে।। রত মন সব সুদুর্লভ অতিশয়। তাঁর পূর্ণ কৃপা বিনা নাহয় নিশ্চয়।। অর্থ কাম ধর্ম্ম মোক্ষ ভক্তি আদিকরি। তাদের সাধন ক্রমে অল্পত্ব বিবরি।। অর্থ কাম কায বাক্য মানসের আর। বহুবিধ ব্যাপারে জাত হযত বিস্তার।। তাহার সাধন হৈতে ধর্ম্মের সাধন। অল্প হয শাস্ত্র বিধি নিযম কারণ।। তাহা হৈতে অল্প সদাচারের সাধন। মোক্ষের সাধন তাহাহৈতে অল্প হন।। তাহাহৈতে শ্রবণাদি ভক্তির সাধন। স্বল্প হয অতি গোপনীযের কারণ।। সাধন জ্ঞাপক শাস্ত্রসব আছেযত। তাহাদের বচনেরো রীতি সেই মত।। অর্থ কাম শাস্ত্র হৈতে ধর্ম্ম

শাস্ত্র অল্প। তাহা হৈতে গূঢ়হেতু মোক্ষ শাস্ত্র স্বল্প॥ তাহা হৈতে ভক্তি শাস্ত্র স্বল্পতর হয়। অতিশয় গোপনীয় হেতু সুনিশ্চয়॥ তাথে কৃষ্ণ পাদপদ্ম প্রেম পরায়ণ। শাস্ত্র অতি অল্প সুদুর্লভের কারণ॥ সেই সব শাস্ত্র মধ্যে ধর্ম্ম আদি পর। বচনের অল্পকতা জানিবে বিস্তর॥ এই প্রকারেতে যুক্ত হয়ত সাধন। তদ্বোধক গ্রন্থ আর তাহার বচন॥ ক্রমে স্বল্প হেতু ভক্তি অতি দুঃসাধন। তাহাতে শ্রীমদনগোপাল শ্রীচরণ বিষয়ক প্রেমপর যেই ভক্তি হয়। অতি পরম দুর্লভ জানিবে নিশ্চয়॥ কেবল তাঁহাতে লভ্য শ্রীগোলোক যেই। এই মতে দেখাইলা সুদুর্ঘট সেই॥ শ্রীনন্দনন্দন পাদপদ্মের বিষয়। প্রেমভক্তি যুক্ত ব্যক্তি যতেক আছয়॥ তার মধ্যে শ্রীমতী শ্রীগোপিকা সমান। ভাববন্ত পরম দুর্লভতর জান॥ এতা-কাযে কহেন নারদ মুনিবর মদনগোপাল পদ ভক্তের ভিতর। কাহাদের যেকোনো বিশেষ আছে ভারি। তাহার কথনে আমি নহি অধিকারী॥ এত কহি নারদ উদ্ধবে আলিঙ্গিয়া। কহেন সদৈন্য অতি বিনয় করিয়া॥ বিশেষ যে আছে তুমি তাহার কি শ্রুত; বলহ আপনি হে উদ্ধব প্রকাশিত॥ নারদের অভিপ্রায় জানিয়া উদ্ধব। প্রেমে পরিপূর্ণ হইলেন গাত্রে সব॥ বারম্বার ভূমে স্পর্শ করি নিজশির। করিতে লাগিলা গান উদ্ধব সুধীর॥ যথা॥

বন্দে নন্দ ব্রজ স্ত্রীণাং পাদরেণু মভীক্ষ্ণশঃ॥ ক্ষণে মহার্ত্তিতে বাগ্র ধরি দন্তে তৃণ। নারদের পদধরি হরিদাস কন॥ যথাপি।

আসামহো চরণ রেণু জুষা মহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম

লতৌষধীনাং। য়াদুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥

প্রেম পরিপাকে হয় বিকারচয়। কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু আদি সমুদয়॥ তাহে ব্যাপ্ত পুনঃপুনঃ করিয়া ক্রন্দন॥ গান গান উদ্ধব পুনশ্চ প্রেমে মন॥ তথাচ।

নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধ রুচাং কুতোন্যাঃ। রাসোৎসবেস্য ভুজদণ্ডগৃহীত কণ্ঠলব্ধা শিষাং য উদগাদ্ব্রজ সুন্দরীণাং॥

এইমতে ভাগবত বর্ত্তি শ্লোকগণ। গোপিকার মহিমা করিতে নির্দ্ধারণ॥ শ্রীউদ্ধবমহাশয় করিলেন গান। বিবেচনা করি বুঝ এসব আখ্যান॥ এইমতে নিজেষ্ট দেবের দুর্ল্লভতা। জানিয়া দুঃখিত অতি হইলা সুন্মতা॥ আমারে এরূপ দেখি নারদ তখন। বিস্মিত উদ্ধবগানে কহেন বচন॥ এইত উদ্ধব হরিদাস হরি শ্রেষ্ঠ। অখিল বৈষ্ণব গণ মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ॥ যে গোপী গণের পাদ পদ্ম ধূলিগণ। বন্দে নন্দ শ্লোকে বহু করেণ বন্দন॥ যেই গোপিকার পাদ পদ্ম যুগলের। রেণু স্পর্শ সৌভাগ্য ভজেন বিমলের॥ হেন তৃণ জন্ম বৃন্দাবনের ভিতরে। আসামহো শ্লোকেতে চাহেন নিরন্তরে॥ রুক্মিণী হরির প্রিয়া প্রসিদ্ধা আছয়ে। ত্যক্ত স্বলকন্যা ধর্ম্ম হরির আশয়ে॥ কৃষ্ণ কহিলেন বাণী কৌশল সন্মতী। তথাহি।

অথাত্মনোনুরূপং বৈভজস্বক্ষত্রিয়র্ষভমিতি। শুনি মৃততুল্য যেই হৈয়া ছিলা সতী॥ সেইত রুক্মিণী যেই গোপিকা সবার। সৌভাগ্যের গন্ধ নাহি পান মনদ্বার॥ স্বর্গদেবী ন্যায়

নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা। সত্যভামা কালিন্দীপ্রভৃতি সপ্তসমা॥ তাঁহারাও সে সৌভাগ্য গন্ধ নাহি পান। কোথায় পাবেন ইহা বিচারিয়া জান॥ রোহিণী প্রভৃতি অন্য মহিষী অনেক কোথায় অর্থাৎ দূরে আছেন প্রত্যেক॥ সেসৌভাগ্য সকলের লেশের ভাজন। কোন কৃষ্ণ প্রিয়া নহে জান বিলক্ষণ॥ সেই সব গোপিকার মাহাত্ম্য বর্ণনে। আমি অতি বরাক হই যে কোনজনে॥ তথাপি যে বর্ণিলাম তার হেতু এই। মম জিহ্বা চঞ্চলা নারোধে ধৈর্য্য সেই॥ অতএব কহি শুন পরম অদ্ভুত। শ্রীব্রজনাথের মিত্র ওহে গোপ সুত॥ কৃষ্ণ প্রেমভক্ত শ্রেষ্ঠ এইত উদ্ধব। তাঁর সারকৃপা বিশেষের ভাগ্যসব॥ যত পরম শ্রীভগবতী গোপিকার। প্রেমভর দেখিলেন সাক্ষাতে প্রচার॥ তাঁহাদেরঅতিশয়কৃপার ভাজন। গোপনীয় নিজ ভাব প্রকাশ কারণ॥ আবাল্য যে সেবিলেন ইষ্ট কৃষ্ণে রঙ্গে তাঁর সঙ্গ ভুলিলেন গোপিকার সঙ্গে॥ সেইত উদ্ধব সেই গোপিকা বিষয়। পরম উৎকর্ষ সদা করেণ নিশ্চয়॥ করিয়া ঈদৃশ বন্দনাদি ব্যবহার। যেকহেন সে অত্যন্ত সম্ভব তাঁহার যেহেতঅক্রূরহনশ্বফল্কনন্দনে। ক্রূরকর্ম্ম হেতুঅপরাধী ব্রজজনে॥ ভক্তিরসেস্পর্শনহে যেনারসজ্ঞান। তাহাতেপরমশুষ্ক চিত্ত সবিধান। বার্দ্ধক্যেতে বাহ্য রসিকতায বিহীন। দয়ার্দ্র হৃদয হৈতে হন অনুদিন॥ কংস দূত হৈয়া ব্রজে করিয়া গমন। কৃষ্ণপাদাম্বুজ দ্বয করিয়া ভাবন। তাহাতে চঞ্চলকৈলা ধার্ষ্ট্য আপনার। হৃদযেতে ভাবনা না করি বারবার॥ সহিত গোপীর মহোৎকর্ষ বর্ণনের। বর্ণিলেন প্রকর্ষতা কৃষ্ণ চর

েরে ॥ ব্রহ্মা শিব আদি দেব লক্ষ্মী দেবী আর। মুনি সাত্বতের গণ পূজে পদ যাঁর ॥ অনুচর সহবনে সে গাবী চরায়। গোপী কুচ কুঙ্কুমেতে ব্যাপ্ত আছে যায় ॥ পতিত হইব পাদপদ্ম মূলে যবে। শিরে হস্ত পদ্ম ধরিবেন প্রভু তবে ॥ যেই হস্তে অভয় দেন শরণাগতেরে। কাল ভুজঙ্গের বেগে উদ্বিগ্ন জনেরে ॥ পূজা দ্রব্যাদিক সমর্পিয়া যেই করে। ইন্দ্রত্ব পাইল ইন্দ্র জগত ভিতরে ॥ কিম্বা কৌশিক শব্দেতে বিশ্বামিত্র হয়। তিঁহ করিলেন রামচন্দ্র পূজাচয় ॥ তাহাতে তাঁহার পাদ পদ্ম ভজনের। পাইলা আনন্দ অতি সাত্বত গণের ॥ সেইরূপে বলি তাঁর করিল পূজন। যাতে দ্বারে দ্বারী হইলেন শ্রীবামন কিম্বা বলি ত্রিজগতে পাইবে ইন্দ্রত্ব। প্রসিদ্ধ এমত কথা পূজার মহত্ব ॥ সৌগন্ধিক গন্ধ ন্যায় গন্ধ চরণের। স্পর্শে দূর করে শ্রম ব্রজ স্ত্রী গণের। ইত্যাদি অক্রুর বহু করিলা প্রার্থন। দশম স্কন্ধেতে তার দেখ বিবরণ ॥ ভীষ্ম কুরু পাণ্ডব গণের পিতামহ। সুনৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠ অহরহ ॥ ক্ষত্রিয়ের জাতি হেতু যুদ্ধ নাহি ছিলা। গুরু শ্রীপরশুরাম সহিত যুঝিলা ॥ অর্জ্জুন সারথি ভগবানের অঙ্গেতে। মারিলা তিক্ষ্ণ বাণ সব যে রঙ্গেতে ॥ তিঁহ ব্রজাঙ্গনার উৎকর্ষ নিরূপণে। অন্তকালে ভগবানে করিলা স্তবনে ॥ ললিত গতি বিলাস চারু হাসে আর। প্রণয় ঈক্ষণে শ্রেষ্ঠ সব গোপিকার ॥ কৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত প্রেম আবির্ভাবে। উন্মাদেতে অন্ধ ন্যায় নিরন্তর ভাবে ॥ ইহ পরলোকের যে সাধ্যাদি সাধন। সকল বিষয়ে দৃষ্টি শূন্য গোপীগণ ॥ গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা কৃষ্ণ কৃত।

করিলেন গোপীসর হার অনুকৃত ॥ কৃষ্ণের স্বভাব যেই জগত পূজ্যত্ব। আকারে সচ্চিদানন্দ জগন্নিস্তারত্ব ॥ বাত্সল্যাদি সব গোপবধূর শরীরে। আগমন করিলেক নিশ্চয় সুস্থিরে॥ পুন যবে যুধিষ্ঠির নগর হইতে॥ কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায উদ্যত যাইতে॥ সেইকালে তাঁহারেত করিয়া দর্শন। পরস্পর কহিলেক পুর নারীগণ॥ এইত ঈশ্বরে কৃষ্ণ মহিষীরগণ। ব্রত স্নানাদির দ্বারা বহুত অর্চ্চন॥ নিশ্চয় করিলা যাকেশুন সখি সার। কৃষ্ণের অধরামৃত পীযে বারম্বার॥ যাহার আশয়ে যত ব্রজাঙ্গনাগণ। অত্যন্ত পাইলা মোহচিত্তে অনুক্ষণ। ইথে দেখ রুক্মিণ্যাদি হৈতে গোপীকার। মহিমা বিশেষ হৈল সূচিত প্রচার॥ যেহেতু তাঁহারা পান করিবারে পারে। স্মরণ মাত্রত গোপী মোহে প্রেম দ্বারে॥ যদ্যপি শ্রীনন্দ যশোদাদির সমান। ভাবেতে গোলোক ধাম সাধকেতেপান॥ তথাপিহপ্রায় গোপীসদৃশভাবনে। গোলোকেসর্ব্বথামনোরথের পূরণে॥ ফল বিশেষের তথা সম্পাদন হয়॥ কহিলুঁ নিগূঢ় সব তোমায নিশ্চয়॥ কহে গোপকুমার এপ্রকার কথন। কহিয়া নারদ মোরে কৈলা আলিঙ্গন॥ প্রেমরূপ সাগরেতে নারদসুলগ্ন। কম্পপুলকাশ্রুরতরঙ্গেহৈলামগ্ন॥ বর্ণনেচঞ্চল জিহ্বা দন্তেতে কাটিযা। পাইলা বিবিধ দশা বিচিত্র নাচিযা ক্ষণকালে শ্রীনারদ সুস্থতা পাইযা। দৈন্য যুক্ত মন তবে আমারে দেখিযা॥ মধুর বাক্যের দ্বারা করিযা শান্তন। পূর্ব্বার আমারে নারদ মুনি কন॥ এসকল বৃত্তান্ত যে কহিলুঁ তোমারে। সর্ব্বত্রকরিবে সদা গোপনতাহারে॥ পরমঐশ্বর্য্য

তর প্রকট যেস্থানে। বিশেষে করিবে তথা গোপন বিধানে
তখন বৈষ্ণবে বহু সিদ্ধান্ত কহিলুঁ। কিন্তু গূঢ় এইকথা নাহি
প্রকাশিলুঁ। তবপ্রেম মাধুর্য্যেতে হৈয়া চঞ্চলিত। এথায়
উদ্ধব গৃহে কহিলুঁ কিঞ্চিত।। উদ্ধবের আপনার আরসে তো
মার। শপথ করিয়া কহি শুনহ প্রচার।। সেই শ্রীগোলোক
ধাম দুঃসাধ্য এথায়। সাধনো তাহার দুঃসাধ্যতা সর্ব্বদায়
মর্ত্যলোক বর্ত্তিয়ে মথুরা বৃন্দাবন। তাহাতে তাহার সিদ্ধি
হয় সর্ব্বক্ষণ।। এই গূঢ় অভিপ্রায়ে ইহাতে আছয়। পশ্চাত
হইবে স্পষ্টএকথা নিশ্চয়।। কিন্তু এক হিত উপদেশেরকথন
আমা হৈতে এইক্ষণে করহ শ্রবণ।। পুরুষোত্তম নামে ক্ষেত্র
পূর্ব্বে ভূমে যেই। দেখিলে নিকটে এথা বিরাজিত সেই।।
তাহাতে সুভদ্রা বলরামের সহিত। শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলা
আচরিত।। কালিন্দীরতীর গোবর্দ্ধন বৃন্দ বনে। হয়ং যেই
লীলা সব কৈলা আচরণে।। সর্ব্বাবতারের এক হয়েন নিধান
সেমত চরিত্র সব করেণ বিধান।। যদি কহ মদন গোপাল
মম মন। হরিলেন অন্যরূপ নাহয় রোচন।। তাহে শুন সেই
দেব যারে রোচে যেই। নিশ্চয় ভক্তকে দেখায়েন রূপ সেই
সেই ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের সদাপ্রিয় হয়। যেমত শ্রীমথুরা তেমত
সুনিশ্চয়।। তাঁহার পরমৈশ্বর্য্য ভবের প্রকাশ। লোক অনু-
সারি ব্যবহার রম্য বাস।। যাইয়া তথায়জগন্নাথের দর্শন
যদ্যপি নাহিক হয়তৃপ্তি তব মনে।। থাকিহ তথাপি সেথা
নিজেষ্ট প্রাপ্তির। উপায়হইবে ব্রজ তুল্যস্থান স্থির।। তাহার
সাধন প্রেম প্রেমের আশ্রয়। গোপীপ্রাণ নাথপাদ সরোরুহ

দ্বয ।। বৃজ শ্রীমথুরা গোলোকের প্রেম সেই। অন্য সজাতীয নিজনাহি রাখে যেই।' সেইত প্রেমের আদি কারণ নিশ্চয পরমশ্রীকৃষ্ণের করুণার অতিশয।। কাহারো সাধনবিনা হযত উদয। কাহারো সাধন ক্রমেএপ্রকারদ্বয।। তাহার উদযেতে শ্রীকৃষ্ণ কৃপান্তর। হয আদি কারণ জানিবে নিরন্তর।। যেন কোন দাতা ব্যক্তি হৈতে কোন জন। পাককৃত অন্ন পায ক রিতে ভোজন।। কেহবা তণ্ডুল পাত্র কাষ্ঠ আদি সব। পাক করিবার দ্রব্য পাযত বিভব।। যাহারে যেমত দিতে উপযুক্ত হয। তারে সেই মত দাতা দেয সুনিশ্চয।। সাধক জনার সাধ নের ক্রম যাহা। শাস্ত্র অনুসারে আমি কহি ইবে তাহা।। বৃজ গোপ গোপিকার দাস্যের ইচ্ছায। লোকানুসারেতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু বোধতায।। ঈশ্বর বুদ্ধিতে ভযাদিতে বিঘ্ন হয। তাহা- রে ত্যজিযা প্রেম অর্জিবে নিশ্চয।। পরমেশ্বরত্ব দৃষ্টে ভযা দি গৌরব। উত্পন্ন হইযা প্রেম হানি হয সব।। বৃজলীলা ধ্যান গান প্রধান যাহাতে। হেন ভক্ত্যে সেই প্রেম হয সম্প্র মাতে।। প্রিযতম শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রকাশিত মান সেই প্রেম সর্ব্বক্ষণে।। প্রেমের সাধন অন্তরঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন। এহেতুক গান হৈতে দ্বিরুক্তি কথন।। সেইপ্রেমে অতিপ্রীতি যুক্ত জন সঙ্গে। অত্যন্ত প্রকাশ পায আপনি সে রঙ্গে।। তথাপি সে বস্তু অতি প্রযত্ন করিযা। গোপন করিবে তাহা সতক হই যা।। ভিব্যক্ত হৈলে প্রেম নাহয গোপন। বক্তের পার্শ্বেতে করিবেক সম্বরণ।। শ্রীকৃষ্ণের প্রিযক্রীড়া বনেতে বিরলে। বাস করি সাধনানুষ্ঠানের সকলে।। তাহাদ্বারা সেই প্রেম করিবে

বিস্তারে। হইবে সম্পন্ন শীঘ্র এইত প্রকারে।। কর্ম্ম তাপনহ ধর্ম্মের আচার। জ্ঞান আত্মা অনাত্মার হয়ত বিচার।। যোগ অষ্টাঙ্গ বৈরাগ্য জপাদিক যেই। তাহার সাধন হৈতে দূরে স্থিত সেই।। অতএব সে সকলে করি অনাদর। শ্রবণাদি ভক্তি নিষ্ঠ হবে নিরন্তর।। ইহপর লোক দেহ দৈহিকাদি সবে। সাধ্য সাধনাদি কার্য্য নিরপেক্ষ হবে।। সেকালে ঔদাসীন্য করিবে ভূষিত। দৈন্য মূল সেই প্রেমে হয়ত নিশ্চিত।। দৈন্যং যথা।

যেন সাধারণা শক্তাধম বুদ্ধিঃ সদাত্মান। সর্ব্বোৎকর্ষান্বিতোপিস্যাদ্বুধৈস্তদ্দৈন্য মিষ্যতে।। সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাতে। অত্যন্ত অশক্তাধম বুদ্ধি হয় যাতে।। শাস্ত্রের লিখিত বিধি নিষেধ পালনে। অহঙ্কারাভাবে তত্ত্ব আলোচনে।। রোদনাদি কারণ পরম বিদগ্ধতা। পণ্ডিতেরা দৈন্য তারে কহেন স্ফুটতা।। যেইকায় ব্যাপারে বা মনের ব্যাপারে। দৈন্যস্থির হয় অতি যত্ন করি তারে।। ভজিবে বিদ্বান্ পুম বিরুদ্ধ সকল। তাহার যে হয় সব বর্জিবে বিরল।। পুরুষের প্রযত্নেতে সাধ্য দৈন্য এই। এবে শুন কৃষ্ণ প্রসাদজ দৈন্য যেই।। প্রেম পরিপাকে দৈন্য উত্তম জন্ময়। কৃষ্ণের বিয়োগে গোপিকার যেন হয়।। মথুরা গমন আদি বিরহ কারণ। শ্রীরাধিকাদির যেন দৈন্য উৎপাদন।। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বিশেষেতে প্রায়। তাঁর মাধুর্য্যাদি অনুভবের দ্বারায় প্রেম বিশেষের উদয়ে বিরহ হয়। তাহার লাগিয়া দৈন্য বিশেষ জন্ময়।। স্বতঃ প্রেমপরিপাক জন্মে নরে। তত্ত্বহ দৈন্যের

উদয় তাহে করে ॥ যদি কহ দৈন্য। প্রেম ফল যে কহিলে। অয়ু- ক্ত সে প্রেম সকলের ফল মিলে॥ তাহে শুন প্রেমে দৈন্যে অতি ভিন্ন নয়। অন্তর লক্ষণ দৈন্য মুখ্য অঙ্গ হয় ॥ দৈন্য পরিপাকে নিত্য প্রেম বিস্তারয়। পরস্পর দৈন্য আর প্রেম এই দ্বয় ॥ কার্য্য কারণত পোষ্য পোষকতা হয়। উভয়ের উভয়েতে পোষ্যতা করয় ॥ ওহে ভ্রাত প্রেমের স্বরূপ যেই হয়। প্রেমভক্ত সকল তাহা বিশেষ জানয় ॥ অতএব তাহা কহি- বারে শক্ত নই। তটস্থ লক্ষণ তার কেবল সে কই ॥ চিত্তের আর্দ্রতা হেতু যাহাতে সেহন। কম্প স্বেদ পুলকাদি ব- হ্যের লক্ষণ ॥ সেই প্রেম যুক্ত সকলের হয় হত। দাবানল শিখা যমুনার জলমত ॥ যমুনার জল অগনি শিখা মত হয়। বিষ সুধাতুল্য সুধা বিষ সম রয় ॥ মরণ সুখদ পীড়া বৈভব জীবন। বিপরীতজ্ঞান প্রেম স্বভাবে স্ফুরণ॥ সম্ভোগে বিযোগে যেই ভেদ সে তাহাতে। যেই প্রেমে বিবেচিতে সা- ক্ষাত না পারে॥ ঘন হিমচয় যেন থাকে কোন স্থানে। তাহা- র স্পর্শনে অগ্নি স্পর্শ ভ্রম মানে ॥ তেমত সম্ভোগানন্দে প্রেমের স্বভাবে। বিরহ স্ফূর্ত্তিতে দুঃখ হয় অনুভাবে ॥ আর সেই প্রেম বস্তু বর্ণন না হয়। আনন্দ সমূহ কিবা মহাশোক- ময় ॥ যে প্রেমের সম্পত্তির উদয় কারণ। মহা উন্মত্তের ন্যায় হয় আচরণ ॥ যেই প্রেম বিনা নববিধা কৃষ্ণভক্তি। কদাচিত সুখ নাহি করে অভিব্যক্তি ॥ লবন ব্যতীত যেন ব্যঞ্জনাদি চয় ক্ষুধা বিনা যেন খাদ্য দ্রব্য সমুদয় ॥ অর্থবোধ ব্যতিরিক্ত শাস্ত্র পাঠ যেন। ফল বিনা উপবনে সুখ না জন্মেন ॥ প্রেমের সাম্য,

ন্য কিছু কহিলুঁ লক্ষণ। কহিতে নাপারি তার বিশেষ কথন॥ শ্রীরাধিকা আদি যেই ব্রজ গোপীগণ। তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেম যে অসাধারণ॥ তার তত্ত্ব কহিবারে কেমত প্রকারে। সমর্থ হইব এই কহিলাম সারে॥ কৃষ্ণ মধুপুরী গেলে ভাব গোপিকার। প্রলযাগ্নি হৈতে তীব্র হৈল সদাকার॥ সে ভাবের হেতু প্রেম এই তত্ত্ব তার। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা কহিলাম সার॥ উক্ত হৈল যে পর্য্যন্ত ইহা বহি আর। নাহউক অভিলাষ বুঝিতে তোমার॥ এইমতে প্রেম নাহি হয নিরূপিত। কোন প্রকারেতে যত্নে কহিলুঁ কিঞ্চিত॥ তাহাও তব হৃদযে প্রতীতি নাহবে॥ তেন প্রেম বান লোক নাদেখিবে যবে॥ গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণ প্রিযা অতি। পরম প্রেমাতিশয যুক্তা ভগবতী॥ শ্রীরাধায কখন দেখিবে তুমি যবে। মূর্ত্তিমান প্রেম অনুভব হবে তবে॥ তিঁহ যদি সেই প্রেম পারেণ কহিতে। তব শক্তি হৈল তবে পারিবে শুনিতে॥ রাধা সম নিজ প্রেম সুবিস্তার কার। যদি হয শ্রীকৃষ্ণের মহা অবতার॥ কদাচিৎ শ্রীরাধার হয অবতার। তবে সেই প্রেম অনুসার পায সার॥ হে মাথুর ব্রজভূমি জাত সুনিশ্চয। শ্রীগোলোক নাথের সে কৃপার আলয॥ সেহেতু কইষ্টসিদ্ধি দুর্ঘটন কিবে। মম মনস্থ মনঃ কামনা পূরিবে॥ আপনার প্রযোজন সিদ্ধির কারণ। সেই ক্ষেত্রে শীঘ্র তুমি করহ গমন॥ নারদের উক্তি দ্বারা এই ত প্রকার। ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে দ্বারকার॥ ন্যূনত্ব হইল তাহা নাসহিতে পারি। দ্বারকা নাথের এক ভক্ত অধিকারী॥ শ্রীউদ্ধব সেক্ষেত্রের কৃত্য দ্বারকায। সিদ্ধ হয এই

কথা কহিছেন তায়॥ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র প্রভুর যেমত। প্রিয় হয় শ্রীদ্বারকাপুর সেইমত॥ পরমঐশ্বর্য্য আর লৌকিক উচিত। কার্য্যে যেন ক্ষেত্র তেন ইহো বিভূষিত॥ আমাদের প্রভু এ শ্রীদেবকীনন্দন। দারুব্রহ্ম ময়মূর্ত্তি করিয়া ধারণ তাঁর প্রেমে আর্দ্র মন ক্ষেত্র বাসিগণে। নিরন্তর হর্ষ সব দিবার কারণে॥ শ্রীপুরুষোত্তমে স্থির হৈয়া বর্ত্তমান। করেণ সর্ব্বদা ক্রীড়া অনেক বিধান॥ যেই বস্তু সেই ক্ষেত্র মধ্যে সিদ্ধ হয়। এস্থানেও তাহা সিদ্ধ হয় সুনিশ্চয়। তাহে নাহি উভয়েতে ভেদ সুনিশ্চিত। কিন্তু নাহি হবে ইষ্ট সিদ্ধ বিকল্পিত॥ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে কৃত লীলা সমুদায়। সেই ক্ষেত্রে দেখি অনুকরণ দ্বারায়॥ কিম্বা গীতাদির দ্বারা করিয়া শ্রবণ। ইষ্ট প্রাপ্তিজন্য শোক হইবে তখন॥ সেই ক্ষেত্র জগন্নাথ মুখাব্জ দর্শনে। আর মহাপ্রসাদান্ন লাভের কারণে॥ রথযাত্রা আদি যেই হয় উৎসব। তাহে হবে মনে স্ফূর্ত্তি উল্লাস বিভব॥ সেলাগি দীনতা নাহি হইবে স্ফুরণ। ইষ্ট সিদ্ধ নাহি হবে তথা কদাচন॥ শ্রীগোলোক প্রাপ্তি যেই প্রেম হৈতে হয়। দৈন্য বিনা সেই প্রেম নাহয় উদয়। সেইলোক লাভ বিনা নিশ্চয় ইহার উৎপন্ন নাহইবেক কভু সুখভার॥ শ্রীপুরুষোত্তম পর দুঃখের কাতর। পুনর্ব্বার ক্ষেত্র হৈতে গোপপুত্রবর॥ মথুরা গোকুল পাঠাইবেন ইহায়॥ তবে কেন গোকুলে না পাঠায়েন তায় সেই স্থানে বন নদী গিরি আদিযুত। শূন্য ন্যায় দেখিয়া কুতেক সাধুসত॥ সদা হাহারব সব করেণ বদনে। মহা সন্তাপেতে সদা দগ্ধ হয় মনে॥ আপনার প্রিয় যেই শ্রীনন্দ নন্দন।

সদা সর্ব্বমতে তাঁর করেন সেবণ ॥ সে সব সত্বেও দৈন্য তথা উপজয়। তাহে প্রেম শ্রীনন্দ নন্দনে নিত্য হয় ॥ তবে মন্ত্রি শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের বচন। যুক্তিতে বর্দ্ধিত নিজ প্রিয় সেকথন ॥ কিন্তু হৃদয়েতে ছিল ইহা সমুদায়। নাকহিল মন্ত্রবাক্য শ্রব ণাপেক্ষায় ॥ এক্ষণ শুনিয়া সব অতি প্রীতমনে। শ্রীনারদ ভগবান কহেন তখনে ॥ হে উদ্ধব ব্রজ ভূমি স্থিত সবজনে। প্রীতিমান তুমি সত্য কহিলে বচনে ॥ ইহার ত্বরায় ইষ্ট সি দ্ধের কারণ। কহিলে যে যুক্তি সেই হিত সর্ব্বক্ষণ ॥ পরম মা হাত্ম্য সেই ব্রজমণ্ডলের। জানেন আপনি সে নিশ্চয় সক লের ॥ নিজেষ্ট দেবত কৃষ্ণ ত্যজিয়া। স্বস্থানে। করিলে অনে ক দিন নিবাস বিধানে ॥ পুনর্ব্বার নারদ বৈষ্ণব প্রিয় জন। যাত্রা সিদ্ধি প্রতি যত শুভ সুলক্ষণ ॥ চতুর্দিগে দেখিয়া হইয়া হৃষ্টমন। সর্ব্বজ্ঞ আমার প্রতি কহেন বচন ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ বীর প্রিয় সে ত্বরায়। নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ জান সমুদায় ॥ ওহে মহাভাগ অতিশয় শোভমান পর্ব্বে করিলাম ইহার অনুমান ॥ অতুল্য সুখভরের প্রান্তসীমা হয়। শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ইথে নাহিক সংশয় ॥ তাহা হৈতে সুখাধিক শ্রীঅযোধ্যাদ পর। দ্বারকায় তাহা হৈতে সুখের প্রচুর ॥ এসব স্থানেতে আগমন ও তোমার। দযটি চিত্তের দুঃখ ঘটাযে বিস্তার। সেই যত স্বর্গাদিতে সে সব স্থানের। অধিষ্ঠান কর্ত্তা স্বামি শ্রীভগবানের। পাদ পদ্ম দ্বয় দর্শনে ও ঘটিতব। মহলো কাদি সবার অজ্ঞান সম্ভব ॥ উপরে কথিত দুঃখ আরত অজ্ঞা ন। যেহেতু হইল তার কহি অনুমান ॥ নিজ প্রিয়বর স্বামি মদন

গোপাল। তার পাদপদ্ম দ্বয় দর্শনে বিশাল॥ এসব সমূহ বাড়াইবার কারণ। দুঃখ আর অজ্ঞান মানযে মোর মন॥ তাহা নাহইলে এই বৈকুণ্ঠাদি ধামে। কাহার কেমতে বা ঘট যে দুঃখ গ্রামে॥ স্বর্গাদিক হয় জ্ঞান স্থান নিরন্তর। তাহা ত অজ্ঞান কেন ঘটায়ে দুস্তর॥ অজ্ঞাত হেতুক মনঃ ক্ষোভের ব্রুতিতে। আর মহাকৌতুকেতে মহর্ল্লোকাদিতে॥ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনোভিনিবেশের দ্বারায। অতি প্রেমে বিষ্ণুর দর্শন হৈল তায॥ বিবিধ জ্ঞানেতে মনে চাঞ্চল্য জন্মায। অত্যন্ত উৎসুকাভাবে ভাব নাকি হয॥ তাহে ভগবানের করিলেও দর্শন। সুখোদয তাদৃশ নাহয কদাচন॥ অতএব ভাবে বিষ্ণু কৈলে বিলোকন। তাকে সুখবিশেষজন্মিল সেইক্ষণ॥ সেইহেতু নিজ ভব্র দীর্ঘ চিরন্তন। অভীষ্টশ্রীমদন গোপালশ্রীচরণ॥ সন্দর্শন সিদ্ধ লাগিয়া হবৃন্দাবন। পৃথিবীর শোভা কীর্ত্তি যেকরেবর্দ্ধন॥ সে স্থানে সাধন সব অচিরে নিশ্চয। হইবেক সত্য সাধুসম্পন্ন বিষয সর্ব্ব বৈকুণ্ঠোপরি বিরাজিত শ্রীমান। গোলোক প্রাপক সেই সাধন বিধান॥ তবে নারদের বাক্যামৃতে হৈয়া প্রীত। উদ্যত হৈলাম ব্রজে গমনে নিশ্চিত॥ মনে আকাঙ্ক্ষক কৃষ্ণ আজ্ঞালইবারে। এতবুঝি কহিলেন উদ্ধব আমারে॥ যদি তাঁর স্থান ভিন্ন যাহ অন্যস্থানে। তবে যাদবেন্দ্রের আজ্ঞাপেক্ষা বিধানে॥ সেই শ্রীমাথুর ব্রজ সম্বন্ধিনী ভূমি। দ্বারকা হইতে মহা প্রিয জ্ঞান তুমি॥ এই দ্বারকায তাঁর সাক্ষাত সেবায। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হৃত প্রীতি না জন্মায॥ সেই ব্রজ স্থানে বাস করিলে কেবল। তাঁর প্রীতি দৃঢ় তর জন্মযেসকল॥ অতএব যাদবেন্দ্র প্রিয সুবিরল। ব্রজবাসিজনের আশ্বাসকরিছল॥ সেই শ্রীনন্দব্রজ

ভূমি মধ্যে বহু দিন। করিলাম বাস আমি সুখেতে প্রবীণ।। যদি কহ তবে গমনাজ্ঞানা প্রার্থিব। মঙ্গল দর্শন করি গমন করিব।। তাহে মানি বৃজভূমি গমন কারণ। তোমার কামনা যেই মনেতে এক্ষণ।। মদীশ্বর জানি সেই নিজ প্রিয স্থানে। লইবেন নিজপ্রিয তোমারে বিধানে।। তবে তাঁর বাক্যামৃত পান করি হিত। হইলাম পরম আনন্দেতে পূরিত।। মোহ প্রাপ্ত মত দ্বারকায হইলাম। বাহ্য দৃষ্টি মুদিত ক্ষণেক করিলাম কেহ যেন কোথায আমারে লৈযা যায। এই রূপ বিতর্ক তখন মনে ভায।। কেনচিত্ শব্দের অর্থ শুন দিযা মন। সাক্ষাত শ্রীভগবানে হইলে দর্শন।। তাঁরে ত্যজি অন্যত্র গমন স্থিতি আর। দুই অসম্ভব হয জান এইসার।। এই হেতু সাক্ষাত দর্শন নাহইল। ইহা লাগি শ্রীউদ্ধব নিষেধ করিল।। তবে ক্ষণপরে চক্ষু করি উন্মীলন। এই রূপে আপনারে দেখিলুঁ তখন।। শ্রীগুরু পদার বিন্দ করিযা চিন্তন। শ্রীজয গোবিন্দ দাস করে নিবেদন।।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক মাহাত্ম্যখণ্ডে প্রেমনাম পঞ্চমোধ্যাযঃ।।

ষষ্ঠে গোলোক গমনং তত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনং। কৃপা বিশেষতস্তস্যাথ লীলা। তাল্লোকবর্ত্তিনী।।

জয২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দযাময। জয২ ভক্ত ভক্তি প্রেম সমাশ্রয।। জয২ নিত্যানন্দ অবধূতবর। যিঁহ শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয কলেবর।। জয২ সীতানাথ অদ্বৈত সুন্দর। জগত উদ্ধার যাঁর কৃপায বিস্তর।। জয২ ভক্ত গণ করিযে প্রণতি। যাঁহা

দের কৃপাবলে কৃষ্ণে হয় মতি ॥ অবিরত গুরুপদ করিয়া চিন্তন। ষষ্ঠাধ্যায় কথা কহি শুন দিয়া মন ॥ শ্রীগোপ কুমার কহিছেন সবিস্তারে। উক্ত নারদের শিক্ষা আদেশানুসারে নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম অনুক্ষণে। সুস্বরে কীর্ত্তন করি এই বৃন্দাবনে ॥ আর তাঁর বৃন্দাবন লীলা স্বতঃ২। করিয়ে চিন্তন আর গান অবিরত ॥ এই বৃন্দাবনে তাঁর লীলা স্থল সব। দেখি যেই ভাব দশা হইল উদ্ভব ॥ লজ্জা পাই ভাবি সে ভাবাদি নিজমনে। অন্যজন প্রতি তাহা কহিব কেমনে ॥ সদা মহা পীড়া হেতু করুণার স্বরে। কান্দিয়া দিবস রাত্রি গোঙাই কাতরে ॥ চিরকাল সাধিলুঁ যেসব অনুষ্ঠান। সুখ কিম্বা দুঃখ হেতু না জানি বিধান ॥ কোনমতে ইহা মম নাহি হয় জ্ঞান। কিবা দাবাগ্নি শিখায় আছি বর্ত্তমান ॥ কিবা পরম মধুর নির্ম্মল শীতলে। বসিয়াছি আমি যমুনার মধ্যজলে ॥ কখন এমত মনে করিয়ে নিশ্চিত। কোন অতিশঠ হস্তে আছিযে পতিত ॥ সর্ব্বদা নিমগ্ন বহু দুঃখ সিন্ধুসারে। কখনো সুখগন্ধও না স্পর্শে আমারে ॥ এই উক্ত প্রকারেতে এই বৃন্দাবনে এই রঙ্গে কতদিন কৈলুঁ নিবসনে ॥ একদিন রোদন সাগরের ভিতরে। নিমগ্ন হইয়া মোহ প্রাপ্ত কৈলুঁ পরে ॥ শ্রীমদন গোপাল দয়ালু চূড়ামনি। আমার নিকটে প্রভু আসিয়া আপনি অমৃত শীতল বংশীযুক্ত পদ্মকরে। মম গাত্র হৈতে ধূলি ঝাড়েন আদরে ॥ মহাধূর্ত্ত শ্রেষ্ঠ নিজ সৌরভ্যাতিশয়। যাহা পূর্ব্বে অনুভূত নাহৈল নিশ্চয়। মম নাসাদ্বারা তাহা প্রবিষ্ট করায়া। বোধ করিলেন মুহু লীলায় চালিয়া ॥ তাঁর মুখ পঙ্কজ

করি অবলোকন। সসম্ভ্রমে সত্বর উঠিলাম তখন ॥ হর্ষভরে ব্যাপ্ত দেহ কৃষ্ণ ধরিবারে। শ্রেষ্ঠ পীতবস্ত্রে হৈলুঁ উদ্যত তাঁহারে ॥ নাগরেন্দ্র পরম মোহিনী মুরলীরে। বাজাইয়া পৃষ্ঠে ফেলি চলিলা অধীরে ॥ নিজ লীলা ক্রমে অগ্রে হৈলা লুক্কায়িত তখন না পালুঁ অতি হৈয়া ত্বরান্বিত ॥ অন্তর্ধান কৃত কৃষ্ণ না দেখিয়া তাকে। মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িলাম যমুনা প্রবাহে ॥ জল বেগে কতদূর বহিলে আমায়। বোধ পায়্যা নিজ নেত্র প্রকাশি তথায় ॥ দেখিয়ে মনের বেগ জিনিয়া বিমানে। তর্কনাহি হয় যাকা মহা উর্দ্ধ যানে ॥ মহাশ্চর্য্য কোন পথে কোন দেশান্তরে। আগমন করিয়াছি অত্যন্ত সত্বরে ॥ যাবত বিচারি চিত্ত সমাধান করি। তাবত বৈকুণ্ঠ লোক পাইলুঁ সত্বরি ॥ তাহা দেখি হৈলুঁ হর্ষযুক্ত অতিশয় ॥ তবে অতিক্রম হৈল অযোধ্যাদিচয় ॥ তবে সর্ব্ব বৈকুণ্ঠাদি লোকের উপরে। শ্রীগোলোক ধাম নিত্য বিরাজন করে ॥ সদা নিজেষ্ট দেবের ক্রীড়ার বিষয়। চিরকাল কৃত সর্ব্ব আশার আশ্রয় ॥ এই শ্রীযুক্ত মথুরা মণ্ডলের সাদৃশ। আছয়ে গোলোক ধামে সকল তাদৃশ ॥ শ্রীমথুরামণ্ডল স্বরূপ সে ভুবনে। সেই মধুপুরি তাহে করিয়া গমনে এমথুরা মত সেই পুরী তে বর্ত্তয়। বৈকুণ্ঠোপরিও মর্ত্ত্যলোক প্রীতি হয় ॥ ইহা দেখি মানস সিদ্ধির সংভাবনে। অত্যন্ত বিস্ময় হর্ষ হৈল মম মনে ॥ সেই মধুপুরী মধ্যে শুনিলাম এই। শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ আছয়ে কংস যেই ॥ পিতা উগ্রসেন বসুদেব দেবকীরে। নিগ্রহ করিয়া কংস স্বয়ং রাজ্য করে ॥ পৃথিবীতে পূর্ব্ব যে কংসাদি সমুদয়। করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বিনাশ নিশ্চয় ॥ তাদের সংপ্রতি শ্রীগোলোকে থাকিবার। কারণ

অগ্রেতে ব্যক্ত হইবে বিস্তার॥ সে কংসের দৈত্য আদিগণ পরিবার। অত্যন্ত অন্যায কারি সকল দুর্ব্বার॥ তাহার শঙ্কায় যাদব আর যদুগণ। করিতে নাপারে কেহ সুখ বিহরণ॥ তাহে তাঁরা বহুবিধ পীড়া সদাপায়। উদ্ধবাদি কেহ২ গেলেন কোথায়॥ অক্রূরাদি কেহ২ কংসের আশ্রয়। করিয়া তথায় বাস করিল সভয়॥ এইসব পূর্ব্বে ভূমি বৃন্দাবনে যেন। করিলেন শ্রীনন্দনন্দন ক্রীড়াতেন॥ গোলোকে কৃষ্ণের বহুধা সংখতে ক্রীড়ায়। সামগ্রীর কারণ দেখাইলা বিস্তার॥ অনন্য পরৈকান্ত সেই ভক্তজন। মনঃপরিপূর্ণতার নহে কদাচন॥ আমিও হইয়া কংস হৈতে ভীতমন। বিশ্রান্তি তার্থেতে তবে করিয়া মজ্জন॥ মথুপুরী হৈতে শীঘ্র হৈয়া বহির্গত। চলিলাম বৃন্দাবনে তখন দ্রুত॥ ইন্দ্র ব্রহ্মা আদি গরুড়াদি পার্ষদের। অগম্য সেধাম সূর্য্য চন্দ্রাদি দেবের॥ ভূমি ভারত বর্ষে যে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ। তারঁরীতি সে গোলোকে নিরূপ বিশেষ॥ ভৌম ব্রজ নর ভাষা চরিত্রাদি দ্বারে। সূর্য্যোদয় প্রভৃতিতে মনোহর সারে॥ গোলোকেও এইরূপ ব্যবস্থা বিচারে, কৃষ্ণ হইলাম অতিশয় চমৎকারে॥ তাহাতে আনন্দরূপ রসের সাগরে। হইলাম নিমগ্ন সপ্রেম ভাব পরে॥ অপপারে দেখিলাম কতজন তায়। বনেতে ভ্রমণ করে গোপ বেশন্যায় আরকত গুণিতথা হৈলুঁ আলোকন। গোপীবেশ যুক্তা পুষ্প কারণ চয়ন॥ তাঁরা সব মম পূর্ব্ব দৃষ্ট যতজন। রূপগুণাদিতে সর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ হন॥ মনোধন হরণ তাঁদের যে কাঁতি অনুভাবে ব্যাকুলিত সকলে হইল॥ দর্শন মাত্রেতে আমি

তাঁদের সমান। পাইলাম ব্যাঙ্গলত্বাদিক বিদ্যমান ॥ মৃত্যুলে-
ত্তে পাইয়া ধৈর্য্যমত ক্ষণপরে। তাঁহাদিগে ইহা জিজ্ঞাসি-
লাম আদরে ॥ ওহে পরম হংসের মনের বাঞ্ছার। দুর্লভ প
রম হর্ষভবে সেবিতার ॥ কমলাপতির যে প্রণয় ভক্তজন।
তাদের পরম যাচ্য দয়ার ভাজন ॥ অতিদীন আমি হই শরণে
আগত। আহা করুণা করিয়া দেখত২ ॥ কহ এ দেশের নৃপ
কোন মহাশয়। কোথা তাঁর গৃহ কোনপথে যাত্যে হয় ॥
তথাপি না করিলেন তাঁরা সম্ভাষণ। পুনর্ব্বার কহিলাম তাঁ
দিগে বচন ॥ ওহে২ ধন্য সব বিনয় সহিত। জিজ্ঞাসিয়ে কর
কৃপা আমারে নিশ্চিত ॥ হে সুব্রত সব যদি হও মৌনব্রত। ত
থাপি সঙ্কেতদ্বারা উত্তর দেহ ত ॥ তাহেও না করিলেন তাঁরা
দৃষ্টিপাত। পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলাম বিখ্যাত ॥ অহোং
মম বাক্য করহ শ্রবণ। অত্যন্ত পীড়িত আমি হৈয়াছি এক্ষণ
বজে যেই ধূর্ত্ত মোরে করিল বঞ্চিত। তোমরা তাহার ভাবে
হবে বা মোহিত ॥ এইমতে ইতস্তত দেখিলাম যারে। বার-
ম্বার সকাতরে পুছিলাম তারে ॥ গমন ক্রমেতে অগ্রে যাইয়া
তখন। গো আবাস স্থান সব পাইলুঁ দর্শন ॥ তবে চতুর্দ্দিগে
চক্ষু করিয়া চালন। অতিদূরে একপুরী কৈলুঁ আলোকন ॥
মাধুরী সারের পরিপাকেতে সেবিত। বৈকুণ্ঠাদি পুরী হৈতে
উৎকর্ষ দর্শিত ॥ তার সর্ব্বদিকে পার্শ্বে করিলুঁ শ্রবণ। গোপি
কা সবার গীত অদ্ভুত রচন ॥ দধি মন্থনের শব্দে যুক্ত চারুতর
বলয়াদি ভূষণের শব্দ মনোহর ॥ প্রকৃষ্ট হর্ষে আকুল তাহে
হইলাম। স্থির করি আপনারে অগ্রেতে গেলাম ॥ দেখিলাম

একজন বৃদ্ধ নিরন্তরে। ব্যগ্রতায় কৃষ্ণ২ সঙ্কীর্ত্তন করে॥ বসি য়া কান্দেন কহি গদ্গদ অক্ষর। যতন চাতুরীতে তাহা শুনি লঁ সত্বর॥ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের পিতা নন্দ মহাশয়। গোপরাজ তাঁহার এইত গৃহ হয়॥ এইশব্দ বৃদ্ধ হৈতে শুনিল যখন। হর্ষবেগে অতি মোহ পাইলঁ তখন॥ ক্ষণপরে যেই বৃদ্ধ দয়া শীলমন। মোহ ভঙ্গ করিইকলআমারেচেতন॥ তবে ধায়্যা য়ায়্যা অগ্রে বসিলঁ সুসারে। শ্রীগোপরাজের সে পুরের বহি র্দ্বারে॥ সেই স্থানে লক্ষ২ কোটি২ যত। দেখিলাম আশ্চর্য্য সকল বস্তু মত॥ দর্শন শ্রবণ গত কভু নহে সব। অন্যজন অনু ভবে নাকরে সম্ভব॥ ওহে দ্বিজোত্তম তত্রস্থিতসর্ব্বজন। পরম আনন্দে কিবা সুনির্বৃতমন॥ কিবা দুঃখভর গ্রস্ত তাঁহারা বিদিত। নিশ্চয় না করিবারে পারিলঁ কিঞ্চিত॥ সেইখানে গোপীসকলের যেইগীত। শুনিলাম তাঁহাদের রোদনে অ ন্বিত॥ তোষের কি শোকেরসে অত্যাসীতা হন। না বুঝিলঁ প্রেম পরিপাকজ কারণ॥ সেই শ্রীগোলোক স্থান করিয়া দ র্শন। মর্ত্তলোকে আছি এইমানে মোরমন॥ যেহেতুক ভূমি স্থিত মথুরা মণ্ডলে। সহিত অভেদ হয় গোলোকে সকলে বৈকুণ্ঠ অয়োধ্যা প্রভৃতিতে আগমন। যবে পূর্ব্ব২ বহু করি- য়ে স্মরণ॥ তবে বুঝি চতুর্দ্দশ যতেক ভুবন। তারবাহ্যে অলো কয়েসব আবরণ॥ আর যত বৈকুণ্ঠাদি লোকের উপরে। বর্ত্ত মান আছি এই বোধ মন করে॥ এইকালে তথা আল্যা বৃদ্ধা একনারী। অগ্রেতে যাইয়া তাঁরে করি নমস্কারি॥ করিলাম অতি বিনয়েতে জিজ্ঞাসন। অদ্যবিহরেণকোথা শ্রীনন্দ নন্দন

বৃন্দা কহে প্রাতঃকালে বিহার করিতে। গোবয়স্য আর বলরামের সহিতে॥ গহনে প্রবিষ্ট হৈলা করিতে বিহার। প্রাণদাতা কৃষ্ণ ব্রজ নিবাসি সবার॥ কিন্তু গোষ্ঠ হৈতে সায়ংকালে এইক্ষণে। হইবেন সহিত করিবেন আগমনে॥ যমুনাতীরের যেই পথে ব্রজজন। আছেন সকলে চক্ষু করিয়া অর্পণ॥ গো সকল ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া উন্মুখ। আছয়ে দেখিতে দেখিবারে তাঁর মুখ॥ এইপথ দিয়া অদ্য শ্রীনন্দনন্দন। আসিবেন নিশ্চয় এ কহরহ শুনে॥ তবে আমি শুনি তাঁর বাক্য সমুদায়। অভিষিক্ত হৈলুঁ পরমানন্দ ধারায়॥ বৃন্দার দেখান পথে কৃষ্ণ আগমনে। এক দৃষ্টে থাকিলাম করি আলে কনে॥ পরম আনন্দ ভাবে আত্ম সুস্থিত। হইয়া তথায় ক্ষণ হইলা মহিত॥ কোনমতে যতনে অগ্রে যাইয়া তখনি। দূরে শুনিলাম কোন অনির্বাচ্য ধ্বনি॥ মোহন বংশীর ধ্বনি অস্ফুট মধুর। গোসবার হম্বারবে ললিত প্রচুর॥ ষড়্‌জ আদি সপ্তস্বর লীলায় সগীত। মধুর মল্লার আদি রাগেতে কলিত॥ জগত মধ্যেতে অতি শ্রেষ্ঠ বিরচিত। বিবিধ মূর্চ্ছনা পরিপাটী বিলসিত॥ গোপিকা প্রভৃতি ব্রজনিবাসি জনের। ঝটিতি বলিত পরমাকর্ষ মনের॥ সেই মুরলীর ধ্বনি করিয়া শ্রবণ। বৃক্ষদের স্রবে দীর্ঘ রস ধারাগণ॥ ব্রজবাসি সকলের নয়ন হইতে। অশ্রুর প্রবাহ যুক্ত লাগিল বহিতে॥ কৃষ্ণ মাতৃগণ বৃদ্ধ বহস্কা সবার। স্তন হৈতে স্রবে অতিশয় ক্ষীরধার॥ কালিন্দীর প্রচলিত জলবেগ সব। নিবর্ত্ত হইল স্থির রহয়ে নিভব॥ নাহি জানি শ্রীকৃষ্ণের বংশীর করণ। অমৃত কি গরল সে করয়ে বমন॥

মাজানি সে নাদ বজ্র হইতে কঠিন। কিবা জল হৈতে অতি মৃদু অনুদিন॥ নাহি জানি চন্দ্র হৈতে শীতল সে হয়। কিবা জ্বলিতাগ্নি হৈতে উষ্ণ অতিশয়॥ যেই নাদ শ্রবণেতে উন্মাদ জন্মিয়া। যত বজবাসি জন থাকিল মোহিয়া॥ ক্ষণপরে দেখি গৃহ হইতে নির্গতা। ব্রজ গোপীগণ যত হইলা আগতা॥ শ্রীনন্দ নন্দনের করিতে নীরাজন। দীপ দর্পণাদি বস্তু হস্তেতে ধারণ॥ অন্য গোপী শিরেতে অর্পিত অলঙ্কার। উপভোগ্য দ্রব্য যত শিরেতে কাহার॥ কেহ নাহিকরে কিছু অপেক্ষা আচারে। সম্ভ্রম বিঘ্নেতে যুক্ত স্খলিত অম্বরে॥ সেই দিকে ধায় গোপী যেদিকে সঞ্চার। বেণুনাদ সহ ধেনু হম্বারব করে কেহ২ বিপরীত ধরিলা ভূষণে। কেহবা আঙ্গল নীবী কেশের বন্ধনে॥ কেহবা হইলা গৃহে তরুর সমান। কেহ ভূমে পড়িলা মোহিতা নাহি জ্ঞান॥ কেহবা মূর্চ্ছিতা অশ্রু লীলার্দ্র বদন। সখীগণে লৈয়া ক্রোড়ে করিয়া ধারণ। কেহ প্রেম ভরেতে আকুল গোপী ধায়। সখীগণ কহে ওই দেখ শ্যাম রায়॥ সবে কৃষ্ণ নামলীলা গানেতে তৎপরা। বিচিত্র ভূষণ বস্ত্র বেশকান্তি ধরা॥ স্বমার সৌভাগ্য মদ করে প্রকাশন। বেগে যমুনার তট কৈলা আশ্রয়ণ॥ করিতে২ এইসব আলোকন। কেহ যেন অগ্রে মোর কৈলা আকর্ষণ॥ ধাবমানা যতেক গোপিকাগণ সঙ্গে। বেগেতে ধাইয়া আমি চলিলাম রঙ্গে॥ তবে দেখিলাম দূরে হৈতে বংশীধরে। মধুর মুরলী বাজাইয়া ধীরকরে॥ সখাপশুগণ মধ্য হইতে ত্বরায়। বেগে বহির্গত হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র ধায়॥ শ্রীদামেরে কন ওহে শ্রীদাম সুন্দর। তব স্কন্ধ কমলের

সাক্ষাত ভাস্কর॥ স্বরূপ নামক এই সুহৃদ আমার। আইল গাইলুঁ ইহা কহে বারবার॥ ধাবনেতে চলে কদম্বের মালা যার। অবতংস বস্ত্র বর্হামুকুট সে আর॥ বনমালা আদি বন বেশ সুশোভিত। দিক সব কৈল সৌরভেতে সুবাসিত॥ লীলাতে ঈষত স্মেহ হাসেন অনুক্ষণ। তাহার শোভায বিকসিত পদ্মানন। কৃপাবলোকনে দীপ্ত পঙ্কজ নয়ন। বিচিত্র সৌন্দর্য্যভর শ্রেষ্ঠ বিভূষণ॥ গোধূলিতে অলঙ্কৃত অলকা চঞ্চল। তাহা সম্বরণে ব্যগ্র হস্তাঙ্গুলি দল॥ ভূমির শোভাতিশয দান করিবারে। ভূমি স্পর্শি নৃত্যোল্লাসে গমন আচারে॥ সুজাত পঙ্কজপদ বেগে উচ্চালনে। উল্লাস ভরেতে মনোহর সুশোভনে॥ কৈশোর মাধুর্য্যভরে সদা উল্লসিত। শ্রীগাত্রের মেঘ কান্ত্যে দিক উজ্জ্বলিত॥ গোলোকীয নিত্যপ্রিয চিত্ত গ্রহণীয। আশ্চর্য্য অনেক মহিমা সাগর প্রিয॥ নিজদীন জনের প্রেমেতে বশীভূত। বলে লম্ফ দিযা আল্যা সমীপে প্রস্তুত॥ আমি শ্রীনন্দনন্দন করিযা দর্শন। হইলাম প্রেমে অতি বিমোহিত মন॥ আমার গলেতে কৃষ্ণ করিযা গ্রহণ। সহসা পৃথিবী তলে পড়িলা তখন॥ ক্ষণেক পরেতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম যতনে গলা তাঁহাহৈতে মুক্ত করিলাম॥ দেখিযে ভূমিতে পড়ি বিমগ্ধ আকারে। পথধূলি আর্দ্র করিছেন অশ্রু ধারে॥ গোপী সব আসি কহে আহা এইজন। কেবা কোথা হৈতে এথা কৈল আগমন॥ কি করিল প্রাণনাথে এইদশা দিল। হাহা ব্রজবাসি সবে হত সে হইল॥ কংসরাজা মাযাকারী হয সর্ব্বক্ষণ। হইবে বা তার ভৃত্য কেহ এইজন॥ এমতে বিলাপি

উচ্চ করিয়া রোদন। কৃষ্ণ চতুঃপার্শ্বে সবে বেড়িলা তখন॥ তৎপরে পিছে হৈতে আসি গোপগণ। তাদৃশ অবস্থা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন॥ রোদন করিলা সবে সকরুণ স্বরে। সেই ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি ঘোরতরে॥ ব্রজস্থিত বৃদ্ধ নন্দ আদি গোপগণ। যশোদা পুত্রবৎসলা জরত্যাদি জন॥ তথা সবদাসী আসি শীঘ্র সেই স্থানে। স্খলিত চরণ অতি হৈয়া ধাবমানে॥ কৃষ্ণের সে দশা সবে করিয়া দর্শন। হৈয়া মুগ্ধ আহা২ কহেন বচন॥ তবে ত গোবৃষ বৎস মৃগ কৃষ্ণ সার। আসিয়া কাতর সেই দশা দেখি তাঁর॥ অশ্রুর ধারাতে ধৌত হৈতেছে বদন। সেহেতে কোমল অতি তাঁহাদের মন॥ আসিয়২ তারা শ্রীনন্দনন্দনে। মুহুর্মুহু ঘ্রাণ লয় সুদুঃখিত মনে॥ পক্ষি সব শূন্যেতে উপরি দেশে তাঁর। করয়ে ভ্রমণ অতি দুঃখিত আকার॥ অনেক২ করে কোলাহল স্বন। যেন করিতেছে তারা সকলে রোদন॥ স্থাবর সকল হৈয়া উত্তাপিত মন। সদ্য শুষ্ক মত তারা হইল তখন॥ বহু আর সে বৃত্তান্ত কহিব কি হায়। চরাচর সকল হইল মৃত প্রায়॥ আমি মগ্ন হৈয়া মহা শোকের সাগরে। তৎকাল কর্ত্তব্য কার্য্য নাহি মনস্মরে॥ পাইয়া পরম পীড়া তাঁর শ্রীচরণ। রাখি নিজ শিরে কান্দি বহু বিলাপন॥ বিদূরেতে ছিলেন শ্রীযুক্ত বলরাম। ভাই সমবেশ বয়সাদি অভিরাম॥ নীলবস্ত্র দ্বয়ে শ্বেত কান্তি অলঙ্কৃত। নিকটে আইলা ভয়যুক্ত বেগধৃত॥ প্রথমে তাদৃশ দশা দেখি অনুজের। কান্দিয়া ক্ষণেতে অবলম্বিয়া ধৈর্য্যের॥ নাপাই নিশ্চয় তাঁর মূর্চ্ছার কারণ। সকল দিকেতে দৃষ্টি করি প্রসং

ক্ষণ।। পশ্চাত আমারে তথা করি আলোকন। করিয়া মোহের সে নিদানার ধারণ। পরমা ভক্ত বরের পূজ্য সেইক্ষণে। আপনি প্রকর্ষ মত্ত্ব করি প্রকাশনে।। নিজ তনুজেয় কণ্ঠ কম্ব হস্ত দ্বয়ে। করাইলা গ্রহণ যত্নেতে সে সময়ে।। মম হস্তে শ্রীঅঙ্গ মার্জন করাইলা। বিচিত্র বিনয়ে উচ্চ তাঁরে ডাকাইলা।। আমার দ্বারায় করাইয়া সচেতনে। ভূমি হৈতে উঠাইলা শ্রীনন্দ নন্দনে।। অশ্রুধারে নেত্র পদ্ম আছিল মুদিত। হস্তেতে মার্জিয়া চাহিলেন সাবহিত।। লজ্জা পাল্য সকলেরে করি আলোকন। মোরে দেখি হর্ষে কৈলা চয়নালিঙ্গন।। প্রাণ প্রিয় সখা বহুকালে প্রাপ্তয়েন। পাইলেন আমারে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র তেন।। নিজ বাম কর কমলেতে প্রভুবর। ধরিলেন অত্যন্ত স্নেহেতে মমকর।। ওহে প্রিয়সখ ক্ষেম আরোগ্য তোমার। ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া আমার।। অত্যন্ত আনন্দ দিয়া যত ব্রজজনে। গজগামী ব্রজমধ্যে কৈলা প্রবেশনে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে দীন বন্য মৃগগণ। কৃষ্ণ বিনা শক্ত নহে অত্রাপি গমন।। প্রাতঃকালে হইবেক শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। তাহার আশায় তারা করি নিজমন।। কোনমতে রাত্রিকাল করিতে যাপন ব্রজের দ্বারেতে থাকিলেন মৃগগণ।। উড়িয়া ২ যত২ পক্ষিগণ ব্রজের মধ্যেতে কৃষ্ণ করেণ দর্শন।। নিশাতে না দেখি স্নেহ করয়ে রোদন। উচ্চরব করি সবে করিল গমন।। তত্রস্থিত বন্য পশুপক্ষি সবাকার। শ্রীকৃষ্ণেতে শ্রেষ্ঠ প্রেম দেখহ চতুর গোদোহনান্তরে নন্দ পুত্রের গুণয়ে। কারণ আগ্রহ বহু আকুল হৃদয়ে।। ওহে তাত বনের ভ্রমণ করি দিনে। সর্ব্বতো-

ভাবেতে শ্রান্ত আছ অতিক্ষীণে ॥ অগ্রজের সহ করি গৃহে
তে গমন। দুই ভাই কর স্নানাদিক আচরণ। গোর সন্তালন
আমি করিব এথায়। তবমাতা শোক করি নিন্দিবে আমায়
মানিয়া শপথ মম যাওত ত্বরায়। ইত্যাদিকরিলা বহু প্রবন্ধ
বিধায় ॥ তাকে নাহিকরি গোগবারসন্তালন। দুই ভাই নিজ
গৃহে করিলা গমন ॥ তবেত যশোদা দেবী রোহিণী সংহতি
স্নেহে ক্ষরে স্তন্য আর নেত্র ধারা ততি ॥ তাকে ধৌত অঙ্গ
আর বসন তাঁহার। আগমন করিলেন অগ্রে শীঘ্রকার ॥
কৃষ্ণবলরাম দুইজনের তখন। করিলেন বহু প্রত্যঙ্গের নীরা
জন ॥ আপনার কেশে পুত্রে করি নীরাজন। অতি স্নেহে
করিলেন চুম্বনালিঙ্গন ॥ নাজানেন রাখিবেন বক্ষের অন্তরে
কিম্বা শিরে কিবা নিজ জঠর ভিতরে ॥ পুনঃযে আকুল চিত্ত
শ্রীনন্দ নন্দন। করাইলা মোরে দিয়া মাতার বন্দন ॥ মাতা
দেখি আমাতে পুত্রের স্নেহভর। করিলা স্বপুত্রমত লালন
বিস্তর ॥ ততঃক্ষণে সেই স্থানে যত গোপীগণ। একবারে আ
সিয়া মিলিলা হর্ষমন ॥ কেহং আইলেন কোন ছল ধরি।
কেহ লোক ধর্ম্মাদির অপেক্ষা নাকরি ॥ যশোদা রোহিণী
দুই ভাইর তখন। করিলেন আরম্ভ করাইতে স্নপন ॥ এত
দেখি কহিতে লাগিলা ভগবান। বল্লবীগণের ব্রতিলম্পট বি
হান ॥ ওগো মাতঃ দুহ গো আমরা দুইভাই। ক্ষুধাতে পী-
ড়িত অতি আছিয়ে এথাই ॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি শীঘ্র করায়ত্যা
সাধন। পিতারে আনাইয়া ভুঞ্জাহ দুইজন ॥ এতশুনি কহে
প্রিয় গোপীপঙ্ক্তিজনী। হেযশোদে ব্রজেশ্বরী হে দেবি রোহিণী

স্নান করাণ হইতে বিরাম করিয়া। কর ভোজন সামগ্রী সম্পন্ন যাইয়া॥ আমরা সুখেতে ইহাঁদিগেরে নিশ্চয়। করা ই ত্বরায় স্নান নাকর সংশয়॥ যশোদা কহেন হে বালিকা সমুদায়। অগ্রে করাইয়া স্নান জ্যেষ্ঠেরে ত্বরায়॥ ভোজনার্থে নন্দে করাইতে আনয়ন। বলরামে ত্বরায় করহ প্রস্থাপন॥ তবে গোপকুমার স্বরূপ নাম যার। শ্রীকৃষ্ণ উক্তিতে নাম হইল প্রচার॥ কহেন শুনহ দ্বিজ যশোদা বচন। নিজ প্রিয় শুনি গোপা করিয়া শ্রবণ॥ যশোদা রোহিণী গেহে প্রবিষ্ট হইলে। কতক গোপীকা রাম নিকটেতে মিলে॥ অতি শীঘ্র বলরামে করাইয়া স্নান। নন্দে ডাকিবারে করাইলেন প্রস্থান॥ তবেত গোপিকা সব বিচিত্র ভূষণ। কৃষ্ণ অঙ্গ হৈতে ক্রমে করি উত্তারণ॥ নিজ২ উত্তরীয় বসনেতে থন। শ্রীকৃষ্ণের গাত্র সব করিলা মার্জন॥ শ্রীকৃষ্ণের বংশী হন সপত্নী সমান। অধরামৃত সর্ব্বদা যাকে করে পান॥ মোর দেহ২ সকলে চাহেন। হস্ত হৈতে কাড়িবারে উদ্যত হয়েন॥ তিঁহ সঙ্কেতে কহিলা আমারে বচন। পৃষ্ঠে আসি দূরে হস্ত করি প্রসারণ॥ ফেলিয়ে মুরলী তুমি করহ গ্রহণ। তবে মম মুক্ত হস্তে কৈলা নিক্ষেপণ॥ পরে গোপী নিজ হস্ত কমল কোমলে। যাহাতে আছয়ে স্পর্শ পটুতা বিমলে॥ মহার্ঘ নারাণিক তৈল করাই মর্দ্দন। অল্পে২ আরম্ভ করিলা উদ্বর্ত্তন॥ তথাপি অঙ্গের সুকুমারতা কারণ। আর লাল্য কৌতুকেতে নাগরেন্দ্র মন॥ ব্যথা পায়্যা শ্রীমুখের ভঙ্গির সহিত। করিলা শীৎকার ধ্বনি তখন বিদিত॥ যশোদা পুত্রের প্রাণ শুনি

সেই ধ্বনি। শীঘ্র গৃহ হৈতে আস্য বাহির তখনি॥ কি হইল২ করি জিজ্ঞাসন॥ সুন্দর সম্মিতমুখ করি আলোকন। গৃহে প্রবেশিলে তাঁর মিথ্যা সে শীৎকারে। ঈষৎ হাসিয়া ত্রাস পাইয়া বিস্তারে॥ গীত প্রিয় হেতু গীত গাইয়া তখন করিলা অঙ্গের উদ্বর্ত্তন নিষ্পাদন॥ অতঃপরে অল্প উষ্ণ অতি সুবাসিত। নির্ম্মল যমুনাজলে লীলার সহিত॥ রত্নের অঙ্গেতে ক্রমে ঘটীর দ্বারায়। গোপীগণ স্নান করাইলেন তাঁহায় নিজ২ গৃহ হৈতে করি আনয়ন। মালাচন্দন বসন ভূষণ॥ আপন২ রুচিমত গোপীগণ। নানাবিধ নটবেশে কৈলা বিভূষণ॥ পাছে এই উদরাস্বাস্থ্য হইবে বলিয়া। যশোদা করিবে ক্রোধ এই ভয় করিয়া॥ আর প্রেম বিশেষেতে কৃষ্ণ অন্তর নির্জ্জন। নবনীত আদি কিছু করায় ভোজনে॥ কর্পূরের দীপ সর্ষপাদি বস্ত্র দ্বারে। আরাত্রি করিলা গোপীগণ বারে-দ্বারে॥ সেই সব দ্রব্য সাব মস্তকে ধরিলা। দিব্য চন্দন আ-গুরু কস্তূরী আনিলা॥ তাহার পঙ্কেতে গলে ভালে কপোলেতে। অদ্ভুত বিচিত্র চিত্র কৈলা সকলেতে॥ কৃষ্ণ তাহা দেখি ভাব করেণ দর্শন। তাতে প্রেমোদয়ে হয় অঙ্গের কম্পন॥ স্তন্তান স্থির করি নেত্রে দিবারে কজ্জ্বল। প্রবৃত্তা হইলে হর্ষ মনেতে সকলে॥ কৃষ্ণ নিজ বাল্য ক্রীড়া সখের বৃত্তান্ত। বহুতর গোপীগণে কহেন একান্ত॥ বিচিত্র কৌশলে গোপী সহিত ধরেণ। স্তন গ্রহণাদি নানা কৌতুক করেণ॥ এমতে অন্যোন্য প্রেমভর প্রকাশনে। সমাপ্ত নাহয় তিলকাদি বিরচনে এক গোপী কৈলে অন্যে কহেন তাঁহারে। উত্তম না হইয়াছে

কর পুনর্ব্বারে॥ লোপকরি বারম্বার করিতে রচন। সমাপ্তি নাহয় বেশাদিক একারণ॥ পুত্র স্নেহে বিবশ অন্তর যশো মতী। পুনঃ পুনঃ বাহিরেতে করিয়া আগতি॥ বেশাদি সমাপ্তি না দেখিয়া ক্রুটা ন্যায়। কহেন সকল গোপীগণপ্রতি তায়॥ আহো গোপ কুমারিকা বাল হৈতে সবে। চঞ্চল স্বভাব তোমাদের সুপ্রভবে॥ স্নান অলঙ্করণাদি হইয়ে ছিল এতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্পন্ন হইল। স্বরূপ কহেন যশোদার এব চনে। নিজ প্রিয় মুখমদু কেরে গোপীগণে॥ পরিহাসে তাঁহা দের আনন্দিত মন। বৃদ্ধা অভিপ্রায় বুঝি কহেন তখন॥ করে পুত্র যশোদে হইয়া হর্ষভর। এখানে আসিয়া তুমি নিরীক্ষণ কর॥ আপনার এই পুত্র শ্যাম বর্ণ ছিল। গোপ কুমারিকা গণ সুন্দর করিল॥ যশোদা আপন ধাত্রী মথরা বচন। শুনি পুনর্ব্বার বাহ্যে করি আগমন॥ তাঁহার কৌশল বাক্য বুঝি অভিপ্রায়। রোষ যুক্তামত মাতা কহেন তপায়॥ সহজ অ শেষ যেই সৌন্দর্য্যের গণ। তাহাতেই নীরাজিত কমল চরণ মমপুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশ্যামল সুন্দর। জগ তব শিশ্রু করে নব্য বহুতর॥ শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সকল গোপিকার। সৌন্দর্য্যের ভাব যেই আছে সবাকার॥ কৃষ্ণ পাদ নখাগ্রের এক সৌন্দ র্য্যের। যোগ্য নাহি হয় নীরাজনের কার্য্যের॥ স্বরূপ কহে ন সেই সৌন্দর্য্য তাঁহার। সে লাবন্য লক্ষ্মী আর মাধুর্য্যের ভার॥ বর্ণিত কি হইবেক সেসব নিশ্চয়। লৌকিক দ্রব্যেতে যোগ্য উপমা নাহয়॥ নারায়ণ রাম আদ্যে কি দিব উপম দ্বারকানায়কে তাঁর নাহি হন সম॥ তথা।

কৃষ্ণেয়থা নাগর শেখরাগ্রো। রাধা তথা নাগরিকা বরাগ্র্যা। রাধায়থা নাগরিকা বরাগ্র্যা কৃষ্ণ স্তথা নাগর শেখরাগ্র্যঃ॥

নাগর শেখর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যেমন। নাগরিকা বর শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা তেমন॥ নাগরিকা বর শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা যেমন। নাগর শেখর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তেমন॥ ইথে বুঝ শ্রীরাধাকৃষ্ণেতে পরস্পর। উপমা কয়েন অন্য নাহি সমপর॥ ততঃপরে গোপরাজ স্নানাদিক করি। আইলেন বলরাম সহিত সত্বরি॥ স্বরাদিতে ইচ্ছাজানি যত গোপীগণ। লুকাইলা কৃষ্ণ অগ্রে হইলা তখন॥ ভোজন শালায় নন্দ কনক আসনে। বসিয়া আরম্ভ কৈলা করিতে ভোজনে॥ রামকৃষ্ণ দুইভাই তাঁর পার্শ্ব দ্বয়ে। কনক আসনে বসি ভোজন করয়ে॥ শ্রীকৃষ্ণ বামেতে রাম দক্ষিণে তাঁহার। একপাত্রে ভোজন হইতেছে সবাকার॥ তাঁহাদের অনেক আগ্রহেতে সম্মুখে। বসি আমি পৃথক্ ভোজন করি সুখে॥ রত্ন স্বর্ণ রজতের বিবিধ ভাজনে। দ্রব্যাদি ভরি রোহিণী করেণ প্রেরণে॥ গৃহ মধ্য হৈতে আনি যশোদা আপনে। করেণ পরিবেশন পুত্র স্নেহ মনে॥ ভোগ পুরন্দর কৃষ্ণ চতুর্বিধ অন্ন। ভোজন করেণ সর্ব্ব সদগুণ সম্পন্ন॥ ভিন্ন২ বিচিত্র কটোরাতে পূরিত। বিস্তীর্ণ কনক স্থানে করিয়া আনীত॥ গ্রাস২ রচনা করিয়া সেই সব। ভোজন করেণ কৃষ্ণ সুখ অনুভব॥ মাতা পিতা ভ্রাতা যত্নেক্রমে কৃষ্ণ মুখে। অর্পণ করেণ কত খান কৃষ্ণ সুখে॥ মধ্যে২ স্বর্ণ ভৃঙ্গারিকাতে পূরিত। উত্তম নির্ম্মল জল পিয়েন বিহিত॥

নানাবিধ পিষ্টকাদি পূর্ণ কটোরায়। ভোজন করেন কৃষ্ণ অতি মিষ্টভায়॥ সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট মিষ্ট ঘৃত শর্করা। পায়স খায়েন কৃষ্ণ সুমধুরতর॥ জিলাপী ফেনকা আর রোটিকা সহিত। অন্য ঘৃত পক্ক নানাবিধ সুবিহিত॥ দধিদুগ্ধ বিকারেতে জাত নানামত। শিখরিণী অপর মিষ্টান্ন কব কত॥ মধ্যে অল্প উষ্ণ সূক্ষ্ম অন্ন বিলক্ষণ। বটক পর্পট শাক সূপ সুব্যঞ্জন॥ মধুর অম্ল রস প্রায় গোরস সাধিত। মরীচাদি চূর্ণ জীরা লবন সহিত॥ অতিমিষ্ট শিখরিণী অন্তে পুনর্ব্বার। দধির সম্ভব দ্রব্য বিকারে তাহার॥ কিঞ্চ আদ্যে সংস্কৃত তক্র সুমধুর। ভোজন করায়্যা আমা খাইলা প্রচুর॥ চর্ব্বণে উদ্যুক্ত কৃষ্ণ করুণ অধর। জিহ্বাগণ্ডস্থল মুখ পদ্ম মনোহর॥ তাহার বিলাস ভঙ্গী ভ্রূধনু নর্ত্তন। আর নয়ন পদ্মের নৃত্যের শোভন॥ তাহার যে শোভা সব হৈল সেই ক্ষণে। বাক্য মনো গোচর নহেত কদাচনে॥ তবে গোপী ক্ষীর ঘৃত চিনি পক্ক যত। স্বস্ব গৃহ হৈতে আনি মিষ্টান্ন বহুত॥ যশোদার অগ্রে সেই ক্ষণে ধরিলেন। বিচিত্র লীলায় কৃষ্ণ তাহা শ্লাঘিলেন॥ তাঁদিগে রাঞ্জিয়া খাইলেন একবার। স্বহস্তে কিঞ্চিত মোরে করায়্যা আহার॥ তবে সেই শ্রীরাধিকা অতি মনোহরা। গুটিকা পূরিকা সহ লড়ু মনোহরা॥ আনায়া কৃষ্ণের বাম পার্শ্বেতে ধরিলা। নথাগ্রেতে কৃষ্ণ তার কিঞ্চিত লইলা॥ আপন জিহ্বার অগ্রে করিয়া ক্ষেপণ। নিয়মত করিলেন ভঙ্গি শ্রীবদনরিভিহাস॥ পেঙ্গয়বিস্তার করিলেন তাহে ভ্রাতা বলরাম অল্প হাসিলেন॥ পূর্ব্বে তিক্ত দ্রব্য দান

হেতু যশোদার। হইল ক্রোধিত মন প্রতি শ্রীরাধার।। পিতা নন্দ হইলেন সবিস্ময় মন। এলড্ডুক নহেত হিতভ্য কদাচন।। শ্রীরাধার সখী সকলের পীড়া মনে। তাঁহার আনীত দ্রব্য তিক্ত কিকারণে।। বিদগ্ধ সখীগণের হৈলহর্ষ জাত। পরিহাসে শ্রীরাধার সৌভাগ্য বিখ্যাত।। হর্ষ হৈল দ্বেষ কারি সপত্নী সবার। তিক্ত অনুমানিয়া আনীত দ্রব্য তাঁর।। ততঃ পরে কৃষ্ণ সেই লড্ডুকাদিগণে। রাধা ভাতৃবংশ জাত আমার ভাজনে।। করিলেন নিক্ষেপ অত্যন্ত প্রীতি মনে। সর্ব্বোত্কৃষ্টতর বস্তু সকল তখনে।। পরম আস্বাদযুক্ত সেইদ্রব্য চয়। ভোজন করিয়া আমি হইলুঁ বিস্ময়।। শরলবুদ্ধিতেরোষ মাতার হইল। তাহে শ্রীরাধার লজ্জ দুঃখ সে জন্মিল।। গোপনে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা চাহিল। সে ভ্রূ ভঙ্গ অন্য গোপী কেহ না জানিল।। কৃষ্ণ তাহে মৃদু হাসি আনত বদনে। কটাক্ষেতে শ্রীরাধায় করিলা রঞ্জনে।। বিদগ্ধশিরোমণির এইলীলা সব। সেইক্ষণে আমি করিলাম অনুভব।। কৃষ্ণ প্রেমভরেতে পীড়িত যারমন। তাহার পরমপ্রীতি দায়িলীলা হন।। ততঃ পরে ন্যায়মত করি আচমন। লীলায় তাম্বুলোত্তম করিয়া চর্ব্বণ।। রাধিকার প্রতি চাহি তাম্বুল চর্ব্বিত। আমার মুখেতে তবে করিলা অর্পিত।। স্নেহেতে বিবশা মাতা যশোদা তখন। বিভুক্ত জারক মন্ত্রকরিয়া পঠন।। বামপাণিতলদ্বারা কৃষ্ণের উদর। বারম্বার মার্জন করেণ ততঃপর।। কৃষ্ণরঙ্গঃ ক্রীড়ার সময় এইক্ষণ। এতজানি সুপ্ত কৈলা রাম বিচক্ষণ।। গো সমূহ মধ্যে নন্দ নামন করিলা। গৃহকৃত্য হেতুমাতা গৃহে

প্রবেশিলা॥ বৃজাঙ্গনে কৃষ্ণ বৃজাঙ্গনার সহিত। পুনঃ পুনঃ ভ্রমেণ গাইয়া সুখে গীত॥ বৃজ সুন্দরীতে রত শ্রীনন্দ নন্দন ভ্রমণ ক্রীড়ন আদি করি কতক্ষণ।। যশোদার আহ্বানের গৌরব আদরে। শয়ন গৃহের মধ্যে গেলেন সত্বরে॥ দুগ্ধ ফেণ নিন্দি চারু তুলিকা উপরে॥ করিলেন শয়ন তখন সুখান্তরে মনোহর পর্য্যঙ্কে সুমঙ্গা প্রভান্বিত। অমূল্য রত্নে খচিত কাঞ্চনে রচিত॥ অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সম উপধান। পার্শ্বে লম্বাকার উপধান শোভমান॥ আছে সে পর্য্যঙ্ক শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা ঘরে। বহুরত্নে নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ মনোহরে॥ মুক্তামালা চতুর্দিকে আন্দোলায়মান। বাসিত অগুরু ধূপে বিচিত্র বিতান বিদগ্ধা সে মুখ্যা রাধা মুখের অন্তরে। সংস্কৃত তাম্বুল তাঁর অর্পেণ সাদরে॥ চন্দ্রাবলী ললিতা শ্রীকমল চরণ। তাঁহার সহিত করিছেন সম্বাহন॥ কোন২ গোপী কৈলা চামর গ্রহণ কেহ তাম্বুলের পাত্র শ্রেণীর ধারণ॥ কেহ চর্ব্বিত তাম্বুল ধারণের পাত্র। কেহ জল পূর্ণ ভৃঙ্গারিকা সব মাত্র॥ বিভাগেতে সকলেতে করেণ সেবন। কেহ২ গাণ গান সহিত কীর্ত্তন কর্ণ মনোহর হয় সেই সব গীত। কেহ২ বাদ্য বাজাযেন বহু রীত॥ কেহ কেহ গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত। নানা মত কৌশল করেণ বিস্তারিত॥ অতিশয় প্রেমে বশীকৃত গোপীগণ। সবে এইমত করে কৃষ্ণের সেবন॥ তাম্বুল চর্ব্বিত অতি প্রিয় গোপিকারে। দিলেন সে অন্য গোপী লক্ষিতে না পারে॥ মহাধূর্ত্ত সমাজের কৃষ্ণ শিরোমণি। এইমতে চেষ্টা সব করিয়া আপনি॥ সকল প্রেয়সীগণে শ্রীনন্দ নন্দন। করিলেন মনো

হয় সবার ভ্রমণ। সনিবৃত্ত শ্রীরাধার প্রেমের কথায়। কৃষ্ণ-কাল ভাঙ্গিলেন শয়ন লীলায়॥ ভূ নর্ত্তন আদি কোন সঙ্কে-তের দ্বারে। কহিলেন রহঃ ক্রীড়া হেতু যাইবারে॥ ক্রীড়া রস প্রবাহেতে নিমগ্ন হইয়া। সবে নিজ নিজ গৃহে গেলেন ফেলিয়া॥ ততঃপরে সেই স্থানে শ্রীদামা আসিয়া। যত্নে মো-রে নিজ গৃহে গেলেন লইয়া অন্য নিশাক্রীড়া যেই হইল তাঁ-হার। কহিতে সেসব নাহি যোগ্যতা আমার॥ মহাদুঃখে সেই রাত্রি করিয়া যাপন। প্রাতঃকালে নন্দ গৃহেকরিলুঁ গমন দেখিলাম রাত্রি জাগি পর্য্যঙ্ক উপরে। শয়নে আছেন রতি চিহ্ন অঙ্গবরে॥ গোপীর বিলাসে নিশা জাগি নিদ্রা যায়। দেখি মাতা অন্যমত ভাবিয় তাহায়॥ সরল স্বভাবা মাতা বসি পার্শ্বে তাঁর। করি বহু লালন কহেন কিছু আর॥ আহা এই আমার বালক বনেবনে। সমস্ত দিবস গাবী করিয়া রক্ষণে শ্রান্ত হৈয়া নিদ্রাজন্য সুখ পাইয়াছে। সেই হেতু এতক্ষণে নাহি জাগিযাছে॥ বিদগ্ধ গোপিকাকৃত দেখি নখক্ষত। কহে-ন যশোদা মনে ভাবি অন্যমত॥ অরণ্যেতে সর্ব্বদিগে মুহু ধাই যাছে। সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক দষ্ট সব স্ফুটিযাছে॥ গোপীনেত্র চুম্বনেতে অধরে কজ্জল। লাগিয়াছে দেখি মাতা কহেন সরল আহা কষ্ট নিদ্রাবশে কিছু নাজানিল। নেত্রের কজ্জল নিজ গাত্রেতে মাখিল॥ গোপীর অধর তাম্বুলের রাগ তাঁর। গণ্ডাদিতে লগ্ন দেখি কহে পুনর্ব্বার॥ তাম্বুলের রাগ অধ-রের আপনার। ইতস্তত মাখিয়াছে নহে জ্ঞাত যার॥ পুন পুন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া। কণ্ঠ ভূষা হার আদি ফেলিল

ছাঁড়িয়া।। গোপিকার স্তনের কুঙ্কুম কৃষ্ণগায়। লগ্ন দেখি করে মাতা অন্য অভিপ্রায়।। যমুনা তীর মৃত্তিকা কুঙ্কুমের রঙ্গে। লাগিয়াছে তাহা সুনিশ্চয় কৃষ্ণ অঙ্গে।। স্নানেতেও অঙ্গ হৈতে নাহি হল ত্যজিত। শরীরের সহচর মত সংলগ্নিত। চপলা বালিকা গণ করি অবধান। সন্ধ্যার সময় নাহি করাইল স্নান।। তৈলাভ্যঙ্গ আর শরীরেতে উদ্বর্ত্তন। মনোভিনিবেশে নাকরাইল তখন।। বারম্বার যশোদা কহেন এইমত ব্রজকন্যাগণ সকলের সমক্ষতঃ।। শুনি ভয় হাস লজ্জা হৈয়া আবির্ভাব। লজ্জায়ুক্ত মুখ গোপী হৈলা সভাব।। ততঃপরে কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উঠিলা। রামের সহিত মাতা স্নান করাইলা।। বস্ত্র অলঙ্কারে করাইয়া বিভূষিত। করাইলা তবেত ভোজন সুবিহিত।। ভোজনান্তে গোপীকার সুখের বার্ত্তায় ক্ষণেক করিলা কৃষ্ণবিশ্রাম তথায়।। তাবত কাননে শুভ প্রযাণকারণ। করিলেন যশোমতী যোগ আয়োজন।। বনপ্রযাণেতভাবিবিরুদ্ধ শঙ্কায়। যদ্যপি গোপিকাদিনপিড়িতাভাগায়, তবুদিব্য সুমঙ্গলগাতের দ্বারায়। পূর্ণকুম্ভদধি আদরা থাইলা তায়।। বলরামসহ এক পিঁড়ার উপরে। বসাইয়া কৃষ্ণমাতা বেশভূষ করে।। বনের উচিত সর্ব্ব অঙ্গেতে ভূষণ। পরাইলা আর সে ঔষধ প্রকরণ।। মণি ব্যাঘ্রনখ আর বিশল্য করণী রক্ষাডোর মন্ত্র পড়ি করিলা রক্ষণী।। বৃদ্ধা গোপী আর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী দ্বারায়। শুভ আশির্ব্বাদ বহুকরাইলা তায়।। শ্রীহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি নাশিকায়। ধরাইয়া শুভযাত্রা করাইলা মায়।। মধ্যাহ্ন সময়ে করিতে ভোজন। শিকায় বাঁধিয়া দ্রব্য করিলা অর্পণ।। শ্রীদামাদি বালকের হস্তে তাহা

দিযা। নিকসিলা গোপ অগ্রেতে বেণু বাজাইযা॥ সেইকালে কৃষ্ণ সখা গোপের কুমার। উচিতত্ব লঙ্ঘাপ্ত সদা সখ্যতায তাঁর॥ নিজ২ ভোজ্য সবে করিযা গ্রহণ। শ্রীকৃষ্ণর নিকটেতে করি আগমন॥ যূথে২ সকলেতে মিলি কৃষ্ণ সঙ্গ। বাহির হইলা ব্রজ হৈতে গোষ্ঠেরঙ্গে॥ সখা সহ কভু বংশী শিঙ্গাবা কখন নানা বাদ্য বাজাইযা করে বিলসন॥ সখাগণ লৈল ছত্র পাদুকা চামর। ধ্বজ ভোগ্য পেযাসন কন্দুক বিস্তর॥ তাল মদঙ্গাদি বহু ক্রীড়ার সাধন। স্বচ্ছন্দে খেলিতে সবে করিলা গ্রহণ॥ গায নাচে তারা কভু হর্ষে স্তবকরে। চলিল রামের সহ কানন গোচরে॥ অগ্রে বলদেব আমি স্বরূপ পশ্চাতে। সখাগণ চতুর্দিগে শোভা নানাভাঁতে॥ গোষ্ঠ যাত্রা দেখিবার লাগি করি ছল। আইলেন সেইস্থানে গোপিকা সকল॥ কৃষ্ণর বিরহ দুঃখ সহিতে নাপারে। আকর্ষিত প্রেম পাশে আল্য তথাকারে॥ গোপী মুখ নিরীক্ষণ করি ভাবোদযে কৃষ্ণের মুখেতে ঘর্ম্ম হৈল সে সমযে॥ ঘর্ম্মযুক্ত মুখপদ্ম দেখি নন্দাকর। সুখেতে ঝরযে ক্ষীর মাতার স্তনের॥ মার্জ্জন করিলা হস্তে অঞ্চলেতে আর। পিছে আল্যা পর্য্যন্ত বৃজর বহির্দ্বার॥ কৃষ্ণের কথনেগৃহে করিতেগমন। গ্রীব ফিরাইযা মাতা করিযা দর্শন॥ দুই তিন পদ গিয়া ফিরি পুনর্ব্বার। পুত্রের নিকটে আইলেন ব্যগ্রাকার॥ তাম্বুল সাজিযা কৃষ্ণ হাথে হস্তে আর। সমর্পিযা চলিলেন গৃহে পুনর্ব্বার॥ গ্রীবা ফিরি পুত্র মুখ দেখি পূর্ব্বমত। অতিবেগে ব্যগ্রা পুন হইলা আগত॥ কিছু মিষ্ট ফলাদিক আর মিষ্টজল। পথে পুত্রে

করাইয়া ভোজনসকল॥ গৃহে যাত্যে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার। সংনিবেশি বালকের বস্ত্র অলঙ্কার॥ স্নেহ ভর স্বভাবেতে দুঃখিতা হইয়া। শিক্ষা দেন বালকেরে সুযত্ন করিয়া হে বাছা দুর্গম বনে দূরে না যাইবে। কণ্টকারণ্যে কভু নাহি প্রবেশিবে॥ এতকহি মাতা অতি বিনয় সহিত। আপনারে শপথ দিলেন বিস্তারিত॥ নিরস্ত হইয়া দুই চারি পদ গিয়া পুনর্ব্বার আইলেন তথায় ফিরিয়া॥ ওহে বাপ বলরাম সকল সময়। নিজ অনুজের আগ্রে থাকবে নিশ্চয়॥ শ্রীদামা স্বরূপ সহ পৃষ্ঠেতে থাকিবে। দক্ষিণেতে অংশু বামে সুবল রহিবে॥ কণ্টক কাননে কিবা ভয় স্থানে আর। যদ যাম নিবারণ করিবে ইহার॥ রৌদ্রের আতপে ছায়া করিবে নিশ্চয়। ভোজনাদি করাইবে হইলে সময়॥ ইত্যাদি প্রার্থনা দন্তে তৃণ ধরি করি। নিরীক্ষণ করে পুত্রে অতি স্নেহে ভরি॥ স্নেহ ভরে ব্যাকুল বুদ্ধিতে যশোমতী। এইমত মুহুর্কৈলা যাতায়াত অতি॥ নূতন প্রসূত গাবী অতিস্নিগ্ধ হয়। মাতা স্নেহভরে তারে করিলেন জয়॥ পায়ে ধরি করি নমস্কার আলিঙ্গন। যশোদারে পুত্র করে বিবিধ ছলন॥ সন্ধ্যাকালে আসি মাতা খাইবার তরে। দব্য আয়োজন করা উচিত সত্বরে॥ গৃহকৃত্য আছে মাতা করুণ গমন। ইত্যাদিক বহুছল করিয়া তখন॥ আপন শপথ দিয়া মাতারে তখন। কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন যত্নে নিরর্ত্তন। যেই স্থলে মাতারে করিলা নিবর্ত্তন। অতি উচ্চস্থল সেই নিকট কানন॥ চিত্র পুত্তলিকা ন্যায় মাতা সেই স্থানে। স্তনে ক্ষীর নেত্রে ধারা দেখেন

সন্তানে॥ করেণ গোপিকাসব পশ্চাতে গমন॥ বাষ্পেতে সংরুদ্ধকণ্ঠ গদ্গদ বচন॥ গাত্রেতে অশক্ত সবে স্খলিত চরণ। অন্তর্দৃষ্টি হৈলা রুদ্ধ অশ্রুতে নয়ন॥ লজ্জাভয়ে করিতে বলিতে কিছু নারে। মগ্ন হৈলা মহাশোক সমুদ্র মস্তারে॥ সে শোকের প্রতীকার করণে অক্ষম। বিনা আলিঙ্গনে দুঃখ নহে উপশম॥ কেমনে বাঁচিব ইত্যাদিকো কহিবারে। নাহি পারে যাহে কিছু শোক প্রতীকারে॥ যথা।

নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি॥ ব্রজ হৈতে দূরতর গোপিকা আইলা আইলা। তাহাদের মনোনেত্র শ্রীকৃষ্ণ হরিলা॥ অতিয়ত্নে করিতা সবারে নিবর্ত্তন। মুহুর্মুহু ফিরি২ করে নিরীক্ষণ॥ ব্যগ্রমন কৃষ্ণ ইষ্টদূতের দ্বারায়। প্রেমে স্বয়ং গ্রীবা ফিরি করি দৃষ্টি তায়॥ বারম্বার আশ্বাস করেণ গোপীগণে। ভ্রূক্ষেপ মস্তক কম্প জিহ্বাগ্রে দর্শনে॥ বলকরি লজ্জাভয় তাঁদের জম্মান। সম্যক স্তম্ভিতা গোপী হৈলা সেই স্থান॥ যশোদার অগ্রে উচ্চ স্থানেদাণ্ডাইয়া। রোদন করেণ প্রাণনাথেরে হেরিয়া॥ গোপেন্দ্র আপনি অতি সুস্নিগ্ধ আশায়। বিশেষত পত্নীর বাত্সল্য দেখিতায়॥ সর্ব্বব্রজ জনের হেরিয়া স্নেহ ভর। স্নেহাধিক্য প্রকাশে হইলা বশীকর উপনন্দ আদি পুরোহিতের সহিতে। পশ্চাতেগিয়াও দূরে নাপারে ত্যজিতে॥ গো মহিষ মৃগ খগ আদির হৃষ্টতা। দেখিয়াহসল শুভ অত্যন্তপুষ্টতা॥ অন্তরেপ্রকৃষ্টহৃষ্টহইয়াও নন্দ। পুত্র বিচ্ছেদ কাতরে অতি নিরানন্দ॥ রামসহ পুত্রে হৈলা পৃথগালিঙ্গণে। পুন একবারে আলিঙ্গিলা দুইজনে

করিলেন মস্তকের আঘ্রাণ গ্রহণ। স্নেহ ভবে তাহে বহু কর রিলা রোদন॥ ততঃপরে পুত্র শ্রীনন্দেরে প্রণমিলা। অনেক আছয়ে কার্য্য তাঁরে দেখাইলা॥ ব্রজবাসি গণের আশ্বা সন রক্ষণ। সমাগম কালে ব্রজে শোভাদি বরণ॥ ইত্যাদিক বহু কর্ম্ম আছে আপনার। ইহাকহিপ্রস্থাপন করাইলা তাঁর ফিরিয়া শ্রীনন্দ কৃষ্ণে করিয়া ঈক্ষণ। সেই স্থানে অবস্থান কৈলা কতক্ষণ॥ রামকৃষ্ণ দূরে বনে করিলে গমন। অরণ্যে তে দর্শন হইল আচ্ছাদন॥ রথের শিঙ্গা হম্বারব নাহয শ্রবণ ব্রজপ্রতি নিবর্ত্ত হইলা সেইক্ষণ॥ শীঘ্র বার্ত্তা আনয়ন কারি ভৃত্যগণে। করিলা নিয়োগ কৃষ্ণবার্ত্তা আহরণে॥ পত্নীসহ গোপীগণে করিয়া শান্তন। সবাকারে গৃহে করিলেন আন- যন॥ গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সকল। গান করি প্রবে শ করিলা ব্রজস্থল॥ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম ধ্যান করি গোপীগণ। করি তে লাগিলা সেই দিনের যাপন॥ তাঁহার বিশেষ করিবারে নির্ব্বাচন। অনন্তের শক্তিতে নাহয কদাচন॥ মহাপীড়া জন ক বার্ত্ত সেসব হয। কোন বুদ্ধিমান বা তাহাতে প্রবর্ত্তয॥ গোপীগণে কৃষ্ণচন্দ্র করি প্রস্থাপন। হইলা অধিক অতি দু ঃখিত মন॥ সখাগণ কল করি তাঁহারে লইলা। অগ্রে শ্রীমদ্বৃন্দাবন মধ্যে প্রবেশিলা॥ সখাগণ বৃন্দাবন শোভা দেখা ইলা। স্বযং বর্ণি পীড়াগত মত সে হইলা॥ তবে বিস্তারিলা যেই ক্রীড়া গোপমত্ত। পাইল স্বেভাব তাহে চরাচর যত॥ সে সব বৃত্তান্ত ধ্যানেনাহি হয মনে। জিহ্বা কি প্রকারে করি বেক নিরূপণে॥ গোচারণ করি গোবর্দ্ধনসন্নিধানে। করাম্ব্য

তাদিগে যমুনার জলপানে ॥ সায়ংকালে পূর্ব্বমত নিজ গৃহে আনি। ব্রজেশ ক্রীড়েন সহ ব্রজবধূ রাশি॥ নন্দীশ্বর স্থানে পুরী শ্রীনন্দের হয়। কিন্তু কৃষ্ণ সদা কুঞ্জমধ্যে বিরাজয়॥ কৃষ্ণমত অনুবর্ত্তি গোলোকনিবাসি। কুঞ্জে বাস বহুকরি মানে অভিলাষি॥ এইমতে গোলোকেতে নিবাস করিয়া। যে আনন্দ অনুভব হয়মমহিয়া॥ যেবা সুখ সেইস্থানে হইলতাহার বর্ণন নাহয় সে কীদৃশ কিপ্রকার॥ মুক্ত সকলের সুখ হৈতে অভিমত। বৈকুণ্ঠ বাসির হয় অত্যন্ত মহত॥ কৃষ্ণভক্তি মাহাত্ম্য তাহার হেতু হয়। সে সুখবেত্তা সকল কহিলা নিশ্চয় বৈকুণ্ঠে বিচিত্র ভক্তি রসের কারণ। মোক্ষ হৈতে হয় সে অধিক সুখগণ॥ অযোধ্যায় সেবা রস নিষ্ঠাবিশেষেতে। বৈকুণ্ঠ হইতে সুখ হয় অধিকেতে॥ দ্বারকায় সৌহৃদ্য রস বিশেষ চয়। অযোধ্যা হইতে সুখ বিশেষ সে হয়॥ গোলোকেতে প্রেম রস নিষ্ঠাবিশেষিক। দ্বারকা হইতে সুখ অধিক২ অযোধ্যাদি বাসি সুখ হইতে সুস্থির। অধিকাধিক সে সুখ গোলোক বাসির॥ সেই সুখ অতিক্রান্ত তর্কের বিধানে। কি প্রকারে বাক্যে তাহা ধরিবেকস্থানে॥ গোলোক নিবাসিজন সব নিরন্তর। সেই সুখ অনুভব করেণ বিস্তর॥ গোলোক নাথের প্রেম বিষয়ি হয়েন। সে সুখের তত্ত্বমাত্র তাঁহারা জানেন॥ গোলোক নিবাসি গোপরাজনন্দাদির। অবতার বৈকুণ্ঠের নন্দাদি সুস্থির॥ অবতার শব্দে হয় নিত্যত্বের হানি। তাহানহে সবে নিত্য সুনিশ্চয় মানি॥ বৈকুণ্ঠে নিবাসি ইন্দ্র চন্দ্রাদির যেন। প্রতিরূপ স্বর্গে ইন্দ্র চন্দ্রাদি হয়েন॥ যথাচ

উপেন্দ্র বিষ্ণু ক্রীড়া করিব রে। ধরণী মণ্ডলেতে করেণ অব তারে॥ তাঁর প্রীতি হেতু সেই সব দেবগণ। বারম্বার ধরা-তলে অবতার হন॥ যেমন গোপ রাজনন্দ শ্রীগোলোকধামে। তাঁর অবতার বৈকুণ্ঠেতে নন্দনামে॥ দ্রোণ নামে বসু তিঁহ দেবেতে গণন। কদাচিত পৃথিবীতে নন্দরূপ হন॥ গোলোকে শ্রীবলদেব বৈকুণ্ঠেতে শেষ। দেবের মধ্যেতে তিঁহ ধরণী ধরেশ॥ পৃথিবীতে কদাচিত বলরাম জান। সেইমত গোলো-কেতে শ্রীদামা আখ্যান॥ বৈকুণ্ঠে গরুড় দেবে বিনতা নন্দন পৃথিবীতে কদাচিত শ্রীদামাখ্য হন॥ এইরূপ অন্য সব বি-শেষ জানিবে। দীন হীন বিস্তারিয়া কতেক লিখিবে॥ যেন কৃষ্ণ অবতারী তাঁহার সহিত। অবতার সব হন অভিন্ন নি-শ্চিত॥ তেন গোলোকস্থ নিত্যপ্রিয় নন্দাদির। তাঁহাদের অবতারে অভিন্ন সুস্থির॥ অংশেতে কখন পূর্ণরূপে কদা-চিত। যথাকাল যথাকার্য্য যথা স্থানোচিত॥ যেস্থানে যেমত প্রয়োজন অবতারে। তথায় তেমত তাঁহা হয়েন প্রকারে কৃষ্ণ যেন কার্য্য স্থান বুঝি অবতরে। তেমত পার্ষদ সব ধরে কলেবরে॥ এইমতে কোনরসে হৈয়া আকর্ষিত। কদাচিত শ্রীগোলোক নাথের সহিত॥ ইচ্ছাযুক্ত হৈয়া মথুরায় অব তারে। নিজ অংশ দ্রোণাদিক সহ ঐক্যাকারে॥ যবে প্রাদু-র্ভাব হন সেইত সময়। বৃন্দাবনে দ্রোণাদিক তাহে হন লয়॥ পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁরা অবতরে। সেইলীন হেতুক যতেক মুনিবরে। কহেন নন্দাদি রূপে দ্রোণাদি হইল। সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এসকল কহিল॥ এসকল আরো যত গোলোকে

আছয়। জানিবে সচ্চিদানন্দ ময় অসংশয়॥ কৃষ্ণের ইচ্ছায় লীলা বিস্তার কারণ। গোলোক মধ্যেতে কংসাদির নিবসন পূর্ব্বেতে সিদ্ধান্ত যেই নারদকথিত। তার অনুসারে সব জানিবে নিশ্চিত॥ কে মাথুরোত্তম মহাশ্চর্য্য বৃত্ত যেই। কৃষ্ণ প্রভাবেতে কিছু কহি শুন এই॥ গোলোকমধ্যেতে যতগোপ সব হয়। বালক যুবকবৃদ্ধ কোটি২ চয়॥ সবে জানে শ্রীকৃষ্ণের আমি প্রিয়তর। আমার সমান কেহ নাহিত ইতর॥ তাঁকাদের নক্তে মনে কেবল মনন। সেই রূপব্যবহার দেখি সর্ব্বক্ষণ। তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরো সেইমত। বিশুদ্ধ দেখিয়ে প্রেম নিত্য অবিরত॥ তথাপিহ তাহাতে কাহার কদাচিত। নাহি হয় মনঃপরিপূর্ণতা উদিত॥ বিবিধা প্রেমের তৃষ্ণা দৈন্যের জননী। অনুক্ষণ অতিশয় বাড়য়ে আপনি॥ গোলোক বাসিনী কোটি২ গোপীযুক্ত। তাহাদের প্রতি কৃষ্ণ চান্দ্রের সন্তত। শ্রেষ্ঠ প্রীতি কৃপা আর আশক্তি বিরল। কহিলাম অনুভব তাহাতে সকল॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি কৃপা আশক্তিকারণ। করি জান ব্যক্ত অনুমান সর্ব্বক্ষণ॥ গোপিকা হইতে কিবা গোপিকার সম। নাহি গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥ তত্রাপি যে গোপিকার প্রতি যেইক্ষণে কৃষ্ণের বিশেষ প্রেম করিয়ে ঈক্ষণে॥ সেইক্ষণে সুনিশ্চয় হয়ত প্রত্যয়। কৃষ্ণের সর্ব্বথা প্রিয় এই গোপী হয়। নিজ২ প্রেম যোগ্য সেই গোপী সব করিয়াও ক্রীড়া সুখ বিশেষানুভব॥ নিরন্তর নিজমনে করেণ মনন। নাহি প্রেম প্রভুর আমাতে কদাচন॥ করেণ প্রত্যেকে অভিলাষ এইমত। হইবেক কি আমার সৌভাগ্য কিয়ত

য়াহাতে অধম দাসী কৃষ্ণের হইব। হেন শুভ দিন কিসে উদয় করিব ॥ গোপেরা কৃষ্ণের প্রিয় আত্মারে মানেন। আপন সৌভাগ্য তাহে বিশেষ জানেন ॥ কিন্তু প্রেম বিশেষ স্বভাবে ভগবানে। অতৃপ্তি মানসেতে বিশেষ তৃষ্ণা জানে ॥ গোপী সব অতি নিষ্ঠা হেতু নিরন্তর। পরমদৈন্যতা যুক্তা অন্তর২ ॥ কৃষ্ণের অধমা দাসী হবার কারণ। আপনায় সৌভাগ্য সে করেণ ইচ্ছন ॥ ইথে যত গোপগণ হৈতে গোপিকার। সৌভাগ্য বিশেষ কর বিবেচনা সার ॥ যদ্যপিহ বৈকুণ্ঠের পার্ষদ গণের। ভক্ত স্বভাবেতে তাকাদিগের মনের ॥ প্রভুর চরণভজ্ঞানন্দ প্রভৃতে। নিশ্চয মনের তৃপ্তি নাহিক প্রকৃতে ॥ তথাপি সকলে কৃষ্ণকৃপা অতিশয। আমাদিগে এই তাঁদিগের মনেহয ॥ গোলোক বাসির তাহা নহে কদাচিত। ইথে বৈকুণ্ঠ হইতে মহিমা বিদিত ॥ অহো গাঢ় প্রেম রসাবেশ স্বভাবের। অদ্ভুত মহিমা অতি গম্ভীর সবের ॥ মহত জনে ও দুঃখে তর্কিতে নাপারে। অনন্ত মাহাত্ম্য নাহি পারি কহিবারে ॥ একদিন বিহরেণ শ্রীনন্দনন্দন। য়মুনার তীরে সহ যত সখাগণ॥ করিলেন শ্রবণ সে লোকের মুখায়। কালিয হ্রদেতে পুন আইল কালিয়॥ মহাবিষে বিদূষিত স্থানেতে গমন। সখাগণে য়োগ্য নহে করি এই মন ॥ কিম্বা বিষজল হ্রদে আমারে পড়িতে। য়ত্নে সখাগণ করিবেক নিবারিতে ॥ এতভাবি একাকী সে হ্রদতীর গিযা। শীঘ্র কৃষ্ণকায় রক্ষেতে আরোহিযা ॥ বেগে লম্ফ দিয়া হ্রদ জলে পড়িলেন। জল সব উপরে নিঃসার করিলেন ॥ জলে সন্তরিযা বহু বিচিত্র বিলাস। জল

শব্দ বহুবিধ করিল সঞ্চার॥ তাহে খল কালিয় হইয়া উপ-স্থিত। করিলেক নিজ দেহে কৃষ্ণেরে বেষ্টিত। তাহাতে কৌতুকী কৃষ্ণ দশা আপনার। অনির্বচনীয় দেখাইলেন বিস্তার সহসা গমন করি কৃষ্ণে না দেখিয়া। কৃষ্ণ সখাগণ মৃত প্রায় হইয়া॥ সবে তার অন্বেষণে হইয়া কাতর। দেখি পদচিহ্ন হ্রদে গেলেন সত্বর॥ দেখিলেন কালিয়ের শরীরে বেষ্টিত। কৃষ্ণচন্দ্র নাহি কিছু করেণ চেষ্টিত॥ বয়স্য সকল তাহে হৈলা মোহগত। স্পন্দন বিহীন রহিলেন জ্ঞান হত॥ বন অচ্ছাদনে যারা না পায় দর্শন। নাহি ইচ্ছা করে তারা রাখিতে জীবন॥ ধেনু বৃষ বৎস মহিষাদি গ্রাম্য আর। বন জাত পশু বর্গ আদি কৃষ্ণসার॥ সবে কৃষ্ণ বদনেতে অর্পিয়া নয়ন। তীরে থাকি আর্ত্তনাদে করয়ে ক্রন্দন॥ উচ্চৈস্বরে রোদনে বিকল পক্ষিগণ। বেগে উড়ি হ্রদ মধ্যে করয় পতন॥ শুষ্ক হৈল বৃক্ষাদিক নিশ্চয় সেক্ষণে। ত্রিবিধ উৎপাত মহা হৈল প্রকাশনে॥ এক বৃদ্ধ প্রভু কৈলা মনেতে প্রেরণ। ব্রজ মধ্যে ধাবমান গেল সেইজন॥ হাহা মহারব করি সুঘোর কান্দিয়া। সেসব বৃত্তান্ত ব্রজে কহিলেক গিয়া॥ বৃদ্ধ আগমন পূর্ব্বে মহত উৎপাত। রক্তবৃষ্টি ভূকম্পাদি ভয়ঙ্কর জাত॥ দেখিয়া শ্রীনন্দ যশোমতী আদি যত। ব্রজবাসি সবে হৈলা সম্ভ্রম সংগত॥ ব্রজের মঙ্গল কৃষ্ণ তাঁর অন্বেষণে ব্রজেহৈতে বাহির হৈয়াছে সর্ব্বজনে॥ পুন সেইবৃদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠেশ্বর করি হ্রদে মগ্ন সর্প বেষ্ট কহিল বিবরি॥ শুনি সে বৃত্তান্ত যত ব্রজ বাসিগণ। বজ্রপাত সম সবে করিল মনন॥ নিজ জনুজেষ্ঠ

প্রভাবজ্ঞ বলরাম। আপনার গৃহেস্থিত জানি সবকাম ॥ ইহা মিথ্যা২ এই উচ্চশব্দ করি। রোহিণী মাতাকে যত্নে প্রবোধ আচরি ॥ গৃহ রক্ষা হেতু তাঁরে নিযোগ করিয়া। সর্ব্ব ব্রজজনে শান্ত করণ লাগিয়া ॥ মৃতপ্রায সকলেরে অগ্রেতে ধাবিত ধাইয়া মিলিলা রাম তাঁদের সহিত ॥ শীঘ্র সেই হ্রদে রাম আসিয়া তখন। অনুজে তাদৃশ দশা করি নিরীক্ষণ ॥ ভাইর প্রেমেতে অতি সুকাতর মন। ধৈর্য্য না রাখিতে পারি করিলা রোদন ॥ বিবিধ বিলাপ বলরাম সে করিল। কাষ্ঠপাষাণাদি ভেদ যাহাতে হইল ॥ পূর্ব্বে নন্দযশোমতী মূর্চ্ছা হৈলা যেন। বলরাম মূর্চ্ছিত হইলা ক্ষণেতেন ॥ তবে সে সকলে আর যত প্রাণিগণ। অতি মহাউচ্চৈঃস্বরে করযে রোদন ॥ অতি আর্ত্তি নাদে তাহা হইল পূরিত। বিশ্বের রোদন যাহা হৈতে প্রকাশিত ॥ সেই মহানাদে রাম পাইয়া সুজ্ঞান। যতনে ধীর শিরোমণি হৈলা ধৈর্য্যবান ॥ যশোমতী নন্দ সংজ্ঞা ক্ষণেকে পাইযা। তাদৃশ অবস্থা হ্রদে কৃষ্ণের দেখিযা উচ্চেকান্দি বেগে হ্রদে করে প্রবেশন। বলেরাম দুইকরে করিলা রোধন ॥ মৃত্যুতুল্য মূর্চ্ছিত দেখিযা ব্রজজনে। হৈলা রাম আর্ত্তিব্যথা যুক্ত নিজ মনে ॥ নন্দের গদাদস্বর করিযা তখন কৃষ্ণ সম্বোধিযা উচ্চে কহেন কথন ॥ পার্ষদ বৈকুণ্ঠ বাসি এসকল নয। অযোধ্যা নিবাসি নহে এবানরচয ॥ দ্বারকা নিবাসি এই নহেত যাদব। গোলোক নিবাসি নয় এইজন সব বৈকুণ্ঠাদি বাসি পাবে বিরহ সহিতে। কৃষ্ণের প্রভাব তাঁরা সদা ভাবে চিত্তে ॥ এগোলোক বাসি তোমাগত সেজীবন

পরম প্রেমেতে মগ্ন মন সর্ব্বক্ষণ। আমি আর রুক্মিণীরে না রিখে এখন। দেখিয়া এদশা তব মরে সর্ব্বজন। হেকরুণ এস-বে নামরে যতক্ষণ। তাজ চেষ্টা রাহিত্যাদি কৌতুক এখন গোষ্ঠজন একবন্ধু হেকৃষ্ণ তোমার। মৃদুল স্বভাব দুঃখ নারে সহিবার॥ যদ্যপি এবিনোদ এখনো না ত্যজিবে। পরে নিজ মনে শোক অত্যন্ত পাইবে॥ স্বরূপ কহেন তবে যত গোপী গণ। বিবিধ বিলাপ করি করেণ রোদন॥ পুনঃ পুন মোহ যুক্ত হয়েন সকলে। এইহেতু পশ্চাতে আইলা সেই স্থলে পরম পীড়িতা শঙ্খবলয়াদি ভঙ্গ। মুক্তকেশ নীবিআদি দুঃখি ত সর্ব্বাঙ্গ॥ প্রভুর পার্শ্বেতে যাইবারে সে সময়। হ্রদে প্রবে শিতেছান সব গোপীচয়॥ শোকেতে বিনষ্ট চিত্তা নাহি অব ধান। প্রভুর প্রভাব তাহে নাহি হয় জ্ঞান॥ হ্রদে প্রবেশিতে গোপী চাহেন যাবত। আপন কৌতুক কৃষ্ণ ত্যজিয়া তাবত নাসহিয়া প্রভু সকলের দুঃখযুত। কালিয় বন্ধন হৈতে হৈলা বহির্গত॥ অতি উচ্চ বিস্তীর্ণ সহস্র ফণেভার। আরোহিয়া হস্ত পদ্ম করিলা বিস্তার॥ কালিয়ের সহস্রেক ফণ শোভমান। রত্নেতে খচিত স্থল শ্রেণীর সমান॥ তাহাতে সত্বর নিজপ্রিয়া গোপীগণে। একবারে করাইলা কৃষ্ণ আরোহণে। চিত্র হৈতে বিচিত্র ভ্রমণে বহুতর। সেই সব ফণা হৈল অতি মনোহর॥ পা রম অদ্ভুত সেই সব রঙ্গস্থলে। সকল গোপীর সহ মিলিয়া একমে। আকাশে দেবতাগণ করে বাদ্যগীত। তাহাতে না চেন অতি বিচিত্র বিহীত॥ কৌতুক সাগর নৃত্য বহু করিলেন রাস বিলাসেতে জাত সুখ পাইলেন॥ কৃষ্ণ শক্তি বিশেষেতে

নন্দাদিক যত। মোহেঁর গাম্ভীর্য্য কিম্বা নহে অপগত ।। সেই হেতু গোপী সেহ এই নৃত্যলীলা। নন্দাদিক গুরুবর্গ কেহনা দেখিলা ।। নন্দাদি শ্রীরাম হৈতে পায়্যা বোধোদয় । কৃষ্ণে তটে পরি হেরি আনন্দ বিস্ময় ।। সর্পরাজকালিযের করিলে দমন। নাগপত্নী সকলেতে করিল স্তবন ।। তাহাদের গাত্র হৈতে উত্তরীয বস্ত্র। কাড়িয়া লইলা মন্দহাস্য যুক্ত তত্র।। তাহে বাগডোরদীঘকরিয়া রচন। কালিযেরনাশা বিদ্ধিকরি প্রবেশন ।। কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বামহস্তেধরি । অশ্বন্যায় চড়িলেন তাহার উপরি।। ঠকর ইতস্তত তাহারে চলান দক্ষহস্তে ধৃত বংশী হর্ষেতে বাজান ।। চাবুকের মত সেই বংশীতে কখন। বলেরদ্বারায তারে করেণচালন ।। গরুড়ের মত তারে বাহক করিলা। অতিশয প্রসন্নতা তাহারে সেদিলা ।। সেইক্ষণে আনিদিল নাগপত্নীগণ। অমূল্য বসন মাল্য রত্নের ভূষণ।। অনুলেপ আদি যত দিল ভক্তি ভরে। রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফণার উপরে।। পঙ্কজ উত্পল আদি পুষ্প বহুতর। যমুনায জাত আনি দিলেক বিস্তর ।। সে সব ভূষণেনাগ পত্নীর দ্বারায। ভূষাইলা আপনারে আর গোপিকায।। ফণীন্দ্র কালিয নিজ অসংখ্য বদনে। করিলেক স্তব বহু শ্রীনন্দনন্দনে ।। নন্দাদি সবারে হর্ষে করায়্যা নর্ত্তন। হ্রদে হৈতে করিলেন তবেনিঃসারণ ।। গরুড়ের দর্পাপ যেমত প্রসন্নতা। বর শ্রেণী লাভে নাগ মহা প্রকৃষ্টতা ।। কালিযহ্রদহৈতে গোপী সমূহ সহিত। নামিলেন কৃষ্ণ মহা আশ্চর্য্য বিদিত ।। নন্দাদিক করি আরাত্রিকআলিঙ্গন। হর্ষযুক্ত অশ্রুধারে করিলা প্লাবন

কৃপা করি কালিয়ে কিঞ্চিত কহিলেন। হ্রদ হইতে তাহারেত দূর করিলেন॥ তথাচ শ্রীদশমস্কন্ধে ভগবদাজ্ঞা॥

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়াসর্প সমুদ্রং য়াহি মাচিরং। স্বজ্ঞাত্য পত্য দারাঢ্যো গোনৃভি র্ভুজ্যতে নদীঃ। য়এতত্ সংস্মরেন্মর্ত্ত্য স্তুভ্যং মদনুশাসনং। কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যো র্নয়ুস্মদ্ভয়মাপ্নুয়াত্॥

গোপ গোপী সমুদয় একত্র হইয়া। নানাবিধ যন্ত্র তন্ত্র আদি মিলাইয়া॥ গাইতে লাগিলা অতি মনোহর গীত। সেই মঞ্চে সবে কৃষ্ণ হৈয়া সন্তোষিত॥ গোপ গোপীগণ সহ শ্রীনন্দ নন্দন। ভগবান কৈলা নিজ গৃহেতে গমন॥ কদাচিত সেদুষ্ট কংসের অনুচর। কেশী আর অরিষ্ট দুষ্টেতেনাম ধর॥ কেশী মহা অশ্বের আকার সেই হয়॥ বৃষের আকৃতি ধরে অরিষ্ট দুর্জ্জয়॥ বহিশ্চর প্রাণ রূপ কংসের সুপ্রিয়। বৃহত শরীরতাছে গগণ স্পর্শীয়॥ ঘোরশব্দে প্রাণিমাত্রে ভূতলে ফেলায়। গোপ সকলেরে ভয় বিবিধ দেখায়॥ গোসকলে পদদ্বারা করে আক্রমণ। একবারে ব্রজেতে করিল আগমন॥ দুই অসুরের ভয়ে গোপ গোপীগণ। আকর্ষিয়া কৃষ্ণে করিছেন নিবারণ॥ তাঁদিগে আশ্বাসিবার দর্প দেখাইয়া। অগ্রেহৈলা নিজ হস্তে ভুজ আস্ফোটিয়া॥ প্রথমত কেশী দৈত্য আল্যবেগ ভরে। পাদের প্রহারে তারে দূরে ক্ষেপ করে॥ পশ্চাতে বৃষের নাশা বিভেদ করিয়া। রাখিলেন গোপীশ্বর শিবাগ্রে বাঁধিয়া॥ পুনর্ব্বার কেশী দৈত্য আইল তথায়। অমন্দ বিক্রম কৃষ্ণ লম্ফ দিয়া তায়॥ মহাপরাক্রমে তার পৃষ্ঠে আরো

হিলা নানা গতি শিক্ষাইয়া দমন করিল॥ সেই অশ্বে আরো হিয়া নিজ সখাগণে। সকস্র শীঘ্র করিয় ভ্রমণে॥ তাহার ক র্দনেতে বিচিত্র কৌতুকিত। ভূতলে আকাশে ভূমি শোভা বিরাজিত॥ ক্ষণমধ্যে নিযমিয়া স্ববশকরিয়া। আ ব্রাহ্মণহেতু ব্রজে রাখিল বান্ধিয়া॥ বৃষকেতু পূর্ব্বে গোপীশ্বরেতে বান্ধিল শকট বাহন হেতু ব্রজেতে রাখিল॥ শ্রীগোলোক বৃজবর্ত্তি নন্দীশ্বর পুরে। নিবসেন কৃষ্ণ নানা আনন্দ প্রচুরে॥ বৃজ হৈতে মধুপুরী তাঁরে লইবারে। কংসাজ্ঞায় অক্রুর আইল একবারে॥ সেইকালে বৃজে যেই বৃত্তান্ত হইল। কে কহিবে তাহে বৃজে কি গতি ধরিল॥ অন্যত্রিক শিলা কাষ্ঠাদিক তা শুনিয়া। নিশ্চয় রোদন করিয়াযবিদরিয়া॥ সেইবার্ত্তারাত্রি তেইকরিয়াশ্রবণ। গোলোকগোকুলনিবাসিয়ত সবজন॥ বহু ত প্রকার সবে করি বিলপন। পুনঃ পুনঅতিশয় মোহযুক্ত হন॥ পুত্র প্রাণা যশোদা শুনিযা সমুদয়। দুষ্ট কংস হইতে পাইযা অতিভয়॥ আপন শপথ দিযা করি আচ্ছাদন। লুকায়্যা রাখেন পুত্রে করিযা গোপন॥ প্রভাতে ক্রমে বহু যুক্তির দ্বারায। প্রবোধ দিলেন নন্দ রাজেরে তথায॥ নন্দ নিজপত্নী যশোদারে নানামত। বুঝাইযা পুত্রেবাহ্যে আনি লেন ততঃ॥ দেখি লজ্জা ত্যজিযা যতেক গোপীগণ। হাহা আর্ত্তস্বরে উচ্চ করেণ রোদন॥ করিতে অশক্তি মাত্র করেণ দর্শন। তাঁহাদের প্রাণ যেন করিল ছেদন॥ সেইকালে যশো মতী অতি দীন মন। নিজ অশ্রুধারে করে করেণ মার্জ্জন॥ ধরি নিজ পুত্র করে করে অক্রুরের। নিক্ষেপের ন্যায অর্পি

লেন স্বপুত্রের ।। কহিলা নন্দেরে তব হস্তেতে এক্ষণ। প্রাণ ধনাধিক পুত্র করিলু অর্পণ ।। কারেও নাবিশ্বাসিবা স্বপার্শ্বে রাখিয়া। দিবে মমকরে তুমি এখানেআনিয়া ।। এইমতে সুতস্নেহ ভরেতে আতুরা। পৌনঃপুন্য মোহযুক্তা হয়েন প্রচুরা ।। বাক্যরোধ যশোমতী আপন আলয়ে। কৃষ্ণবিনা একা আইলেন য়েসময়ে ।। তবে ব্রজ গোপিকা গণের সুমহত। ক্রন্দনের ধ্বনি হৈল অতি উচ্চগত। যে ক্রন্দন অদ্যাপিহ করিলে স্মরণ। শুষ্ককাষ্ঠে জলবহে শিলায় রোদন ।। স্বয়ং বজ্র তাহা শুনি হয়ত বিদার। কহিব কিকথা ইথে অন্যের কি আর ।। নিশ্চয় জগত যদি ক্ষণে নাহিময়ে। তবে মগ্ন হয় সেই শোকে সাগরে ।। সরল স্বভাবা যশোমতী বহুতর। প্রবোধ দিলেন গোপীগণেরে নিস্তর ।। মুনিপুত্র অক্রূরের করে এইক্ষণ। নিক্ষেপ রূপেতে করিলাম সমর্পণ ।। সাধুলোক হস্তে সমর্পিলে দ্রব্যচয়। কদাচিত তাহে কোন আশঙ্কা নাহয় ।। শীঘ্র তাঁরা কৃষ্ণে আনি করিবে অর্পণ। অতএব শোক নাহিকর গোপীগণ ।। এমতে প্রবোধ সান্ত বহু করিলেন। তবু গোপী শোকার্ণবে মগ্ন হইলেন ।। কোপোর সহিত যশোদারে সে সময়। কহিতে লাগিলা খেদে ব্রজ নারীচয় ।। রে নির্দয়ে আরে বুদ্ধি বিহীন হইলে। নিজপুত্র ব্যাঘ্রের করেতে সমর্পিলে ।। কৃষ্ণবিনা শূন্য এই হইল আলয়। একা তুমি প্রবশিলে কেমন হৃদয় ।। এইমতে যশোদারে নন্দাদির আর। নিন্দন কারণ গোপী অনেকপ্রকার ।। অধিক শোকের বেগে অক্রূরে শাপিয়া। ধাইলেন বেগে গৃহ হৈতে বাহিরিয়া

প্রভুরে আহ্বান করি করুণা করিয়া। করেণ রোদন অশিতে। কার্ত্ত হইয়া।। প্রিয় কৃষ্ণ রথোপরি আরোহণে স্থিত। নন্দ বলদেব গোপ অক্রূর সহিত।। গোপীদের মহাশোক দূচার্ত্তি রোদনে। কান্দিলা মোহিলা যত ব্রজবাসি গণে।। ক্ষণেস্বাস্থ্য পাই সেই গোপীকারগতি। গোপীগণেদেখি প্রাপ্ত শেষদশা অতি।। স্বয়ং তাঁহাদিগে বাঁচাইবার কারণ। রথহৈতে লম্ফ দিয়া নামিলা তখন।। আবৃত হইয়া কৃষ্ণ সেই গোপীগণে। অলক্ষিতে কুঞ্জমধ্যে করিলাগমনে।। তদঃপরে কংসদূত সঙ্কতা পাইয়া। কৃষ্ণচন্দ্রে রথের উপর না দেখিয়া।। অনুতাপ করি বলরামেকহিলেক। বাক্যেরচাতুর্য্যে তাঁরেবশকরিলেক বসুদেব দেবকী যাদব সবাকার। দুঃখ কহিলেক কৃষ্ণকারণয়াহার।। তবে রাম অক্রূরেরসহ অনুষিয়া। পাইলেন কুঞ্জপদ চিহ্নিতদেখিয়া।। গোপীগণেআবৃত শ্রীকৃষ্ণেরেদেখিয়া। অবিদূরে বলরাম থাকিলেন গিয়া।। অক্রূর তখন উচ্চ করিয়া রোদন। কহিতেলাগিলা কৃষ্ণ শুনেনযেমন।। বসুদেব দেবকী সবঙ্গ অতিদীন। দুষ্টকংস নির্ভৎসন করে প্রতিদিন।। উঠাইয়া খড়্গ নিত্য কাটিবারেচায়। ত্রাসশোক পীড়াসাগরেতে তাঁয়।। সেই দুষ্টজন তব ভক্ত অতি হয়। ত্যাগ করিবারে কদাচিত যুক্তিনয়।। সকল যাদবগণ অনন্যা লম্বন। দিয়াছে মন পথ মধ্যেতেনয়ন।। কংসহৈতেত্রস্তদেব বিপ্রাদিকসবে। মহা আর্ত্ত শোকোত্তপ্ত হত আশাহবে।। সেইকংসরাজ হয় দেবের মর্দ্দন। নিজ বাহুবল সদা করয়েশ্লাঘন।। নিজ অনুরূপ যেই মহাবলাসুর। সেইসব তারসঙ্গিহয়যতপ্রচুর।। জরা

সঙ্গে নরকাদি যত রাজগণে। তাহারে পূজয়ে নাহি মানে কোনজনে॥ স্বরূপ কহেন তব শ্রীনন্দনন্দন। গোপিকা গণেরে নাহি করিল ত্যজন॥ কহিতে২ দন্তেধরিতৃণচয়। অক্রূর করিল মহা কান্দ সমুদয়। পরমোগ্র কর্ম্মা সেই ব্রজনারীগণে একে২ প্রণমিয়া কহয়ে বচনে॥ যদুবংশজাত আর যত লোক গণে। ওগো দেবীসব নাহি কর বিনাশনে॥ এইসব গোপকংস হইতে ধার ত্রাশ। ইহাদের প্রতিরূপ করহ প্রকাশ॥ বসুদেব দেবকী কৃষ্ণের মাতা পিতা। কংস হৈতে রুদ্ধ দীন হওগো রক্ষিতা॥ গোপিকাগণের ওহে মহাধূর্ত্ত বর। কংস অনুবর্ত্তি মিথ্যা প্রলাপ নাকর॥ পিতামাতা কোনস্থানে হয়ত ইহার নন্দ যশোদার পুত্রপ্রসিদ্ধ যাঁহার॥ গোকুলে২ আর যতনারী কুল। নানারূপে২ ইহা কহিলাম মূল॥ স্বরূপ কহেন দুষ্ট কংসের চেষ্টিত। শুনিয়া হইল কৃষ্ণে ক্রোধ উপস্থিত॥ বন্ধুগণ দুঃখ হেতু আপনি যাহার। শ্রবণ করিয়া শোক হইল প্রচার মথুরাগমনে দেখি রামের সম্মতি। যেহেতু আছেন মৌনে অক্রূর সংগতি॥ গোপী সকলেরে কৃষ্ণ করি আশ্বাসন। কুঞ্জ হৈতে নির্গমন করিল তখন॥ তাহাতে অক্রূর অতি হৈয়া আনন্দিত। সঙ্কেত পাইয়া বলরামের ত্বরিত॥ সেই স্থানে রথ আনিবারে চলিলেন। ধাইয়া বেগেতে বহির্গত হইলেন॥ মথুরাগমন কারি কৃষ্ণের নিশ্চয়। নভু তাঁর মুখ পদ্ম দেখে গোপীচয়॥ বিয়োগআনলে ভীত করিয়া রোদন পাদপদ্মে পড়ি কৃষ্ণে কহেন বচন॥ ওহে নাথ নাপারিব ধরিতে জীবন। তোমা বিনা অনাশ্রায় কভু একক্ষণ॥ এই নিজ

দাসীগণে ত্যাগ না করিবে। লৈয়া চল তথা প্রভু যেস্থানে যাইবে॥ তব সঙ্গলাভ হেতু গৃহ হৈল বন। গৃহ বন তব সঙ্গ অভাব কারণ॥ হইল সপত্নীবর্গ সুহৃদে গণন। তব সঙ্গমের সাহায্যতার কারণ॥ বৈরি হৈল পতি পুত্রাদিক বন্ধুগণ। যেহেতুক কৃষ্ণ সঙ্গ করে নিবারণ॥ বিষ হৈল সুধা প্রেমে করিতে ভোজন। জ্যোত্স্না চন্দনাদি মিষ্ট বিষতুল্য হন॥ এই হেতু তোমা বিনা অবশ্য মরিব। কদাচিত জীবন ধরিতে না পারিব॥ ঈষদ্ধাস্য যুক্ত তব সুন্দর আনন। মনোহর পাদ পদ্ম উরু দ্বয় হন॥ বক্ষঃস্থল নানামত শোভাতে পূরিত। কোথাও না দেখি নাহি থাকিবে জীবিত॥ তুমি কহ আজি শীঘ্র আসিব এথায়। নিশ্চয় জানিহ শুন উত্তর তাহায়॥ গোপী বিনাশের হেতু তুমি বৃন্দাবনে। সখার সহিত নাথ করিলে গমনে॥ সন্ধ্যাকালে অবশ্য সে আসিবে আপনে। এই আশে কৃচ্ছ্রে দিন করিয়ে যাপনে॥ কংসদুষ্ট জনের আজ্ঞায় তার পুর। দূরে গেলে কংস প্রিয় সহিত অক্রূর। নানা বিধ শঙ্কাতে আকুল হইবারে। প্রবাসান্তে চিন্তিয় বাঁচিব কি প্রকারে॥ সহ অনুচর সেই কংসের বিনাশে। আসিবা নি তব কত হইবে আয়াসে॥ মথুরা নিবাসি জন পীড়া বিনাশনে। না জানিবে কতকাল হবে বিলম্বনে॥ আমাদের স্মৃতি তথা হবে না কি হবে। অতএব শীঘ্র আসিবে কিরূপ তবে॥ স্বরূপ কহেন তাব এইত প্রকার। বহু কাকু করিলেন গোপিকা প্রচার॥ তাহা শুনি সেই স্থান বাসি ব্রজজন। করিয় রোদন মোহ পাইল তখন॥ কোনমতে কৃষ্ণ করিলেন আশ্বা

মন। স্বচক্ষু হইতে অশ্রু করিয়া মার্জন।। গোপিকার নেত্র-জল করিয়া মার্জ্জন। কহিতে লাগিলা ইহা গদ্গদ বচন।। সাধু আর মম দ্বেষী অল্প শক্তি তায়। কংসের বিনাশ আনি করিয়া হেলায়।। আইলাম প্রায় আমি প্রতীতি সেধর। ওহে সখী কান্দি অমঙ্গল নাহি কর।। স্বরূপ কহেন তত্র করিলা গমন। গোপ পুরোহিত পশু দাস দাসীগণ।। অতিবেগে আস্য।। নন্দ যশোদা রোহিণী। তথায় আনিল রথ অক্রূর সে তিনি।। বলদেব সহ কৃষ্ণ তাহে আরোহিলা। গোপীতে সংলগ্ন দৃষ্টি যত্নে নিবর্ত্তিলা।। মূর্চ্ছা বিভূষিতা গোপী কান্দেন পড়িয়া। নেত্রজলে ধরণী কর্দ্দম হয় গিয়া।। তাহা দেখি যশোমতী সকরুণ স্বরে। পুন উচ্চ অধিক রোদন তথা করে মনোদুঃখী নন্দ তাঁরে কহেন সান্ত্বিয়া। প্রস্তাবার্থ সমাধান নৈপুন্য দর্শিয়া।। কংসের পুরেতে মম হর্ষেতে প্রয়াণ। এই মত তোমরা কদাচ নাহি জান।। মিথ্যা ভাষী অক্রূরের বাক্যে কদাচিত। অন্যের সন্তান কৃষ্ণে না জানি নিশ্চিত।। নন্দ সুত কৃষ্ণে রাখি ব্রজে না আসিব। কার সাধ্য বল করি ইহাঁরে রাখিব।। মধুপুরে উন্মনা বিলম্ব না করিব। কংসবধে রাজ্যপ্রাপ্তে ভুলিতে না দিব।। জানি কৃষ্ণ বিনা যত ব্রজবাসি গণ। জীবন ধরিতে নাহি পারি এক ক্ষণ।। তাহে জান শীঘ্রা গত মোরে পুত্র সহ। মুক্ত করি বসুদেব দেবকী নিগ্রহ।। স্বরূপ কহেন নন্দরাজ এপ্রকারে। শপথাদি দিয়া আশ্বাসিলা যশোদারে।। চিত্তে শান্তি মত তাহে যশোদা ধরিলা। গোপী গণে বহুতর আশ্বাস করিলা।। জলসেক আদি বহু প্রকার

করিয়া। যত্নে গোপীগণে লইলেনউঠাইয়া॥ গোপসব শক
টে করিল আরোহণ। অক্রূর শীঘ্রতে রথ করিল চালন॥
গমন করেণ কৃষ্ণ দেখি ব্রজনারী। কিঞ্চিৎ বিরহ তাঁর সহিতে
নাপারি॥ হাহা উচ্চ নাদে শুষ্ক হইল বদন। অত্যন্ত স্খলিত
হয় পদের গমন॥ ভগ্ন কণ্ঠ স্বর দীর্ঘ রবেতে তখন। মহা-
আর্ত্তি কাঙ্গয়ুক্ত করেণ রোদন॥ যার শব্দে দশ দিক হইল
পূরণ। রথের পশ্চাতে গোপী করিল ধাবন॥ কোন২ গোপী
রথ করিল ধারণ। কেহ২ অনুমানি আপন মরণ॥ কিম্বা রথ
গমন বিরোধ করিবারে। চক্রের তলেতেপড়িলেন বেগদ্বারে
কেহ২ কিছু দূর যাইয়া মোহিলা। কেহ২ আগ্রে যাইবারে
নাপারিলা॥ ততঃপরে ধেনুবৃষ বৎস মৃগগণ। অন্য২ জন্তু
যুত হৈয়া দুঃখিমন॥ উচ্চ রোদনের অশ্রু জলে ধৌতানন
থাকিল সকলে রথ করি আবরণ॥ কোলাহল রব করি আঙ্গ
ল হইয়া। পক্ষি সব রথোপরি বেড়ায় ভ্রমিয়া॥ সেইক্ষণে
বৃক্ষ জাতি যতেক আছিল। পত্রের সংচয় সব শুষ্কতা পাইল
মহাগিরি সকলের রক্ষের সহিত। শিলা সব নিম্ন স্থলে হয়
ত স্খলিত॥ নদীর হইল শুষ্ক জল পুষ্প যুত। অতিক্ষীণ উজা
ন বহনে হৈল গত॥ পরম প্রেয়সী গোপী প্রভৃতি সবার।
অতি দুঃখময়ী দশা দেখিয়া প্রচার॥ শোকেতে আঙ্গলহৈল
কৃষ্ণের মানস। রোধিবারে নারে উচ্চ রোদন বিবশ॥ অশ্রু
ধারা অতিশয় হয়ত পতন। তাহার মার্জনে ব্যগ্র হইলা তখ
ন॥ রথ হৈতে প্রভু লম্ফ দিয়া পাছে যান। পুনর্ব্বার এ আ
শঙ্কা করি অনুমান॥ যদুবৃদ্ধ অক্রূর প্রভুরে পৃষ্ঠে ধরে।

উত্প্রেক্ষা করিয়ে এই চিত্তের ভিতরে ।। কদাপি মোহেতে পা হুজযত পতন। এইপ্রণযেতে যেনকরিলা ধারণ।। মোহ প্রাপ্ত মত কৃষ্ণে জানিয়া লক্ষণে। বলরাম নন্দাদির সম্মতে তখনে।। রথের ঘোটকগণে করাঘাত করি। অক্রুর চালা– য্যা দিলা অতিবেগ ধরি।। চেতন বিহীন গোপনারী পশু– গণ। ইতস্তত পড়িয়া আছয়ে কতজন।। তাহাদিগে বর্জি রথ বক্রগতি করি। বাহির করিলা রথ অক্রুর সত্বরি।। করিছেন গোপীগণ প্রভুরে দর্শন। কুররী পক্ষির ন্যায অতি আক্রো শন।। নির্দয় অক্রুর তথা প্রভুরে হরিল। পক্ষি মধ্য হৈতে শ্যেন যেন মাংস নীল।। অক্রুরের তাড়নায রথ অশ্বগণা তেন অতি বেগ যুক্ত করিল গমন।। যেন কোন স্থানে কৃষ্ণ করিল গমন। লক্ষিতে নারিল শক্ত তাহা কোনজন।। তবে করিলেন নন্দ আদি গোপগণ। নিজ২ শকটেতে বৃষভ যোজ ন।। তাহার উপরে সবে করি আরোহণ। করিলেন অতিবে গে পশ্চাতে গমন।। ব্রহ্মহ্রদে অক্রুর করিয়া আনয়ন। বহু বিধ স্তব দ্বারা স্তুতির রচন।। অনেক প্রকার নীতি বিস্তার দ্বারায। করিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরে সুস্থন্যায।। তবে ব্রজজনের জ অমল দশা যেই। শ্রবণেশ্রাবকে তেন দশা দেয সেই।। তা– হ র কথায মন হৃদয দলন। হাহা বজ্র হয যেনমস্তকে পতন পরীক্ষিত কহিছেন শুন মা উত্তরে। কহিতে২ এইমত কথা পারে।। স্বরূপ করুণ স্বরে কাতর সহিত। উচ্চকান্দি প্রেমভো সে হৈল মূর্চ্ছান্বিত।। শ্রোতা দ্বিজবর কৃষ্ণ কথা শুনাইয়া। অতি ক্লেশে ক্ষণে সুস্থ করিলেন নীয়া।। পুনশ্চ স্বরূপ প্রেমু

গদগদ বচনে॥ কহিতে আরম্ভ করিলেন ততঃক্ষণে॥ কিন্তু পুনর্ব্বার মোহ করি আশঙ্কন। ত্যজিয়া ব্রজের দুঃখ দুর্দশা বর্ণন॥ কহেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় গিয়া। মালাকার রায়ক কুব্জাদিরে তোষিয়া॥ অনুচর সহ কংসে করিয়া নাশন। বসুদেব দেবকীরে করিলা মোচন॥ কংসের জনক উগ্রসেনে রাজ্য দিলা। সর্ব্বদিগ হৈতে যদুগণে আনাইলা॥ কংসের দৌরাত্ম্যে ত্যক্তছিল পৌরজন। মিষ্টবাক্যে সকলে করিলা আশ্বাসন। কংসহৈতে পরম পীড়িত যদুগণ। কৃষ্ণ যাঁহাদের গতি আরত জীবন॥ কংস বন্ধু জরাসন্ধ আদি নৃপভয়ে। তথায় থাকিতে কেলা যত্ন অতিশয়ে॥ ভক্ত বৎসল শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ সহিত। সুখ করিবারে তথা হৈলা নিবাসিত॥ ব্রজবাসি জনে করিবারে আশ্বাসন। নন্দাদিরে গোকুলেতে করিলা প্রেরণ॥ কৃষ্ণ কহে ওহে পিতা ভাবত আপনে। গোপবর্গ সহ ব্রজে করুক গমনে॥ আমাদের বিনা যত ব্রজবাসিজন যাবত কাহার নাহি হয়ত মরণ॥ উদ্বিগ্ন মানস তব মিত্র যদুগণ। ক্রমেতে করিয়া সবাকার সুখিমন॥ শীঘ্র আমি মম প্রিয়তম বৃন্দাবনে। নিঃসংশয় জানিবে করিব আগমনে॥ নন্দ কহে তুমি আমাদিগে ত্যাগ করি। পারহ অন্যত্র বাস করিতে শ্রীহরি॥ এ প্রত্যয় আমার নাহয় কদাচন। ইহা জানি আমি এথা করিল গমন॥ নিজ পরিজনদিগে নিজসন্নিহিতে। রক্ষ২মামক্ষ২কদাচিতে॥ আপনইচ্ছায় যবেকরিবে গমন। তোমারসঙ্গেতেমোরা যাইব তখন॥ মমদত্তআশায় ব্রজের যতজন। তব জননীরসহআছেসজীবন॥ তোমাবিনা গেলে আমি কঠিন হৃদয়। মরিবে তখনি বাপ সকলে নিশ্চয়

শ্রীদাম কহেন কিবা কহিরে এখন। গোষ্ঠ ভূমে তুমি যবে কর গোচারণ॥ তরুলতা আদিতে হইলে আচ্ছাদন। যে আমরা নাহি পারি ধরিতে জীবন॥ ওহে প্রভু তোমাবিনা অত্র চির কাল। থাকিতে হইব শক্ত কেমতে গোপাল॥ স্বরূপ কহেন নন্দাদির বিকুবিত। এ প্রকার শুনি প্রভু হৈলা তুষ্ণীস্থিত॥ ইচ্ছা ব্রজে যাইবার তাঁর আশঙ্কিয়া। বসুদেব কহেন কিঞ্চিৎ বিবরিয়া॥ ভাই নন্দ তব পুত্র অগ্রজ সহিত। ব্রজে সদা সুখে থাকে অন্যত্র দুঃখিত॥ কিন্তু একাদশ বর্ষ বয়স সময়। উপনয়নের কাল এইত নিশ্চয়॥ তাহে দহে ব্রহ্মচারি হই স্থানান্তরে। বেদ অধ্যয়ন করি ব্রজে যাবে পরে॥ স্বরূপ কহেন বসুদেবের বচনে। কৃষ্ণের সম্মতি নন্দ জানিয়া লক্ষণে॥ আপন বাক্যেতে তাঁর অনুমতি জ্ঞানে। রোদনে আকুল নন্দ করিলা প্রস্থানে॥ বস্তুত নন্দের এই আশয়ে সে মনে। আমাদের গতি কৃষ্ণ করি আলোকনে॥ বিরহে অন্যত্র কৃষ্ণ নাপারি থাকিতে। আমাদের সঙ্গে ব্রজে আসিবে ত্বরিতে॥ এই অভিপ্রায় নন্দ করিয়া হৃদয়ে। প্রস্থান করিলা ইহ জানিবে নিশ্চয়ে। যাদব গণের সহ শ্রীকৃষ্ণ আপনি। অনুব্রজ্যা যান গোপরাজের তখনি॥ রোদন করিয়া ক্রমেং গোপগণ। কৃষ্ণ কণ্ঠে ধরে তিঁহ করেণ রোদন॥ ব্রজে যাইবারে কৃষ্ণে ব্যাকুলিত মন। দেখি বসুদেবাদি যাদব ধীরগণ॥ অনেকপ্রকার যুক্তি পাক্তি দেখাইয়া। নিবর্ত্ত করিলা কৃষ্ণে যাইতে নাদিয়া॥ নন্দাদি আইলা ব্রজে কৃষ্ণের ইচ্ছায়। অন্যথা শ্রীকৃষ্ণ বিনা কেবা ব্রজে যায়॥ নন্দ আইলেন শুনি ব্রজবাসিজন। কৃষ্ণা-

গম আশে সবে করিলা গমন ॥ নন্দ কৃষ্ণ বিরহেতে শোকে আকুলিত। কৃষ্ণবিনা নিজ আগমনে লজ্জান্বিত। তাকেবস্ত্রে মুখাচ্ছাদিত হইয়া রোদিত। গৃহে গিয়া ভূমে শোয় পরম দুঃখিত ॥ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণনাকরি দর্শন। পরম পীড়ায় অতি সকাতর মন ॥ নাহি জানে কিকর্ত্তব্য করিবে সেসময়। বহুতর শঙ্কা হৈতে বিবশ হৃদয় ॥ শুষ্ক হৈল বদন কোহত নাহি পারে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় এই প্রশ্ন করিবারে ॥ বৃদ্ধ গোপ মুখে শুনি কৃষ্ণ সমাচারে। এক্ষণে যাদব সকল দুঃখ হরিবারে ॥ মধুপুর মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র থাকিলেন। এইকথা যখন সকলে শুনিলেন তাহারা মহা আর্ত্ত শব্দেতে তখন। কৃষ্ণমাতা সহ উচ্চ করিবা রোদন ॥ নারীগণ যেদশা পাইলা সেসময়। কাহার বর্ণিতে সাধ্য তাহা কয় ॥ পরীক্ষিত কহেন এ প্রকারে তখনে। ব্রজ জন দশা আসি ব্রহ্মণের মনে ॥ শোকানল প্রজ্বলিত হৈয়া অতিশয়। দগ্ধ হৈলা শ্রীগোপকুমার মহাশয় ॥ মোহযুক্ত পুনর্ব্বার স্বরূপ হইলা। চেতন বিহীন ভূমি তলেতে পড়িলা সেই বিপ্রবর জল সেকাদি দ্বারায়। যত্নে করিয়া স্বাস্থ্য ন্যায় করিলা তাহায় ॥ স্বরূপ আপন মোহপুন আশঙ্কয়। অধিক সে বার্ত্তা বিশেষেতে নাবর্ণয় ॥ প্রস্তুত কথার শেষ করিতে শ্রবণ। মাথুর ব্রাহ্মণের ব্যগ্র করিয়া দর্শন ॥ যত্নে নিজ মনঃস্থির করি সেসময়। পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা মহাশয়। ব্রজজন শোক পীড়া ভর কদাচিত। অন্যপ্রকারেতে শান্তি হবে কিবা র্ভিত ॥ প্রতীতির যোগ্য উদ্ধবাদির দ্বারায়। শুনিয়া যাদব গণে কহি সব তায় ॥ প্রিয় প্রেম বশ কৃষ্ণ রামের সহিত। ব্রজে

আগমন করিলেন সত্বরিত॥ বিদগ্ধগণের মস্তকের শ্রেষ্ঠমণি কৃপা করিবারে নিত্য আইল আপনি॥ ব্রজস্থিত সকলের কৈলা প্রাণদান। তাহাদের সহ বিহরিলা তথা স্থান॥ যেন তাঁর এইদুঃখ মূলের সহিত। বিস্মরণ করিলেন হৈয়া আনন্দিত॥ যদি ব্রজবাসি সকলের কোনজন। মথুরা গমন কভু করয়ে স্মরণ॥ খেদে কহে আমি স্বপ্ন দেখিনু কিঞ্চিত। ভয়ে শোক করে বহু রোদন সহিত॥ গোপালের বিহারের মাধুরীর ভর। আকর্ষিত বিমোহিত সর্ব্বে হৃদয় বরে॥ চিরকাল এই মত ব্রজ বাসিজন। ভূত ভবিষ্যত কিছু না করে স্মরণ॥ কালান্তরে সেইত অক্রূর পুনরায়। রথ লঞা আসি ব্রজে সমাগত প্রায়॥ পূর্ব্বমত লঞা গেলে ব্রজের জীবনে। হৈল পূর্ব্বমত দশা ব্রজবাসি জনে॥ পুনর্ব্বার মধুপুরে করিয়া গমন। করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের নাশন॥ পূর্ব্বমত ব্রজমধ্যে কারেণ গমন। এইমত নিশ্চয় করেণ বিহরণ॥ এইমতে পুনঃ পুনঃ পূর্ব্ব২ মত। পুন রাস পুন আদি বৃন্দক্রীড়া রত॥ সেই মত কালিয় দমন পুনঃপুনঃ। মুহুর্মুহু গোবর্দ্ধন ধারণে নিপুন॥ বারম্বার প্রভুর বিবিধ লীলা পর। আশ্চর্য্য প্রবর্ত্তয় ভক্ত মনোহর॥ কৃষ্ণের পরম প্রেম কালকূট সম। তাহে বিমোহিত ব্রজবাসি নিরুপম॥ যতকৃষ্ণ লীলা গণেমানে নিজ মনে। পূর্ব্ব অনুভব যেন নারিকেল কাননে॥ ইথে তাহাদের প্রেমাবেশ নিরন্তর। বিরহ যোগেতে বাড়ে সুখ হত তর॥ গোলোকেতে নিত্য বাসিগণ যত হয়। তাহারা যে বিস্মরণ করে সমুদয়॥ সেকথা থাকুক দূরে আমরা নূতন। আমাদেরো

স্ফূর্তি নাহি থাকে কদাচন।। অনির্বচনীয় মহা মোহন মাধুর্য্যে। সর্ব্বতের ধারা সিন্ধু নিমগ্ন প্রাচুর্য্যে।। তাদৃশ প্রিয়ের প্রেমমহাধনচয়। লাভেয় উন্মত্ত কেবা কিনা বিস্মরয়।। অহো মহাশ্চর্য্য এই প্রভু সে আপনে। নিজ প্রিয় প্রেম সমুদ্রেতে মগ্ন মনে।। কিছু কৃত কার্য্য সদা করিতে সন্ধান। ক্ষম নাহি হন বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবান।। প্রভু চরণের লীলা সব নিত্য হয়। সচ্চিদানন্দ মহীশে স্বয়ং বিরাজয়।। প্রভুপাদ সেবা দ্বারা আকর্ষিতা হয়। সেই২ পরিবার যুক্তা প্রবর্ত্তয়।। গোলোকের মাহাত্ম্য মাধুরী ধারা যেই। তোমারে কহিলুঁ তার অন্ত্য সীমা এই।। সর্ব্ব বৈকুণ্ঠ আদি ধাম হৈতে বিলক্ষণ। বিঃশেষে কহিলুঁ এই তোমারে ব্রাহ্মণ।। মাথুর ব্রাহ্মণ তাঁরে করে জিজ্ঞাসন। কৃষ্ণচন্দ্র মধুপুরী করিলে গমন।। তুমি কোথা বসতি করিলে কি প্রকারে। যাহে চিরকাল করি বহু যত্ন সারে।। ব্রজভূমে শ্রীগোপাল দেবের সহিত। ক্রীড়ার আশায় পালো সে ধাম বিদিত।। ব্রজ ভূমে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা ক্রীড়ন। পরিত্যাগ নাহি ঘটে তাহা কদাচন।। মধুপুরী গেলে তাঁর সহিত বিলাস। নাহি ঘটে কহ দেখি ইহার নির্য্যাস।। স্বরূপ কহেন মম তুল্য যতজন। পায়্যাছে গোলোক যারা করিয়া সাধন।। প্রভুর আদেশে ব্রজ নন্দাদি সহিত। নিজ তুল্য জন সহ সদা হয় স্থিত।। যেহেতুক গোলোকের এইত স্বভাব। কৃষ্ণ সঙ্গ বিনাও সর্ব্বদা সুখভাব।। সেইস্থানে থাকিবার ইচ্ছা সদা হয়। অন্যত্র গমন করিবারে বাঞ্ছা নয়।। বিরহাদি কৃতদুঃখ গোলোকে যেহয়। সর্ব্ব সুখমস্তকে সেঅত্যন্ত

নাচয়। শ্রীগোলোকে বিরহেতে যে শোক জন্ময়। সর্ব্বানন্দ সমূহের উপরে নাচয়॥ এই উক্ত প্রকারে শ্রীগোলোকে বসিয়া। আমার মনের পরিপূরণ হইয়া॥ পাইয়াও বাঞ্ছাধিক ফলসে বাঞ্ছিত। বস্তুর স্বভাবে তৃপ্ত নহে কদাচিত॥ তাথে ব্রজনারী কুচ কুঙ্কুমে আচিত। মনোরম পাদপদ্মদ্বয় সুললিত॥ কোন নিজ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারায় নিশ্চিত। ত্যজিতে নাপারি ক্ষণ কালে। কদাচিত॥ এই দীনতর জনে মাধুর্য্য নিষ্ঠার। রূপা প্রে সমতা যেই হইল তাঁহার॥ অন্যে অসম্ভাব্য হেতু যত্রাপি কহিতে। যোগ্য নাহি হয় তবু কহিলুঁ বিদিতে তোমার হিতার্থে শ্রীরাধিকার কাস্তায়। কহিলাম এইভাব জানিহ ইহায়॥ যদি কহ তবে এই ভৌমমথুরায়। কিপ্রকারে আইলে উত্তর শুন তায়॥ এইমতে চিরকাল থাকিয়া তথায়। মর্ত্ত্যলোক মধ্যস্থিত এই মথুরায়॥ শ্রীবিশিষ্ট যেমত গোলোকে সবহয়। সেইমত দেখিলাম ইহাতে নিশ্চয়॥ হইলে শ্রীগোলোকের তত্ত্ব অনুভব। এই মথুরার তত্ত্বজ্ঞান হয় সব শ্রীগোলোক বর্ত্তি যত গোপ গোপীগণ। পশু পক্ষি কৃমি গিরি সরিত গোধন॥ তাঁদের পৃথক মূর্ত্তি বিশেষেতে বৃত। সদা এক রূপে কৃষ্ণ ক্রীড়া যোগ্য কৃত॥ লোকের উক্তির প্রকারেতে সুনিশ্চয়। গোলোক বিহারি কৃষ্ণ সর্ব্বদা সময়॥ গোলোক সদৃশ ক্রীড়া আবলি সকল। বিস্তারিয়া বিভূষিত করেণ নিশ্চল॥ সেহেতু এমথুরা ব্রজেতে কদাচিত। থাকিয়া কখন বা গোলোকে করি স্থিতি॥ ভৌমমথুরা মণ্ডলে গোলোকেতে আর। দুইস্থানে কিছু ভেদনাদেখি ইহার॥ এস্থানে থাকিয়ে

জানি আছিয়ে তথায়। গোলোকে থাকিয়ে জানি আছিয়ে এথায়। যদি কহ পূর্ব্বে কেন ছাড়ি এই স্থান। গোলোক পাইতে যত্ন করিলে বিধান॥ পূর্ব্বে এইতত্ত্ব অনুভব না হইয়া পরম বিভেদ জ্ঞান কৈল মন হিয়া॥ এইক্ষণে সেইতত্ত্ব জানিয়া সন্ধান। দুইধামে অভেদ হইল মম জ্ঞান॥ যদি কহ উদ্ধ অধ ভাবে ভেদ হয়ে। গমনাগমন যুবেকর লোকদ্বয়ে॥ তবে দুই লোকের বিচ্ছেদে দুঃখ হয়। ইহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চয়॥ গমনাগমনে ভেদ যেহয় জনন। লোকদ্বয়ে চিত্ত আনুরক্তির কারণ॥ তাহাও নাজানিয়ে যেমত প্রকাশিত। কথ কোথা কিছু দুঃখ হয়ত সূচিত॥ এই স্থানদ্বয় হৈতে অন্য কোন ধামে। নাস্পৃহে শ্রবণ দৃষ্টি মন কোন কামে॥ এইস্থানদ্বয় হৈতে অন্য কোন স্থানে। বর্ত্তমান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবানে আছেন তাদৃশ ভক্ত সকল তাঁহার। এমত নামানে কভু হৃদয় আমার॥ বৈকুণ্ঠাদিবাসিগণ দেখে কদাচিত। তাঁদিগে ও দেখি কৃষ্ণ বিরহে পীড়িত॥ বৈকুণ্ঠাদি লোকবাসি মধ্যে কদাচিত। গোলোকস্থ ব্রজবাসি সম ভাবান্বিত॥ না দেখিয়া অনুতাপে প্রেম প্রকাশিতে। গোলোকস্থ শ্রেষ্ঠ সুখ হয়ত উদিতে॥ ভূর্লোক অবধি বৈকুণ্ঠাদি বাসিগণ। গোলোক বাসির নিত্য করেণ পূজন॥ সেই গোলোকীয়গণ যেই অনুভবে মহত্ত পদার্থ গোলোকের বৃত্ত সবে॥ তার কত২ বিবরণ কহিবারে। শক্ত হব আমি তাহে কেমত প্রকারে॥ অহো সেই গোলোকের স্থিত পরিকর। তাঁহাদিগে প্রণাম আমার বহুতর॥ বন্দিয়া আনন্দে গুরুচরণার বিন্দ। সর্ব্ব শুভোদয় হয় যাহাতে

আনন্দ।। কথাষষ্ঠাধ্যাযসমুদাযবিরচনে। কহোজযগোবিন্দ গোবিন্দ ভাবি মনে।। ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক মাহাত্ম্য খণ্ডেহভীষ্টলাভো নাম ষষ্ঠোধ্যাযঃ।।

সপ্তমে শ্রীস্বরূপস্যকৃপযা প্রেম বেগতঃ। তদ্বত্কৃষ্ণ প্রসাদোহভূদ্বিপ্রেত স্মিন্নিতীয্যতে।।

জয২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দযাময। জয নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয।। জয২ শীতা নাথ জয ভক্তগণ। দীন হীন প্রতি কর কৃপাবলোকন।। স্বরূপ কহেন তবে শুনহে ব্রাহ্মণ। পরম স্নে সাধ্য আর পরম সাধন।। মম উক্ত প্রকারেতে করিযা বি- চার। সম্প্রতিককরহ নিশ্চয তুমিতার।। মাথুর ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ মহত্প্রাপ্য য়েই। দেবীর প্রসাদে সর্ব্বপাল্যে মান সেই।। অবশিষ্ট মদন গোপালের দর্শনে। আছে সেই হৈল প্রায তাহা জান মনে।। ভগবান গোলোক নাথের কৃপাভর। দে খিতেছি ব্যক্তরূপ তোমার উপর।। দেখ ভক্ত সকলের আর আপনার। নিশ্চয পরম গোপ্য য়ে বৃত্তান্ত সার।। কহিলাম নিঃশেষেতে আমি সেইসব। আপনার মনে ইহাকর অনুভব নিজভাব বিশেষেতে কৃষ্ণ পদাশ্রয। নিজমনে লজ্জায প্রকা শে য়োগ্যনয।। মোহ উন্মাদাদি দশা জন্মিলেআমার। তাহে বিস্মরিযা নিজপর সমাচার।। সেহেতু বিশেষ জ্ঞান রহিত প্র কারে। য়েই নাহি অনুভব হৈল আপনারে।। কৃষ্ণচন্দ্র আ- মার হৃদযে প্রবেশিলা। সেই২ সব এই বলে নিঃসারিলা।। সে হেতু তবআগ্রে আইলবদনে।। মমঅনিচ্ছাযইহা জ্ঞানকরমনে ইথে শীঘ্র ফলপ্রদ বিশ্বাস তোমার। জন্মেছেন ক্ষণে আমি

আনিল প্রচার।। স্বয়ং শ্রীরাধিকা দেবী প্রভাত সময়ে। করি লেন আদেশ আমারে কৃপোদয়ে।। হেদেহে স্বরূপ মম সঙ্গে এইক্ষণ। আসিতেছে মম ভক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ।। সে স্থানে একাকী তুমি করিয়া গমন। সর্ব্বমতে করি উপদেশ প্রকাশন।। প্রবোধ করিয়া পুন আশ্বাসিয়া তায়। প্রাপ্তকর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ত্বরায়।। শ্রীরাধা দেবীর এই সমাদেশ পাই। শীঘ্র এই স্থানে উপস্থিত হৈলুঁ আই।। শ্রীরাধার আজ্ঞাপ্রাপ্তি হর্ষের কারণ। কৃষ্ণ সঙ্গ সুখো নাকরিলুঁ অপেক্ষণ।। শ্রীরাধার আজ্ঞা প্রতি পালনে নিশ্চয়। কৃষ্ণ বশীকারে সেই সুখাধিক হয়।। পরীক্ষিত কহেন স্বরূপ সেই দ্বিজে। এইমত বহুতর কহিয়াও নিজে।। উদয় না দেখি প্রেম সম্পদের সার। অর্পণ করিলা হস্ত মস্তকে তাঁহার।। মহাত্মা শ্রীস্বরূপ যে কৈলা অনুভব। তাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণের চিত্তে সব।। আপনা হইতে যেন অনুভব ছিল। তৎক্ষণেতে এককালে সকল স্ফুরিল।। মহৎসঙ্গমের এই মাহাত্ম্য সেহয়। পরম অদ্ভুত তাহা জানিবে নিশ্চয়।। যেই সাধুসঙ্গ হৈতে সদ্য বিপ্রবর। স্বরূপের ন্যায় হৈল কৃতার্থ সত্বর।। স্বরূপের মত সেই ব্রাহ্মণ সত্বরে মগ্ন হৈল মহাপ্রেম রসের সাগরে।। বিকারের উর্ম্মি স্বেদ কম্প আদি যত। তাহে হৈল ব্যাপ্ত অতি স্বরূপের মত।। হা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বলি করয়ে রোদন। কিশোর সেখরে মোরে করাহ দর্শন।। স্বরূপেরে আর চরস্থির প্রাণিগণে। নমস্কার করি তৃণ ধরিয়া দশনে।। ভয় শোক আর্ত্তি ধ্বনি বিকার সহিত দ্বিজবর জিজ্ঞাসেন সবারে ত্বরিত।। কোথায়২ কৃষ্ণ শ্রীনন্দ

নন্দন। করিয়াছ তুমি কিবা তাঁহারে দর্শন॥ প্রেম সমুদ্রেতে মগ্ন স্বরূপ তখন। বিবশ বিপ্রের প্রেম করিয়া দর্শন॥ ছেন গুরু পদ বিপ্র করিয়া ধারণ। কৃষ্ণনাম মনোরম কহেন কীর্ত্তন॥ ক্ষণে মহাপ্রেম বেগে মূর্চ্ছিত হইয়া। মহোন্মত্ত মত্ত উঠি সেবনে ভ্রমিয়া॥ করীর কুঞ্জেতে বহু কণ্টক আচিতে পড়িল মাথুর ছিন্ন হৈয়া বিমূর্চ্ছিতে॥ ওগো মাতা তবে দূরে হইল প্রচার। গভীর মধুর বেণু শৃঙ্গরব আর॥ তৌম্বিবাণা আর দুন্দু বাদ্যেতে মিলিত। গো সবার হম্বারবে অত্যন্ত মিশ্রিত॥ সেইসবরবে গুরুশিষ্যদুইজন। বোধপ্রাপ্ত হইয়াউঠিল সেইক্ষণ॥ সেই উচ্চনাদ অভিমুখেতেধাইলা। শ্রীযুক্ত গোপাল দেবে তথায় দেখিলা॥ অতি মনোহর রূপ শোভিত সকল। সুষ্টু শ্যাম গাত্র কান্তি সমূহে উজ্জ্বল॥ পশুদিগে জল পিলাইতে যমুনায়। আর বয়স্যের সহ করিতে বিহার॥ গোপীগণে নৌকা পার করণ প্রভৃতি। কার্য্যহেতু অনন্তাম্বা হার লীলা কৃতি॥ গজেন্দ্র লীলার দ্বারা পুনঃ নৃত্যগতি। করিছেন আগমন সন্নিধানে অতি॥ স্বকীয় কৈশোর তাঁর মহা বিভূষণ। বিচিত্র লাবণ্য তরঙ্গের নিকেতন॥ জগতের মনোনেত্র হর্ষেরে বাড়ায়। মুহুর্মুহু নূতন মাধুরী ধরে তায়॥ দ্বাত্রিংশত সল্লক্ষণে সুন্দরাঙ্গ হয়। কদম্বের পুষ্প কর্ণ ভূষণ শোভয়॥ ময়ূর পিচ্ছের চূড় পট ও পীতাম্বর। মুক্তাবলি লম্বিত শ্রীকম্বু কণ্ঠবর॥ বিলম্বিত গুঞ্জা মালা হারেতে ভূষিত পীনবক্ষ শ্রীবৎস লক্ষ্মীতে সুলক্ষিত॥ সিংহ শ্রেষ্ঠ মধ্য শক্তি সিংহবিক্রমিত। পাদ পদ্ম সৌভাগ্যের সারেতে পূজিত॥

কদম্ব তুলসী গুঞ্জা শিখণ্ড প্রবাল। মালার শ্রেণীতে চারু বেশ অতিভাল॥ বিচিত্র পুষ্পের কাঞ্চী কটীতটে রাজে। তাহা লম্ব মানেতে নিতম্ব দেশ সাজে॥ সুবর্ণে রচিত দিব্য অঙ্গদ কঙ্কণ। মনোহর স্থলায়ত ভুজে সুশোভন॥ বিম্বাধরেন্যস্ত মনোহর বেণু সার। সেবাদ্যে নাচয়ে পদ্ম করাঙ্গুলি তাঁর॥ আপনি করিছে যে অপূর্ব্ব বেণুগীত। বিশ্ব লোক তাহার ভঙ্গীতে বিমোহিত॥ বক্র অল্প চঞ্চল লীলায় বিলোকয়। সে ভূষণেবিভূষিতনেত্র পদ্মদ্বয়॥ চাপতুল্য ভ্রূযুগের নর্ত্তন শোভায়। বাড়াইছে প্রেষ্ঠজন অনুরাগ তায়॥ নখ পদ্মঈষদ্ধাস্য শ্রীযুক্ত সদায়। আত্মারামগণ চিত্ত আকর্ষে শোভায়॥ তিল পুষ্প সম নাসিকার অগ্রপর। বিরাজিতগজেন্দ্রের একমুক্তা বর॥ কভু গোধূলি ভূষিত অলকা ভ্রমর। সম্বরণ করিবারে শোভমান কর॥ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র যমুনার শুভ্র মৃত্তিকায়। অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ভাল পটও স্ফীত তায়॥ গিরি হরিতালাদিতে চিত্রিতাঙ্গ হয়॥ নানা মহারঙ্গ তরঙ্গের সিন্ধু চয়॥ দাঁড়াইয়া কদাচিত ত্রিভঙ্গি ললিত। অনেক কৌশলে বাজায়েন বংশীগীত সে কৌশলে হাসায়েন নিজ মিত্রগণে। ভূষিত করেণ ভূমি নিজ শ্রীচরণে॥ অগ্রজন্মা বলরাম রমণীয় দেহ। গোপাল দেবের তুল্য বয়ো বশে এহ॥ নীলবস্ত্রে অলঙ্কৃত গৌরমূর্ত্তিতায় হেন বলরামে যুক্ত কৃষ্ণ শোভা পায়॥ সখাগণ আত্ম তুল্য নিরুপমচয়। প্রিয় সেই সব অছেআবৃত শোভয়॥ গুরুশিষ্য সেইরূপ করিয়া দর্শন। হৈল মহাহর্ষ শ্রেণীভাব গাঢগণ॥ পড়িলেনকিবাদণ্ড প্রণামকারণ। সংভ্রমেধ্বংসিতসর্ব্বনৈপুন্য

দুইজন।। প্রিয় প্রেমবশকৃষ্ণ ধাইলা তখন। হর্ষভয়েমুগ্ধ করি লেন আগমন।। তাঁহাদের উপরেতে হইলা পতনে। দীর্ঘ মহাভুজে আলিঙ্গিয়া দুইজনে।। অহো কৃষ্ণ মহাপ্রভু কৃপার্দ্র হৃদয়ে। স্নান করাইলা সে প্রেমাশ্রু ধারা চয়ে। ক্ষণেক উঠিয়া করদ্বয়ে দুইজনে। উঠাইয়া করিলেন স্থির সেইক্ষণে গাত্রে লগ্ন অশ্রু আর ধূলির মার্জন। করিয়া দয়ালু মুহুঃ কৈলা আলিঙ্গন।। তথায় ভূমিতে বসি তাঁদের সহিত। বাক্যামৃতে দ্বিজবরে করেণ তোষিত।। হে শ্রীজনশর্ম্মা মথুরান গৃহীতায়্য। বিপ্রবংশ সাগরের চন্দ্রমা আচার্য্য।। জিজ্ঞাসিয়ে সর্ব্বমতে তোমার কুশল। কহ২ বিরাজিত হয় কি সকল।। সব পরিবারের সহিত সে আমার। তোমার প্রভাবেতে কুশল অনিবার।।তোমার উপরে য়েই মম কৃপা হয়। তাহাতে আকৃষ্ট চিত্ত আমিহ নিশ্চয়।। কবে তুমি আগমন করিবে এথায়। পথ নিরীক্ষণে আমি থাকি সর্ব্বদায়।। ভদ্র তুমি আমারে য়ে করিলা স্মরণ। ভদ্র চিরকাল পরে করিলা দর্শন। তোমার স্বাধীন আমি জানিবে ব্রাহ্মণ। আপন ইচ্ছায় এথা করহ ক্রীড়ন।। পরীক্ষিত কহে জনশর্ম্মা দ্বিজবরে। সম্পূর্ণ সম্ভ্রম আর প্রেমানন্দ ভরে।। বশীকৃত হই তবেপ্রত্যুত্তর দিতে শক্ত নাহি হন আর দর্শন করিতে।। বাষ্পেতে সম্যক রুদ্ধ কণ্ঠ সে হইল। নয়নের দৃষ্টি অশ্রু ধারায় রোধিল।। কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণ পদ্মদ্বয়। মস্তকে ধরিয়া বহু রোদন করয়।। মাতা চূড়ামণি কৃষ্ণ ভাবে নিজমনে। এই বিপ্র করিলেক আত্মা সমর্পণে।। আমি যদি বশীভূত রূপেতে ইহারে।

নিজ আত্মা সমর্পণ করিয়ে প্রচারে ॥ তবে সম হৈলে মম কিবা উদারতা। আমা হৈতে অধিকোনা দেখিয়ে দেবতা ॥ হইলা আঙ্গস প্রতিদেয না দেখিযা। বলে গাত্র হৈতে অলঙ্কার আকর্ষিয়া ॥ সেসব ভূষণে বিপ্রে করিয়া ভূষিত। স্বরূপের মত করিলেন সুশোভিত ॥ এইমতে কৃষ্ণ নিজ প্রিয় সহচার। গোপ সমারম্ভ করি প্রতিপন্ন তাঁর ॥ তাঁহাতে পরম কৃপা করিলা বিস্তার। জনশর্ম্মা পাইযা সে করুণার সার ॥ স্বরূপের মত বিধানেতে সুনিশ্চয। পরিপূর্ণ সর্ব্বফল হৈল সে সময। অতঃপরে বেণুধ্বনি সঙ্কেত দ্বারায। পশুদিগে আহ্বান করিযা শ্যামরায॥ মুখ শব্দ বিচিত্র করিযা সেইক্ষণে। জলপান করাইলা সব পশুগণে ॥ সেইশব্দে সুখদেশে যুক্ত পশুগণে। নিরোধিযা পশুগণে বসিযা আপনে ॥ জনশর্ম্মা স্বরূপ অগ্রজ সখাগণ। সকলের সহ কৈলা জলেতে ক্রীড়ন পরস্পর জল সেকে কৃষ্ণ সখাগণে। কভুজল দিযা করে ভঙ্গ প্রাপণে॥ কভু সখাগণ হৈতে পাই ভঙ্গভর বিহার বিদগ্ধ কৃষ্ণ হাসেন নিস্তর ॥ বহুজল বাদ্য শুভতাদের সহিত। রাজা হয যমুনার প্রবাহে ত্বরিত ॥ শ্রোতের উজান আর ভাটায তখন। করিলেন বিচিত্র ক্রীড়ন সন্তরণ ॥ কভু যমুনার জলে লুকাইযা কায। পদ্মবনে কৃষ্ণ নিজ মুখ রাখি তায ॥ সতু জলে এইমতে হইলেন স্থিত। যেন কেহ তাঁহারে নাপারয়ে লক্ষিতে ॥ কৃষ্ণের দর্শন প্রাণধরে সখাগণ। অন্বেষণ করি কৃষ্ণে নাপান যখন। বন্ধুগণ ব্যগ্র বুদ্ধি হইযা তখন। মহা দুঃখি মুখ্য রাক্ষেক রণ্ রোদন ॥ তবে হাসি পদ্মবন হৈতে

বাহিরিল।। সখাগণ যেনমাত্র শ্রীকৃষ্ণ দেখিলা ।। উৎকৃষ্টহর্ষ সমূহে বিকাসি নয়ন। লম্ফগতি সবে অগ্রে করেণ গমন ।। পরম কৌতুকী কৃষ্ণ তাঁদের সহিত। বিহরেণ জলক্রীড়া করি সুবিহিত ।। পদ্ম পুষ্পে মৃণাল সমুহে গাঁথি হার। সহচর গণে করিলেন সালঙ্কার ।। সেইরূপ মালাও কৃষ্ণেরে সবে দিল। জল হৈতে তবে সবে উপরে উঠিলা ।। মধ্যাহ্নেতে ভোজন করিতে সেইবনে। যমুনার পুলিন বিস্তীর্ণ সুশোভনে ।। সখা সহ বসিলেন মণ্ডলী করিয়া। সকলের মধ্যে বলরামে বসাইয়া ।। নিজ২ গৃহ হৈতে প্রাতঃকালে যেই। আনিলা অদ্ভুত ভোজ্য দ্রব্য সব সেই ।। স্বয়ং পরিবেশন করেণ বিলসিয়া। লীলায় রচিত নৃত্যগতিতে ভ্রমিয়া।। সকলঋতুতে যেইফল সব হয়। বৃন্দাবনে নিত্য২ সেফল জন্ময ।। আনিহা সেফল সব অতি স্বাদুতরে। ওগো মাতা যথা রুচিদেন সহচরে ।।

ফলানাং নামান্যাহ। রসাল তাল বিল্বানি বদরাম লকানিচ। নারিকেলানিশনস দ্রাক্ষা কদলকানিচ। নাগরঙ্গানি পীলুনি করীরাণ্য পরাণ্যপি। খর্জ্জুর দাড়িমাদীনি পক্কানি রসবন্তিব ইতি ।।

যেই সবফল পরিবেশন করিলা। তার মধ্যে কিছু২ আপনি লইলা ।। থাকি তার২ কাছে অচ্যুত খাযেন। সহচরগণেরেও যত্নে খাওযাযেন ।। সখাগণ কিছু খায্যা মিষ্ট পরীক্ষিযা। উঠি২ কৃষ্ণমুখে দেন সাদরিযা ।। প্রশংসি কৌশল হাস্যে মধুর চর্ব্বণে। নানা মুখ ভঙ্গে হাসাযেন সখাগণে।। নানা পেযদ্রব্য আম্ল মিষ্ট তক্র আর। অলাবু পত্রাদি ধৃত

জল যমুনার ।। পিয়া পিয়াইয়া গোপগণে ভ্রমে স্থিত। নানা বিধ সুখক্রীড়া কৌতুক পণ্ডিত।। আচমন করিয়া তাম্বুল সুগন্ধিত। আপন২ গৃহ হইতে আনীত।। গুবাককর্পূর আদি মসলা মিলনে। বিভাগ করিয়া কৃষ্ণ খাযেন আপনে।। তুলসী মালতী জাতী লবঙ্গমল্লিকা। স্বর্ণযূথী শ্বেতযূথীকেতকী ঝিণ্টিকা।। কুন্দ কুব্জ করবীর মাধবী কাঞ্চন। রক্তপদ্ম শ্বেত পদ্ম পলাশ দমন।। কদম্ব বকুল নাগ পুন্নাগচম্পক। জবানব মল্লিকা অর্জ্জুন পাটলক।। কুটজ অশোক বাস কর্ণিকা মন্দার। প্রিয়ক প্রভৃতি পুষ্প বিবিধ প্রকার।। পত্রসহ আনি বিরচিলা সখায়ত। বৈজযন্তী বনমালা আদি নানামত।। অগুরু কস্তুরী আর কুঙ্কুম চন্দন। বৃন্দাবন হৈতে সবে কৈলা আনযন।। অন্য সুগন্ধি সহিত করিয়া পেষণ। সকলের অঙ্গ তাহে হইল লেপন।। নিকুঞ্জে সুগন্ধি পুষ্প সুবাসিত বরে। মধুকর পুঞ্জ গুঞ্জ২ শব্দকরে।। নবীন কোমল পত্র গুচ্ছেপুষ্প জাতে। রচিত শয্যায কৃষ্ণ শুইলেন তাতে।। প্রিযসখা শ্রীদামের ক্রোড়ে শির দিলা। পদ সম্বাহন কেহ করিতে লাগিলা কেশ প্রসাধেয কেহ কর সম্বাহযে। কেহ গীত স্তব কেহ পাত্রে বীজযে।। মুখ কমলের নানা করিয়া বিকার। কৌশলের ভঙ্গী শব তাহাতে প্রচার।। হাস্য কেলি দক্ষ সখাগণে সুখ দেন। রামসহ বিশ্রামের কেলি বিস্তারেণ।। পরে শিঙ্গা বেণু নাদে উঠায্যা গোপগণে। গোবর্দ্ধন নিকটেতে করেণ চারণে শিখণ্ডের চূড়া হরিতালের তিলক। গুঞ্জামালা প্রভৃতিতে যুক্তেকবালক।। আমি পূর্ব্বে২করিব রচিত। এতকহিয়খারুচি

করেণ ভূষিত ।। নূতন আগত জনশর্ম্মা বিপ্রবরে। সমর্পণ করি কৃষ্ণ স্বরূপেশ্ব করে ।। সায়ংকালে পূর্ব্বমত ব্রজে প্রবেশিয়া। বিলাস করেণ ব্রজজনে হর্ষ দিয়া ।। এইমতে ইতিহাস করি সমাপন। মাতাপ্রতি পরীক্ষিত কহেনবচন। শ্রীগোপীনাথের প্রসন্নতা পাইয়াছ। মহাসাধুজন মত মতি হইয়াছ আপনপ্রশ্নের মাত্রা উত্তরএক্ষণে। আপনি বিচার করিকরহগ্রহণে ।। পুন পরীক্ষিত মাতৃ স্নেহেতে উত্তর। প্রকাশিয়া ফলিতার্থ উপদেশ পর ।। প্রকরণার্থের উপসংহার করিয়া। কহেন জননী প্রতি তত্ত্ব বোধ দিয়া ।। সম্পূর্ণ পরমানন্দ সমূহ স্নেভায়। তার অন্ত্যসীমার গম্ভীর সিন্ধু প্রায় ।। শ্রীগোলোক তাহাতে গমন গো জননি। আপনি প্রযাস দ্বারা সাধহ এখনি ।। য়দ্যপি শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদেতে তত্রগতি। তথাপি নিমিত্ত সাধকের শ্রদ্ধা রতি ।। অন্যথা সর্ব্বত্রয়দি উদাসীনহয়। তবে ভগবানের প্রসাদ কভুনয় ।। য়েগোলোকে য়াত্রামাত্রে সেনাথ সহিত। মধুর২ ক্রীড়া নানা সংঘটিত ।। য়দি কহ তোমার উক্তির অনুসার। শ্রীগোলোক সহ এই ভৌম মথুরার ।। অভেদ হেতুক কেন এস্থানে গমন। নাসাধিয়ে তাহে শুন উত্তর বচন ।। গমন মাত্রেতে ভৌম মথুরা মণ্ডলে। য়ে কোনব্যক্তির সদা সময় সকলে ।। শ্রীকৃষ্ণের সহ সেই বিবিধ ক্রীড়ন। সিদ্ধ নাহি হয় নিরন্তর কদাচন ।। কিন্তু কোন দ্বাপর য়ুগান্তে য়ে সময়। শ্রীগোলোক নাথ অবতরি প্রকটয়। সেকালে গমন মাত্রে সবার নিশ্চয়। য়ে কোন প্রকারেতে মানস সিদ্ধ হয় ।। অন্যকালে কৃষ্ণপ্রিয় জন কৃপাচয়ে। ভৌম মথুরায় কারো

ইষ্টসিদ্ধ হয়।। সেই হেতু কৃষ্ণপদ প্রিয় যাহাদের। পদধূলি সঞ্চয় করহ তাহাদের।। ও গোমাতা শিরেশ্বর সেধূলি নিশ্চয়। যাহে গত মাত্রে নিজাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।। গোপী স্তনতট সঙ্কু-মের শোভাভর। তাহে আর্দ্র শ্রীযুক্ত চরণ দ্বয়বর।। তার প্রীতি যুক্ত সদা করয়ে প্রদান। জানিবারে ইচ্ছা গো জননি হেন স্থান।। এই হেতু সংপ্রতিক সম্বন্ধে তোমার। মধুর গহন প্রশ্ন ভর অনুসার।। কহিলাম শ্রীগোলোক মাহাত্ম্য সঞ্চয়। যাহা শুনি অশেষ সংশয় নাশ হয়।। বৈকুণ্ঠোরা উপরি যে ধাম বিরাজয়। অন্য কোন উপায়ে তাহার লাভ নয়।। নি-তান্ত শ্রীগোপীনাথ পদ প্রেমচয়ে। লাভয় সেইধাম জানি হ নিশ্চয়ে।। বাহ্যারং পরে শুক ফল যেই। তাহার প্রাপ্তির ভূমি শ্রীগোলোক সেই।। যে গোলোক বাসি জনে যেজন স্মা-রেণ। তারে অতি প্রেম সম্পত্তির নিষ্ঠা দেন।। সংপ্রতিক এই উক্ত উপাখ্যান দ্বয়ে। মহামুনিগণের যে যুক্ত বাক্য হয়ে কহিয়ে এক্ষণে তাহা করহ শ্রবণ। যাহে নিজ চিত্তের হইবে স ন্তোষণ।। সকলের উর্দ্ধ শ্রীবৈকুণ্ঠ লোক হয়। নারদাদি বৃদ্ধ ঋষি গণেতে সেবয়।। তত্রগতি হয় উমাসহ শ্রীশিবের। জ্যোতিঃস্বরূপের মহাশয় সকলের।। তাহার উপরে শ্রীগো লোক বিরাজয়। যারে সাধনেতে যোগ্য নন্দাদি পালয়।। অথবা যাহারা যোগ্য কৃষ্ণবশীকারে। শ্রীরাধাপ্রভৃতিপালে বিচিত্র বিহারে।। সেইধাম নিত্য সর্ব্ব সময়েতে গত। মহা প্রকাশিত পর হয়ত মহত।। সর্ব্বোপরি বৈকুণ্ঠের উপরি রা জয়। সমাধির দ্বারা জানিবারে শক্য হয়।। জিজ্ঞাসিবা

ব্রহ্মাদি ইন্দ্রাদি দেব সব। করিতে না পারেণ যাহার অনু-
ভব॥ ব্রহ্মাদের দুর্জ্ঞেয় ইথে হইল ধ্বনিত। অন্যে জানিবেক
কিবা তারে প্রকাশিত। শমদমে যুক্ত যে সুকৃত কর্ম্মিজন।
সত্যলোক পর্য্যন্ত তাদের প্রাপ্য হন॥ ব্রহ্ম লোকে তপ-
স্যায় যুক্ত যেই নর। শ্রীবৈকুণ্ঠ লোক শ্রেষ্ঠাগতি নিরন্তর॥
গোপ গোপী প্রভৃতির গোলোকেতে গতি। অন্যের সেলো-
ক হয় দুরারোহা অতি॥ ইন্দ্র যবে বর্ষণে তাহারে দুঃখদিল
ধৃতিমান শ্রীকৃষ্ণ তখন রক্ষিল॥ হরিবংশে এইসব কহিল
বচন। স্কন্দ পুরাণীয় ইবে শুনহ কথন॥ এবং বহুবিধ রূপে
পৃথ্বীতে ভ্রমণ। শ্রীগোলোক ব্রজলোক সত্য সনাতন॥ কহে-
ন জনমেজয় হে শ্রেষ্ঠবৈষ্ণব। বৈশম্পায়নের মুখে এইশ্লোক
সব। শুনিয়া তখন কোন অর্থ হৈল জ্ঞান। তোমা হৈতে শুনি
কোন অর্থ চিত্তে ভান॥ সত্যনামে ব্রহ্মলোক প্রপঞ্চ মধ্যে-
তে। ইত্যাদিক অর্থ জ্ঞান হইল পূর্ব্বেতে॥ তব মুখে সেইসব
করিয়া শ্রবণ। প্রপঞ্চের অতীত বৈকুণ্ঠোপরি হন॥ শ্রীগো
লোক ইত্যাদিক তথ্য এইক্ষণে। তব প্রসাদেতে দীপ্ত পায়
মর্ম্ম মনে। ভাগবত সকলের আশ্চর্য্য মহিমা। পরম অদ্ভুত
তার নাহি আছে সীমা॥ কথার সমাপ্তি আশঙ্কিয়া মম
মন। পরিতাপ করে যেন জ্বর যুক্তজন॥ কিছু রসায়ন কৃষ্ণ
তাঁর ভক্তকথা। দানকর অতি সুখি থাকে মন যথা॥ শুনি
জৈমিনি কহেন যেন রসায়ন। গোলোক মাহাত্ম্য ব্রহ্ম সং
হিতা বচন॥ কথা ব্রজ আর তদাসির মহিমার। দশমস্কন্দো
ক্ত পদ্যে করেণ বিস্তার॥ ওহে বতস মধুর বিচিত্র ভাবময়ে

তৱপিতা য়ে কহিল উপাখ্যান হুবে।। তাহে য়ুক্ত পদ্যসব মনোহর হয়। শ্রুতি স্মৃতি গণের নানার্থ সারময়।। হৃষ্টহৈয়া গোলোকের মাহাত্ম্য কথায়। গাইল তোমার অগ্রে সুখে মন ভায়।। তাহে তব তাত বিয়োগের দুঃখ য়ায়। সুখেতে ভ্রমিয়ে তাহা কহিয়ে তোমায়।। ব্রহ্ম সংহিতায়াং।।

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিস্তাভিয়্র্এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।০।।

সুপ্রসিদ্ধ বৈদগ্ধী সেগুণ রূপাদিক। অথবা নিজাংশ গোপ গোপী প্রভৃতিক।। স্বাভাবিক হেতু কিবা সমান বিভবে। আনন্দ চিন্ময় রসে নির্ম্মিত য়ে সবে।। তাঁহাদের সহিত শ্রীগোলোকে নিশ্চয়। অখিলের অন্তর্য্যামি য়েই নিবসয়।। সেই শ্রীগোবিন্দ আদি পুরুষ য়েহন। তাঁহার করিয়ে আমি নিতান্ত ভজন।। তত্রৈব।

গোলোকনাম্নিনিজধাম্নিতলেচতস্য দেবী মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু। তেতে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ য়েন গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।০।।

গোলোকাখ্য নিজধামে তলেও তাহার। প্রকৃতির শিবের হরির ধামে আর।। প্রভাব সমূহ কৈল য়ে প্রকট দিয়ে। সেই আদি পুরুষ গোবিন্দেরে ভজিয়ে।। তত্রৈব।

শ্রিয়ঃকান্তাঃকান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবোদ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরম পিতদাস্বাদ্যমপিচ।।০।

যে গোলোকে নারীগণ মহালক্ষ্মী হয়। পরম পুরুষ কৃষ্ণ কান্ত বিরাজয়॥ বৃক্ষগণ কল্পতরু অমৃত সে জল। চিন্তামণি গণ মহী ভূষিত সকল॥ কথা গান কর্ণসুখাবহের কারণ। প্রিয়সখা বংশী নাট্য স্বরূপ গমন॥ প্রদীপাদি জ্যোত চিদানন্দ রূপ য়ায়। গোবিন্দ অধরামৃত আস্বাদ্য তাহায়॥ প্রায় সেই স্থলে ভগবতী গোপিকার। প্রাধান্য হেতুক হেন কহিলেন দ্বার॥ তত্রৈব।

সয়ত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্ নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি য়ত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতিয়ং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরল চারাঃ কতিপয়ে॥ ০।

যেই শ্বেতদ্বীপে ক্ষীর সাগর নিস্করে। কামধেনু সকল হইতে নিরন্তরে॥ নিমেষার্দ্ধ পরার্দ্ধাখ্য যেস্থানে সময়। নাহি য়ায় অর্থাৎ নাহিক কালভয়॥ সেই শ্বেতদ্বীপে আমি করিয়ে ভজন। বিশুদ্ধ দ্বীপের তুল্য কোন স্থান হন॥ প্রপঞ্চান্তর্গত ক্ষীর সমুদ্রে বর্ত্তয়। শ্বেতদ্বীপ নামে সেই স্থান ইহা নয় য়াহারে গোলোক করি জানেন প্রভব। ক্ষিতিতে বিরল চারি কতক সাধব॥ ইহাতে নিগূঢ় স্থান হইল সুচিত। সর্ব্বজন তাহারে না জানেন নিশ্চিত॥ শ্রীদশমস্কন্ধে।

পুণ্যাবত ব্রজভুবো য়দয়ং নৃলিঙ্গ গূঢ়ঃ পুরাণ পুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ। গাঃ পালয়ন সহবলঃ কণয়ংশ্চ বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ১॥

মথুরায় রঙ্গভূমে শ্রীনন্দ নন্দন। চানুরাদি সহ যুদ্ধ করেণ

য়খন।। মথুরা নাগরীসব হুনীতি দেখিযা। কহেন শ্রীব্রজ ব্রজভূমি প্রশংসিয।। ব্রজভূমি কিম্বা ব্রজভূমি জাত যত। পুণ্য যুক্ত এইপুরী নাহয সেমত। যাহেএই কৃষ্ণচন্দ্র পরম মোহন শিবমঙ্গলক্ষ্মী যাঁর সেবেনচরণ।। পুরাণপুরুষ চিত্র বনমালা ধরে। মনুষ্য লক্ষণে গোপনীয ভাবে চরে।। রামসহ কিম্বা গোপ সমার সহিত। গোপালন করেণ বাজায্যা বেণুগীত।। রাস আদি বহুলীলা করিযা যাহায। ভ্রমণ করেণ কৃষ্ণচন্দ্র যাহে।। অথবা গিরির দ্বারা করেণ রক্ষণ। গিরিত্র শব্দেতে হয শ্রীনন্দনন্দন।। তঁ হারে রমেণ যিঁহ হর্ষভর দিযে। গিরি ত্র রমাশব্দেতে শ্রীরাধা কহিযে।। তিঁহ পূজা করেণ শ্রীচরণ যাঁহার। ইহাতে শ্রীব্রজভূমি পুণ্যযুক্ত সার।। তত্রৈব।

অহোতি ধন্যা ব্রজগোরমণ্য স্তন্যামৃতং পীত মতী বতে মুদা। যাসাং বিভো বত্সতরাত্মজাত্মনা যত্তৃপ্তযে দ্যাপ্যথ নালমধ্বা।। ২।।

বত্স আর বালক হরিল ব্রহ্মা সব। শ্রীনন্দনন্দন ইহা করি অনুভব।। সকলের স্বরূপসেহইযা আপনে। এক বর্ষ ঐমতে করিল ক্রীড়নে।। ব্রহ্মা আসি প্রথমতঃ হইযা মোহিত। তবে কৃষ্ণ কৃপাতে হইল জ্ঞানোদিত।। জানিকৃষ্ণ তত্ব ব্রজ জনের মহিমা। বর্ণন করেণ ব্রহ্মা আপনি অসীমা।। ভগবান পান করিলেন দুগ্ধ যার। মহিমা বর্ণেন কেন ধেনু গোপীকার।। অহো অতি ধন্যা ব্রজে গোরমণী ব্রত। পান কৈলা স্তন্যামৃত অতি হর্ষগত।। ওহে বিভো যাহাদের তৃপ্তির কারণে। হৈলা বত্স বালক স্বরূপনে আপনে। অদ্যাপিহ তাহাদের তৃপ্তি

না হইল। অতএব তাহাদের সৌভাগ্য বর্ণিল॥ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমের প্রধান। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সর্ব্বত্র সপ্রমাণ॥ তাঁহাদের মহিমা বর্ণনে যুক্ত হয়। তবু প্রেম বিশেষের অভাবে নিশ্চয়॥ তাঁহাদের মহিমা বিশেষ না জানিয়া কহিলেন একাদশ বচন প্রার্থিয়া॥ তাহে হৈল তাঁর বাল গোপালদর্শন। স্তত্যারম্ভ মদ্দুপাদ কহিলা বচন॥ কিন্তু ব্রহ্মা সেবক হযেন বৃদ্ধতরে। আপনি তাহার পুত্র অভিমান করে॥ ধাষ্ট্য পরিহার হেতু তাহা না বর্ণিলা। এরূপ সিদ্ধান্ত ইথে গোস্বামী লিখিলা॥ তত্রৈব॥

অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনং॥ ৩॥

নন্দ আর গোপ ব্রজবাসিগণ যত। পরমাতিশয় ভাগ্য সবার সম্মত॥ যাহাদের মিত্র হিতকারী সদা হন। পরানন্দ দায়ি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥ তত্রৈব।

এষান্তু ভাগ্য মহিমাচ্যুত তাবদাস্তা মেকা দশৈবহি
বযং বত ভূরিভাগাঃ। এতদ্ধৃষীক চষকৈ রসকৃত পি
বামঃ শর্ব্বাদযোহঙ্ঘ্র্যদজ মধ্বমৃতাসবংতে॥ ৪॥

হে অচ্যুত ইহাঁদের ভাগ্যের মহিমা থাকুক তাবত কেবা দিতে পারে সীমা॥ শিব ব্রহ্ম চন্দ্র দিগ বাতার্ক প্রচেতঃ। অশ্বির কনীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্র দ্বাদশেত॥ প্রজাপতি এই ত্রয়োদশ মোরাগণ। বহুভাগ্যবান কহি তাহার কারণ॥ ব্রজবাসিদের অহঙ্কার বুদ্ধি মন। চক্ষু কর্ণ ত্বক রসন নাসিকা বচন॥ পাণি পাদ এইসব ইন্দ্রিয়ের গণে। অধিষ্ঠাতা আমরা সকলে

অনক্ষণে ॥ তব পাদ পদ্ম মধু অমৃতসমান। প্রাণদায়ি ইন্দ্রিয় চষকে করি পান ॥ তত্রৈব।

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোভিষেকং। যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবন্মুকুন্দ স্ত্বদ্যাপি যত্পদরজঃ শ্রুতি মৃগ্যমেব ॥ ৫ ॥

সেই ভূরি ভাগ্য মম তৃণাদি রূপেতে। কোন না জন্ম হয় এই বনে গোকুলেতে ॥ যাহে গোকুলের কোনো জনেরো চরণ ধূলি অভিষেক মম হয়ত প্রাপণ ॥ যাহাদের নিখিল জীবন ভগবান। মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্য কারুণ্যাদি স্থান ॥ প্রেম সুখ দায়ক হয়েন শ্রুতিচয়। যাঁর পদধূলি সে অদ্যাপি অন্বেষয় ॥ তত্রৈব ॥

এষাং ঘোষ নিবাসিনা মুতভবান কিংদেব রাতেতি নশ্চেতো বিশ্বফলাত্ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যযন্মুহ্যতি। সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা যদ্ধামার্থ সুহৃত্ প্রিয়াত্ম তনয় প্রাণাশয়াস্ত্বত্কৃতে ॥ ৬ ॥

সর্ব্ব ফলার্থক তুমি তোমাহৈতে অন্য। কিবা ফল তুমি ব্রজবাসিগণে ধন্য ॥ দিবে ইতি ওহে দেবআমাদেরমন। সর্ব্বস্য যাইয়া বিচারিয়া মুগ্ধ হন। তোমার অঋণী কারি দ্রব্য কোন স্থানে। না পাইয়া মুগ্ধ হয়চিত্ত সাবধানে ॥ যদি কহ ইহাঁদিগে আপনারে দিবে। অঋণী হইবে তাহা কভু নাভাবিবে ॥ ভক্তসম বেশমাত্র পূতনা করিল। আপনারকুলসহ তোমারে পাইল ॥ যাঁহাদের ধাম অর্থ বন্ধুপ্রিয় মন। পুত্র প্রাণাশয়

তব অর্থে সর্ব্বক্ষণ॥ ভক্তি বিশেষের হেতু ব্রজবাসিগণে। মহা ঋণী মত প্রভু থাকিলে আপনে॥ তত্রৈব।

তাবদ্রাগাদয় স্তেনা স্তাবত্ কারাগৃহং গৃহং। তাব মোহোঙ্ঘ্রি নিগড়ো য়াবত্ কৃষ্ণনতেজনাঃ॥ ৭॥

তাবত রাগাদি সব হয় চৌর্য্যকারি। বিবেক ধৈর্য্যাদি সর্ব্ব গুণ রত্ন হারি॥ তাবত হয়ত গৃহ যেন কারাগার। তাবত সে মোহ পাদ শৃঙ্খল আকার॥ যাবত হে কৃষ্ণ ভক্তি নাহয় তোমার। তবভক্ত হৈলে সব করে উপকার॥ তত্রৈব॥

প্রপঞ্চ নিষ্প্রপঞ্চোপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্ন জনতানন্দ সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ ৮॥

নিজভক্ত সকলের আনন্দ নিচয়। করিবারে বিস্তার হে প্রভো সুনিশ্চয়॥ প্রপঞ্চের অতীত হইয়া তুমি সার। করিছ ভূতলে পুত্রত্বাদি অনুকার॥ তত্রৈব॥

জানন্ত এব জানন্তু কিংবহূক্ত্যা নমেপ্রভো। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং॥ ৯॥

জ্ঞানে রত্নবান জ্ঞান করুক সাধন। ভক্তির মহিমা বহু কি কব কথন॥ হে প্রভো বিচিত্রানন্ত গরিম প্রভাব। তোমার বৈভব ভক্তি মহিমানুভাব॥ নহে মম কায় মন বাক্যের ব্যাপার। অপরিচ্ছিন্নত্ব অবিতর্ক্য হেতু তার॥ দ্বিতীয় প্রকার অর্থ শ্রবণ হে কর। প্রভো সর্ব্ববিলক্ষণ রূপ শ্রেষ্ঠতর॥ তব শরীরের যেই বৈভব সে হয়। মম মনো বচনের নাহয় বিষয় কিম্বা তব মনোবপু বাক্যের বৈভব। নাহয় গোচর মম তার অনুভব॥ তৃতীয়ার্থে এষাং শব্দ আদ্যে অনুবৃত্তি। পূর্ব্বশ্লোক

হইতে তাহে শুন অর্থ বৃত্তি ॥ প্রভোহে অপরিচ্ছিন্ন চিত্র শক্তিমান। এইব্রজবাসি সকলের মহিমান॥ মম আর ভব কায মনাদি গোচর। নাহি হয ইথে সুমাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠ তর॥ তত্রৈব॥

অনুজানীহি মাংকৃষ্ণ সর্ব্বংত্বং বেত্সি সর্ব্বদৃক্। ত্ব
মেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্তবাপিতং ॥১০॥

কৃষ্ণের প্রসাদ হৈল পূর্ব্বোক্ত স্তবনে। অখিলাভিমান গেল ব্রহ্মার তখনে॥ অতি দৈন্যাশ্রযে ব্রজবাসি সন্নিধানে। অ-য়োগ্য দেখিযা দীর্ঘকাল অবস্থানে॥ তাহে অন্য অপরাধ আশঙ্কা করিযা। নিজস্থানে যাইবারে কহেন প্রার্থিযা॥ আমাদের নিকৃষ্টতা মহিমা আপন। নিশ্চয জানহত্তুমি সর্ব্ব সর্ব্বক্ষণ॥ য়েহেত্ত সাক্ষাত সর্ব্ব দেখহ নিশ্চয। তাহে স্তব করিতেও শক্তি নাহিহয॥ গমনে আমারেকর অনুজ্ঞা প্রদান এইক্ষণে য়াই আমি প্রভো নিজ স্থান॥ জগতের নাথ তুমি হওতুনিশ্চিত। তথাপিজগতকৈলু তোমারেঅর্পিত॥ তত্রৈব

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুল পুষ্কর জোষ দাযিন্ ক্ষ্মা নির্জর দ্বিজ
পশূদধি বৃদ্ধকারিন্। উদ্ধর্ম্মশার্ব্বর হর ক্ষিতিরাক্ষ
সধ্রুগাকল্প মর্কেমর্হন ভগবন্নমস্তে॥ ১১॥

হে শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুল পদ্ম প্রীতি দাযি। ইহাতে সূর্য্যের সহ উপমা নিশ্চাযি॥ পৃথ্বী আর দেব আর দ্বিজ সিন্ধুপম। তা-হাদের বৃদ্ধিকারি হেত্ত চন্দ্র সম॥ হে পাষণ্ডধর্ম্ম অন্ধকারের হারক। ক্ষিতিতে রাক্ষস কংসাদির বিনাশক॥ আদিত্য

পর্য্যন্ত সর্ব্ব পূজ্য ভগবান। আকল্প পর্য্যন্ত করি প্রণাম বিধান॥ তত্রৈব।

ধন্যেয়মদ্যধরণী তৃণবীরুধস্তৎ পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃকরজাভিমৃষ্টাঃ। নদ্যোদ্রয়ঃখগমৃগাঃসদয়াবলোকৈ র্গোপ্যো ন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহ শ্রী॥১১

গোপালনলীলায় পৌগণ্ডে বৃন্দাবনে। বলরাম প্রতি কন শ্রীকৃষ্ণ আপনে॥ অদ্য এই ধরা তৃণ গুল্মাদিক আর। তব পাদস্পর্শ হেতু হৈল ধন্যা সার॥ বৃক্ষলতা গণ তব করের স্পর্শনে। নদী গিরি খগমৃগ দয়াবলোকনে॥ সবে ধন্যা গোপীগণ ধন্যা অতিশয়। যাঁহাদের বক্ষ শোভা লক্ষ্মীও বাঞ্ছয়॥ক্রমেং সকলেরধন্যত্বকহিতে। গোপীসব সর্ব্বশ্রেষ্টা হইল সূচিতে॥ তত্রৈব॥

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং যদ্দেবকী সুত পাদাম্বুজ লব্ধ লক্ষ্মি। গোবিন্দবেণু মনুমত্তময়ূর নৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রি সাম্বরতান্য সমস্ত সত্ত্বং॥ ১৩॥

বৃন্দাবন মধ্যেগত শ্রীনন্দ নন্দন। করিলেন মনোহর বংশীর বাদন॥ তাহা শুনি গৃহ মধ্যস্থিতা গোপীগণ। প্রেমে পূর্ণা পরস্পর কহয়ে কথন॥ ওহে সখি শ্রীরাধিকে এই বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি করিতেছে বিস্তারণ॥ যেহেতুক দেবকী সুতের শ্রীচরণ। হৈতে লভিয়াছে সর্ব্ব শোভারূপধন॥ গোবিন্দের বেণু নাদ করিয়া শ্রবণ। মেঘজ্ঞানে নৃত্যকরে ময়ূরের গণ॥ তাহা দেখি পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে। অন্যপক্ষিগণ যত আসি নৃত্যকরে॥ তত্রৈব॥

হন্তায় মদ্রিরবলা হরিদাস বর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণ চরণ
স্পর্শ প্রমোদঃ। মানং তনোতিসহ গোগণযো স্তয়ো
র্যত্পানীয় সূয়বস কন্দর কন্দ মূলৈঃ ॥ ১৪ ॥

কে অবলা হন্ত এই গিরিগোবর্দ্ধন। হরিদাসসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন ॥ যেহেতুক রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শনে। কিম্বা ক্রীড়াকারি যেই কৃষ্ণের চরণে ॥ তাহার স্পর্শনেতে প্রমোদ যুক্ত হয়। জল ঘাস গুহা কন্দ মূলে সমুদয় ॥ ধেনু আর সহচর গণের সহিত। শ্রীরাম কৃষ্ণের পূজা করে বিস্তারিত ॥ অথবা রমযে যেই শ্রীকৃষ্ণচরণ। তাহারবে গিরিবরে করযে স্পর্শন কঠিনতা ত্যজি অতি কোমল হইযা। প্রমোদ তাঁহারে দেন চরণ সেবিযা। তত্রৈব ॥

দৃষ্টবাতপে ব্রজ পশুন্ সহ রাম গোপৈঃ সঞ্চারয়ন্ত
মনুবেণু মুদীরয়ন্তং। প্রেম প্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমা বলী
ভিঃ সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রং ॥ ১৫ ॥

বলরাম আর সহ সহচরগণ। রৌদ্রে ব্রজ পশুগণে করেণ চারণ। প্রতিক্ষণ বেণুনাদ করেণ পূরণ। দেখিযা অম্বুদ প্রেমে বাড়িযা তখন ॥ উদিত হইয বিন্দুহ জলধারে। প্রিযের হইল ছত্র নিজ কলেবরে ॥ তত্রৈব ॥

নদ্যস্তদাতদুপধার্য্য মুকুন্দ গীত মাবর্ত্ত লক্ষিত
মনোভবভগ্নবেগাঃ। আলিঙ্গন স্থগিত মূর্ম্মিভুজৈর্ম্মু
রারে র্গৃহ্ণন্তি পাদ যুগলং কমলোপহারাঃ ॥ ১৬ ॥

কালিন্দ্যাদ্যা শুনি তবে মুকুন্দের গীত। আবর্ত্তে দর্শিত কামে ভগ্নবেগান্বিত ॥ কিম্বা মুকুন্দগীতের শোভা পরস্পারে

ভঙ্গি প্রকাশিত কামে ভগ্নবেগ ধরে॥ ঊর্ম্মিরূপে ভুজে মুরারির পাদদ্বয়। আলিঙ্গনে স্থগিত সে গ্রহণ করয়॥ যাহাদের পূজার সামগ্রী পদ্ম সব। কিম্বা কমলার পূজ্য সৌভাগ্য প্রভব॥ তত্রৈব।

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্প ফলাঢ্যাঃ। প্রণত ভার বিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্ট তনবো ববৃষুঃস্ম॥ ১৭॥

পূর্ব্ব শ্লোক উক্ত বেণুনাদ কৈলেপর। বৃন্দাবনাদিতে যেই লতা তরুবর॥ ভক্তিবশ হেতু কৃষ্ণ নিজচিত্তে স্থিত। গোপালীয় ভবে প্রেমে করেণ ব্যঞ্জিত॥ পুষ্প আর ফল সবে যুক্ত অনিবার। বিনয়াদি গুণে নম্রগত পরিবার॥ প্রেমেতে সন্তুষ্ট তনু সদা মধুধার। বর্ষণ করেণ আনন্দাশ্রুর সঞ্চার। তত্রৈব

এতে হলিনাহুর য়শো৽খিল লোক তীর্থং গায়ন্ত আদি পুরুষানুপথং ভজন্তে। প্রায়ো অমি মুনিগণা ভবদীয় মুখ্যা গূঢ়ং বনেপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং॥ ১৮

বলরামে কহেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বমত। হে আদি পুরুষ এই সব অলিব্রত॥ পথে২ ভজি পিছে করয়ে প্রস্থান। তব যশ সর্ব্বলোক ত্রাতৃ করি গান॥ প্রায় এই সকল সে হয় মুনিগণ। ভক্ত সব মধ্যে হয় মুখ্য২ জন। নিজ ইষ্টদেব আছে সঙ্গোপনে বনে। তথাপিও ত্যাগ নাহি করে কদাচনে॥ তত্রৈব॥

সরসি সারস হংস বিহঙ্গাশ্চারুগীত হৃত চেতস এত্য। হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্তমীলিত দৃশো ধৃত মৌনাঃ॥ ১৯॥

দিবার বিরহ দুঃখ শান্তির কারণ। পূর্ব্বমত কৃষ্ণলীলা গায় গোপীগণ॥ সরোবরে সারস হংসাদি পক্ষিগণ। কৃষ্ণ কৃত চারুগীত করিয়া শ্রবণ॥ সবাকার চিত্তসব হরণ হইয়া। হরি উপাসনা করে সমীপে আসিয়া॥ যমন করিয়া চিত্ত মুদ্রিত নয়ন। কেহ২ কৈল সবে মৌনের ধারণ॥ পক্ষি জাতি গণের এমত আকর্ষণ। কহ দেখি কিমতে রহিবে গোপীগণ। তত্রৈব

প্রায়োবতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং
তদুদিতং কলবেণুগীতং। আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্
রুচির প্রবালান্ শৃণ্বন্তিমীলিত দৃশো বিগতান্যবাচঃ॥২০

খেদে কহে ওগো মাতা প্রায় এইবনে। পক্ষিগণ মুনি কৃষ্ণ ধর্ম্ম পরায়ণে॥ অথবা যে কৃষ্ণ পরায়ণ মুনিগণে। পক্ষির স্বরূপ হৈল সবে এইবনে॥ মনোহর পত্রযুক্ত বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করি নিমীলিত নেত্রতায়॥ ত্যজি অন্য বাক্য হৈয়া কৃষ্ণের ঈক্ষিত। কৃষ্ণের উদিত শুনে কলবেণুগীত॥ ব্রত এই খেদবাক্যে এইত আশায়। কৃষ্ণ পরায়ণ পক্ষিগণ মহাশয়॥ ধিক আমাদিগে মোরা সকল ত্যজিয়া। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ করি বনে গিয়া॥ তত্রৈব॥

ধন্যাঃস্ম মূঢ়গতয়োপি হরিণ্য এতা য়ানন্দ নন্দন
মুপাত্ত বিচিত্র বেশং। আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহ কৃষ্ণ
সারাঃ পূজাংদধুর্বিরচিতাং প্রণয়াব লোকৈঃ॥ ২১॥

মূঢ়গতি হইয়াও হরিণীর গণ। ওগো সখী সব হয় ধন্য॥ সর্ব্বক্ষণ॥ বেণুশব্দ শুনি কৃষ্ণসারের সহিত। নানাবেশভূষা ধারি কৃষ্ণের নিশ্চিত॥ পূজা করে প্রণয়াবলোকনে রচিত

অতএব ধন্যা তারা হয় সুবিহিত ।। ইহাতে হরিণীগণ পতির সহিত। কৃষ্ণ মুখ দেখে তাহে ধন্যা সুনিশ্চত ।। গোপিকার মনেতেও হয় সে আশয়। এপ্রকার এই শ্লোকে অর্থ নাহি হয় ।। হরিণীগণের পতি কৃষ্ণসার হয়। কৃষ্ণসার যাহাদের এঅর্থ নিশ্চয় ।। আমাদের পতি দ্বেষ করয়ে দর্শনে ।। অত এব অধন্যা আমরা সর্ব্বক্ষণে ।। তত্রৈব ।।

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখ নির্গত বেণুগীত পীযূষ মুত্তভিত
কর্ণ পুটৈঃ পিবন্ত্যঃ। শাবাঃ স্তন স্নুতপয়ঃকবলাঃ
স্ম তস্থু গোবিন্দ মাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ।। ২২।

কৃষ্ণমুখ নির্গত মুরলী গীতামৃত। উর্দ্ধকর্ণ পুটে ধেনুগণ পান কৃত ।।শবত্তুল্যা হৈয়া মুখ হৈতে গ্রাসপড়ে। স্তনহৈতে দুগ্ধক্ষরে য়েনরহে জড়ে ।। মনমধ্যে গোবিন্দেরে করি যা স্পর্শন। চক্ষু সব হৈতে অশ্রু বর্ষে অনুক্ষণ ।। কিম্বা শাব শব্দে বৎস তাদের বদনে। স্তন্যদুগ্ধরূপ গ্রাস ক্ষরে সেইক্ষণে ।। অন্য অর্থ পূর্ব্বমত জানিহ ইহায় ।। অতএব ধন্য তারা হয় সমুদায় ।। তত্রৈব ।।

বৃন্দশো ব্রজ বৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্য হৃতচেতস
আরাত্। দন্তদষ্ট কবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিত
চিত্র মিবাসন্ ।। ২৩ ।।

হে সখি ব্রজের ধেনু বৃষ মৃগগণ। বেণু বাদ্যেতেচিত্ত হইয়া হরণ।। শীঘ্র নিজ স্থান হৈতে করি আগমন। দন্তে গ্রাস ধরি রহে নাকরে ভক্ষণ ।। বেণু শুনিবারে রহে ধৃত কর্ণ তায়। হইল নিদ্রিত কি লিখিতচিত্র ন্যায় ।। তত্রৈব ।।

পূর্ণাঃপুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ শ্রীকুঙ্কুমেন দয়ি
তাস্তন মণ্ডিতেন। তদ্দর্শন স্মররুজস্তৃণরূষিতেন লি
ম্পন্ত্য আনন কুচেষু জহুস্তদাধিং ॥ ২৪ ॥

যে কুঙ্কুম কৃষ্ণপদাব্জরাগে শোভিত। কৃষ্ণপ্রিয়া স্তন মধ্যে আছিল মণ্ডিত॥ রতিকালে পাদপদ্ম ধরিলেক স্তনে। তাহাতে সে কুঙ্কুম লাগিল শ্রীচরণে॥ বনের ভ্রমণে তাহা লাগিল তৃণেতে। দেখিয়া পুলিন্দী কামে পীড়িত মনেতে॥ উঠাইয়া সে কুঙ্কুম লেপি মুখে স্তনে। অনির্ব্বাচ্য মনোব্যথা করিল ত্যজনে॥ ইহাতে পুলিন্দী শবরের নারী যত। হইল কৃতার্থ বনচারিণী সর্ব্বতঃ॥ তত্রৈব॥

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তং। অহং
পূর্ব্ব মহং পূর্ব্ব মিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥ ২৫॥

ব্রজ বালক সবার মাহাত্ম্য এখন। গোস্বামী শ্রীশুকদেব করেণ বর্ণন॥ বন শোভা দেখিবারে শ্রীনন্দ নন্দন। যদি দূরবন মধ্যে করেণ গমন॥ আমি পূর্ব্বে২ করিব স্পর্শন। ইহা কহি স্পর্শি সবে করেণ ক্রীড়ন॥ তত্রৈব॥

ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা দাস্যংগতানাং পর
দৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজ
হ্রুঃ কৃতপুণ্য পুঞ্জাঃ॥ ২৬॥

নর দারক শব্দেতে কিশোর শেখর। অতি মনোহর যেই নববধূবর॥ দাস্যতায় যে গোপীরা লইলা আশ্রয়। তাঁহাদের নরদারক শ্রীকৃষ্ণ হয়॥ সাধ ভক্ত গণের সে পরম দৈবত। তাঁহার সহিত ব্রহ্ম সুখানুভবৈঃ॥ বত্স চারণাদি মতে

করিল বিহার। কৃতপুণ্যপুঞ্জ যত গোপের কুমার॥ ক্ষত্র-পুণ্য শব্দে ভক্তি পরিভাষা হয়। কৃতভক্তি পুঞ্জ এই অর্থ সুনিশ্চয়॥ তত্রৈব॥

যত্পাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ। স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাং॥ ২৭॥

যাঁর পদ রেণু বহু জন্ম কৃচ্ছ্র চয়ে। স্থিরীকৃত মন যোগিগণ না লভয়ে॥ শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘন মূর্ত্তি সে নিশ্চয়ে। স্বয়ং স্থিত যাঁহাদের চক্ষুর বিষয়ে। কেন ব্রজবাসি সকলের ভাগ্যচয়। অহো কি বর্ণিব যার সীমা নাহি হয়॥ কিম্বা মহঃশব্দে হয় তেজের প্রভাব। কি বর্ণিব দিষ্টমহঃ নাহি অনুভাব॥ তত্রৈব।

কৃচিত্ পল্লব তল্পেষু নিযুদ্ধ শ্রম কর্ষিতঃ। বৃক্ষ মূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোত্সঙ্গোপবর্হণঃ॥ ২৮॥

মল্ললীলা শ্রমে কৃষ্ণ হইয়া কর্ষিত। কোনস্থানে যেশীতল বাতেতে সেবিত॥ কদম্বাদি বৃক্ষ তল করিয়া আশ্রয়। পল্লব পুষ্পাদি শয্যাপরে সেসময়॥ শয়ন করেণ কৃষ্ণ সুখে সেই স্থান। শ্রীদামের ক্রোড় তাঁর হয় উপধান। তত্রৈব।

পাদ সম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ। অপরে হত পাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ত্॥ ২৯॥

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ। গায়ন্তিস্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃশনৈঃ॥ ৩০॥

কোন মহাশয় তাঁর পাদ সম্বাহয়ে। কোন হত অপরাধ ব্যজনে বীজয়ে॥ স্নেহে আর্দ্র বুদ্ধি কেহ অনুরূপ তার। মহা

আকৃষ্ণের স্নেহই মনোহর সার ।। করেণ হে মহারাজ অপেক্ষা পান।। সখাগন হেন সেবা করে সমাধান ।। মহারাজ শব্দে তোমাদিগেরো কখন। হেন সুখ ক্রীড়া নাই বুঝ নিজমন ।।

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্‌ শ্রেয এবং মহোদয়ং। যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যা স্তনং হরিঃ ।। ৩১ ।।

মাতৃপিতৃ সুহৃদাদি শুনিয়া বিস্ময়ে। রাজা পরীক্ষিত শুকদেবে জিজ্ঞাসয়ে ।। ওহে ব্রহ্ম মূর্ত্তে কিবা শ্রেয় মহোদয়। করিযাছিলেন তাহে নন্দ সুনিশ্চয় ।। মহাভাগ্যবতী বা যশোদা আচরিল। যাঁর স্তনপান হরি আপনি করিল ।। পিতা হৈতে মাতৃস্নেহ অধিক সে হন ।। মহাভাগা স্তনপান কহি একারণ।। কিম্বা নন্দপক্ষে আজ্ঞা করিল ব্রহ্মণ। যশোদা পক্ষেতে স্তন পান সে করণ।। তত্রইব।

ততোভক্তির্ভগবতি পুত্রভূতে জনার্দ্দনে। দম্পত্যো র্নিতরামাসী দ্গোপ গোপীষু ভারত ।। ৩২ ।।

কহেন শ্রীশুক ব্রহ্মবরের কারণ। হৈলা পুত্ররূপে ভগবান জনার্দ্দন ।। সব গোপ গোপী মধ্যে নন্দ যশোদার। তাঁহাতে হইল ভক্তি বিবিধ প্রকার ।। হে ভারত সম্বোধনে শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভব। অতএব তুমি স্বযং কর অনুভব ।। তত্রইব ।।

নন্দঃ স্বপুত্র মাদায প্রোষ্যাগত উদারধীঃ। মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ।। ৩৩ ।।

পূতনা বধের কালে নন্দ মথুরায। গিয়াছিলা আসিয়া শুনিলা সমুদায ।। দানশীল বুদ্ধি নন্দ রাজ সেইক্ষণে। আপন পুত্রেরে ক্রোড়ে করিযা গ্রহণে ।। অতি স্নেহে মস্তকের আঘ্রাণ লইলা। ওহে কুরূদ্বহ হর্ষ পরম পাইলা ।। তত্রইব ।।

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।৩৪॥

নবনীত চৌর্য্য ভগ্ন দধির ভাজন॥ দেখি ক্রোধে মাতা কৃষ্ণ করিতে বন্ধন॥ উদরে বান্ধন যত রজ্জুতে তাঁহায়। ন্যূন হয় দ্বিঅঙ্গুলী রজ্জু সর্ব্বথায়॥ ঘর্ম্মযুক্ত সর্ব্বগাত্র হইল মাতার। খসিল কবরী আর মালিকা তাহার॥ পরিশ্রম দেখি কৃষ্ণ কৃপা প্রকাশনে। করিলেন স্বীকার আপনার বন্ধনে॥ তত্রৈব॥

নেমং বিরিঞ্চো নভবো নশ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপবিমুক্তিদাৎ॥৩৫॥

বিমুক্তিদ কৃষ্ণ হৈতে গোপী যশোমতী। লাভ করিলেন যেই প্রসন্নতা অতি॥ ব্রহ্মা শিব মহালক্ষ্মী সদাবক্ষঃস্থিতা। নাপাইলা সেই প্রসন্নতা সুনিশ্চিতা। সংসার বন্ধন হৈতে মুক্তি দেয় যেই। গোপী হৈতে গোরজ্জুতে বান্ধা গেলা সেই॥

পয়াংসি যাসামপিবত্ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলং। ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ॥ তাসা মবিরতং কৃষ্ণেকুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণং। নপুনঃকল্পতে রাজন্ সংসারোহজ্ঞান সংভবঃ॥৩৬॥

যেই সব গোপিকার দুগ্ধ স্তনস্থিত। কৃষ্ণে পুত্র স্নেহ হেতু হইল ক্ষরিত। কৈবল্যাদি অখিলার্থ প্রদ ভগবান। দেবকী নন্দন অতি করিলেন পান॥ কৃষ্ণে পুত্র দৃষ্টি তারা করে অবিরত। নাহয় অজ্ঞানোদ্ভূত সংসার পতন॥ রাক্ষসগণের হৈল সংসার মোচন। গোপিকার তাহাতে কি হৈল প্রশংসন

সন।। অতএব কহি শুন অর্থ বিবরণ। সম্যক্সার সংসার শব্দেতে মুক্তি হন।। অকার বিশেষ নাহি করি এইবার। জ্ঞান হৈতে হয় মুক্তি জানিহ প্রকার।। তাহা নাহি হয় যত বৃদ্ধ গোপিকার। যেহেতুক সদা কৃষ্ণলীলা পরিবার।। তত্রৈব।।

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দ দর্শনে। ক্ষণং যুগশত মিব যাসাং যেন বিনা ভবেত্।। ৩৭।।

মুঞ্জাটবীমধ্যে দাবানল বিমোচন। করি কৃষ্ণ ব্রজেতে করিলে আগমন।। গোবিন্দ দর্শন করি যত গোপিকার। পরম আনন্দ অতি হইল প্রচার।। যেই কৃষ্ণ না দেখিয়া ক্ষণেক সময়। যে গোপীগণের যুগশতমত হয়।। তত্রৈব।।

তন্মস্কা স্তদালাপা স্তদ্বিচেষ্টা স্তদাত্মিকাঃ। তদ্গুণা নেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগা রাণি সস্মরুঃ।। ৩৮।।

রাসারম্ভে কৃষ্ণচন্দ্র হৈলে অন্তর্দ্ধান। না পাইয়া গোপী অন্বেষিয়া নানা স্থান।। নিবিড় বনেতে জ্যোত্স্না সম্ভব নাহয়। অন্ধকার দেখি নিবর্ত্তিলা গোপীচয়।। কৃষ্ণ মন কৃষ্ণালাপ কৃষ্ণের কারণ। পুষ্পমালা রচনাদি বিবিধ চেষ্টন।। তন্ময়ী হইয়া সে তাঁহার গুণগণ। গাযেন আলয় দেহ না করি স্মরণ।। তত্রৈব।।

গোপ্য স্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবন্য সার মসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধং। দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনু সরাভিনবং দুরাপ মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য।। ৩৯।।

কংশ রঙ্গস্থলে কৃষ্ণে করিয়া দর্শন। পরস্পর কহে কথা পুরনারীগণ।। প্রসিদ্ধ তপস্যা সব যে আছে ভুবনে। এতা-

দৃশ্য ফল তার নাকরি শ্রবণে। গোপীসব কিবা তপ কৈল আচরণ। যেহেতু ইহাঁর রূপ সর্ব্ব বিলক্ষণ ॥ লাবণ্যের সার নাহি সম ঊর্দ্ধ যার। প্রতিক্ষণ নুতন দুষ্প্রাপ্য সবাকার ॥ যশঃশ্রী ঐশ্বর্য্য তার যে একান্ত ধাম। স্বতঃসিদ্ধ চক্ষুদ্বারা পিয়ে অবিরাম। তত্রৈব ॥

যা দোহনেবহননে মথ নোপলেপ প্রেঙ্খেঙ্খণার্ভ
রুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ। গায়ন্তিচৈনমনুরক্তধিয়োহ
শ্রুকণ্ঠ্যোধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রম চিত্তযানাঃ ॥ ৪০ ॥

দোহন বর্ত্তন আর দধির মথনে। বালক রোদিতে তার দোলা আন্দোলনে ॥ চন্দনানু লেপ আর সেচন মার্জনে। ইত্যাদিকে গায় যারা শ্রীনন্দ নন্দনে ॥ অনুরক্ত বদ্ধ উরুক্রমে চিত্তগতি। অশ্রু কণ্ঠা ব্রজনারীগণ ধন্যা অতি। তত্রৈব।

প্রাতর্ব্রজাদ্ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং গোভিঃ সমং ক্বণ
য়তোস্য নিশম্য বেণুং। নির্গত্য তূর্ণ মবলাঃ পথি
ভূরি পুণ্যাঃ পশ্যন্তি সস্মিত মুখং সদয়াবলোকং ॥ ৪১ ॥

গো গোপাঙ্গনার সহ প্রভাত সময়ে। ব্রজে হৈতে কৃষ্ণ চন্দ্র যান বনালয়ে ॥ সায়ং আগমনে বেণু করেণ বাদন। সেই মুরলীর ধ্বনি শুনি নারীগণ ॥ শীঘ্র পথে আসি দেখে ভূরি পুণ্যাগণ। সস্মিত সদয় দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণ বদন ॥ তত্রৈব ॥

ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধু কৃত্যং বিবু-
ধায়ুষাপিবঃ। যামাভজন্ দুর্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃ
শ্চ্য তদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা ॥

রাসে অন্তর্দ্ধান হৈয়া গোপীর ক্রন্দনে। আবির্ভূত কৃষ্ণ

চন্দ্র হইলা যখনে ॥ গোপী সকলের প্রশ্নত্রয়ের উত্তরে। তাঁহাদের কহেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরে ॥ তোমাদের সংযোগ হে গোপী অনিন্দিত। দেবগণ পরমায়ু কালেও ব্যাপিত ॥ আমি নারি পারি তোমাদের কদাচিত। প্রত্যুপকারের কৃত্য করিতে নিশ্চিত ॥ দুর্জ্জর সে গৃহরূপ শৃঙ্খল ছেদিয়া। আমার ভজন সবে করিলে আসিয়া ॥ তাহে সব তোমাদের সাধুত্ব ধারায় প্রতিকৃত হউক শুনহ তত্ত্বরায় ॥ তোমাদের সুশীলতা যদি না সহায়। তবে ঋণী থাকিলাম আমি সর্ব্বদায় ॥

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্ন্নঃ প্রীতিমাবহ। গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মত্সন্দেশৈর্বিমোচয় ॥ ৪৩ ॥

মথুরায় থাকি কৃষ্ণ গোপীর বিরহ। ভাবিয়া মনেতে অতি হইয়া আসক্ত ॥ প্রিয়সখা মন্ত্রিবর উদ্ধবে ডাকিয়। পাঠায়েন ব্রজে কিছু শান্তনা করিয়া ॥ সহজ কোমল রীতি হে উদ্ধব তায়। ব্রজেতে গমন তুমি করহ ত্বরায় ॥ যশোমতী নন্দ আমাদের মাতা পিতা। তাঁহাদিগে প্রীতি দাও নিজচাতুরিত গোপিকার মম বিরহের দুঃখ যত। আমার সন্দেশ বাক্যে মোচন করত ॥ তত্রৈব ॥

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহং ॥ ৪৪ ॥

গোপিকার আমাতেই মন প্রাণ হয়। মদর্থে ত্যজিলা দেহ কার্য্য সমুদয় ॥ মন্নিমিত্তে লোক ধর্ম্ম ত্যজেয়ে যেজন তাহাদিগে করি আমি সুখেতে বর্দ্ধন ॥ তত্রৈব ॥

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং শ্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ। স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্য বিহ্বলাঃ ॥

ধারয়ন্ত্যতি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃপ্রাণান্ কথঞ্চন। প্রত্যা
গমন সন্দেশৈর্বল্লবো্যা মে মদাত্মিকাঃ॥ ৪৫॥

আমি প্রিয়তম হই প্রিয়তমগণে। দূরেতে থাকিতে গোকুলের নারী মনে॥ অরিয়া বিরহ উৎকণ্ঠায় বিহ্বলিতা। বিশেষেতে মুহু২ মোহপ্রাপ্তস্থিতা॥ হে অঙ্গ শ্রীরাধা আদি বল্লবী সকল। মম প্রত্যাগম আশা জানিয়া প্রবল॥ মন্ময়ী তাঁহারা অতি কৃচ্ছ্রেতে জীবন। কোন প্রকারেতে মাত্র করে প্রাণ ধারণ॥ তত্রৈব॥

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতেশ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্ত
চিত্তাঃ। বিগাঢ় ভাবেন নমেবিযোগতীব্রাধয়েঽন্যং
দদৃশুঃসুখায়॥ ৪৬॥

দ্বারকায় কৃষ্ণ গোপী মহিমোত্থাপনে। উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচনে॥ বৃন্দাবন হৈতে মোরে রামের সহিত। মথুরায় অক্রূর সে করিলে আনীত॥ ময়ি অনুরক্ত চিত্ত অতি গাঢ় ভাবে। বিচ্ছেদের তীব্র পীড়া সদা অনুভাবে॥ আমা হৈতে অন্য কিছু সুখের কারণ। না দেখিয়া থাকিলেন সুদুঃখিত মন॥ তত্রৈব।

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠত মেননীতাঃ ময়ৈব বৃন্দাবন
গোচরেণ। ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনাময়া
কল্প সমাবভূবুঃ॥ ৪৭॥

আমি প্রেষ্ঠতম সে বৃন্দাবন গোচর। আমার সহিত অনির্বচনীয় তর॥ নিশাসব রাসক্রীড়াদিক পরানন্দে। ক্ষণার্দ্ধ সমান গত করিলা স্বচ্ছন্দে॥ হে অঙ্গ সে সব নিশা পুনকল্প

ন্যায়। হৈল আমাহৈতে হীন কৈযা গোপিকায়॥ তত্রৈব।

তানাবিদম্ময্যনুসঙ্গবদ্ধধিয়ঃস্বম আত্মানমদস্তথেদং।
যথাসমাধৌমুনযোব্ধি তোযে নদ্যঃ প্রবিষ্টাইব নামরূপে॥ ৪৮॥

আমাতে সর্ব্বদা সঙ্গে বদ্ধবুদ্ধি যত। ইহ পর লোক সুহৃদ্বর্গ অভিমত॥ নিজ আত্মা পর্য্যন্ত নাজানযে কিঞ্চিত। সিন্ধু তোযে নদীমত প্রবিষ্ট নিশ্চিত॥ সমাধিতে প্রবিষ্ট যেমত মুনি যত। নাহিজানে নাম রূপাত্মক এজগত॥ তত্রৈব।

মত্কামা রমণং জার মস্বরূপ বিদোহবলাঃ। ব্রহ্ম মাংপরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত সহস্রশঃ॥ ৪৯।

অবলা শব্দের অর্থ কহেন প্রবীন। জাতি ক্রিয়া জ্ঞান শক্ত্যাদিক বলহীন॥ পুলিন্দী প্রভৃতি শত সহস্রশো নারী। আত্ম তত্ত্ব জ্ঞানেতে রহিতা বনচারি॥ গৃহাদি গমনে গোপী সঙ্গতি পাইযা। আমা বিষয়ক কাম বিশিষ্টা হইযা পরং ব্রহ্মরূপ আমি শ্রীনন্দনন্দন। আমারে পাইল স্বামীভাবে নারীগণ॥ তত্রৈব॥

এতাঃ পরংতনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিযো মুনযো বযঞ্চ কিং ব্রহ্ম জন্মভিরনন্ত কথা রসস্য॥ ৫০।

কৃষ্ণাজ্ঞায উদ্ধব আসিযা বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ কহিযা গোপীগণে॥ বিরহের শান্তি নাহি অথচ বর্দ্ধিত। দেখিযা উদ্ধব মনে হইলা বিস্মিত। এমত গাম্ভীর্য্য প্রেম নাহে কোথায। পরম ভক্তিতে প্রণমিযা ইহ গায॥ ব্রজেমহালক্ষ্মী

এই গোপ বধূগণ। ভূবিমধ্যে সফল জন্ম।ইহাঁরা হন॥ স্নেহে ভক্ত সর্ব্বস্তুয় মি শ্রীগোবিন্দে। রূঢভাব অতি প্রেমবতী সে অ নিন্দে॥ মুক্তীচ্ছুক সব আর মক্ত মুনিগণ। আমরাও বাঞ্ছা করি য়াছ সর্ব্বক্ষণ॥ অনন্তের কথা রস বিশিষ্ট যেমনে। কিবা ফল আত্মতত্ত্ব প্রকাশ সাধনে॥ তত্রৈব॥

ক্বেমাঃস্ত্রিয়ো বনচরী ব্যভিচার দুষ্ট্যাঃ কৃষ্ণে কূচৈষ
পরমাত্মনি রূঢ ভাবঃ। নন্বীশ্বরোনুভজতোঽ বিদুষোপি
সাক্ষাচ্ছেয় স্তনোত্যগদ রাজ ইবোপয়ুক্তঃ॥ ৫১॥

বৃন্দাবনে রহঃস্থানে করেণ ভ্রমণ। কোথা এই শ্রীনন্দ ব্রজের নারীগণ॥ নাকরা প্রতিপালন আদেশ তাঁহার। ভক্তি নিষ্ঠত্ব রাহিত্যাদি ব্যভিচার॥ তাহে দুষ্টা আমরা বা আছিযে কোথায়। পরমাত্ম কৃষ্ণে রূঢভাব কোথাভায়॥ অর্থাৎ গোপিকাদের স্নেহইরূঢ ভাব। তাহা কোথা আমাদের হবে অনুভাব॥ বুঝিলাম য়দ্যপিও হৈয়া অপণ্ডিত। নিরন্তর ঈশ্বরেরে ভজযে নিশ্চিত॥ সাক্ষাত ঈশল তার করেণ বিস্তার। ঔষধ খাইলে য়েন রোগ নাশকার॥ তত্রৈব॥

নায়ং শ্রিয়োঙ্গউনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্য়োষিতাং
নলিন গন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোত্সবেঽস্য
ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষং য়উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং। ৫২

রাসোৎসবে কৃষ্ণকণ্ঠ করিযা গ্রহণ। সুখপাল্য য়েই ব্রজ সুন্দরীর গণ॥ তাঁহারা য়ে প্রসন্নতা কৃষ্ণের লভিলা নিতান্ত রতির তাহা লক্ষ্মী নাপাইলা॥ পদ্ম গন্ধকান্তি স্বর্গ নারী সমুদায়। নাপাইলা অন্যা সব পাইবে কোথায়॥ তত্রৈব।

আশা মহো চরণরেণু যুষামহংস্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং। য়াদুস্ত্যজং স্বজন মার্য্যপথঞ্চহিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভি বিমৃগ্যাং ॥৫৩॥

গোপিকা সবার পাদরেণু যেইপায়। বৃন্দাবনে গুল্মলতাদিক সমুদায়॥ তাসবার মধ্যে আমি কিছু কি হইব। অহো গোপী পদ রেণু সর্ব্বাঙ্গে পাইব। যাঁহারা অত্যাজ্য পতিপত্রাদিক সব। সদাচার রূপ ধর্ম্ম ত্যজিয়া বিভব॥ পাইলা শ্রীমুকুন্দের কমল চরণ। শ্রুতি সবাকার অন্বেষণীয় রেণুন॥ শ্রুতিদের ধর্ম্মাদির অপেক্ষাআছয়ে। গোপীগণ সর্ব্বত্যজিলৈল কৃষ্ণাশ্রয়ে॥ অতএব শ্রুতিরা কেবল অন্বেষয়ে। গোপিকারা পাইলেন সেপদ নিশ্চয়ে॥ এই হেতু গোপিকারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হন। এবঞ্চ য়েকেহ কহে উপনিষদ্গণ॥ বিশেষ ভজন লাভে গোপিকা হইলা। সেকথাও একথায় নিরন্তর ছিলা॥ লক্ষ্মী হৈতে তাঁহাদের ন্যূনত্ব সে হয়। অতএব নহে তত সৌভাগ্য উদয়॥ কেবল শ্রীগোবিন্দের করুণা প্রভাবে। নিশ্চয় সম্ভবে তাহা এইহয় ভাবে॥ তত্রৈব॥

য়াবৈশ্রিয়ার্চ্চিত মজাদিভিরাপ্তকামৈ র্য়োগেশ্বরৈরপি সদাত্মনি রাস গোষ্ঠ্যাং। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং ন্যস্তংস্তনেষু বিজহুঃপরিরভ্যতাপং।৫৪

লক্ষ্মী য়াহা নিরন্তর করেণ অর্চ্চন। ব্রহ্মা ইন্দ্রাদিক দেব আর মুক্তগণ॥ ভক্তি য়োগ সমর্থ প্রভৃতি সমুদয়ে। য়েইপাদ সদা মন মধ্যেতে আছয়ে। সেই শ্রীকৃষ্ণর পদ গোপিকা নিকরে। রাসে স্তনে রাখি আলিঙ্গিয়া তাপ হরে॥ তত্রৈব

বন্দেনন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণু মভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরি কথোদ্গীতং পুনাতী ভুবন ত্রয়ং॥ ৫৫॥

শ্রীনন্দ ব্রজের যেই গোপীপরিবার। তাঁহাদের পাদরেণু বন্দি বারম্বার॥ যাঁহাদের হরির কথার উচ্চগীত। ত্রিভুবন পবিত্র করয় সুনিশ্চিত॥ কিম্বা হরি কথা ন্যায় যাঁদের উদ্গীত। কিম্বা ইহাঁদের পাদরেণু সুনিশ্চিত॥ হরি কথোদ্গীত ন্যায় এই ত্রিভুবন। পবিত্রয়ে ইত্যাদিক আছে অর্থগণ॥

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলংস্মবেণু র্দামোদরা ধর সুধা মপি গোপিকানাং। ভুক্তে স্বয়ং যদবশিষ্ট রসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচ শ্রু মুমচু স্তরবোয়থার্য্যাঃ॥ ৫৬॥

বৃন্দাবন মধ্যে শুনি কৃষ্ণ বংশধ্বনি। কহেন সখীর প্রতি শ্রীরাধা আপনি॥ ওহে ললিতাদি সখী এই কাষ্ঠময়। কৃষ্ণ বেণু কীদৃশ কুশল আচরয়॥ গোপীদের পান যোগ্য কৃষ্ণা ধরামৃত। শেষ নারাখিয়া স্বয়ং পিয়ে অবিরত॥ যাহার শ্রবণে যমুনাদি নদীগণ। হর্ষে ফুল্লপদ্ম দ্বারা রোমাঞ্চিত হন বংশেতে উদ্ভব বংশী তাহে তরুগণ। নয়ন হইতে করে অশ্রু বিমোচন॥ যেন বৃদ্ধাগণ বংশে দেখি কৃষ্ণ ভক্ত। রোমাঞ্চিত হন অশ্রু মুঞ্চে অনুরক্ত॥ তত্রৈব॥

জয়তি জননি বাসো দেবকী জন্মবাদো যদুবর পরিষৎস্বৈ র্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং। স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥ ৫৭॥

দশমস্কন্ধের শেষে শ্রীশুক আপনে। প্রতিপাদ্য সংক্ষেপিয়া

কান্ত বচনে।। জয়তি শ্রীকৃষ্ণ জনেদের য়াহেবাস। অখিবা- জন সকলি য়াঁহার নিবাস।। দেবকীতে জন্ম এই প্রসিদ্ধ য়াঁহার। যদুবর সব সভা সেবক আকার।। ইচ্ছাধীন চত্তুর্বাহু হইয়া আপনে। কিম্বা বন্ধু বাহুদ্বারা দৈত্যবিনাশনে।। বৃন্দাবন স্থিত স্থিব চরগণ রত। তাহাদের ক্লেশ নাশ করেণ সতত জ্যোতিয়ুক্ত কামবৃজ পুর বনিতার। সুস্মিত শ্রীমুখে বাড়া যেন অনিবার।। ইতি।।

কহেন জনমেজয় গুরো ভগবান। কৃতার্থোস্মি নিশ্চিত এক্ষণ।। গোলোকের মাহাত্ম্য যে গোপনীয় হয়। করিলে সে শ্রবণ আমারে মহাশয়।। জৈমিনি কহেন কৃতার্থোস্মি বাক্য যেই। পুত্রে তাত যে কহিলে সব সত্য সেই।। গোলোক মহিমাখ্যান ভক্তির দ্বারায়। শ্রবণেকীর্তনে ধ্যানে সেইপদপায় নির্হেতুক কৃপাচল শ্রীনন্দ নন্দন। গুরুত্তমহিঁহ তাঁরে নম অনুক্ষণ। ভক্তিকরাইয়া য়িঁহস্বসেবকজনে। পরমোপকারি ন্যাস হন সম্ভাষণে।। নমোনমঃ সনাতন গোস্বামি চরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের যে সনন্দিত জান।। শ্রীস্বরূপদার বিন্দবন্দি সাবধানে। য়াঁহার কৃপায় কৈল এগূঢ ব্যাখ্যানে।। বেনা- পুর নামে গ্রাম পরম সুন্দর। বিরাজ করেণ য়াহে শ্রীশ্যাম সুন্দর।। তাঁহার সেবক বসু শ্রীগোঙ্গসচন্দ্র। প্রেমভক্তি রূপ গগনেতে যেন চন্দ্র।। তাঁহারতনয়জয় গোবিন্দ সুদীন। ভক্তি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা আদি সকলে বিহীন।। য়থা মতি টীকা মূল করি য়াভাবনা। করিল সংপ্রতি ভাষা বচনেরচনা। ইহাতে কামনা এই সদানম মনে। করিবেন কৃপা এ অধীনে সাধুগণে

শাকে রসাশ্বচন্দ্র গণিতে চৈত্রে তিথৌ যেহহনি নত্বা পাদ পদ্ম যুগলং শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদং। শ্রীমদ্ভাগবতামৃতার্থক মিদং সত্ পুস্তকং ভাষয়া পূর্ণং সর্ব্ব কলাকরং গুণযুতং শ্রীনন্দজাত্তাং মুদা ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক মাহাত্ম্যখণ্ডে জগদানন্দো নাম সপ্তমোধ্যায়ঃ ॥

সমাপ্তঃশ্চেদং দ্বিতীয়খণ্ডং ॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরাভ্যাং নমঃ ॥ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় নমঃ ॥